235. Kalanchoe laciniata DC. (হিমসাগর)

236. Drosera Burmanni Vahl. (মুখজালি)

ভারতীয় বনৌষধি

ভারতীয় বনৌষধি

(সচিত্র)

প্রথম ভাগ

প্রথম খণ্ড

[শিল্প ও সরবরাহ-সচিব মাননীয়
ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়,
এম. এ., বি. এল., ডি. লিট., এল-এল. ডি., ব্যারিষ্টার-এট-ল
মহোদয়-লিখিত ভূমিকা-সম্বলিত]

ডক্টর শ্রীকালীপদ বিশ্বাস,
এম. এ., ডি. এস-সি. (এডিন.), এফ. আর. এস. ই., এফ. এন. আই.
সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, রয়েল বোটানিক গার্ডেন, কলিকাতা এবং উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানের
অনারারী অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ও

শ্রীএককড়ি ঘোষ,
রয়েল বোটানিক গার্ডেন পুস্তকাগারের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৩১

ভারতীয় বনৌষধি

প্রথম খণ্ড

[শিল্প ও সরবরাহ-সচিব মাননীয়
ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়,
এম. এ., বি. এল., ডি. লিট., এল-এল. ডি., ব্যারিষ্টার-এট-ল
মহোদয়-লিখিত ভূমিকা-সম্বলিত]

ডক্টর শ্রীকালীপদ বিশ্বাস,
এম. এ., ডি. এস-সি. (এডিন.) এফ. আর. এস. ই., এফ. এন. আই.
সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, রয়েল বোটানিক গার্ডেন, কলিকাতা এবং উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানের
অনারারী অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
ও
শ্রীএককড়ি ঘোষ,
রয়েল বোটানিক গার্ডেন পুস্তকাগারের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৫০

মূল্য ১২৲ টাকা
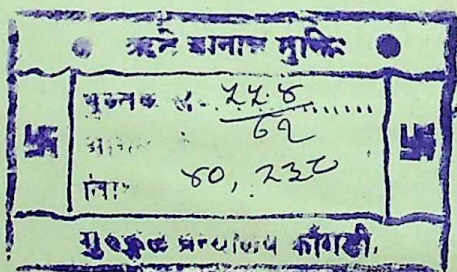
PRINTED IN INDIA

PRINTED AND PUBLISHED BY SIBENDRANATH KANJILAL, SUPERINTENDENT (OFFG.), CALCUTTA UNIVERSITY PRESS, 48, HAZRA ROAD, BALLYGUNGE, CALCUTTA.

1034B—C. U. Press—March, 1950—GE.

ভূমিকা
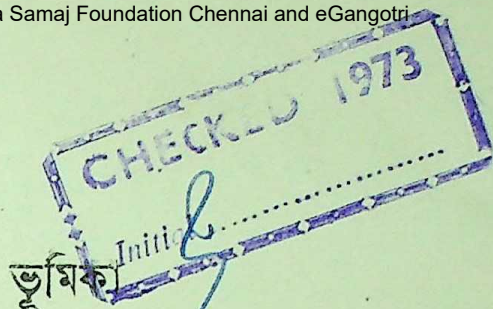
"ভারতীয় বনৌষধি" প্রায় ১৩ বৎসর পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইল। অনিবার্য্য কারণে এই পুস্তক ছাপিতে বিলম্ব হইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে ও তাহার পর বহু অসুবিধার ভিতর দিয়া এই সুবৃহৎ পুস্তকখানির কষ্টসাধ্য ছাপানর কাজ যে এতদিনে শেষ হইল ইহা আনন্দের বিষয়। উদ্ভিদের বর্ণনা এই পুস্তকে বঙ্গভাষায় যথাযথ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা-অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। তবে উদ্ভিদ্‌বেত্তাদের জন্য প্রত্যেক গাছের সর্ব্বসম্মত বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক ল্যাটিন নাম দেওয়া হইয়াছে এবং জনসাধারণের সুবিধার জন্য ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের পরিচয়ের জন্য বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত নামও উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং ঔষধের গাছ চেনা কোনরূপ কষ্টসাধ্য হইবে না।

আমাদের দেশে অনেক সময়ে চিকিৎসকেরা ঠিক গাছের সন্ধান পান না অথবা গাছের সঠিক পরিচয় আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে জানা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। সরল বাংলায় লতাপাতার বর্ণনা ও গুণাগুণ লিখিত হইলে সাধারণ লোকেরাও গাছের ও ঔষধির সম্যক্ পরিচয় পাইতে পারেন। প্রত্যেক গাছের জন্মস্থান উল্লেখ করায় যে কোন গাছ দরকারের সময়ে অনায়াসেই পাওয়া যাইতে পারে। ছবির সাহায্যে গাছ চিনিবারও কোন অসুবিধা হইবে না। এই সকল কারণে ও আমাদের এই লুপ্ত সম্পদ্ পুনরুদ্ধার করিবার কার্য্যে—সাহায্য করিতে বহুদিন পূর্ব্বে আমার বন্ধু শ্রীকালীপদ বিশ্বাসকে বাংলা ভাষায় এই পুস্তক লিখিতে অনুরোধ করি।

হিমাচলে বহু ঔষধের গাছের চাষ করা খুবই সম্ভবপর। কালীপদবাবুর হিসাবে প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ বিদেশীয় ঔষধের গাছের—যেমন ডিজিটালিস, কুইনাইন, ইপিকাকুয়ানা, বেলেডোনা, হয়াসিয়ামাস্, লোবেলিয়া প্রভৃতির—চাষ সহজেই করা যাইতে পারে এবং এই সকল গাছ হইতে কলকারখানায় ঔষধ প্রস্তুত হইতে পারে। আশা করা যায় যে যাবতীয় দেশীয় ও বিদেশীয় গাছের পদার্থ ও উপযোগিতা বিশদভাবে গবেষণা করিয়া ও এই সব উদ্ভিদ্ হইতে ঔষধ তৈয়ারী করিয়া স্বাধীন ভারত দেশের ও দশের, সমগ্র মানবজাতির মঙ্গলবিধানে অচিরে সমর্থ হইবে। আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি এই পুস্তক এই মহৎ উদ্দেশ্য-সাধনে যথেষ্ট সাহায্য করিবে।

৪, কিং এডওয়ার্ড রোড,
নিউ দিল্লী
১০ই জুলাই, ১৯৪৯

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

পূর্ব্বভাষ

অতি প্রাচীন কাল হইতে বেদজ্ঞ ঋষিগণ এই ভারতবর্ষের ভৈষজ্যের গুণাগুণ-সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। অথর্ব্ববেদ উহার একটী জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ। এই অথর্ব্ববেদ হইতেই ধন্বন্তরি-লিখিত আয়ুর্ব্বেদের উদ্ভব। পরবর্ত্তী সময়ে মহর্ষি আত্রেয়, ভরদ্বাজ ও অগ্নিবেশ প্রভৃতি ঋষিগণ আয়ুর্ব্বেদীয় অধ্যাপকরূপে কয়েকখানি চিকিৎসা-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহাদের গ্রন্থসমূহ হইতে মহর্ষি চরক ব্যাধিপীড়িত জনগণের হিতার্থে চরক-সংহিতা নামক অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন।

কথিত আছে যে দেববৈদ্য ধন্বন্তরি কাশীরাজ-গৃহে দিবোদাস নামে জন্মগ্রহণ করায় মহর্ষি বিশ্বামিত্র স্বীয় তনয় সুশ্রুতকে তাঁহার নিকট আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষার জন্য প্রেরণ করেন। মহর্ষি সুশ্রুত শিক্ষালাভের পর যে গ্রন্থ রচনা করেন তাহারই নাম সুশ্রুত-সংহিতা। চরক- ও সুশ্রুত-লিখিত চরক-সংহিতা ও সুশ্রুত-সংহিতা অতি প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসা-গ্রন্থ। এই দুইখানি পুস্তকে অস্ত্রচিকিৎসা, দেহতত্ত্ব, ঔষধ-নির্ব্বাচন ও ঔষধ-প্রয়োগ প্রভৃতি অতি বিস্তারিত ভাবে লিখিত আছে। পুস্তক দুইখানি লোকাতীত জ্ঞানের পরিচায়ক ও অপৌরুষেয় বলিয়া কথিত।

প্রাচীন চিকিৎসা-গ্রন্থের মধ্যে রাজভট্টের অষ্টাঙ্গহৃদয়-সংহিতা, চক্রদত্ত-সংগ্রহ, শার্ঙ্গধর-সংগ্রহ, ভাবমিশ্রের ভাবপ্রকাশ, মদন পালের রাজনির্ঘণ্ট, মাধবকরের নিদান এবং আরও কতিপয় চিকিৎসা-পুস্তকে দ্রব্যগুণ ও চিকিৎসা-বিধি আলোচিত হইয়াছে।

মুসলমান রাজত্বকালেও রাজকীয় সাহায্যে মুসলমান হাকিমগণ, আরবী, পারসী ও উর্দ্দু ভাষায় এদেশীয় ভেষজ-সম্বন্ধে কয়েকখানি অমূল্য পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে তালিপ শেরিফ (Taleep Sheriff) এবং মখেজন-উল-আদ্বিয় (Makhazan-ul-Adwiya) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

খৃষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে পোর্তুগীজ ও ওলন্দাজ উদ্ভিদ্-বিদ্যাবিৎ-চিকিৎসকগণ ভারতীয় ভৈষজ্যের গুণাগুণ-সম্বন্ধে ধারাবাহিক ইতিহাস প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। দক্ষিণ-ভারতে প্রচলিত গ্রন্থগুলির মধ্যে Van Rheede লিখিত Hortus Indicus Malabaricus নামক পুস্তকখানি ১২ খণ্ডে বিভক্ত। এতদ্ব্যতীত Thoms Rivevs, O. Kerbosa, L. De Costa, Wight, Beddome প্রভৃতি মনীষিগণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের উদ্ভিদের গুণাগুণ-সম্বন্ধে বহু পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা-বিশারদ চিকিৎসকগণ ভারতীয় চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন ও প্রণয়ন করিয়া আধুনিক গবেষণার পথ অতি সুগম করিয়া গিয়াছেন। এই সকল মনীষীর মধ্যে Dr. Roxburghএর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তাঁহাকে ভারতীয় আধুনিক উদ্ভিদ্-পরিচয়-গবেষণার পিতৃতুল্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। Dr. Roxburgh লিখিত Flora Indica নামক পুস্তকে বিভিন্ন ভারতীয় উদ্ভিদের দেশীয় ও বৈজ্ঞানিক নাম, তাহাদের বর্ণনা, আবাস ও গুণাগুণ বিস্তারিত ভাবে লিখিত আছে।

পরবর্তী সময়ে ১৮১০ খৃঃ Dr. John Flemming ভারতীয় ভৈষজ্যের হিন্দুস্থানী ও সংস্কৃত নাম Asiatic Research নামক সাময়িক পত্রে অতি বিশদভাবে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। Dr. N. Wallich এবং Dr. Wilson প্রমুখ উদ্ভিদ্‌বেত্তারা দেশীয় ঔষধের গুণাগুণ-সম্বন্ধে অনেক তথ্য আবিষ্কার করিয়া জনগণের প্রভূত উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। Dr. Ainslie, Moodeen Sheriff, Dr. Wight, Dr. Dymock প্রভৃতি মহোদয়গণের দ্রব্যগুণ-পুস্তকগুলি (Materia Medica) অতি উৎকৃষ্ট চিকিৎসা-গ্রন্থ। Sir William O'Shaughnessy এবং Dr. Wallichএর 'Pharmacopoeia, Bengal'ও অতি সারগর্ভ পুস্তক। Dr. Birdwood লিখিত বোম্বাই প্রদেশস্থ ভেষজ এবং Dr. Drury লিখিত মান্দ্রাজ-দেশীয় ভেষজ, এবং Dr. Baden Powell লিখিত Punjab Products এবং রায় বাহাদুর কানাইলাল দে লিখিত Indigenous Drugs অতি উৎকৃষ্ট চিকিৎসা-পুস্তক।

Dr. Voigt লিখিত Hortus Suberbanus Calcuttensis, Sir J. D. Hooker লিখিত Flora of British India এবং Sir George Watt সাহেব লিখিত Dictionary of Economic Products যথাক্রমে ১৮৪৫, ১৮৯৭ ও ১৯০৪ খৃঃ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়া দেশীয় চিকিৎসা-বিষয়ক উদ্ভিদ্ ও আয়কর উদ্ভিদের পরিচয়- ও ব্যবহার-সম্বন্ধে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে।

Sir George King লিখিত বহুসংখ্যক দেশীয় ভেষজ উদ্ভিদের পরিচায়ক পুস্তক, ভারতে কুইনাইন চাষ সম্বন্ধীয় পুস্তক এবং ডাঃ উদয়চাঁদ দত্ত লিখিত Hindu Materia Medica নামক পুস্তকের Glossary বহু ভেষজ উদ্ভিদের দুরূহ পরিচয় অতি সহজ করিয়াছে। Sir David Prain সাহেব লিখিত Bengal Plants, হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগনার গাছ ও সুন্দরবনের গাছ নামক পুস্তকগুলিতে অনেক ভৈষজ্যের নিদর্শন ও পরিচয় পাওয়া যায়।

আধুনিক চিকিৎসা-গ্রন্থের মধ্যে Dr. Kirtikar ও Major B. D. Basu লিখিত Indian Medicinal Plants, Dr. R. N. Chopra লিখিত Indigenous Drugs, Dr. Nadkarni লিখিত The Indian Materia Medica এবং কবিরাজ বিরজাচরণ গুপ্ত, কাব্যতীর্থ লিখিত বনৌষধি-দর্পণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বৈদিক যুগ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যে সকল চিকিৎসা-গ্রন্থের বিষয় উল্লেখ করা হইল, ইহার সকলগুলিই সংস্কৃত, ইংরাজী ও লাটিন ভাষায় লিখিত। এই সমস্ত পুস্তক খরিদ

করিয়া অধ্যয়ন করা অতি ব্যয়-সাপেক্ষ। তদ্ব্যতীত ইংরাজী ও লাটিন ভাষায় অনভিজ্ঞ ভিষক্‌দিগের অনুপযোগী। বনৌষধি-দর্পণ নামক পুস্তকখানি যদিও বঙ্গভাষায় লিখিত তথাপি উহাতে অল্পসংখ্যক ভেষজের উল্লেখ আছে মাত্র এবং উহাতে তরুলতাদির চিত্র-পরিচয় না থাকায় ইহা সাধারণের পক্ষে সহজে বোধগম্য নহে।

ভৈষজ্য তরুলতাদির প্রকৃত নাম ও পরিচয়, উহাদের বৈজ্ঞানিক, দেশীয় ও সংস্কৃত নাম-সম্বন্ধে বহুসংখ্যক অনুসন্ধান-পত্র আমার নিকট সময়ে সময়ে প্রেরিত হওয়ায় সেগুলির যথাযথ উত্তর-প্রদানকালীন আমার মনে হইয়াছে যে, তরুলতাদির চিত্র ও বর্ণনাসহ একখানি ভৈষজ্য-পুস্তক লিখিত হওয়া বিশেষ আবশ্যক। বহু গণ্যমান্য চিকিৎসক এরূপ একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিবার জন্য অনুরোধ করায় আমার পূর্ব্ব ইচ্ছা আরও বলবতী হইয়া উঠে ও এই পুস্তকখানি প্রকাশ করিতে উৎসাহিত হই। Sir David Prain, C. M. G., C. I. E., M. A., M. B., I. M. S., D. Sc., LL. D., F. R. S., F. R. S. E., F. L. S., ভূতপূর্ব্ব সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, রয়েল বোটানিক গার্ডেন, কলিকাতা, ও ডাইরেক্টর, রয়েল বোটানিক গার্ডেন, Kew, এ বিষয়ে আমাকে বিশেষ উদ্যোগী করেন এবং এই ভূমিকার ইংরাজি অনুবাদ তাঁহার জীবদ্দশায় সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, এজন্য তাঁহার নিকট আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। এই পুস্তক ইংরাজি ভাষায় লেখা স্থির করিয়াছিলাম। পরে আমার বন্ধু মাননীয় শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইহা বঙ্গদেশের আবাল-বৃদ্ধবনিতার পাঠোপযোগী ও উপকারের জন্য বঙ্গভাষায় লিখিতে অনুরোধ করেন। তাঁহার উপদেশমত এককড়িবাবুর একান্ত পরিশ্রম এবং আমার উদ্ভিদ্-গবেষণায় তাঁহার নিষ্ঠা ও আপ্রাণ চেষ্টার ফলে এই বিস্তীর্ণ পুস্তক বঙ্গভাষায় লেখা সম্ভবপর হইয়াছে। এই পুস্তক-প্রণয়নে মাননীয় শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়কে পরামর্শ ও উৎসাহ দিবার জন্য এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা এই পুস্তক ছাপাইবার বন্দোবস্ত করার জন্য আমার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য যথাক্রমে প্রত্যেক উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম, কোন্ কোন্ ইংরাজী পুস্তকে উহার চিত্র-পরিচয় ও বর্ণনা আছে, কোন্ কোন্ স্থানে গাছগুলি পাওয়া যায়, ঔষধপ্রস্তুত-কার্য্যে উদ্ভিদের কোন্ কোন্ অংশ ব্যবহৃত হয় এবং উহার ভৈষজ্য গুণ কি কি আছে ও কোন্ কোন্ রোগে প্রযুক্ত হইতে পারে তাহা এই পুস্তকে লিখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তদ্ব্যতীত সাধারণ পরিভাষা অনুযায়ী সরল ভাষায় বর্ণনার সহিত বৃক্ষাদির চিত্র ও চিত্র-পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। পুস্তকখানিতে প্রায় ৭০০ (সাত শত) উদ্ভিদের বিষয় লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে কুইনাইন, ডিজিটালিস্, ইপিকাকুয়ানা, হয়াসিয়ামাস্ প্রভৃতি যে সকল গাছের চাষ ভারতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে সেগুলিও বিশেষভাবে ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

এক্ষণে পুস্তকখানি যদি আয়ুর্ব্বেদীয় ও অপরাপর চিকিৎসকগণের ও উদ্ভিদ্‌তত্ত্বজ্ঞ অনুসন্ধিৎসু ছাত্রগণের উপকারে আইসে তাহা হইলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে বলিয়া ধন্য হইব। এই পুস্তক-প্রণয়ন-কার্য্যে আমি প্রায় শতাধিক চিকিৎসা-গ্রন্থ ও উদ্ভিদ্-

বিদ্যা-বিষয়ক পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি; তজ্জন্য এই সকল গ্রন্থকারের নিকট চিরঋণে আবদ্ধ রহিলাম। প্রুফ-সংশোধন-কার্য্যে শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় সাহায্য করায় তাঁহাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এরূপ পুস্তক-প্রণয়নে ভ্রম-প্রমাদ থাকা সম্ভবপর। সহৃদয় পাঠকগণ সেগুলি নির্দ্দেশ করিয়া দিলে আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব ও পরবর্ত্তী সংস্করণে অতি যত্নের সহিত সংশোধন করিয়া দিব।

হারবেরিয়াম,
রয়েল বোটানিক গার্ডেন, কলিকাতা।
১লা আগষ্ট, ১৯৪৯।

শ্রীকালীপদ বিশ্বাস

উদ্ভিদের শ্রেণী-বিভাগ

হিন্দু আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বহু প্রাচীনকাল হইতে তরুলতাদির আকৃতি, গুণ, বাসস্থান ও ব্যবহার অনুযায়ী শ্রেণী-বিভাগ অতি বিশদ ভাবে লিখিত আছে; যথা—শাকবর্গ, পুষ্পবর্গ, হরীতকীবর্গ, কর্পূরাদিবর্গ, গুড়ুচ্যাদিবর্গ, তৈলবর্গ ইত্যাদি। এই সকল বিভাগ প্রধানতঃ উদ্ভিদের গুণাগুণের উপর নির্ভর করিয়াই লিখিত হইয়াছে, কিন্তু কালক্রমে এই সকল জ্ঞান-সম্বন্ধে অনুশীলন না থাকায় এবং উক্ত প্রথা অনুযায়ী কোন উদ্ভিদাগার সজ্জিত না থাকায় বৃক্ষাদির পরিচয়-বিষয়ে বিশেষ অসুবিধা হইয়াছে।

বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য দেশে উদ্ভিদ্-বিদ্যার অধিক পরিমাণে উৎকর্ষ সাধিত হওয়ায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ উদ্ভিদের ফল, ফুল ও আকৃতিতে সাদৃশ্য লইয়া উদ্ভিদ্গুলিকে নানা ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এই শ্রেণী-বিভাগ পৃথিবীর যাবতীয় সভ্য দেশে চলিত থাকায় ও এই বিভাগ অনুযায়ী আধুনিক উদ্ভিদাগারগুলি সংরক্ষিত হওয়ায় তরুলতাদির পরিচয়-সম্বন্ধে বহুপরিমাণে বাধাবিঘ্ন দূর হইয়াছে। আমরা সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য পুস্তক-লিখিত গাছগুলিকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথানুযায়ী সজ্জিত করিয়াছি। পাশ্চাত্য প্রথানুযায়ী গাছগুলির শ্রেণী-বিভাগ থাকায় উদ্ভিদাগারে একস্থানে সেইগুলি দেখিয়া লইবার পথ সুগম হইবে এই আশায় আয়ুর্ব্বেদোক্ত সাবেক প্রথা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে খৃঃ পূঃ ৩৭০-২৪৫ অব্দে Theophrastus নামক একজন গ্রীসদেশীয় দার্শনিক প্রথম উদ্ভিদের শ্রেণী-বিভাগ করেন। ইহার পর ১৭০৭-১৭৭৮ খৃঃ অব্দে সুইডেন-দেশীয় প্রসিদ্ধ দার্শনিক Linnaeus ইহার বহু পরিমাণ উন্নতি সাধন করেন। বর্ত্তমান যুগে এই শ্রেণী-বিভাগের দুইটী প্রণালী সভ্যজগতে গৃহীত হইয়াছে। একটী Bentham & Hooker সাহেবের লিখিত বিভাগ, অপরটী Engler এবং Prantl সাহেব লিখিত বিভাগ। Bentham ও Hooker সাহেবের লিখিত বিভাগ ভারতে, ইংলণ্ডে এবং ইংরাজ অধিকৃত দেশে চলিত আছে; আর Engler ও Prantl সাহেবের লিখিত বিভাগ জর্ম্মাণীতে এবং ইউরোপের দুই একটী উদ্ভিদাগারে প্রচলিত আছে। অধুনা Rendle এবং Hutchinson সাহেবের লিখিত শ্রেণী-বিভাগ দ্বারা তরুলতাদির স্বাভাবিক অবস্থা আরও বিষদ ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা হইয়াছে।

Engler এবং Prantl সাহেব সাধারণতঃ উদ্ভিদ্গুলিকে ১৩ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে Bentham ও Hooker সাহেবের লিখিত শ্রেণী-বিভাগ ভারতের উদ্ভিদাগারে গৃহীত ও চলিত আছে; অতএব আমরা এই পুস্তক-লিখিত উদ্ভিদ্গুলিকে তাঁহাদের

মতানুযায়ী বিভাগ করিয়াছি। Hooker সাহেব তাঁহার লিখিত Genera Plantarum নামক পুস্তকে উদ্ভিদ্‌গুলিকে ২০০ (দুই শত) Natural Order বা বর্গে (Family) বিভক্ত করিয়াছেন। ইহার শ্রেণী-বিভাগ অতি সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হইল।
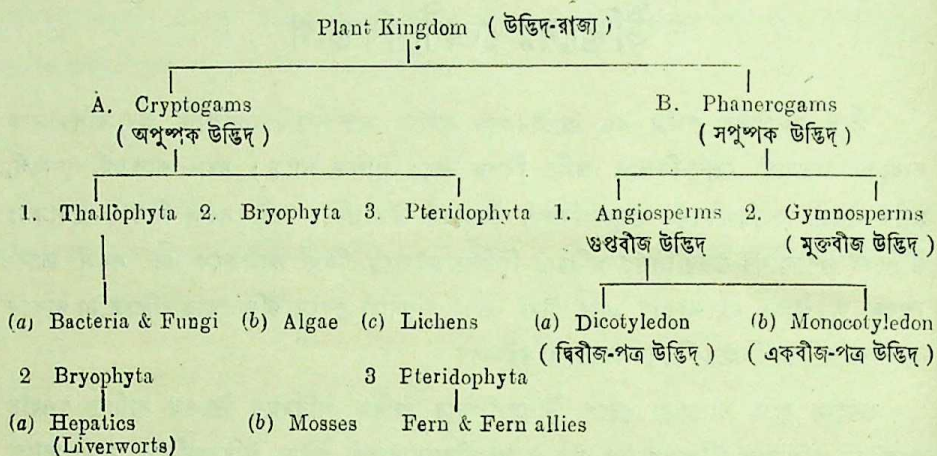
উপরোক্ত তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে Bentham ও Hooker সাহেব উদ্ভিদ্-রাজ্যকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; যথা, Cryptogams (অপুষ্পক উদ্ভিদ্) এবং Phanerogams (সপুষ্পক উদ্ভিদ্)।

Cryptogams আবার Thalophyta, Bryophyta, এবং Pteridophyta এই তিন ভাগে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে Bacteria (রোগোৎপাদক উদ্ভিজ্জাণু), Fungi (ছত্রক উদ্ভিদ্), Algae (জলজ শৈবালাদি উদ্ভিদ্) এবং Mosses মস্‌জাতীয় উদ্ভিদ্ প্রধান।

উপরোক্ত তালিকায় দেখা যাইতেছে যে Phanerogams (সপুষ্পক উদ্ভিদ্) প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত; যথা, Angiosperms (গুপ্ত বা আবদ্ধবীজ উদ্ভিদ্) এবং Gymnosperms (উন্মুক্তবীজ উদ্ভিদ্)। Angiosperms আবার দুইভাগে বিভক্ত; যথা, Dicotyledon (দ্বিবীজ-পত্র) ও Monocotyledon (একবীজ-পত্র) উদ্ভিদ্।

Gymnosperms (উন্মুক্তবীজ) উদ্ভিদের মধ্যে Cedrus deodara (হিমালয়জাত দেবদারু), Pinus longifolia (সরল কাষ্ঠ), Abies, Juniperus, Thuya ও Cupressus ইত্যাদি প্রধান।

যে সকল উদ্ভিদের অঙ্কুর বাহির হইবার সময়ে দুইটী বীজ-পত্র বাহির হয় সেইগুলিকে Dicotyledon উদ্ভিদ্ বলে; যেমন চাল্‌তা, আম, জাম, তেঁতুল, বেল, কার্পাস, কলাই প্রভৃতি। যে সকল উদ্ভিদের অঙ্কুর বাহির হইবার সময়ে একটী বীজ-পত্র বাহির হয় সেইগুলিকে Monocotyledon উদ্ভিদ্ বলে; যেমন সুপারি, তাল, খেজুর, নারিকেল, হরিদ্রা, মূর্গা, তালমূলী, পিয়াজ, কেতকী ইত্যাদি।

এই পুস্তকে লিখিত যাবতীয় উদ্ভিদের প্রত্যেকটীর পৃথক্ বর্ণনা আছে; ইহাদের বংশাবলীর সমগ্র পরিচয় দিতে হইলে পুস্তকের কলেবর অতিশয় বর্দ্ধিত হইবে এই আশঙ্কায়

এস্থলে উহা পরিত্যক্ত হইল। বিভাগগুলি আরও কিঞ্চিৎ বুঝাইবার জন্য নিম্নে আর একটী তালিকা দেওয়া হইল।

Class I.—Dicotyledons (দ্বিবীজ-পত্রী)
Division 1. Polypetalae (বা বিযুক্ত-দল)
Sub-Division (a) Thalamiflorae (বিযুক্ত-স্তবক)
(Family Ranunculaceae—Tiliacea)
Sub-Division (b) Disciflorae (যুক্ত-স্তবক)
(Family Linaceae—Moringaceae)
Sub-Division (c) Calycifloreae (বহিশ্ছদী)
(Family Leguminosae—Cornaceae)
Division 2. Gamopetalae (বা সংযুক্ত-দল)
(Family Rubiaceae—Plantaginaceae)
Division 3. (Incompletae) Monochlamydeae (একচ্ছদী)
(Family Nyctaginaceae—Ceratophyllaceae)
Class II.—Gymnosperms (মুক্তবীজ-পত্রী) অনাচ্ছাদিত
(Family Gnetaceae-Cycadaceae)
Class III.—Monocotyledons (একবীজ-পত্রী)
Division 1. Petaloideae (দ্বিসারি-দল)
(Family Hydrocharideaceae—Naiadaceae)
Division 2. Glumiferae (শীষধারী)
(Family Eriocaulaceae—Gramineae).

প্রত্যেক গাছের নাম বৈজ্ঞানিক প্রণালী-অনুসারে বর্ণিত। ইহা গাছের বিশেষ নাম ও বর্ণনাকারীর নামের সহিত সংলগ্ন থাকে। সর্ব্বপ্রথমে গাছের পর্য্যায়ভূক্ত বা গণীয় (Generic) নাম দেওয়া হইয়া থাকে; যেমন Terminalia belerica Roxb. এস্থলে Roxburgh সাহেব উক্ত গাছের বর্ণনা করিয়াছেন, এইজন্য তাঁহার নাম শেষভাগে লিখিত হইয়াছে; belerica নামটী বিশেষজাতীয় (Specific) নাম। কোন লোকের নাম যদি দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ হয়, তবে দেবেন্দ্রনাথ belerica জাতীয় (Specific) নামের এবং ঘোষ নামটী Terminalia-গণীয় (Generic) নামের তুল্য। দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ও খগেন্দ্রনাথ ঘোষ এই তিনটী নাম ঘোষ-বংশীয় তিনটী ব্যক্তিকে বুঝাইতেছে। গাছেরও তেমনি T. belerica, T. catappa, T. chebula প্রভৃতি নাম Terminalia গণভূক্ত। পূর্ব্বোক্ত গাছগুলি সমস্ত Combretaceae Family বা বর্গের অন্তর্ভূক্ত। প্রত্যেক গাছের একটী করিয়া গণ—genus ও জাতি—species আছে। Specific নামটী generic নামের বিশেষণরূপে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে; যেমন Pinus longifolia বলিলে longifolia

অর্থাৎ লম্বা পাতাযুক্ত Pinus গাছ বুঝায়; অতএব longifolia শব্দটী Pinus-এর বিশেষণ-রূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। কখন কখন Specific নামটী উদ্ভিদের আবিষ্কার-কর্ত্তা অথবা একজন বিখ্যাত উদ্ভিদ্-তত্ত্বজ্ঞের নামানুসারে দেওয়া হইয়া থাকে; যেমন Meconopsis Wallichii Hook. এ গাছের Wallich সাহেবের নামে Hooker সাহেব নাম দিয়াছেন। এই নিয়মানুযায়ী দুই-শব্দবিশিষ্ট নামকরণ-প্রণালীকে Binominal nomenclature নামকরণ-প্রণালী বলে।

এই প্রকার নামকরণ-প্রণালী Linnaeus সাহেবের সময় হইতে এখন পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে এবং ইহার নিয়মাদি International Botanical Conference হইতে ধার্য্য হইয়া থাকে। এই Conference সর্ব্বপ্রথমে অষ্ট্রিয়ার ভিয়েনা নগরে আরম্ভ হয়, তৎপরে ইংলণ্ডে আর একবার বসিয়া থাকে। সম্প্রতি কয়েকটী বিশেষ বিষয়ের মীমাংসার জন্য হলণ্ডের আমষ্টার্ডাম নগরে হইয়া গিয়াছে এবং ১৯৫০ সালে Stockholm-এ এই সভার পুনরায় অধিবেশন হইবে।

এই পুস্তকে উদ্ভিদের নামগুলি যথাসম্ভব বর্ত্তমান International nomenclature অনুযায়ী দিবার চেষ্টা হইয়াছে।

Fern ও Fern শ্রেণীর উদ্ভিদ্ যেমন Lycopodium, এই লতার স্পোর (Spores), সামুদ্রিক বড় বড় শেওলা-বিশেষ, যাহা হইতে মূল্যবান্ আগর আগর (Agar Agar), আওডিন (Iodine, Vitamin) প্রভৃতি পাওয়া যায়, ছত্রক-বর্গ (Fungi) যেমন Penicilium জাতীয় সূতার ন্যায় উদ্ভিদ্, অতি মূল্যবান্ ঔষধ। অমূল্য ঔষধ Penicillin, এবং সম্প্রতি ডাক্তার সহায়রাম বসু-আবিষ্কৃত কানচটা-বর্গভুক্ত Polysrtictus sanguinius জাতীয় উদ্ভিদ্ হইতে 'Polyporin' আজ চিকিৎসা-শাস্ত্রে এক যুগ-পরিবর্ত্তন আনিয়াছে।

আজিও এই বিশাল ভারতের বহু উদ্ভিদের বিষয় আমাদের অজানা রহিয়াছে। আজ আমাদের স্বাধীন ভারতে এই সব উদ্ভিদের ও ঔষধের যথাযথ বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধান করিয়া তাহাদের তথ্য সম্যক্-রূপে উদ্ঘাটন করা বিজ্ঞান ও মানবতার দিক দিয়া বিশেষ প্রয়োজন।

বৈজ্ঞানিক বিভাগ-অনুযায়ী বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদের সূচীপত্র

I. Ranunculaceae

1. Aconitum heterophyllum Wall. (অতিবিষা)
2. ,, ferox Wall. (কাঠবিষ)
3. ,, Napellus Linn. (,,)
4. Delphinium denudatum Wall. (নির্ব্বিষি)
5. Clematis triloba Heyne. (লঘুকর্ণী)
6. Ranunculus sceleratus Linn. (জলপিপ্পলী)
7. Naravelia zeylanica Dc. (ছাগল বাটী)
8. Nigella sativa Linn. (কালজীরা)
9. Paeonia Emodi Wall. (উদ্‌সালাম)

II. Dilleniaceae

10. Dillenia indica Linn. (চাল্‌তা)

III. Magnoliaceae

11. Magnolia pterocarpa Roxb. (ডুলিচাঁপা)
12. Michelia champaca Linn. (চম্পক)

IV. Anonaceae

13. Anona squamosa Linn. (আতা)
14. ,, reticulata Linn. (নোনা)
15. Polyalthia longifolia Benth. & HK. f. (দেবদারু)

V. Menispermaceae

16. Anamirta cocculus W. & A. (কাকমারি)
17. Stephania hernandifolia Walp. (নিমুখা)
18. Tinospora cordifolia Miers. (গোলঞ্চ)
19. Tinospora tomentosa Miers. (পদ্মগোলঞ্চ)
20. Cocculus villosus Dc. (হয়ের)
21. Tiliacora racemosa Colebr. (তিলিয়াকরা)
22. Cissampelos pareira Linn. (একলেজা)

VI. Berberideae

23. Berberis asiatica Roxb. (দারু হরিদ্রা)
24. Podophyllum Emodi Wall. (পাপরা)

VII. Nymphaeaceae

25. Euryale ferox Salisb. (মাখনা)
26. Nymphaea lotus Linn. (কুমুদ)
27. Nelumbium speciosum Willd. (পদ্ম)

VIII. Papaveraceae

28. Papaver somniferum Linn. (অহিফেন)
29. Argemone mexicana Linn. (শেয়াল কাঁটা)

IX. Fumariaceae

30. Fumaria parviflora Lamk. (বনগুল্‌ফা)

X. Cruciferae

31. Brassica alba HK. f. & T. (শ্বেত সরিষা)
32. Raphanus sativus Linn. (মূলা)
33. Lepidium sativum Linn. (হালিম)

XI. Cappariddeae

34. Capparis sepiaria Linn. (কাঁটাগুড় কামাই)
35. ,, horrida Linn. f. (গুড়কামড়ী)
36. ,, zeylanica Linn. (কালকেরা)
37. Cleome viscosa Linn. (হুড়হুড়িয়া)
38. Crataeva religiosa Forst. (বরুণ)
39. Gynandropsis pentaphylla DC. (শ্বেত হুড়হুড়িয়া)

XII. Violaceae

40. Ionidium suffruticosum Ging. (নুনবোড়া)

XIII. Bixineae

41. Bixa orellana Linn. (লটকন)
42. Flacourtia Ramontchi L'Her. (বৈঁচ)
43. ,, cataphracta Roxb. (পানিয়ালা)
44. ,, sepiaria Roxb. (বৈঁচ)
45. Taraktogenos Kurzii King. (চাউলমুগরা)
46. Gynocardia odorata Br. (,,)
47. Hydnocarpus Wightiana Bl. (প্রকৃত ,,)

XIV. Polygalaceae

48. Polygala chinensis Linn. (মেরাড়ু)
49. ,, crotalarioides Ham. (নীলকষ্ঠি)

XV. Caryophyllaceae

50. Saponaria Vaccaria Linn. (সাবুনী)

XVI. Portulacaceae

51. Portulaca oleracea Linn. (বড় নুনিয়া)
52. ,, quadrifida Linn. (ছোট ,,)

XVII. Tamariscineae

53. Tamarix gallica Linn. (বন্য ঝাউ)
54. Tamarix dioica Roxb. (লাল ঝাউ)

XVIII. Guttiferae

55. Calophyllum inophyllum Linn. (পুন্নাগ)
56. Garcinia Mangostana Linn. (ম্যাঙ্গোষ্টিন)
57. ,, Xanthochymus Hook. f. (তমাল)
58. Mesua ferrea Linn. (নাগেশ্বর)
59. Ochrocarpus longifolius Benth. (নাগকেশর)

XIX. Ternstroemiaceae

60. Schima Wallichii Choisy. (মাকড়ীশাল)

XX. Dipterocarpeae

61. Dipterocarpus turbinatus Gaertn. (ধুলিয়া গর্জ্জন)
62. ,, incanus Roxb. (গর্জ্জন)
63. ,, alatus Roxb. (তেলিয়া গর্জ্জন)
64. Shorea robusta Gaertn. (শাল)

XXI. Malvaceae

65. Abutilon indicum G. Don. (পেটারী)
66. Abutilon Avicennae Gaertn. (জয়া বা জয়ন্তী)
67. Eriodendron anfractuosum Dc. (শ্বেত শিমুল)

68. Bombax malabaricum DC. (শিমুল)
69. Gossypium herbaceum Linn. (তুলা)
70. Hibiscus Abelmoschus Linn. (কালকস্তুরী)
71. „ esculentus Linn. (ঢেঁড়স)
72. „ rosa-sinensis Linn. (জবা)
73. „ Cannabinus Linn. (মেস্তাপাট)
74. Pavonia odorata Willd. (বালা)
75. Urena lobata Linn. (বন ওকড়া)
76. Thespesia populnea Corr. (পরাশ পিপুল)
77. Adansonia digitata Linn. (গোরখ আমলি)
78. Sida cordifolia Linn. (বেড়েলা)
79. „ rhombifolia Linn. (পীত বেড়েলা)
80. „ rhomboidea Roxb. (শ্বেত বেড়েলা)
81. „ veronicaefolia Lamk. (জোঁকা)
82. „ spinosa Linn. (গোরক্ষ চাকুলে)

XXII. Sterculiaceae

83. Abroma augusta Linn. (ওলট কম্বল)
84. Pentapetes phoenicea Linn. (দুপুরে মণি)
85. Helicteres Isora Linn. (আঁতমোরা)
86. Pterospermum acerifolium Willd. (কনক চাপা)
87. Pterospermum suberifolium Lamk. (মুচকুন্দ চাঁপা)
88. Sterculia foetida Linn. (জঙ্গলী বাদাম)

XXIII. Tiliaceae

89. Corchorus capsularis Linn. (ঘি নালতে পাট)
90. „ olitorius Linn. (পাট)
91. Grewia asiatica Linn. (ফলসা)
92. Triumfetta rhomboidea Jacq. (বন ওকড়া)

XXIV. Linaceae

93. Linum usitatissimum Linn. (মসিনা)

XXV. Malpighiaceae

94. Hiptage Madablota Gaertn. (মাধবীলতা)

XXVI. Zygophyllaceae

95. Tribulus terrestris Linn. (গোক্ষুর)

XXVII. Geraniaceae

96. Averrhoa Bilimbi Linn. (বিলিম্বি)
97. „ Carambola Linn. (কামরাঙ্গা)
98. Biophytum sensitivum Dc. (বননারাঙ্গা)
99. Oxalis corniculata Linn. (আমরুল)
100. Impatiens Balsamina Linn. (দোপাটী)

XXVIII. Rutaceae

101. Aegle Marmelos Corr. (বেল)
102. Atalantia monophylla Corr. (আতবীজাম্বীর)
103. Citrus Medica var. typica Linn. (বেগপুরা)
104. „ var. limonum (কর্ণনেবু)
105. „ var. acida Brandis. (পাতি বা কাগজী লেবু)
106. „ limetta DC. (মিষ্ট লেবু)
107. „ aurantium Linn. (কমলা লেবু)
108. „ decumana Linn. (বাতাবী লেবু)
109. Feronia elephantum Corr — Limonia acidissim (Linn). Swingle. (কয়েতবেল)

110. Glycosmis pentaphylla Corr. (আসশেওড়া)
111. Murraya exotica Linn. (কামিনী)
112. „ kœnigii Spreng. (বারসঙ্গ)
113. Peganum Harmala Linn. (ইশবাঁধ)
114. Zanthoxylum alatum Roxb. (নেপালী ধনে)
115. Toddalia aculeata Pers. (কাঞ্জ বা দাহন)
116. Luvunga scandens Ham. (লবঙ্গলতা)

XXIX. Simarubeae

117. Balanites Roxburghii Planch. (হিঙ্গন)
118. Ailanthus excelsa Roxb. (মহানিম্ব)

XXX. Burseraceae

119. Boswellia serrata Roxb. (সালই)
120. Garuga pinnata Roxb. (জুম)

XXXI. Meliaceae

121. Aglaia Roxburghiana Miq. (প্রিয়ঙ্গু)
122. Melia azadirachta Linn. (নিম্ব)
123. „ azedarach Linn. (ঘোড়ানিম্ব)
124. Amoora cucullata Roxb. (আমুর-লাতগী)
125. „ Rohituka W. & A. (তিক্তরাজ)
126. Soymida febrifuga Juss. (রোহন)
127. Cedrela Toona Roxb. (তুন)
128. Chickrassia tubularis Juss. (চিক্রাশি)

XXXII Olacineae

129. Olax scandens Roxb. (ককোআরু)

XXXIII. Celastrineae

130. Celastrus paniculatus Willd. (মালকাঙনী)

XXXIV. Rhamnaceae

131. Ventilago maderaspatana Gaertn. (রক্তপীট)
132. „ calyculata King. (রক্তপিট)
133. Zizyphus oenoplia Mill. (সেয়াকুল)
134. „ jujuba Linn. (কুল)

XXXV. Ampelideae

135. Leea crispa Linn. (বনচালিদা)
136. „ macrophylla Roxb. (ঢোল সমুদ্র)
137. „ sambucina Willd. (কুকুর জিহ্বা)
138. „ aequata Linn. (কাকজঙ্ঘা)
139. Vitis quadrangularis Wall. (হাড় জোড়া)
140. „ pedata Vahl. (গোয়ালে লতা)
141. „ trifolia Linn. (অমললতা)
142. „ vinifera Linn. (আঙ্গুর)

XXXVI. Sapindaceae

143. Cardiospermum Halicacabum Linn. (লতাফটকী)
144. Schleichera trijuga Willd. (কুসুম)
145. Sapindus trifoliatus Linn. (বড় রিঠা)
146. „ Mukrossi Gaertn. (ছোট রিঠা)
147. Nephelium Litchi Camb. (লিচু)
148. „ longana Camb. (আঁশফল)

XXXVII. Anacardiaceae

149. Rhus succedanea Linn. (কাঁকড়া শৃঙ্গী)

150. Pistacia integerrima Stewart. (কাঁকড়া শৃঙ্গী)
151. Anacardium occidentale Linn. (হিজলীবাদাম)
152. Mangifera indica Linn. (আম্র)
153. Odina Wodier Roxb. (জিওল)
— Lannea grandis Engler.
154. Buchanania latifolia Roxb. (চিরঞ্জি)
155. Semecarpus Anacardium Linn. (ভেলা)
156. Spondias mangifera Willd. (আমড়া)

XXXVIII. Moringaceae

157. Moringa pterygosperma Gaertn. (সজিনা)

XXXIX. Leguminoseae

158. Crotalaria juncea Linn. (শণ)
159. ,, Verrucosa Linn. (বনশণ)
160. Abrus precatorius Linn. (কুঁচ)
161. Adenanthera pavonina Linn. (রঞ্জন)
162. Acacia arabica Willd. (বাবলা)
163. ,, catechu Willd. (খদির)
164. ,, Farnesiana Willd. (গুয়েবাবলা)
165. ,, suma Ham. (সমী)
166. ,, tomentosa Willd. (সাদা শাঁইবাবলা)
167. Albizzia Lebbek Benth. (শিরীষ)
168. Albizzia amara Boiv. (কৃষ্ণশিরীষ)
169. Alhagi maurorum Desv. (যবসা)
170. Arachis hypogaea Linn. (চীনেবাদাম)
171. Butea frondosa Roxb. (পলাশ)
172. Butea superba Roxb. (লতাপলাশ)
173. Bauhinia variegata Linn. (রক্তকাঞ্চন)
174. ,, purpurea Linn. (দেবকাঞ্চন)
175. ,, racemosa Lamk. (শ্বেতকাঞ্চন)
176. ,, Vahlii W. & A. (চেহর)
177. ,, tomentosa Linn. (কাঞ্চনার)
178. Cajanus indicus Spreng. (অড়হর)
179. Cassia fistula Linn. (সোঁদাল)
180. ,, occidentalis Roxb. (কালকেসেন্দা বড়)
181. ,, sophera Linn. (কালকেসেন্দা ছোট)
182. ,, tora Linn. (চাকুন্দে)
183. ,, alata Linn. (দাদমর্দ্দন)
184. ,, angustifolia Vahl. (সোনামুখী)
185. Cicer arietinum Linn. (ছোলা)
186. Clitoria ternatea Linn. (নীলঅপরাজিতা)
187. Dalbergia sissoo Roxb. (শিশুগাছ)
188. Derris uliginosa Benth. (পানলতা)
189. Desmodium gangeticum DC. (শালপাণি)
190. Dolichos biflorus Linn. (কুত্তিকলাই)
191. ,, lablab Linn. (শিম)
192. Glycine soja Sieb. & Zucc. (গাড়ীকলাই)
193. Entada Scandens DC. (গিলা)
194. Lens esculenta Moench. (মসুরি)
195. Erythrina indica Lamk. (পালতে মাদার)

196. Indigofera linifolia Retz. (ভাঙ্গারা)
197. „ tinctoria Linn. (নীল)
198. Lathyrus sativus Linn. (খেসারী)
199. Melilotus indica All. (বনমেথি)
200. Ougeinia dalbergioides Bth. (তিনিস)
201. Mimosa pudica Linn. (লজ্জাবতী)
202. „ rubicaulis Lam. (শাঁইকাঁটা)
203. Mucuna pruriens DC. (আলকুশী)
204. Phaseolus trilobus Ait. (মুগানী)
205. „ Mungo Linn. (মুগ)
206. „ Mungo var Roxburghii Prain. (মাষকলাই)
207. Pisum sativum Linn. (কাবুলী মটর)
208. Pongamia glabra Vent. (ডহর করঞ্জা)
209. Prosopis specigera Linn. (শমী)
210. Psoralea corylifolia Linn. (হাকুচ)
211. Pterocarpus santalinus Linn. (রক্তচন্দন)
212. „ marsupium Roxb. (পীতশাল)
213. Saraca indica Linn. (অশোক)
214. Sesbania aegyptica Pers. (জয়ন্তী)
215. „ grandiflora Pers. (বক)
216. Tephrosia purpurea Pers. (বননীল)
217. „ Villosa Pers. (শ্বেত বননীল)
218. Teramnus labialis Spreng. (মাষাণী)
219. Trigonella Fœnum-grœcum Linn. (বড় মেথি)
220. Tamarindus indica Linn. (তেঁতুল)
221. Glycyrrhiza glabra Linn. (যষ্টিমধু)
222. Caesalpinia Bonducella Fleming. (নাটা)
223. „ sappan Linn. (বকম্)
224. „ pulcherrima Swarty. (কৃষ্ণচূড়া)
225. „ digyna Rottl. (অমলকুঁচি)
226. „ coriaria willd. (টৌরী)
227. Uraria lagopoides DC. (গোরক্ষ চাকুলে)
228. „ picta Desv. (শঙ্করজটা)
229. Astragalus gummifera Labill. (কটিলা)

XL. Rosaceae

230. Prunus communis Huds var. insititia Hook. f. (আলুবোখরা)
231. „ puddum Roxb. (পদ্মক)
232. Rosa damascena Mill. (গোলাপ)
233. Cydonia vulgaris Pers. (বিহিদানা)

XLI. Crassulaceae

234. Bryophyllum calycinum Salisb. (পাথরকুঁচি)
235. Kalanchoe laciniata DC. (হিমসাগর)

XLII. Droseraceae

236. Drosera Burmanni Vahl. (মুখজালি)

XLIII. Rhizophoraceae

237. Rhizophora mucronata Lam. (থামো)
238. Kandelia Rheedii W. & A. (গোরিয়া)

XLIV. Combretaceae

239. Terminalia-Arjuna Bedd. (অর্জ্জুন)

240. ,, belerica Roxb. (বহেড়া)
241. ,, catappa Linn. (বাদাম)
242. ,, chebula Retz. (হরিতকী)
243. ,, tomentosa Bedd. (পিয়াশাল)
244. Anogeissus latifolia Wall. (দাওয়া)
245. Quisqualis indica Linn. (রঙ্গন বেল)

XLV. Myrtaceae

246. Barringtonia acutangula Gaertn. (হিজ্জল)
247. ,, racemosa Bl. (সমুদ্র ফল)
248. Careya arborea Roxb. (কুম্বী)
249. Eugenia jambolana Lam. (কালজাম)
250. ,, jambos Linn. (গোলাপ জাম)
251. Eugenia caryophyllata Thunb (লবঙ্গ)
252. Myrtus communis Linn. (বিলাতী মেন্দী)
253. Melaleuca leucadendron Linn. (কাজুপটি)
254. Psidium Guyava Linn. (পেয়ারা)

XLVI. Melastomaceae

255. Memecylon edule Roxb. (অঞ্জন)

XLVII. Lythraceae

256. Ammannia baccifera Linn. (দাদমারি)
257. Lawsonia alba Lamk. (মেহেদী)
258. Woodfordia floribunda Salisb. (ধাইফুল)
259. Lagerstroemia flos-Reginae Retz. (জারুল)
260. Punica granatum Linn. (দাড়িম্ব)

XLVIII. Onagraceae

261. Jussiaea suffruticosa Linn. (বনলবঙ্গ)
262. ,, repens Linn. (কেসরদাম)
263. Trapa bispinosa Roxb. (পানিফল)

XLIX. Samydaceae

264. Casearia tomentosa Roxb. (চিল্লা)

L. Passifloraceae

265. Carica papaya Linn. (পেঁপে)

LI. Cucurbitaceae

266. Trichosanthes palmata Roxb. (মাকাল)
267. ,, cordata Roxb. (ভুইকামড়া)
268. ,, dioica Roxb. (পটোল)
269. ,, anguina Linn. (চিচিঙ্গা)
270. ,, cucumerina Linn. (বন চিচিঙ্গা)
271. Lagenaria vulgaris Ser. (লাউ)
272. Luffa acutangula Roxb. (ঝিঙা)
273. ,, amara Wall. (ঘোষালতা)
274. ,, aegyptiaca Mill (ধুন্দুল)
275. Benincasa cerifera Savi. (ছাঁচিকুমড়া)
276. Bryonia laciniosa Linn. (মালা)
277. Cephalandra indica Naud. (তেলাকুঁচা)
278. Citrullus colocynthis Schrad. (রাখাল শসা)

279. Citrulus vulgaris Schrad (তরমুজ)
280. Cucumis melo Linn. (কাঁকুড়, ফুটী)
281. „ sativus Linn. (শশা)
282. Cucurbita maxima Duchesne. (মিঠাকুমড়া)
283. „ pepo DC. (কুমড়া)
284. Momordica cochinchinensis Sperng. (কাঁকরোল)
285. „ charantia Linn. (করলা)
286. „ dioica Roxb. (ধারকরলা)
287. Mukia scabrella Arn. (আগমূখী)
288. Zehneria umbellata Thw. (কুদারী)

LII. Cacteae

289. Opuntia Dillenii Haw. (ফনিমনসা)

LIII. Ficoideae

290. Trianthema monogyna Linn. (সাবুনী)
291. Mollugo spergula Linn. (গীমাশাক)

LIV. Umbellifereae

292. Hydrocotyle asiatica Linn. (থুলকুড়ি)
293. Cuminum cyminum Wall. (জীরা)
294. Carum copticum Bth. (জোয়ান)
295. „ Roxburghianum Benth. (রাঁধুনি)
296. Coriandrum sativum Linn. (ধনে)
297. Daucus carota Linn. (গাজর)
298. Ferula foetida Regel. (হিঙ্গু)
299. Foeniculum vulgare Gäertn. (মৌরী)
300. Seseli indicum W. & A. (বন জোয়ান)
301. Peucedanum sowa Kurz. (শলুকা)

LV. Cornaceac

302. Alangium Lamarckii Thw. (আঁকোড়)

LVI. Rubiaceae

303. Anthocephalus Cadamba Miq. (কদম্ব)
304. Cinchona officinalis Linn. (কুইনাইন)
305. Adina cordifolia HK. f. (কেলিকদম্ব)
306 Ixora parviflora Vahl. (গান্ধাল রঙ্গন)
307. „ coccinea Linn. (রঙ্গন)
308. Oldenlandia corymbosa Linn. (ক্ষেতপাপড়া)
309. Psychotria ipecacuanha Stokes. (ইপিকাক)
310 Ophiorrhiza Mungos Linn. (গন্ধনকুলি)
311. Mussaenda frondosa Linn. (নাগবল্লী)
312. Paederia foetida Linn. (গন্ধভাদুলিয়া)
313. Pavetta indica Linn. (কুকুরচূড়া)
314. Randia dumetorum Lamk. (মদন ফল)
315. „ uliginosa DC. (পিরআলু)
316. Rubia cordifolia Linn. (মঞ্জিষ্ঠা)
317. Vangueria spinosa Roxb. (ময়না)
318. Morinda citrifolia Linn. (আচ)
319. Hymenodictyon excelsum Wall. (কুকুর কট)

LVII. Valerianeae

320. Nardostachys jatamansi DC. (জটামাংসী)
321. Valeriana Hardwickii Wall. (টগর)
322. Valeriana officinalis Linn. (কালবালা)

LVIII. Compositae

323. Vernonia cinerea Less. (কুকসিমা ছোট)
324. „ anthelminticum Willd. (সোমরাজ)
325. Elephantopus scaber Linn. (শ্যামদলন)
326. Grangea maderaspatana Poir. (নামুতি)
327. Eupatorium ayapana Vent. (আয়াপান)
328. Blumea lacera DC. (কুকসিম)
329. Anacyclus pyrethrum DC. (আকরকরা)
330. Artemisia vulgaris Linn. (নাগদমনী)
331. Carthamus tinctorius Linn. (কুসুমফুল)
332. Chrysanthemum coronarium Linn. (গুলচিনি)
333. Eclipta alba Hassk. (কেশরাজ)
334. Enhydra fluctuans Lour. (হিংচা)
335. Guizotia abyssynica Cass. (রামতিল)
336. Saussurea Lappa Clarke. (কুড়)
337. Xanthium strumarium Linn. (বনওকড়া)
338. Wedelia calendulacea Less. (ভৃঙ্গরাজ)
339. Sphaeranthus indicus Linn. (মুণ্ডী)
340. Tagetes erecta Linn. (গেঁদা)
341. Centipeda orbicularis Lour. (মেচেতা)
342. Sonchus arvensis Linn. (বনপালং)

LIX. Plumbaginaceae

343. Plumbago zeylanica Linn. (চিতা)
344. „ rosea Linn. (রক্তচিতা)

LX. Myrsinaceae

345. Embelia Ribes Burm. (বিড়ঙ্গ)

LXI. Sapotaceae

346. Achras sapota Linn. (সপেটা)
347. Bassia latifolia Roxb. (মহুয়া)
348. „ longifolia Linn. (জল মহুয়া)
349. Mimusops Elengi Linn. (বকুল)
350. „ kauki Linn. (খিরনী)
351. „ hexandra Roxb. (ক্ষীর খেজুর)

LXII. Ebenaceae

352. Diospyros Embryopteris Pers. (গাব)

LXIII. Styraceae

353. Symplocos racemosa Roxb. (লোধ)
354. Styrax Benzoin Dryand. (লবান)

LXIV. Oleaceae

355. Jasminum arborescens Roxb. (বড়কুঁদ)
356. „ grandiflorum Linn. (জাঁতি)
357. „ sambac Ait. (বেল)
358. „ pubescens Willd. (কুন্দ)
359. „ humile Linn. (স্বর্ণযুঁই)

360. Nyctanthes Arbor-tristis Linn. (শেফালিকা)
361. Schrebera swietenioides Roxb. (ঘণ্টাপারুল)

LXV. Salvadoraceae

362. Azima tetracantha Lamk. (ত্রিকাঁটাগাঁতি)
363. Salvadora persica Linn. (পিলু)

LXVI. Apocynaceae

364. Carissa carandas Linn. (করমচা)
365. Aganosma caryophyllata G. Don. (গন্ধমালতী)
366. Alstonia scholaris Br. (ছাতিম)
367. Ichnocarpus frutescens Br. (শ্যামালতা)
368. Holarrhena antidysenterica Wall. (কুরচি)
369. Rauwolfia serpentina Benth. (চন্দ্রা)
370. Nerium odorum Soland. (করবী)
371. Wrightia tomentosa R. & S. (দুধ করবী)
372. ,, tinctoria Br. (ইন্দ্রযব)
373. Thevetia neriifolia Juss. (কল্‌কেফুল)
374. Vallaris Heynei Spreng. (হাপরমালী)
375. Plumeria acutifolia Poir. (গরুড় চাঁপা)
376. Tabernaemontana coronaria Br. (টগর)

LXVII. Asclepiadeae

377. Dregea volubilis Benth. (নাকচিকনী)
378. Calotropis gigantea Br. (বড় আকন্দ)
379. ,, procera Br. (শ্বেত আকন্দ)
380 Daemia extensa Br. (ছাগল বেটে)
381 Oxystelma esculentum R. Br. (দুধলতা)
382 Gymnema sylvestre Br. (মেড়াশিঙ্গে)
383 Sarcostemma brevistigma W. & A. (সোমলতা)
384. Hemidesmus indicus. R. Br. (অনন্তমূল)
385. Asclepias curassavica Linn. (বনকার্পাস)
386. Tylophora asthmatica W. & A. (অন্তমূল)

LXVIII. Loganiaceae

387. Strychnos Nux-vomica Linn. (কুঁচিলা)
388. ,, potatorum Linn. f. (নির্ম্মলী)

LXIX. Gentianaceae

389. Canscora decussata R. & S. (ডানকুনি)
390. Swertia chirata Ham. (চিরেতা)
391. Limnanthemum cristatum Griseb. (চাঁদমালা)

LXX. Hydrophyllaceae

392. Hydrolea zeylanica Vahl. (ঈষলাঙ্গুলা)

LXXI. Boragineae

393. Cordia Myxa Linn. (বহনারী)
394. ,, oblqua Willd. (ছোট ,,)
395. Heliotropium indicum Linn. (হাতীশুঁড়া)

396. Trichodesma indicum Br. (ছোটকল্প)
397. „ zeylanicum Br. (বড় কল্প)

LXXII. Convolvulaceae

398. Argyreia speciosa Sweet. (বীজতাড়ক)
399. Ipomaea Batatas Lamk. (সকর কন্দ আলু)
400. Ipomaea Nil Roth. (নীলকলমী)
401. „ paniculata Br. (ভূঁইকুমড়া)
402. Ipomaea Pes-Caprae Roth. (ছাগলখুরি)
403. „ pes-tigridis Linn. (লাঙ্গলিলতা)
404. „ reptans Poir. (কলমীশাক)
405. Operculina Turpethum Mans. (দুধকলমী)
406. Quamoclit pinnata Bj. (তরুলতা)
407. Calonyction Bona-nox Boj. (দুধকলমী)
408. Evolvulus alsinoides Wall. (বিষ্ণুগন্ধী)
409. Cuscuta reflexa Roxb. (আলোকলতা)
410. Erycibe paniculata Roxb. (অমোঘা)

LXXIII. Solanaceae

411. Solanum nigrum Linn. (কাকমাচী)
412. „ ferox Linn. (রামবেগুণ)
413. „ Melongena Linn. (বেগুণ)
414. „ xanthocarpum Schrad. & Wendl. (কন্টিকারী)
415. „ indicum Linn. (বৃহতী)
416. „ torvum Sw. (গোঠবেগুণ)
417. „ trilobatum Linn. (নাভি আঙ্গুরী)
418. Capsicum frutescens Linn. (ধানিলঙ্কা)
419. Datura fastuosa Linn var. alba Nees. (শ্বেতধুতুরা)
420. „ fastuosa Linn. (কৃষ্ণ ধুতুরা)
421. Hyoscyamus niger Linn. (খোরাসানী যোয়ান)
422. „ muticus Linn. (কোহিবাঙ্গ)
423. „ reticulatus Linn. (খোরাসানী যোয়ান)
424. Nicotiana Tabacum Linn. (তামাক)
425. Physalis minima. Linn. (বনটেপারী)
426. Withania somnifera Dunal. (অশ্বগন্ধা)
427. „ coagulans Dunal. („)

LXXIV. Scrophularineae

428. Herpestis Monnieria H. B. K. (বিরমী)
429. Picrorhiza kurrooa Benth. (কটুকী)
430. Celsia coromandelilana Vahl. (কুকসিম)
431. Lindenbergia urticaefolia Lehm. (হলদেবসন্ত)
432. Limnophila gratissima Bl. (কর্পূর)
433. „ gratioloides Br. („)
434. Vandellia pyxidaria Maxim. (বকপুষ্প)
435. Digitalis purpurea Linn. (ডিজিটেলিস)

LXXV. Bignoniaceae

436. Oroxylum indicum Vent. (শোনা)
437. Stereospermum chelonoides DC. (পীতপাটলা)
438. ,, suaveolens 1 C. (পারুল)

LXXVI. Pedalineae

439. Martynia diandra Glox. (বাঘ নখা)
440. Pedalium Murex Linn. (বড়গোক্ষুর)
441. Sesamum indicum DC. (তিল)

LXXVII. Acanthaceae

442. Cardanthera uliginosa Ham. (কালা)
443. Hygrophila spinosa Anders. (কুলেখাড়া)
444. ,, salicifolia Nees. (কাকনাসা)
445. Adhatoda Vasica Nees. (বাসক)
446. Andrographis paniculata Nees. (কালমেঘ)
447. Acanthus ilicifolius Linn. (হরকচ কাঁটা)
448. Barleria prionitis Linn. (কাঁটাঝাঁটি)
449. ,. cristata Linn. (শ্বেতঝাঁটি)
450. ,, strigosa Willd. (নীলঝাঁটি)
451. Justicia Gendarussa Linn. f. (জগৎমদন)
452. ,, diffusa Willd. (পীতপাপড়া)
453. Rhinacanthus communis Nees, (পলকজুঁই)
454. Ecbolium Linneanum Kurz. (উছুজাঁতি)
455. Rungia parviflora Nees. (পিণ্ডি)
456. Peristrophe bicalyculata Nees. (নাসভাগ)

LXXVIII. Verbenaceae

457. Clerodendron infortunatum Gaertn. (ঘেঁটু)
458. ,, Siphonanthus Br, (বামুনহাটী)
459. ,, phlomoides Linn. f. (বাতঘ্ন)
460. Lantana camara Linn. (গুয়েগেঁদা)
461. Callicarpa arborea Roxb. (বরমাল্লা)
462. ,, lanata Linn. (মসন্দারী)
463. Tectona grandis Linn. f. (সেগুণ)
464. Premna integrifolia Linn. (ভূত ভৈরবী)
465. ,, herbacea Roxb. (ভূঁইজাম)
466. Vitex Negundo Linn. (নিশিন্দা)
467. ,, trifolia Linn. f. (নীল নিশিন্দা)
468. Gmelina arborea Linn. f. (গাম্ভারী)
469. Avicennia officinalis Linn. (বীনা)

LXXIX. Labiatae

470. Ocimum sanctum Linn. (কৃষ্ণ তুলসী)
471. ,, gratissimum Linn. (রাম তুলসী)
472. ,, Basilicum Linn. (বাবুই তুলসী)
473. Coleus aromaticus Benth. (পাথরচুর)
474. Mentha viridis Linn. (পুদিনা)
475. Mentha piperita Linn. (পিপারমেণ্ট)

476. Salvia plebeia Br. (ভূতুলসী)
477. Anisomeles ovata Br. (গোবরা)
478. Leucas linifolia Spreng. (হলকসা)
479. „ cephalotes Spreng. (বড় হলকস)
480. Lallementia Royleana Bth. (তোকমারি)

LXXX. Plantaginaceae

481. Plantago ovata Forsk. (ঈষপগুল)

LXXXI. Nyctagineae

482. Boerhaavia repens Linn. (পুনর্ণবা)
483. Pisonia aculeata Linn. (বাঘ আঁচড়া)
484. Mirabilis jalapa Linn. (কৃষ্ণকেলি)

LXXXII. Amarantaceae

485. Achyranthes aspera Linn. (আপাং)
486. Aerua lanata Juss. (চায়া)
487. Alternanthera sessilis Br. (সানচি)
488. Celosia argentea Linn. (শ্বেতমূর্গা)
489. „ cristata Linn. (লাল মূর্গা)
490. Amaranthus spinosus Linn. (কাঁটানটে)
491. „ tristis Linn. (চাঁপানটে)

LXXXIII. Chenopodiaceae

492. Chenopodium album Linn. (বেতোশাক)
493. „ ambrosodes Linn. (চন্দন বেতো)
494. Spinacia oleracea Linn. (পালংশাক)
495. Basella rubra Linn. (পুঁই শাক)

LXXXIV. Polygonaceae

496. Rheum Emodi Wall. (রেবান্দ চিনি)
497. Rumex maritimus Linn. (বন পালং)
498. „ vesicarius Linn. (চুক পালং)

LXXXV. Aristolochiaceae

499. Aritsolochia indica Linn. (ইশেরমূল)
500. „ bracteata Retz. (কিরামার)

LXXXVI. Piperaceae

501. Piper longum Linn. (পিপুল)
502. „ Betle Linn. (পান)
503. „ nigrnm Linn. (গোলমরিচ)
504. „ cubeba Miq. (কাবাব চিনি)
505. „ chaba Hunter. (চৈ)

LXXXVII. Myristiceae

506. Myristica fragrans Hoult. (জৈত্রী)

LXXXVIII. Laurineae

507. Cinnamomum Tamala Fr. Nees. (তেজপাতা)
508. „ zeylanicum Breyn. (দারুচিনি)
509. „ Camphora Linn. (কর্পূর)
510. Cassytha filiformis Linn. (আকাশ বেল)
511. Litsæa sebifera Pers. (কুকুর চিতে)
512. „ polyantha Juss. (বড় কুকুর চিতে)

LXXXIX. Thymelæaceae

513. Aquilaria Agallocha Roxb. (অগুরু)

XC. Elaeagnaceae

514. Elaeagnus latifolia Linn. (গুয়ারা)

XCI. Loranthaceae

515. Loranthus globosus Roxb. (ছোট মান্দা)
516. „ longiflorus Desv. (বড় মান্দা)

XCII. Santalaceae

517. Santalum album Linn. (চন্দন)

XCIII. Euphorbiaceae

518. Acalypha indica Linn. (মুক্তঝুরি)
519. Aleurites molluccana Willd. (আখরোট)
520. „ Fordii Hemsl. (টাঙ্গ অইল)
521. Baliospermum axillare Bl. (হাকুন)
522. Croton Tiglium Linn. (জয়পাল)
523. Chrozophora plicata A. Juss. (ক্ষুদি ওকরা)
524. Euphorbia antiquorum Linn. (তেকাঁটাশির)
525. „ neriifolia Linn. (মনসাসিজ)
526. „ Tirucalli Linn. (জটা লঙ্কা)
527. „ pilulifera Linn. (বড় কেরই)
528. „ microphylla Heyne. (ছোট কেরই)
529. „ thymifolia Burm. (শ্বেত কেরই)
530. Jatropha Curcas Linn. (বাগভেরেন্দা)
531. „ gossypifolia Linn. (লাল ভেরেণ্ডা)
532. Ricinus communis Linn. (গাব ভেরেণ্ডা)
533. Putranjva Roxburghii Wall. (পুত্রঞ্জীব)
534. Tragia involucrata Linn. (বিছুটী)
535. Cleistanthus collinus Benth. (গারবি)
536. Mallotus philippinensis Muell. (কমলাগুঁড়ি)
537. Phyllanthus distichus Muell. (নোয়াড়)
538. „ Emblica Linn. (আমলকী)
539. „ Niruri Linn. (ভুঁইআমলা)
540. „ Urinaria Linn. (হাজরমনি)
541. „ reticulatus Poir. (পানশিউলি)
542. Trewia nudiflora Linn. (পিটুলি)
543. Sapium sebiferum Roxb. (মোমচীনা)

XCIV. Urticaceae

544. Artocarpus integrifolia Linn. F. (কাঁঠাল)
545. „ Lakoocha Roxb. (ডেলো)
546. Cannabis sativa Linn. (গাঁজা)
547. Ficus bengalensis Linn. (বট)
548. „ religiosa Linn. (অশ্বত্থ)
549. „ Rumphii Bl. (গয়াশ্বত্থ)
550. „ glomerata Roxb. (যজ্ঞডুম্বুর)
551. „ hispida Linn. (কাক ডুম্বুর)
552. „ heterophylla Linn. (ঘটীশেওড়া)
553. „ Cunia Ham. (জয়াডুম্বুর)
554. „ infectoria Roxb. (পাকুড়)

555. Morus indica Linn. (তুঁত)
556. Strebuls asper Lour. (শেওড়া)

XCV. Juglandeae

557. Juglans regia Linn. (আখরোট)

XCVI. Myricaceae

558. Myrica Nagi Thunb. (কটফল)

XCVII. Casuarineae

559. Casuarina equisetifolia Forst. (ঝাউ)

XCVIII. Cupuliferae

560. Betula utilis Don. (ভূর্জ্জপত্র)
561. Quercus infectoria Oliver. (মাজুফল)

XCIX. Salicineae

562. Salix tetrasperma Roxb. (পানিজামা)

C. Coniferae

563. Pinus longifolia Roxb. (গন্ধ বিরেজা)
564. Abies Webbiana Lindl. (তালিশপত্র)
565. Cedrus Libani Barrel. (দেবদারু)

CI. Orchideae

566. Dendrobium Macraei Lindl. (জীবন্তী)
567. Vanda Roxburghii Br. (রাস্না)
568. Saccolabium papillosum Lindl. („)
569. Eulophia campestris Wall. (সালেমমিশ্রি)

CII. Scitamineæ

570. Alpinia Galanga Sw. (কুলঞ্জন)
571. Kæmpferia angustifolia Rosc. (মধুনির্ব্বিষা)
572. Kæmpferia rotunda Linn. (ভুঁইচাঁপা)
573. „ Galanga Linn. (চন্দ্রমূলা)
574. Hedychium spicatum Ham. (কর্পূর কচূরি)
575. Curcuma Amada Roxb. (আম-আদা)
576. „ aromatica Salisb. (বন হরিদ্রা)
577. „ longa Linn. (হরিদ্রা)
578. „ Zedoaria Rosc. (শটী)
579. „ angustifolia Roxb. (টিকুর)
580. „ caesia Roxb. (কাল হলুদ)
581. Zingiber officinale Rosc. (আদা)
582. „ zerumbet Sm. (মহাবরীবচ)
583. „ Casumunar Roxb. (বনআদা)
584. Costus speciosus Sm. (কেউ)
585. Amomum subulatum Roxb. (বড় এলাচ)
586. „ aromaticum Roxb. (মোরঙ্গ এলাচ)
587. Elettaria cardamomum Maton. (ছোট এলাচ)
588. Canna indica Linn. (সর্ব্বজয়া)
589. Musa sapientum Linn. (কলা)

CIII. Hæmodoraceæ

590. Sansevieria Roxburghiana Schult. (মূর্ব্বা)

CIV. Bromeliaceae

591. Ananas sativa Linn. (আনারস)

CV. Irideæ

592. Crocus sativus Linn. (জাফরন)
593. Belamcanda chinensis Leman. (দশবাই চণ্ডী)

594. Iris napalensis D. Don. (চিলুকি)

CVI. Amaryllidaceae

595. Curcucligo orchioides Gaertn. (তালমূলী)
596. Agave Vera Cruz Mill. (কান্টালু)
597. Crinum asiaticum Linn. (বড়কানুর)
598. ,, zeylanicum Linn. (সুখদর্শন)

CVII. Taccaceae

599. Tacca integrifolia Ker. (বরাহীকন্দ)

CVIII. Dioscoreaceae

600. Dioscorea pentaphylla Linn. (কাঁটা আলু)
   (a) alata Linn. (থাম আলু)
   (b) globosa Roxb. (চুপড়ি আলু)
   (c) rubella Roxb. (গরানিয়া আলু)
   (d) purpurea Roxb. (লালগরানিয়া আলু)
   (e) fasciculata Roxb. (সুশুনি আলু)
   (f) spinosa Roxb. (সীমালু)
   (g) glabra Roxb. (শোরা আলু)
   (h) anguina Roxb. (কুকুর আলু)
   (i) bulbifera Linn. (রতালু)

CIX. Liliaceae

601. Smilax glabra Roxb. (তোপচিনি)
602. ,, lanceaefolia Roxb. (গুটিয়া সাকচিনী)
603. ,, macrophylla Roxb. (কুমারিকা)
604. Asparagus racemosus Willd. (শতমূলী)
605. Aloe vera Linn. (ঘৃতকুমারী)
606. Allium cepa Linn. (পিঁয়াজ)
607. Allium sativum Linn. (রসুন)
608. Gloriosa superba Linn. (লাঙ্গলিকা)
609. Polianthes tuberosa Linn. (রজনীগন্ধা)
610. Uriginea indica Kunht. (বনপেঁয়াজ)

CX. Pontederiaceæ

611. Monochoria vaginalis Presl. (নুখা)

CXI. Xyrideæ

612. Xyris pauciflora Willd. (দাবিছুবি)

CXII. Commelinaceæ

613. Commelina benghalensis Linn. (কানছিড়ে)
614 Aneilema scapiflorum Wight. (কুরেলী)

CXIII. Flagellarieæ

615. Flagellaria indica Linn. (বনচাঁদ)

CXIV. Palmeae

616. Areca catechu Linn. (সুপারী)
617. Cocos nucifera Linn. (নারিকেল)
618. Borassus flabellifer Linn. (তাল)
619. Caryota urens Linn. (গোলসাগু)
620. Phoenix sylvestris Roxb. (খেজুর)
621. ,, dactylifera Linn. (পিণ্ড খেজুর)
622. Calamus viminalis Willd. (বড় বেত)
623. ,, tenuis Roxb. (ছাঁচিবেত)

CXV. Pandaneae

624. Pandanus fascicularis Lam. (কেয়া)

CXVI. Typhaceae

625. Typha elephantina Roxb. (হোগলা)

CXVII. Aroideae

626. Amorphophallus campanulatus Bl. (ওল)
627. Acorus calamus Linn. (শ্বেতবচ)
628. Alocasia indica Schott. (মানকচু)
629. Colocasia antiquorum Schott. (কচু)
630. Pistia stratiotes Linn. (টোকাপানা)
631. Scindapsus officinalis Schott. (গজপিপুল)
632. Typhonium trilobatum Schott. (ঘেঁটকচু)

CXVIII. Cyperaceae

633. Kyllinga triceps Rottb. (শ্বেত গোথুবি)
634. „ monocephala Rottb. (গোথুবি)
635. Juncellus inundatus Clarke. (পাতি)
636. Cyperus scariosus Br. (নাগর মুথা)
637. „ rotundus Linn. (মুথা)
638. Scirpus grossus Linn. f. (কেসুর)

CXIX. Gramineae

639. Andropogon squarrosus Linn. f. = Vettveria zizanioides (Linn.) Nash. (খসখস)
640. „ Nardus Linn. = Cymbopogon nardus Rendle. (গন্ধবেনা)
641. Andropogon schœnanthus Linn. (অগ্যঘাস)
642. „ laniger Desf. — Cymbopogon schoenanthus Spreng. (করাঙ্কুশ)
643. „ citratus Dc. — Cymbopogon citratus Stapf. (গন্ধতৃণ)
644. „ Sorghum Brot = Sorghum vulgare Pers. (জুয়ার)
645. Bambusa arundinacea Willd. (বাঁশ)
646. Dendrocalamus strictus Nees. (কারাইল বাঁশ)
647. Cynodon dactylon Pers. (দুর্ব্বা)
648. Zea Mays Linn. (ভুট্টা)
649. Eragrostis cynosuroides Beauv. (কুশ)
650. Imperata arundinacea Cyrill = Imperata cylindrica (Linn.) P. Beauv. (উলু)
651. Eleusine coracana Gaertn. (মেরুয়া)
652. Oryza sativa Linn. (ধান্য)
653. Paspalum scrobiculatum Linn. (কোদো)
654. Panicum miliaceum Linn. (চীনা)
655. „ Frumentaceum Roxb. = Echinochloa crusgalli P. Beauv. (শ্যামা)
656. Setaria italica Beauv. (কঙ্গু)
657. Saccharum spontaneum Linn. (কেশে)
658. Saccharum officinarum Linn. (আক, ইক্ষু)
659. „ arundinaceum, Retz. var. sara (শর)
660. Hordeum vulgare Linn. (যব)
661. Triticum valgare Linn. (গম)
662. Avena sativa Linn. (যই)
663. Coix Lachryma-Jobi Linn. (গড়গড়া)

CXX. Polypodiaceae

664. Adiantum lunulatum Burm. (কালিঝাঁট)
665. ,, caudatum Linn. (ময়ুরশিখা)
666. ,, capillus veneris Linn. (হংস রাজ)
667. ,, venustum Don. (হংস রাজ)
668. Polypodium quercifolium Linn. = Drynaria quercifolia (Linn.) J. Sm. (গুরুর)
669. Actinopteris dichotoma Bedd. (ময়ুর পঙ্খী)

CXXI. Salviniaceae

670. Azolla pinnata R. Br. (পানা)
671. Salvinia cucullata Roxb. (ইন্দুর কানি পানা)

CXXII. Marsiliaceae

672. Marsilea quadrifolia Linn. (সুষনি শাক)

ভারতীয় বনৌষধি

I. RANUNCULACEAE.

Genus—ACONITUM Linn.

1. A. heterophyllum Wall. (অতিবিষা)

Fig.—Bentl. & Trim., Med. Pl., t. 7; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t 13*b*.

Ref.—Royle Ill., 56, t. 13; F. B. I., i. 29; Royle in Journ. As. Soc., Bengal, i. 459.

জন্মস্থান—হিমালয় পর্ব্বতের পশ্চিম নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশ, কুমায়ুন হইতে হান্‌সোরা, ৮,০০০ হইতে ১৩,০০০ ফুট উচ্চে।

বিভিন্ন নাম—সংস্কৃত—আতিষ; বাঙ্গালা—অতিবিষা, আতইচ; হিন্দী—অতিস্; তামিল—অতিবাদায়াম্; তেলুগু—অতিবাসা; পারস্য—বীজ্জাতুরকী।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল ও কন্দ। মাত্রা ২-৪ আনা।

বর্ণনা—ইহার ক্ষুপ হিমালয় প্রদেশে অতি উচ্চ স্থানে জন্মে। পত্র দেখিতে অনেকটা নাকদানা পত্রের ন্যায়। ডালগুলি চেপ্টা, পত্রবৃন্তের নিকট হইতে ফুল বাহির হয়। ফোটা ফুল দেখিতে টুপীর মত। ইহার কন্দ হইতে শিকড় বাহির হয়। বৈদ্যশাস্ত্র-মতে কৃষ্ণ, শ্বেত ও রক্তবর্ণ—এই ত্রিবিধ অতিবিষা আছে। বাজারে যে অতিবিষা বিক্রয় হয় উহা দেখিতে ধূসর বর্ণ ও উহার ভিতরটি শ্বেতবর্ণ; উহার স্বাদ তিক্ত। কাণ্ড সরল ও পত্র-পরিপূর্ণ। গাছ উচ্চে ১ হইতে ৩ ফুট হয়। পত্র ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, দেখিতে ডিম্বাকৃতি ও হৃৎপিণ্ডাকার। পত্রের কিনারায় দাঁত আছে। ফুলের বোঁটা ১ ইঞ্চি লম্বা, উজ্জ্বল নীলবর্ণ, ফুলের শিরাগুলি বেগুনে রঙের।

ঔষধার্থে ব্যবহার—অতিবিষা শ্লেষ্মারোগনাশিনী ও রসায়ন (মদনপাল)। অতিসার, জ্বরাতিসার ও গ্রহণী রোগে অপরাপর ঔষধের সহিত অতিবিষার ব্যবহার আছে

(চক্রদত্ত)। ইহা জ্বরনাশক, পাচক ও বলকারক। ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রতিষেধক-রূপে অতিবিষার ব্যবহার হয়। অতিবিষা, বিড়ঙ্গের (Embelia Ribes) সহিত ব্যবহার করিলে পেটের কৃমি নষ্ট হয় (Mat. Med. Ind., ii. 3)। জ্বর-প্রতিষেধের জন্য ১২ আনা মাত্রায় ইহার ব্যবহার করা যায় (Pharm. Ind., i. 16, 1890, Bombay)।

শিশুদের কাশ-জ্বরে ও বমনে ইহা মধুর সহিত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করা যায়। শার্ঙ্গধরের মতে ইহা উদরাময়, অম্ল ও সর্দ্দি-নাশক।

Dymock বলেন, ইহা 'বালগুলি'-নামক বটিকার একটি উৎকৃষ্ট মসলা। এই গুলিতে ৩১টি মসলা আছে, তন্মধ্যে সিদ্ধি, অহিফেন ও ধুতরা এই কয়টি বিষাক্ত (Narcotic), অপরগুলি তিক্ত; এই গুলিতে ছোট ছোট ছেলে বেশ শান্ত থাকে ও নিস্তব্ধ হইয়া নিদ্রা যায়।

আকোড় (Alangium Lamarckii) মূলের ত্বক্ ৩ ভাগ, অতিবিষা ১ ভাগ তণ্ডুলোদকে পেষণ করিয়া পান করিলে গ্রহণী আরাম হয় (বনৌষধি)। ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রতিষেধক-স্বরূপ অতিবিষা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অতিবিষা, বিড়ঙ্গের সহিত সেবন করিলে অন্ত্রস্থ কৃমির নাশ হয়। জ্বরাদি রোগ ভোগ করিবার পর দৌর্ব্বল্য দূরীকরণার্থ অতিবিষা ব্যবহৃত হয়।

অতিবিষা, শুঁট, কুরচির ছাল, মুথা ও গোলঞ্চ—প্রত্যেকটি সমপরিমাণ, সর্ব্বসমেত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা; ইহাদের ক্বাথ সিকি অংশ থাকিতে অগ্নি হইতে নামাইয়া দিবসে ২।৩ বার সেবন করিলে উদরাময়-সংযুক্ত জ্বর আরাম হয় (শার্ঙ্গধর)।

অতিবিষা কন্দের গুঁড়া মধুর সহিত সেবন করিলে, সর্দ্দি, কাশি, জ্বর ও বালকদের বমন আরাম হয়।

ইহার কন্দ ১ আউন্স ও নাটাকরঞ্জার (Cæsalpinia Bonducella) বীজ ২ ড্রাম গুঁড়া করিয়া খাইলে পিত্তজ্বর আরাম হয়, মাত্রা ১০-২০ গ্রেন। অতিবিষা একটি প্রয়োজনীয় ঔষধ। ইহা জ্বর-নাশক, ইন্দ্রিয়ের উত্তেজক, বলকারক ও উদরাময়-নাশক, দীর্ঘকাল জ্বর ভোগের পর ইহা বলকারক (Tonic) ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; মাত্রা ৫-১০ গ্রেন; দিবসে তিন বার সেব্য (Dymock)।

অতিবিষা-সম্বন্ধে অনেকের অনেক প্রকার মত আছে: Buchanan ইহাকে Caltha নামক genus ভুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিতেন, তৎপরে Don সাহেব ইহা পরিবর্ত্তিত করিয়া Nirbisia নাম দেন। তিনি এই নামটি দেশীয় নির্ব্বিষি নাম হইতে সম্ভবতঃ লইয়াছিলেন। Dr. Wallich এইগুলি সংশোধন করিয়া Aconitum নাম দেন। সাধারণতঃ Aconiteকে Jadwar root বলে। দেশীয় নির্ব্বিষা নামে অনেক গাছ আছে; যেমন Curcuma aromatica Salisb. (বনহরিদ্রা), C. Zedoaria Roscoe (কচুর) এবং

Delphinium denudatum Wall. Dr. Dymock-লিখিত Glossary of the Bombay Plants & Drugs নামক পুস্তকে Cissampelos Pareira Linn. (একলেজা) -কেও নির্ব্বিষা বলা হইয়াছে। বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত Rice পরীক্ষা-দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, Kyllinga monocephala Rottb. (শ্বেত গোথুবি) আয়ুর্ব্বেদীয় নির্ব্বিষা। এইরূপে নানা জনে নানা প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; অবশেষে Moodeen Shariff সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে Jadwar অর্থাৎ নির্ব্বিষা শব্দের সংস্কৃত অর্থ প্রতিষেধক ঔষধ (Antidote), আর Aconite-এর দ্বারা অনেক রোগ আরাম হয় ও ইহা অনেক রোগের প্রতিষেধক ঔষধ; অতএব Aconite-ই Jadwar নামের উপযুক্ত বলিয়া বোধ হয়।

একোনাইট-সেবনে ফোড়া আরাম হয় (Dr. Emerson)। (Fig. 1.)

2. A. Ferox Wall. (কাঠবিষ)

Fig.—Bentl. & Trim., Med. Pl., i. t. 5; Annals, Royal Botanic Garden, Calcutta, v. t. 11, and x. t. 109, 1905; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 20.

Ref.—F. B. I., i. 28; Wall., Cat. 4721; Don. Prodr., 196.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশের সিকিম হইতে গারোয়াল পর্য্যন্ত স্থান, ১০,০০০ হইতে ১৪,০০০ ফুট উচ্চে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—স. বৎসনাভ; বা. কাঠবিষ; হি. মিঠাজহর; তা. বসনাভি; তে. বিষনাভি; Eng. Monks' hood.

ব্যবহার্য্য অংশ—কন্দ ও মূল।

বর্ণনা—ইহার পাতা বিক্ষিপ্ত, দেখিতে অনেকটা তরমুজের পাতার ন্যায়, পাতার গায়ে ও ডাঁটায় লোম আছে। পুষ্পদণ্ড সোজা, ফুল কাণ্ডের উভয় দিকে হয়। ফুলের বহির্ব্বাস নীলবর্ণ ও লোমযুক্ত, উপরিভাগ টুপীর ন্যায়। বীজ কৃষ্ণবর্ণ ও পক্ষযুক্ত, ফুল দেখিতে অনেকটা মটর ফুলের ন্যায়। ফলে কাঁটা আছে। ফলগুলি অনেকটা হুড়হুড়ে ফলের ন্যায় কাঁটাযুক্ত, কিন্তু লম্বায় ছোট ও মোটা। ইহার কন্দের গাত্র হইতে পটলের মূলের ন্যায় শিকড় বাহির হয়। এই কন্দ বাজারে Aconite বলিয়া বিক্রয় হয়। Bidie বলেন যে, ইহার সহিত Gloriosa superba Linn. (বিশালাঙ্গুলী)-মূল মিশ্রিত করিয়া মাদ্রাজের বাজারে Aconite বলিয়া বিক্রয় হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার মূল ও কন্দ অতিশয় বিষাক্ত এবং বিষক্রিয়া Aconitum Napellus অপেক্ষা অনেক পরিমাণে মৃদু। ভারতীয় ভৈষজ্যের মধ্যে ইহা একটি প্রধান

ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা একদিন মাত্র ব্যবহার করিলেই বহুমূত্র রোগীর প্রস্রাবে শর্করার পরিমাণ কমিয়া আসে (Kirtikar & Basu)। মূত্রযন্ত্রের পীড়া ও মেহ রোগে ইহা বিশেষ হিতকর।

পেশীর বাত, পুরাতন ও নূতন চুলকনায় ইহার শিকড় প্রলেপ-স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। নাসিকা হইতে শ্লেষ্মাস্রাব, আল্‌জিহ্বার বিবৃদ্ধি, গলার ক্ষত, সর্দ্দি ও বাত রোগে ইহা বড় হিতকর। ইহা কুব্জ-রোগ-নিবারক ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অসাড়তায় বিশেষ উপকারী।

কাঠবিষ ১, জৈত্রী ১, গোল মরিচ, হিঙ্গুল (Cinnabar), লবঙ্গ বা দারুচিনি ১, মৃগনাভি ¼ ভাগ—এইগুলি বটিকাকারে ব্যবহার করিলে, কফ ও হাঁপানিতে বিশেষ ফল দর্শে, মাত্রা ২ গ্রেন (Dymock)।

পুরাতন অবিরাম জ্বরে ইহা সেবন করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায় (Dymock)। বহু ইউরোপীয় ডাক্তার প্রকৃত Aconite-এর স্থলে ইহা ব্যবহার করেন। এ দেশীয় শিকারীরা ও অসভ্য জাতিগণ ধনুকের তীরের অগ্রভাগ বিষাক্ত করিবার জন্য বৎসনাভ অনেক পরিমাণে ব্যবহার করে। মুসলমান বৈদ্যগণ সর্পবিষ ও কাঁকড়া বিছার বিষ নষ্ট করিবার জন্য কাঠবিষের সহিত অপরাপর উত্তেজক ঔষধ মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করেন। ইহা কামোত্তেজক ও প্রবল জ্বরের উত্তাপ কমাইবার জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় (Emerson)। (Fig. 2.)

3. A. Napellus Linn. (কাঠবিষ)

Fig.—Bentl. & Trim., Med. Pl., i. t. 6; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 9.

Ref.—F. B. I., i. 28; Journ. Board. Agric., xxi. 496 & 502; Annals, Royal Botanic Garden, Calcutta, x. 121, 1905.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশের ১০,০০০-১৫,০০০ ফুট উচ্চপর্ব্বতে চাম্বা প্রভৃতি স্থানে উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশের অতি উচ্চ পার্ব্বত্য ভূভাগে জন্মে। সাধারণতঃ ইহা ইউরোপ, এশিয়া এবং আমেরিকার মেরু-প্রদেশে ও নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—স. বিষ; বা. কাঠবিষ; হি. তুধিবিষ; পাঞ্জাবী—মহরী; Eng. Monks' hood or Wolves' bane.

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল ও টাট্‌কা পত্র।

বর্ণনা—ইহা একটি খাড়া গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ্। কাণ্ড ২।৩ ফুট উচ্চ। মূল মোচার ন্যায়, দেখিতে পটলের মূলের মত, গায়ে সরু সরু শিকড় জন্মে, ২-৪ ইঞ্চি লম্বা। গাছ মরিয়া গেলে ইহার মূল হইতে পরবর্ত্তী বৎসরে গাছ বাহির হয় এবং পূর্ব্ব বৎসরের মূল পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়। গাছের পাতা ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা, অনেকটা দেখিতে রজনীগন্ধা গাছের ন্যায়। উপরের পাতা ছোট হয়। ডাঁটার উপরিভাগে উভয় দিকে মটর ফুলের ন্যায় ফুল হয়। ফুল ডাঁটায় লাগিয়া

থাকে। পাতার স্বাদ জ্বালাকর। টাট্‌কা মূল উগ্র গন্ধ-বিশিষ্ট। শুষ্ক মূল মিষ্ট (Fluck & Hanb.)। ফুল সবুজের আভাযুক্ত নীলবর্ণ। ফুলের বহির্ব্বাস ৫টি, পাপড়ী ২-৫টি। পুংকেসর অনেক থাকে, ইহারা লোমযুক্ত। বীজকোষ মসৃণ, অভ্যন্তরে অনেক বীজ থাকে। Flora of British India নামক পুস্তকে ইহার আরও তিনটি Var. আছে; যথা—Var. rigidum, Var. multifidum এবং Var. rotundifolium.

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা সাধারণতঃ জ্বর-নাশক, নানাবিধ স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, পুরাতন বাত, গেঁটেবাত ও হৃদ্‌রোগে হিতকর। ইহা অধিক মাত্রায় বিষের ন্যায় কাজ করে। অর্দ্ধ মাত্রায় বলকারক ও জ্বরনাশক (Nadkarni)।

British Pharmacopœiaতে ইহার মূলের ব্যবহার গৃহীত হইয়াছে। (Fig. 3.)

Genus—DELPHINIUM Linn.

4. D. denudatum Wall. (নির্ব্বিষি)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., i. 7*a*; Brühl, Annals, Royal Botanic Garden, Calcutta, v. pt. ii. 117, fig. 10*d*; t. 119, fig. 19, 1896.

Ref.—F. B. I., i. 25; Collett. Fl. Siml., 12, 1902; Wall., Cat., 4719.

জন্মস্থান—পশ্চিম হিমালয়ের নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশ। ৫-১০ হাজার ফুট উচ্চে কাশ্মীর হইতে কুমায়ুন প্রদেশের তৃণ-ক্ষেত্রে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—স. বিশল্যকরণী, নির্ব্বিষি; নেপাল—নীলোবিষ; বোম্বাই এবং হি. জাদোয়ার, নির্ব্বিষি।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল ও বীজ।

বর্ণনা—অবনত এবং বহু-প্রশাখা-বিশিষ্ট ওষধি। কাণ্ড ২-৩ ফুট উচ্চ শাখাযুক্ত। পত্রে ৫-৯টি সরু ও পক্ষাকার বিভাগ আছে। কাণ্ডে পত্র অল্প হয়, বৃন্ত লম্বা। ফুল সংখ্যায় অল্প হয়, উহা ১½ ইঞ্চি লম্বা ও গোলাকার। ফুলের পাপড়ী ৫টি, ফিকে নীলবর্ণ ও পশমাবৃত। পুষ্পস্তবক বিস্তৃত, শ্বেত, নীল, বেগুনে এবং ধূসরবর্ণ। পুষ্পদণ্ডে ফুল একটির পর একটি বিপরীত দিকে হয়। পত্র দেখিতে অনেকটা ধনে গাছের পাতার মত। ফলে বীজ ১-৭টি থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার মূল চিবাইলে দাঁতের বেদনা উপশম হয়। জ্বরের বিরাম কালে ইহার মূলের ক্বাথ ২-৪ ড্রাম পরিমাণ ব্যবহার করিলে জ্বর আরাম হয় (Stewart)। ইহা বাত ও উপদংশ রোগে ব্যবহার করিলে স্বাস্থ্য পুনরায় আনয়ন করে। কথিত আছে যে, বানর-বৈদ্য সুসেন লক্ষ্মণের শক্তি-শেল-কালে এই ঔষধ হনুমান্‌কে আনিতে বলেন। হনুমান্ এই ঔষধ হিমালয় প্রদেশ হইতে আনিলে লক্ষ্মণের ক্ষতস্থানে ব্যবহৃত হয় ও রাবণের ভয়ঙ্কর শেল-জনিত আঘাত হইতে লক্ষ্মণ আরোগ্য লাভ করেন (Nadkarni)।

ইহা উপদংশ ও বাতের পক্ষে বিশেষ হিতকর।

নির্ব্বিষি ১ ড্রাম, আম্বার ১০ গ্রেন, জাফরান ১ ড্রাম, এইগুলি গোলাপ জলে পেষণ করিয়া ২ গ্রেন হইতে ৫ গ্রেন পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিলে. হৃদ্‌রোগ ও মস্তিষ্কের যাবতীয় রোগ আরাম হয়। ইহা শুক্র ও পুংজননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতায় বিশেষ হিতকর। (Nadkarni)।

Jadwar (নির্ব্বিষি) সচরাচর একোনাইটের সহিত মিশ্রিত করিয়া বাজারে বিক্রয় হয়। (Fig. 4.)

Genus—CLEMATIS Linn.

5. C. triloba Heyne (লঘুকর্ণী)

Fig.—Talbot., For. Fl., Bombay, i. t. 3 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pt., t. 2.

Ref.—F. B. I., i. 3 ; DC., Prodr., i. 8 ; W. & A., Prodr., i. 2.

জন্মস্থান—দাক্ষিণাত্যের পার্ব্বত্য প্রদেশ ও কঙ্কণের পশ্চিম ভাগে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—স. লঘুকর্ণী।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্রের রস।

বর্ণনা—ইহা একটি লতানে গাছ, বহুদূর ব্যাপিয়া জন্মে। পত্র ১-২ ইঞ্চি লম্বা, পত্রদণ্ডে ৩টি উপপত্র থাকে, পাতার ডাঁটা লম্বা ও কাঁটাযুক্ত। কিনারাগুলি করাতের ন্যায়। পুষ্পদণ্ডে অনেক ফুল হয়। ফুলের নিম্ন অংশ পত্রময়। ফুল শ্বেতবর্ণ, ১½-২ ইঞ্চি বিস্তৃত। বহির্ব্বাস ৪-৬টি। ফুলের ভিতর আবরণ নাই। পুংকেসর অনেক আছে। ফল গোলাকার, প্রান্তদেশ অল্প সুচাল। ফল পাকিলে, ফাটিয়া যায় ও বীজ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পাতার রস ও কুরচি পাতার রস চক্ষে দিলে চক্ষু উঠা আরাম হয়; প্রত্যেক বারে ২ ফোটা দিতে হয়। কেহ কেহ সমস্ত গাছটিকে ভেদক বলিয়া উল্লেখ করেন। ইহার টাট্‌কা পত্ররস রক্তদুষ্টি, কুষ্ঠ, উপদংশ ও পুরাতন জ্বরে হিতকর (Dymock)। (Fig. 5.)

Genus—RANUNCULUS Linn.

6. R. sceleratus Linn. (জলপিপুল)

Fig.—Bose, Man. Ind. Bot., t. 4, 1920 ; Useful Pl. Japan, ii. t. 480, 1895.

Ref.—F. B. I., i. 19 ; Agric. Gaz., N. S. Wales, xxvii. 866, 1916 ; B P., i. 193 ; Prain, H. H., 168 ; Roxb., Fl. Ind., ii. 657.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের নদী বা ঝিলের কিনারায় শীতকালে জন্মে। আসাম ও উত্তর-ভারতে জলাশয়ের ধারে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. জলপিপুল ; ত্রিহুট—পলিকা ; কুমায়ুন— সিম ; পা. কাবিকাজ ; Eng. Poison Buttercup.

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ্।

বর্ণনা—বর্ষজীবী বা বহুবর্ষজীবী, সরল, পীতাভ ও সবুজবর্ণ ওষধি। কাণ্ড সাধারণতঃ ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা, কখন বা ১-৩ ফুট উচ্চ হয়, কাণ্ড অতিশয় নরম ও ফাঁপা। প্রধান পত্র ½-১¾ ইঞ্চি, পত্রদণ্ড লম্বা, পত্র গভীর ভাবে ৩ ভাগে বিভক্ত, অগ্রভাগ কর্ত্তিত। ফুলের ব্যাস ¼-⅙ ইঞ্চি, অনেক ফুল হয় ; ছোট ছোট পাপড়ী ফিকে পীতবর্ণ বা হরিদ্রাবর্ণ। ফল নরম লোমময়, অগ্রভাগ লম্বা ও গোলাকার। মোটামুটি দেখিতে পিপুলের মত, তবে পিপুল অপেক্ষা কৃষ্ণবর্ণ ও ক্ষুদ্র। শীতকালে ফল ধরে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—টাট্‌কা গাছ অতিশয় বিষাক্ত এবং ইহার রস সেবন করিলে বিষময় ফল ঘটে। পত্রের পিষ্টরস শরীরের কোন স্থানে লাগাইলে সেই স্থান আরক্ত বর্ণ হয়। ইহাতে বেলেস্তারার ন্যায় ফোস্কা হয়। ইহা ক্ষত আরাম করিতে ব্যবহৃত হয় (Murray); (Fig. 6.)

Genus—NARAVELIA DC.

7. N. zeylanica DC. (ছাগলবাটি)

Fig.—Talbot, For. Fl., Bombay, i. 7 ; Roxb., Cor. Pl., ii. t. 188.

Ref.—F. B. I., i. 7 ; Roxb., F. I., ii. 670 ; B. P., i. 193 ; Watt, v. pt. i. 317 ; H. S., 2 ; Prain, H. H., 168.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশের অন্তর্গত উষ্ণস্থান, নেপাল, বঙ্গদেশের সমগ্র স্থান, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, আসাম, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থান।

বিভিন্ন নাম—বা. ছাগলবাটি।

ব্যবহার্য্য অংশ—কাণ্ড ও পত্র।

বর্ণনা—লতানে উদ্ভিদ্। পত্র চামড়ার মত, লতার বিপরীত দিক্ হইতে বাহির হয়। ফুল গুচ্ছবদ্ধ, ঈষৎ পীতবর্ণ। বহির্ব্বাস ৪-৫টি। অন্তর্ব্বাস ও পুংকেসর অনেক। বর্ষায় ফুল এবং শীতকালে ফল হয়। ফল লালবর্ণ ও শক্ত, অনেকটা আকন্দ ফলের ন্যায়।

বঙ্গদেশে Daemia extensa R. Br. গাছকে "ছাগল বেটে" বলে। ইহা Asclepiadaceae বর্গ ভুক্ত। ইহার আঠা নখের কুণীতে ব্যবহৃত হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার আঠায় নখের কুণী আরাম হয়। (Fig. 7.)

Genus—NIGELLA Linn.

8. N. Sativa Linn. (কালজীরা)

Fig.—Reichenbach, Ic. Fl. Germ., iv. t. 120, 1840; Lamarck Ill., iii. t. 488, fig. 3, 1797.

Ref.—Roxb., F. I., ii. 646; B. P., i. 194; H. S., 7; Prain, H. H., 168.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে চাষ হয়, বিশেষতঃ পশ্চিম ভাগে। হুগলী, হাবড়া প্রভৃতি জেলার স্থানে স্থানে চাষ হয়। ইহার আদিম জন্মস্থান দক্ষিণ ইউরোপ।

বিভিন্ন নাম—স. কৃষ্ণজীরক; বা. ও হি. কালজীরা, মুগ্রেলা; Eng. Small Fennel.

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ।

বর্ণনা—পত্রদণ্ডের উভয় দিকে যুগ্ম পত্র হয়। ফুল শ্বেত, নীল অথবা ঈষৎ পীতবর্ণ। ফুলের পাপড়ী ৫টি। পুংকেসর বহু। গর্ভকেসর লম্বা। ফল গোলাকার। ইহার বীজ ত্রিকোণাকার, কৃষ্ণবর্ণ, ⅛ ইঞ্চি লম্বা। বীজকোষ অবন্ধুর, কোষের ভিতর শ্বেত তৈলময় অনেক বীজ থাকে। ফুলের সময় কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ। ফলের সময় শীতকাল।

ঔষধার্থে ব্যবহার—তিলের তৈলের সহিত ইহার তৈল ফোড়ায় দিলে ফোড়ার উপশম হয়। মুসলমান বৈদ্যেরা আর্ত্তব রোগে ও প্রসূতির দুগ্ধ বাড়াইবার জন্য কালজীরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন (Dymock)। গুঁড়া বীজ ১০-৪০ গ্রেন সেবন করিলে দেহের উত্তাপ বৃদ্ধি হয় এবং প্রস্রাবও বৃদ্ধি হয়। ইহা বাধক রোগে হিতকর। অতিরিক্ত কালজীরা ব্যবহার করিলে গর্ভস্রাব হয় (Dymock)। (Fig. 8.)

Genus—PAEONIA Linn.

9. P. Emodi Wall. (চন্দ্রা)

Fig.—Bot. Mag., xciv. t. 5719, 1868; Kirtikar & Basu, Ind. Md. Pl., t. 23.

Ref.—F. B. I., i. 30; Wall., Cat., 4727; Royle Ill., 57.

জন্মস্থান—পশ্চিম হিমালয়ের নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশ, ৫-১০ হাজার ফুট উচ্চে, কুমায়ুন হইতে হাজারা নামক স্থানে ও কাশ্মীরে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—স. চন্দ্রা; ব. উদ্-সালাম; হি. উদ্-সালেম্; প. মামেখ; Eng. Paeony Rose.

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল, বীজ, ফুল। মাত্রা—৩০ গ্রেন, পূর্ণমাত্রা—৬০ গ্রেন।

বর্ণনা—১-২ ফুট উচ্চ সরল উদ্ভিদ্। পত্র ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা ২-৩ ভাগে বিভক্ত, অগ্রভাগ মোচড়ানো। ফুলের পাপড়ী ৫-১০টি, অগ্রভাগ অল্প কর্ত্তিত ও শ্বেতবর্ণ। পুংকেসর বহু, হরিদ্রাবর্ণ। ফলের অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু। পত্রের উপরিভাগ সবুজবর্ণ এবং নিম্নদেশ ফিকে সবুজবর্ণ। পুষ্পদণ্ড লম্বা, বক্র ও বেগুনে রং-বিশিষ্ট। পত্রবৃন্তের নিকট হইতে পুষ্পদণ্ড বাহির হয়। ফুল একলিঙ্গ-বিশিষ্ট, মে মাসে ফুল হয়।

P. anomala গাছও এই শ্রেণীভুক্ত। ইহারা সাইবেরিয়া দেশে জন্মে। ইহাকে ইংরাজীতে Siberian Paeony বলে। ইহার পত্র লম্বা ও কিনারা ঢেউ-খেলানো, অগ্রভাগ সরু, কোনটি দুই কিংবা তিন ভাগে বিভক্ত, কোনটি বা খণ্ডিত নহে। পুষ্পদণ্ড লম্বা, বহির্ব্বাস ৫টি, পাপড়ী ৫টি, ফুল ভূমির দিকে অবনত; পাপড়ী বেগুনে বা ফিকে লালবর্ণ, পুংকেসর বহু, হরিদ্রাবর্ণ। সাইবেরিয়া দেশে ইহার মূল ১ ফুট লম্বা হয়, দেখিতে পীতবর্ণ, ভিতর শ্বেতবর্ণ ও সুগন্ধ-বিশিষ্ট। মে ও জুন মাসে ফুল হয়। উভয়বিধ গাছই নিম্ন-লিখিত গুণ-বিশিষ্ট। ফল ১ ইঞ্চি, বীজ বড়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার মূলে রক্ত পরিষ্কার করিবার শক্তি আছে। ইহা আক্ষেপ ও পেটবেদনা-নিবারক এবং জননযন্ত্রের রোগে হিতকর। মৃগী, শোথ, তড়কা ও হিস্টিরিয়া রোগে বিশেষ ফলপ্রদ। এই ঔষধ অধিকমাত্রায় সেবন করিলে বমন, মাথাধরা ও অবসাদ উৎপাদন করে। ইহার মূল নিম্ব পত্রসহ পেষণ করিয়া ভগ্নস্থানে প্রলেপ দিলে বেদনা আরাম হয়। ইহার মূল গৃহপালিত পশুগুলিকে খাওয়াইলে উহারা বলবান্ ও হৃষ্টপুষ্ট হয়। শুষ্কফুলের রস উদরাময়-নিবারক। বীজ সর্দ্দি-নিবারক ও বমন-কারক। ইহার মূল সূতায় বাঁধিয়া শিশুদের গলায় পরাইয়া দিলে তাহাদের তড়কা হইতে পারে না (Dymock)। বীজ বমন-কারক। (Fig. 9.)

II. DILLENIACEAE.

Genus—DILLENIA Linn.

10. D. indica Linn. (চাল্‌তা)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., iii. t. 38 & 39; Talbot, For. Fl., Bombay, i. 9.

Ref.—F. B. I., i. 36; B. P., i. 195; Watt, iii. 193; H. S., 18; Prain, H. H., 168.

জন্মস্থান—দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাংশের আরণ্য প্রদেশ, বেহার, লঙ্কাদ্বীপ, নেপাল, আসাম, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাবড়া, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর। আদিম জন্মস্থান—দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া।

বিভিন্ন নাম—স. ভব্য ; বা. চাল্‌তা।

ব্যবহার্য্য অংশ—রস ও পত্র।

বর্ণনা—মাঝারী গাছ; ছাল দারুচিনির ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট। পাতা ঘনসন্নিবদ্ধ, লম্বা ১০-১২ ইঞ্চি, ডগা সরু, পাতার কিনারা করাতের ন্যায় কাটা-কাটা ; বোঁটা ১½ ইঞ্চি লম্বা, দুই কিনারা উচ্চ। ফুল সাদা, ৬-৭ ইঞ্চি। পাপড়ী ১৫-২০টি, সাদা, পুংকেসর পীতবর্ণ। ফল ৫-৬ ইঞ্চি ব্যাস-বিশিষ্ট। ফলে বীজ অনেক হয়, বীজ লোমময় কোষের মধ্যে থাকে। মে ও জুন মাসে ফুল হয় ও শীতকালে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার রস চিনি ও জলের সহিত সেবন করিলে জ্বরের প্রকোপ নষ্ট হয় ও সর্দ্দির উপশম হয়। চাল্‌তার ছাল ও পাতা ধারক। ফল মৃদুবিরেচক কিন্তু অধিক খাইলে উদরাময় হয় (Drury)। ইহার পাতা দধির সহিত গরুকে খাইতে দিলে গরুর রক্ত আমাশয় আরাম হয়। বাছুরের রক্ত আমাশয় রোগে চাল্‌তা পাতা বিশেষ উপকারী। কচি ছোট ফল বাত ও পিত্ত-নাশক। পক্বফল রুচিকর। (Fig. 10.)

III. MAGNOLIACEAE.

Genus—MAGNOLIA Linn.

11. M. pterocarpa Roxb. (ডুলিচাঁপা)

Fig.—Roxb. Cor. Pl., iii. 266 ; Annals, Royal Botanic Garden, Calcutta, iii. t. 53.

Ref.—B. P., i. 197 ; Roxb. F. I., ii. 653.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশ, নেপাল, আসাম, খাসিয়া পাহাড়, বঙ্গদেশ, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা. ডুলি চাঁপা।

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল।

বর্ণনা—বড় গাছ, ডালের বিপরীত দিকে অযুগ্ম পত্র হয়। ফুল এক-একটি জন্মে, ফুল বড় ও সাদা এবং সুগন্ধযুক্ত। বহির্ব্বাসে ফুলটি ঢাকা থাকে, ফুল যত বড় হয় ততই ইহার পাপড়ী খসিয়া পড়ে। ফুলের পাপড়ী ৯টি, খুব পুরু ও নরম, কিনারা সরু, পুংকেসর অনেক থাকে। পুংকেসরের অগ্রভাগ নীলাভ। ফল বড় বড় হয়—প্রায় ১৬ ইঞ্চি লম্বা, পরিধি ৭।৮ ইঞ্চি। বীজ পাকা কমলা নেবুর রংএর মত লাল। ফলে বীজ ১।২টি থাকে, প্রায় ত্রিকোণাকার। কোন কোন বীজ গোলাকার, নরম ও তৈলময়। ফুল এপ্রিল-মে মাসে হয়, জুন মাসে ফল ধরে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ছাল চাঁপা গাছের ন্যায় ব্যবহৃত হয়। (Fig. 11.)

Genus—MICHELIA Linn.

12. M. Champaca Linn. (চম্পক, চাঁপা)

Fig.—Wight, Ill., i. t. 5. Fig. 6; Rheede, Hort. Mal., i. t. 19; Lamar. Ill., iii. t. 493.

Ref.—F. B. I., i. 14; B. P., i. 197; Roxb. F. I., ii. 656; Watt, v. pt. i. 241; H. S., 12.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশ, নেপাল, পেগু, নীলগিরি, ত্রিবাঙ্কুর, বঙ্গদেশ, বোটানিক গার্ডেন, হুগলী, হাবড়া, ২৪-পরগনা।

বিভিন্ন নাম—স. চম্পক; বা. চাঁপা।

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল, বীজ, পাতা ও শিকড়।

বর্ণনা—চিরসবুজ পত্রবিশিষ্ট বৃক্ষ। ছাল ধূসরবর্ণ, ½ ইঞ্চি পুরু, কাষ্ঠ নরম, বাহিরের কাষ্ঠ কতকটা শ্বেতবর্ণ। ছোট ডাল নরম ও কোমল লোমাবৃত। পত্র ৮।১০ ইঞ্চি লম্বা, ১½-৪ ইঞ্চি বিস্তৃত, বোঁটা প্রায় ১ ইঞ্চি লম্বা। ফুলের ব্যাস ১-২ ইঞ্চি, ফিকে পীত অথবা পাকা কমলা নেবুর রংএর মত ফিকে লাল, গন্ধ অতিশয় উগ্র, ফুলের কুঁড়ি লোমাবৃত। ফল লম্বাকৃতি, বোঁটা প্রায় ডালে লাগিয়া থাকে। পুংকেসর অনেক। গর্ভকেসর ছোট। বীজাধার ¼-⅓ ইঞ্চি চওড়া ও ধূসরবর্ণ। বীজ ১-৪টি, ধূসরবর্ণ, পাকিলে লালবর্ণ অথবা গোলাপী হয়। গ্রীষ্মকালে ফুল হয় ও শীতে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ফুল আয়ুর্ব্বেদ-মতে তিক্ত, কুষ্ঠ-নিবারক ও পাঁচড়ার মহৌষধ। ফুল ও ফল—অগ্নিমান্দ্য, বমন ও জ্বর রোগে ব্যবহার করা হয়। চাঁপাফুল তিল তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া মাথায় মাখিলে মাথা ধরা আরাম হয়। পিষ্ট ফুল তৈলে মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে দুর্গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মা আরাম হয়। চাঁপাফুল মূত্রকর এবং গনোরিয়া-নিবারক (Rumphius)। Dr. Rheede বলেন ইহার শুষ্ক শিকড় এবং শিকড়ের ছাল দধির সহিত ফোড়ায় লাগাইলে ফোড়ার পূঁয আরাম হয় ও ফোড়া ফাটাইয়া দেয়। চাঁপার গন্ধ-তৈল চক্ষু উঠা ও বাতে উপকার করে। চাঁপা বীজের তৈল পেটে মালিশ করিলে পেট-ফাঁপা নিবারণ করে। বীজ ও ফল পা-ফাটায় ব্যবহার করা হয়। চাঁপার শিকড় ভেদক। ইহার ফুল উত্তেজক, পাকযন্ত্রের পীড়া-নিবারক। ক্কাথ, টাট্কা রস এবং আরক পেট-ফাঁপায় শান্তিকর। (Fig. 12.)

IV. ANONACEAE.

Genus—ANONA Linn.

13. A. squamosa Linn. (আতা)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., iii. 29; Bot. Mag., 3095 (1831).

Ref.—F. B. I., i. 78; B. B., i. 206; Roxb. F. I., ii. 667; Watt, i. 259.

জন্মস্থান—আদিম বাসস্থান আমেরিকার উষ্ণপ্রধান স্থান, ভারতবর্ষে বাগানে রোপণ করা হইতেছে; বঙ্গদেশ, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা. আতা; হি. সীতাফল; তা. সীতা; বর্ম্মা—আউজা।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ, পত্র ও ছাল।

বর্ণনা—মাঝারী গাছ, ১০ হইতে ১৫ ফুট উচ্চ। ছাল পাতলা, ধূসরবর্ণ, কাষ্ঠ নরম। পত্র ২-৩ ইঞ্চি লম্বা এবং ⅞-১½ ইঞ্চি বিস্তৃত, পাতার ডগা সরু। ফুল এক-একটি অথবা জোড়া-জোড়া হয়, ১ ইঞ্চি লম্বা ও কোমল। পাপড়ী ৩টি, পুরু, লম্বাকৃতি। পুংকেসর অনেক, চতুর্দ্দিকে গোলাকারভাবে বিস্তৃত। ফল শাঁসাল, ২-৪ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট, মিষ্ট ও সুস্বাদু। বীজ ঈষৎ লম্বা, চ্যাপ্টা, ডিম্বাকৃতি, রং কাল। ফুল—মার্চ্চ, এপ্রেল ও ফল আগষ্ট, সেপ্টেম্বর মাসে হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পাকা ফল পানের সহিত পিষিয়া ফোড়ায় প্রয়োগ করিলে ফোড়া আরাম হয়। শুষ্ক কাঁচা আতা চূর্ণ করিয়া ক্ষতে প্রয়োগ করিলে পোকা মরিয়া যায়। আতার শিকড় অতিশয় ভেদক, ইহা রক্ত আমাশয় রোগে হিতকর (T. N. Mukherjee)। আতার পিষ্টপত্র লবণের সহিত পুলটিশ দিলে ফোড়ার পূঁয নির্গত হইয়া যায় (Atkinson). আতা পাতার রস নাসিকা-মধ্যে প্রয়োগ করিলে স্ত্রীলোকদিগের হিস্টিরিয়া, সংজ্ঞাহীনতা প্রভৃতি আরাম হয় (Nadkarni)। আতা পাতা বাটিয়া ঘায়ে লাগাইলে উহার পোকা মরিয়া যায়। (Fig. 13.)

14. A. reticulata Linn. (নোনা)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., iii. t. 30 and 31 ; Rumph. Herb. Amb., i. t. 45 ; Bot. Mag., lvi. t. 2911-12.

Ref.—F. B. I., i. 78 ; B. P., i. 206 ; Watt, i. 258 ; Roxb. F. I., iii. 657.

জন্মস্থান—আমেরিকায় আদিম বাসস্থান; বঙ্গদেশ, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা.নোনা; সাঁওতালী—গম; Eng. True custard apple.

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল ও পাতা।

বর্ণনা—মাঝারী গাছ, ২০-৪০ ফুট উচ্চ হয়। পাতা ৫-৮ ইঞ্চি লম্বা এবং ১½-২ বিস্তৃত, লম্বাকৃতি, ডগা সরু, বৃন্তদেশ সরু, বোঁটা ½ ইঞ্চি লম্বা। ফুল ২।৩টি একত্র হয়, পাপড়ী ৩টি, সরু, লম্বা, পুরু ও মাংসল। ফল দেখিতে গোলাকার, একটু লম্বাকৃতি, পাকিলে পীতের আভাযুক্ত, ধূসরবর্ণ অথবা সামান্য লালবর্ণ। ফুল গ্রীষ্মকালে ও ফল ভাদ্র-আশ্বিন মাসে হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ফল আমাশয়-নিবারক (Watt)। অপক্ক এবং শুষ্ক ফল উদরাময় রোগে ধারক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা রক্ত আমাশয়-নিবারক ও কীটনাশক। নোনা বীজের শাঁস অতিশয় বিষাক্ত। পত্র—ক্রিমিনাশক (Nadkarni)। (Fig. 14.)

Genus—POLYALTHIA Bl.

15. P. longifolia Benth. (দেবদারু)

Fig.—Wight, I.C., t. 1 ; Beddome, Fl. Sylv., t. 38 ; Annals, Royal Botanic Garden, Calcutta, lv. t. 99.

Ref.—F. B. I., i. 62 ; Roxb. F. I., ii. 664 ; B. P., i. 204 ; H., 3. 16.

জন্মস্থান—তাঞ্জোর, ভারতের গ্রীষ্মপ্রধান দেশ, বঙ্গদেশের বহুস্থান, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা. দেবদারু ; হি. দেওদার ; তে. অশোকম্ ; তা. অস্‌থি ; কামরূপ—পুত্রঞ্জীব।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ ও ছাল।

বর্ণনা—বড়, সোজা গাছ, বহু শাখা ও প্রশাখা-বিশিষ্ট। ছাল পুরু। পাতা ৬-৯ ইঞ্চি লম্বা, উজ্জ্বল ও চক্‌চকে, কিনারা ঢেউ-খেলানো ; ডগা সরু, গোড়া ঈষৎ গোলাকার। ফুল ফিকে পীতবর্ণ। ফুলের পাপড়ী ½ ইঞ্চি লম্বা, পাপড়ী ৮টি। ফুল এপ্রিল, মে ও ফল জুলাই মাসে হয়। বসন্তকালে পাতা ঝরিয়া যায়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার জ্বরনাশক শক্তি আছে বলিয়া বালেশ্বর জেলায় ঔষধে ব্যবহার করা হয় (Sir W. W. Hunter)। (Fig. 15.)

V. MENISPERMACEAE.

Genus—ANAMIRTA Colebr.

16. A. Cocculus W. and A. (কাকমারি)

Fig.—Rheede., Hort. Mal., vii. t. 1 ; Bentl. & Trim. Ind. Med. Pl., t. 14 ; Kirtikar & Basu, t. 36.

Ref.—F. B. I., 198 ; B. P., i. 208 ; Roxb. F. I., iii. 807 ; Wall. Cat., 4954.

জন্মস্থান—কঙ্কণ, মালাবার, বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা, আসাম, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা. ও স. কাকমারি ; বোম্বাই—কাকফল ; Eng. Indian Berry.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল ও বীজ।

বর্ণনা—লতানে গাছ, ছাল কর্কের মত। পত্র ৩-৮ ইঞ্চি লম্বা ও বিস্তৃত, ডিম্বাকৃতি, গোড়ার দিক্ ঈষৎ হৃৎপিণ্ডাকৃতি, পাতার অগ্রভাগ সরু, নীচের পাতার শিরা লোমযুক্ত ; উপরিভাগ মসৃণ। ফুল ফিকে সবুজ অথবা পীতবর্ণ, সুগন্ধময়, ½ ইঞ্চি ব্যাস-

বিশিষ্ট। পাপড়ী ২-৪ ইঞ্চি পুরু। পুংপুষ্পের মস্তক গোলাকৃতি, স্ত্রীপুষ্পের পাপড়ী পাঁচটি। ফল কৃষ্ণবর্ণ, বেগুনে, আঙ্গুরের ন্যায় ও লম্বা গুচ্ছবদ্ধ। শুষ্ক ফল বড় মটরের ন্যায়, কোঁকড়ানো, শুষ্ক বোঁটা ফলে লাগিয়া থাকে। ইহা অতিশয় তিক্ত। ফুলের সময় গ্রীষ্মকাল, জুন-জুলাই মাসে ফল জন্মে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা চর্ম্মরোগের মহৌষধ। কঙ্কণ দেশে ইহার রসের সহিত লাঙ্গলিকা (Gloriosa superba) গাছের রস মিশ্রিত করিয়া পশুদের গায়ের পোকা মারা হয়। মালাবার দেশে কাঁটালের রসের সহিত ইহার রস মিশ্রিত করিয়া বন্য জন্তু মারিয়া থাকে (Dymock)। কাকমারির তিক্ত ফল মালিশে ব্যবহার করা হয়। তৈলে পোকা নষ্ট হয় ও ইহা চর্ম্মরোগে ব্যবহৃত হয় (Bentl. and Trim.)। বঙ্গদেশে ইহার টাট্‌কা পাতা প্রাত্যহিক কম্পজ্বরে নস্য-স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার বীজের ১/২০০-১/১০০ গ্রেন পরিমাণ বটিকা দিবসে তিনবার ব্যবহার করিলে ক্ষয়রোগাক্রান্ত ব্যক্তির রাত্রিতে ঘর্ম্ম আরাম হয় (Nadkarni)। মালাবার দেশে ইহা মৎস্য ও বন্যজন্তু মারিবার জন্য ব্যবহৃত হয় (Rumphius)। (Fig. 16.) (vol. vii. 18)

Genus—STEPHANIA Lour.

17. S. hernandifolia Walp. (নিমুখা)

Fig.—Bentl. and Trim. Ind. Med. Pl., t. 15 ; Kirtikar & Basu, t. 40.

Ref.—F. B. I., i. 103 ; Roxb. F. I., iii. 842 ; B. P., i. 208 ; Watt, vi. pt. iii. 359 ; Wall. Cat., 4977.

জন্মস্থান—ভারতের উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশে জন্মে, সিন্ধুদেশ, পাঞ্জাব, লঙ্কাদ্বীপ, বঙ্গদেশ, নেপাল, চট্টগ্রাম, হুগলী, হাবড়া ও ২৪-পরগনার জঙ্গলের কিনারায় বহু পরিমাণে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—স. পাঠা, আকনাদি, বৃত্তপর্ণী ; বা. নিমুখা।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়, ছাল (শুষ্ক), পাতা। মাত্রা—মূল ২-৪ আনা ; পত্রকল্ক —৪-৮ আনা ; মূলের ক্বাথ—৬-১০ তোলা।

বর্ণনা—ইহা একটি লতানে গাছ। পাতা ২-৬ ইঞ্চি লম্বা, চিক্কণ, ত্রিকোণাকৃতি, অভিন্ন, ঈষৎ গোলাকার, হৃৎপিণ্ডাকৃতি, ডগাটি সরু ; বোঁটা—১-২ ইঞ্চি লম্বা। ফুল—সবুজের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, ছোট ছোট, প্রায় বোঁটায় গুচ্ছবদ্ধভাবে লাগিয়া থাকে। ফুলের পাপড়ী —ছোট, মস্তক বিস্তৃত। স্ত্রীপুষ্প স্তবক ছুঁচালো ও ছোট। ফল—শেয়াকুলের মত ক্ষুদ্র, লালবর্ণ ও একটি-একটি হয়। বীজ—কতকটা ঘোড়ার খুরের ন্যায় গোলাকার। বর্ষাকালে ফুল হয় ও শরতের শেষে ফল ধরে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—শিকড়—তিক্ত, ধারক ও জ্বরে উপকারী। উদরাময়, মূত্রযন্ত্রের পীড়া ও রক্ত আমাশয়ে হিতকর। ইহার পাতা ফোড়ায় লাগাইলে ফোড়া ফাটিয়া যায়। নিমুখার শিকড় ভেদক ; জ্বর, উদরাময়, প্রস্রাবের পীড়া এবং অম্লরোগ-নিবারক।

পাঠার মূল পেষণ করিয়া যোনিতে প্রলেপ দিলে প্রসূতি শীঘ্র প্রসব করে (বনৌষধি-দর্পণ)।

মহিষ-তক্রের সহিত ইহার পত্রকল্ক সেবন করিলে অতিসার নিবারণ হয়।

পাঠার মূল ও অগুরুর ক্বাথ পান করিলে লবণমেহ আরাম হয় (সুশ্রুত)।

দুরালভা, যোয়ান, বেলশুঁঠ ও পাঠা মূলের কল্ক সেবন করিলে অর্শের যন্ত্রণা কমিয়া গিয়া উহা আরাম হয় (চরক)। (Fig. 17.)

Genus—TINOSPORA Miers.

18. T. cordifolia Miers. (গোলঞ্চ)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., vii. 21 ; Bentl. and Trim. Ind. Med. Pl., t. 12.

Ref.—F. B. I., i. 97 ; B. P., i. 209 ; Watt, vi. pt. iv. 63 ; H. S., 330.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ, বঙ্গদেশ, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর, হুগলী, হাবড়া এবং ২৪-পরগনার জঙ্গলে সচরাচর দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—স. অমৃতবল্লী, গুড়ূচী ; বা. ও হি. গোলঞ্চ ; তে. টিপ্পাটিগো।

ব্যবহার্য্য অংশ—ডাঁটা, পত্র। মাত্রা—পত্রকল্ক ৪-৮ আনা ; কাণ্ডচূর্ণ ২-৪ আনা ; ক্বাথ ৫-১০ তোলা।

বর্ণনা—ইহা একটি লতানে গাছ। ইহার সরু সূতার মত শিকড়গুলি (Aerial roots) মাটির দিকে ঝুলিয়া থাকে। ছাল ধূসরবর্ণ, কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ, নরম ও ছিদ্রযুক্ত। পাতা ২-৪ ইঞ্চি, হৃৎপিণ্ডাকৃতি, পাতলা ও অগ্রভাগ সরু, দেখিতে পানের পাতার মত; বোঁটা—১½-৩ ইঞ্চি, নিম্নদিকে অবনত। পুংপুষ্প গুচ্ছবদ্ধ হয়, ১-৬টি নরম ডালে নিম্নদিকে থাকে। স্ত্রীপুষ্প ছোট, একটি-একটি হয়। পুংপুষ্পগুলি পাপড়ীতে জড়িত থাকে, চারিদিকে বিস্তৃত। বীজ মটরের ন্যায়, লালবর্ণ, বক্রাকৃতি ও গোলাকার। ফল পীতবর্ণ, ¼ ইঞ্চি ব্যাস-বিশিষ্ট। গ্রীষ্মকালে ফুল হয় ও শীতকালে ফল ধরে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—গোলঞ্চের ডাঁটা হইতে tincture প্রস্তুত হয়। ইহার ক্বাথ জ্বরঘ্ন ও কামোদ্দীপক। গোলঞ্চের ক্বাথ টাট্‌কা দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে বাত ও অগ্নিমান্দ্য রোগ আরাম হয়। গোলঞ্চের রস মধুর সহিত সেবন করিলে গনোরিয়া রোগের উপশম হয়। গুজরাটে ইহার ডাঁটা খণ্ডখণ্ড করিয়া কাটিয়া মালা প্রস্তুত করিয়া ধারণ

করে, ইহাতে কামলা রোগ আরাম হয় বলিয়া প্রবাদ আছে। ইহার ক্বাথ হইতে এক প্রকার starch প্রস্তুত হয়, ইহাকে গোলঞ্চ পালো বলে (Dymock)।

গোলঞ্চের রস পিত্তবমনে হিতকর। গোলঞ্চ ও ছাতিমের (Alstonia scholaris) ক্বাথ শুণ্ঠি চূর্ণের সহিত সেবন করিলে প্রসূতির স্তনদুগ্ধ শোধিত হয় (বনৌষধি)।

গোলঞ্চচূর্ণ ১০০ ভাগ, বস্ত্রে ছাঁকিয়া পুরাতন গুড়, মধু ও গব্যঘৃত প্রত্যেক ১৬ ভাগ মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে শরীরের বল বৃদ্ধি হয় (ভাবপ্রকাশ)। গোলঞ্চের ক্বাথ, পিঁপুলচূর্ণ ও মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে জীর্ণজ্বর ও কম্প আরাম হয়। ঘোলের সহিত গোলঞ্চ পত্র পেষণ করিয়া সেবন করিলে কামলা রোগ আশু আরাম হয় (চক্রদত্ত)। গোলঞ্চের 'শীতকষায়' মধু দিয়া পান করিলে বাত, পিত্ত ও কফ-জনিত বমন আরাম হয়। প্রাতঃকালে গোলঞ্চ পেষণ করিয়া মরিচচূর্ণসহ গরম জলের সহিত পান করিলে বায়ুর প্রকোপজনিত বুকধড়ফড়ানি রোগ আশু আরাম হয়। পাষাণভেদী (Coleus aromaticus) ও গোলঞ্চের রস মধুসহ পান করিলে মেহ আরাম হয়। শুক্রক্ষয়-জনিত দৌর্ব্বল্যে ও মূত্রদোষে ইহার ব্যবহার অতিশয় প্রশস্ত (Dymock).

পিপ্পলী-মধুসংমিশ্রং গুড়ূচী-স্বরসং পিবেৎ।
জীর্ণজ্বর-কফ-প্লীহ-কাসারোচক নাশনম্॥
গুড়ূচীং পর্পটং মূলং কিরাতং বিশ্বভেষজম্।
বাতপিত্তজ্বরে দেয়ং পঞ্চভদ্রমিদং শুভম্॥ ভাবপ্রকাশঃ

পিপুল ও মধু মিশ্রিত গোলঞ্চের রস পান করিলে জীর্ণজ্বর, কফ, প্লীহা, কাস আরাম হয়। গোলঞ্চ, পর্পটমূল, মুথা, চিরাতা এবং আদা প্রত্যেক ১ ড্রাম পরিমাণে অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া সেবন করিলে বাতপিত্ত জ্বর আরাম হয়।

হরীতকী, আমলকী, আদা, পিঁপুল প্রত্যেক ১ ভাগ, গোলঞ্চ ভিজানো জল ৪ ভাগ, জল ১৬ ভাগ, সিদ্ধ করিয়া সিকি থাকিতে নামাইয়া উক্ত ক্বাথের ৮গুণ চিনি মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। এই মোদক ১ ড্রাম মাত্রায় প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিলে, পুরাতন জ্বর, প্লীহা-বিবৃদ্ধি, সর্দ্দি ও ক্ষুধাহীনতা আরাম হয় (সারকৌমুদী)।

গোলঞ্চের তৈল প্রস্তুত করিয়া বাতাক্রান্ত স্থানে মালিশ করিলে বেদনা আরাম হয় (চরক)।

গোলঞ্চের ডাঁটা খণ্ডখণ্ড করিয়া কাটিয়া বেশ থেঁতো করিয়া শীতল জলে ভিজাইয়া অল্প আঁচে পাক করিয়া ঘন করিলে গোলঞ্চের পালো প্রস্তুত হয়। সেবন-মাত্রা ৫-১৫ গ্রেন। Tincture—৪ আউন্স পরিমাণ লতা ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া ১০ আ° proof spiritএ ৭ দিন পচাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা—১-২ ড্রাম (Kirtikar & Basu)।

শীতকষায় প্রস্তুতের নিয়ম—১ আ° পরিমাণ উক্ত ভাবে লইয়া এক পাইণ্ট শীতল জলে ৭ দিন রাখিবে, তৎপরে ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা ১-৩ ড্রাম (Kirtikar & Basu)।

Extract—পাকা ডাঁটা খণ্ডখণ্ড কাটিয়া থেঁতো করিয়া শীতল জলে ৪ ঘণ্টা পচাইবে। তৎপরে অল্প আঁচে জ্বাল দিয়া কালির মত হইলে নামাইবে। মাত্রা ৫-১৫ গ্রেণ (Kirtikar & Basu)।

পালো প্রস্তুতের নিয়ম—গোলঞ্চ খণ্ডখণ্ড করিয়া কাটিয়া থেঁতো করিবে ও এক কড়া জলে ২।৩ দিন ফেলিয়া রাখিবে। সেই জল ছাঁকিয়া থিতাইতে দিবে। তলায় যে সাদা জিনিষ পড়িবে উহা রৌদ্রে শুষ্ক করিলে পালো প্রস্তুত হইবে। মাত্রা ১০-৩০ গ্রেণ। এই পালো উদরাময় ও অম্ল-নিবারক। গোলঞ্চের ডাঁটার টাট্‌কা রস মূত্রকারক, গনোরিয়া-নিবারক। মাত্রা ২-৩ ড্রাম জল কিংবা দুগ্ধ বা মধুর সহিত দিবসে ৩ বার সেব্য।

গোলঞ্চ বলকারক, জ্বর-নিবারক ও মূত্রকারক (Dymock)। (Fig. 18.)

19. T. tomentosa Miers. (পদ্মগোলঞ্চ)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 33.

Ref.—F. B. I., i. 96 ; Roxb. F. I., iii. 813 ; B. P., i. 209 ; H. S., 331 ; Prain, Hooghly-Howrah, 169.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশ, বোটানিক গার্ডেন, জঙ্গলের ধারে সচরাচর দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. পদ্মগোলঞ্চ।

ব্যবহার্য্য অংশ—ডাঁটা ও পাতা।

বর্ণনা—লতানে গাছ। সচরাচর গাছের উপর উঠে। ডাঁটা ও পত্র ক্ষুদ্র লোমযুক্ত পত্র, ৩-৬ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট, হৃৎপিণ্ডাকৃতি, পত্র-কিনারা তিন ভাগে বিভক্ত, ডাঁটা পত্রের সমান লম্বা। ফুলের বহির্ব্বাস ৬টি, পাপড়ী ৬টি। বীজ একত্র গোলাকার এবং বক্র; প্রত্যেক বোঁটায় প্রায় ২টি থাকে। ফুল বর্ষাকালে ও ফল শীতকালে হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার গুণ গোলঞ্চের ন্যায়। (Fig. 19.)

Genus—COCCULUS DC.

20. C. villosus DC. (হয়ের)

Fig.—Miers. Contrib., iii. 271-73. t. 126 ; Kirtikar & Basu, 38 *b*.

Ref.—F. B. I., i. 101 ; Roxb. F. I., iii. 814 ; B. P., i. 210 ; Watt, ii. pt. ii. 297.

জন্মস্থান—ভারতের উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশ, নেপাল, পশ্চিমবঙ্গ, ছোট নাগপুর, সিন্ধুদেশ, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, হুগলী, হাবড়া, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. বসদানি, বনতিক্তিকা, বসনবল্লী ; বা. হয়ের।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড় ও পাতা।

বর্ণনা—লতানে গাছ, প্রায় সকল স্থানে দেখা যায়। ডাঁটা লম্বা, কোমল ও সূক্ষ্ম লোমাবৃত। পাতা ১-২½ ইঞ্চি লম্বা, চওড়া ১–১½ ইঞ্চি, ইহাতে লোম আছে; বোঁটা ⅛ ইঞ্চি লোমময়, ফুল ছোট, ঈষৎ সবুজবর্ণ। পুংপুষ্প পাতার গোড়ায় গুচ্ছবদ্ধ থাকে। ইহার বোঁটা পাতার বোঁটা অপেক্ষা ক্ষুদ্র। স্ত্রীপুষ্প ২।৩টি করিয়া এক সঙ্গে থাকে। বীজাধার মসৃণ, কাল ও বেগুনে, ⅙ ইঞ্চি; ঘোড়ার নালের মত। পাতার গোড়া ঈষৎ ডিম্বাকৃতি অথবা কিঞ্চিৎ হৃৎপিণ্ডাকৃতি, মাথার দিক্ প্রায় লম্বা, কখন কখন পাতার শীর্ষভাগ ছুঁচালো। শিকড় বক্র ও মোচড়ানো, দেখিতে সামান্য ধূসরবর্ণ, মসৃণ অথবা ফিকে পীতবর্ণ, স্বাদ তিক্ত। বর্ষাকালে ফুল হয়, শীতকালে ফল ধরে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পাতা বাহ্য প্রলেপ দিলে প্রাদাহিক ফোড়া প্রভৃতি আরাম হয়। পাতার রস চিনির সহিত পান করিলে গনোরিয়া আরাম হয় ও জলের সহিত মিশাইলে জমিয়া যায়। শিকড় সালসার (Sarsaparilla) ন্যায় কাজ করে। ইহার ক্কাথ ছাগদুগ্ধ এবং পিপুলচূর্ণের সহিত সেবন করিলে, বাত ও পুরাতন গনোরিয়ার যন্ত্রণা নিবারণ হয় (Roxb. F. I., iii. 815)। ইহার শিকড় নাটাবীজের সহিত পেষণ করিয়া খাইলে বালকদিগের পেট-বেদনা ও পৈত্তিক অম্লরোগ আরাম হয়, মাত্রা ৬ মাসা, আদা ও চিনির সহিত সেব্য (Dymock)। হয়েরের জ্বরনাশক শক্তি থাকায় অপরাপর জ্বরঘ্ন ঔষধের সহিত ব্যবহার করা হয়। ইহার ফল হইতে নীল ও বেগুনে কালি প্রস্তুত হয় (Brandis)। (Fig. 20.)

Genus—TILIACORA Colebr.

21. T. racemosa Colebr. (তিলিয়াকরা)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., vii. t. 3; Miers. Contrib. Bot., iii. t. 104.

Ref.—F. B. I., i. 99; Roxb. F. I., iii. 816; B. P., i. 210; Watt, vi. pt. 4. 56. H. S., 331; Prain, Hooghly-Howrah, 170.

জন্মস্থান—মধ্য ও পূর্ব্ববঙ্গ, কঙ্কণ, উড়িষ্যা, সিঙ্গাপুর, হুগলী, হাবড়া, ২৪-পরগনা।

বিভিন্ন নাম—বা. তিলিয়াকরা, ভাগলতা; হি. নাগমুশ্দী।

ব্যবহার্য্য অংশ—ডাঁটা ও পাতা।

বর্ণনা—চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত বহু বিস্তৃত লতা। ছাল ধূসরবর্ণ। শাখা কোমল ও লোমাবৃত, পত্র সাধারণতঃ ২-৬ ইঞ্চি লম্বা, ½ ইঞ্চি বিস্তৃত; বোঁটার দিক্ ডিম্বাকৃতি অথবা গোলাকার; অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, গাঢ় সবুজবর্ণ, উজ্জ্বল; বোঁটা ½ ইঞ্চি হইতে ১ ইঞ্চি লম্বা। ফুল প্রায় ⅙ ইঞ্চি, পীতবর্ণ, ছোট ছোট, নূতন পত্রের গোড়ায় জন্মে। পুং-

পুষ্প ৩-৭টি একসঙ্গে থাকে। ফুলের পাপড়ী ৬টি; ৩টি বাহিরে থাকে, ত্রিকোণাকার। পুষ্পে ৬টি মুক্ত পুংকেসর আছে। স্ত্রীপুষ্প এক-একটি, কখন জোড়া-জোড়া হয়। পাপড়ী পুংপুষ্পের ন্যায়। ফল ½ ইঞ্চি লম্বা, কতক পরিমাণে চ্যাপ্টা, পাকিলে ফিকে লালবর্ণ হয়। ফুল মে-জুন মাসে এবং ফল জুলাই-আগস্ট মাসে হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা সর্পবিষে ব্যবহার করা হয়। তেলেগু জাতি যে ত্রিবিধ মুশলীর উল্লেখ করেন, উহাদের মধ্যে ইহা একটি। Strychnos nux-vomica (কুঁচিলা), Strychnos colubrina (নাগমুশলী) এবং Tiliacora racemosa (টিগা মুশলী) (Dymock)। (Fig. 21.)

Genus—CISSAMPELOS Linn.

22. C. Pareira Linn. (একলেজা)

Fig.—Bentl. and Trim. Med. Pl., i. t. 15; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 42.

Ref.—F. B. I., i. 103; Roxb. F. I., iii. 842; B. P., i. 208; Dymock, i. 53.

জন্মস্থান—বেহার, পশ্চিমবঙ্গ, ছোট নাগপুর, পাঞ্জাব হইতে দক্ষিণে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত ভূভাগে দেখা যায়। হুগলী, হাবড়া।

বিভিন্ন নাম—স. লঘুপাঠা, অম্বোষ্ঠ; হি. হাড়জোড়ী; বা. একলেজা; কঙ্কণ—পদবল্লী; তে. পাঠা; সি. টিক্‌রী; সাঁ. তেজোমাল্লা; Eng. Velvet leaf.

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়, ছাল ও পাতা। মাত্রা ক্বাথ ১-২ আ°; শিকড়ের গুঁড়া ১০-২০ গ্রে°; তরল সার ½-২ ড্রা°।

বর্ণনা—গাছ লতানে। পত্র ১½ ইঞ্চি বিস্তৃত ও ১-২ ইঞ্চি লম্বা, সাধারণতঃ ঢালের ন্যায় কতকটা ত্রিকোণাকৃতি বা ডিম্বাকৃতি, ডাঁটার বিপরীত দিকে একটির পর একটি হয়। গোড়ার দিক্ সময়ে সময়ে ঈষৎ গোলাকার বা হৃৎপিণ্ডাকৃতি; পাতার শিরা ৭-১১টি আছে, উভয় দিকে নরম লোম-দ্বারা আবৃত; পত্র-বৃন্ত কখন কখন ৪ ইঞ্চি লম্বা হয়। ফুল উভয়লিঙ্গ-বিশিষ্ট, অতিশয় ছোট; পুংপুষ্প ক্ষুদ্র, গুচ্ছবদ্ধ। পাপড়ী ৪টি, বহির্দ্দিকে লোমাবৃত; স্ত্রীপুষ্প গুচ্ছবদ্ধ হয়, পাপড়ী ১, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, পীতাভ, বাহিরের দিকে লোমময়। ফল প্রায় গোলাকার, ডিম্বাকৃতি, চ্যাপ্টা, পাকিলে লালবর্ণ হয়; ইহার ডাঁটায় সরু সরু লোম আছে। বীজ বক্রাকৃতি, ফলের গর্ত্তে থাকে। ফুল বর্ষা ও শরৎকালে এবং ফল শীতকালে হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা জ্বর, উদরাময়, রক্ত আমাশয়, অম্লরোগ, মূত্রাশয়ের পীড়ায় সাধারণতঃ ব্যবহার করা হয়। ইহার শিকড় সর্পবিষ ও বোল্‌তা, ভীমরুল কামড়াইলে বাহ্য প্রলেপে ব্যবহৃত হয় (Dymock)। ইহার পাতা ঘায়ের ক্ষত ও শোষ রোগে ব্যবহৃত হয় (Watt)। নিম্নলিখিত ঔষধটি অজীর্ণ ও পেট-বেদনায় হিতকর :—একলেজা ৪, পিঁপুল ৫, হিঙ্গু ৩, শুঁট ৬ ভাগ পরস্পর মিশ্রিত করিয়া মধুসংযোগে বটিকা প্রস্তুত করিবে। মাত্রা ৩-৫ গ্রে°। ইহা মৃদু বলকারক এবং মূত্রকর। কথিত আছে যে, ইহা কৃমিনাশক (Nadkarni)। জ্বরের সহিত উদরাময় থাকিলে এবং আভ্যন্তরিক প্রদাহে চক্রদত্ত ইহা ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতে ইহা বলকারক ঔষধ ও মূত্রকর বলিয়া বহুকাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে (Ainslie); কোন জাতি ইহার মূল থেঁত করিয়া দেশী মদ-প্রস্তুতে ব্যবহার করে। (Fig. 22.)

VI. BERBERIDEAE.

Genus—BERBERIS Linn.

23. B. asiatica Roxb. (দারুহরিদ্রা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 45; Brandis, Indian Trees, 29.

Ref.—F. B. I., i. 110; B. P., i. 212; Roxb. F. I., ii. 182.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশ, বিহার, পরেশনাথ পাহাড়, নীলগিরি পাহাড়ের ৪ হইতে ১০ হাজার ফুট উচ্চে।

বিভিন্ন নাম—স. দারুহরিদ্রা, দার্ব্বী; বা. দারুহরিদ্রা; হি. রসুত, দারুহল্‌দি; Eng. Indian Berbery.

ব্যবহার্য্য অংশ—ডাঁটা, শিকড়ের ছাল ও ফল।

বর্ণনা—কণ্টকময়, ৩-৬ ফুট উচ্চ চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত। ছাল নরম পীত ও ফিকে ধূসরবর্ণ। উপরিভাগ কর্কের মত। পত্র—১-৩ ইঞ্চি, অগ্রভাগ সরু, তলদেশ শ্বেতবর্ণ, বোঁটা নরম, ইহা পাতার দ্বিগুণ লম্বা; পাতার কিনারাগুলি দাঁতযুক্ত। ফুল ছোট, বোঁটায় সন্নিবদ্ধ অথবা একটু লম্বা দণ্ডে অবস্থিত, ২ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট, ফিকে পীতবর্ণ। ফল বড়, ½ ইঞ্চি, লাল অথবা কৃষ্ণবর্ণ। ফুল বসন্তকালে ও ফল গ্রীষ্মকালে হয়। দারুহরিদ্রা বহু প্রকারের আছে তন্মধ্যে নীলগিরি পর্ব্বতে উৎপন্ন গাছগুলির গুণ অতি উৎকৃষ্ট।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় চক্ষুরোগে হিতকর। ছাল বমন রোগ-নিবারক দারুহরিদ্রা, আফিং, ফট্‌কিরি, সৈন্ধব লবণ, হরীতকী এবং অপরাপর ২।১টি ঔষধ মিশ্রিত

করিয়া প্রাদাহিক ফুলায় লাগাইলে ফুলা আরাম হয়। কথিত আছে ইহা প্লীহা ও সরলান্ত্রের সঙ্কোচক। দারুহরিদ্রা জ্বরসংযুক্ত ম্যালেরিয়া এবং অম্লরোগে হিতকর। ইহার আরক সবিরাম ও অবিরাম জ্বরে বহু পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ইহা কুইনাইনের তুল্য গুণবিশিষ্ট বলিয়া বর্দ্ধিত প্লীহা ও যকৃৎরোগে বিশেষ হিতকর (Nadkarni)। ইহার শিকড় গুঁড়া করিয়া অহিফেন, সৈন্ধব লবণ ও ফট্‌কিরির সহিত মিশ্রিত করিয়া চোখের পাতায় দিলে চক্ষু উঠা আরাম হয় (Dutt)।

ইহার শিকড় হইতে প্রাপ্ত Rasot (রাসুত) নামক ঔষধ অর্দ্ধড্রাম মাত্রায় পালা-জ্বরে ও প্লীহার বিবৃদ্ধিতে ৩ দিন সেবন করিলে জ্বর আরাম হয় (O' Shaughnessy)।

রক্ত অর্শে ইহার শিকড়ের গুঁড়া ৫-১৫ গ্রেঁ° মাখমের সহিত প্রয়োগ করিলে রোগের শান্তি হয়। ইহার ১ ড্রা° ৪ আ° পরিমাণ জলে মিশ্রিত করিয়া অর্শের বলি ধৌত-কার্য্যে ব্যবহার করা হয়। মাখম ও কর্পূর-যোগে ইহার মলম ব্যবহার করিলে ফোড়া বসিয়া যায় (Watt)।

দারুহরিদ্রা চর্ম্মরোগের মহৌষধ। উদরাময়, আর্ত্তব-ব্যাধি, কামলা ও চক্ষুরোগে হিতকর। মধুর সহিত দারুহরিদ্রার গুঁড়া সেবন করিলে কামলা রোগ আরাম হয় (শার্ঙ্গধর)।

Rasot মধুর সহিত প্রয়োগ করিলে দুষ্ট ক্ষত আরাম হয় (Dutta)। রাসুতের সংস্কৃত নাম রসাঞ্জন। ইহা দারুহরিদ্রার ক্বাথ ও সমান দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুত হয়।

দার্ব্বীক্বাথসমং ক্ষীরং পাদম্পক্বা যথাধনম্।
তদা রসাঞ্জনাখ্যং তৎ নেত্রয়োঃ পরমং হিতম্॥ চক্রদত্তঃ

(Fig. 23.)

Genus—PODOPHYLLUM Linn.

24. P. Emodi Wall. (পাপরা)

Fig.—Jacq. Voy. Bot., ii. t. 9; Kirtikar & Basu, Ind. Med Pl., t. 46; Trans. Bot. Soc. Edinb. xvi. t. 9 (1886).

Ref.—F. B. I., i. 112; Dymock, Pharm. Ind. i. 69; H. F. and T. Fl. Ind., 232.

জন্মস্থান—হিমালয় পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতমালায় ১৪,০০০ ফুট উচ্চে, কাশ্মীর, সিমলা, সিকিম প্রভৃতি স্থানে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—স. পাপরা, লঘুপত্র ; বা. ও হি. পাপরা ; পাঞ্জাবী—গুলদকাক।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ, শিকড় ও ফল।

বর্ণনা—গুল্ম-বিশেষ। কাণ্ড ৬-১২ ইঞ্চি, সোজা ও মোটা। পত্র দেখিতে অনেকটা পেঁপে পাতার ন্যায়; ৬-১০ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট ও গোলাকার, ৩-৫ ভাগে বিভক্ত, পাতার কিনারা করাতের ন্যায়। পত্রের বোঁটা লম্বা, ফুল শ্বেতবর্ণ ও ঈষৎ গোলাপী, ১-১½ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট, বাটির ন্যায়; পাপড়ী ৬-৯টি, ডিম্বাকৃতি, লম্বা, পুংকেসর ৬টি। ফল ১-১২ ইঞ্চি, লালবর্ণ, দেখিতে প্রায় পেঁপের ন্যায়। শাঁসের ভিতর অনেক বীজ আছে। ইহার চাষ করা যাইতে পারে ও লাভজনক হওয়া সম্ভব।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার আটা ½ গ্রে° চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে সর্দ্দি আরাম হয় (Dymock)। পডোফিলাম সচরাচর পৈত্তিক জ্বরে ব্যবহার করা হয় এবং ইহাকে উদ্ভিজ্জ ক্যালোমেল (Calomel) বলে। পার্ব্বত্য লোকেরা ইহার লালবর্ণ ফলের শাঁস খাইয়া থাকে। পডোফিলাম যকৃতের উত্তেজক ও পৈত্তিক মল-নিঃসারক। অর্দ্ধ গ্রে° পরিমাণ ইহার গুঁড়া এবং ৩ গ্রে° পরিমাণ Hyoscyamusএর গুঁড়ায় প্রস্তুত বটিকা একটি উৎকৃষ্ট পিত্ত-নিঃসারক ও ভেদক ঔষধ (Nadkarni)। (Fig. 24.)

VII. NYMPHAEACEAE.

Genus—EURYALE Salisb.

25. E. ferox Salisb. (মাখনা)

Fig.—Bot. Mag., 1447 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 50 ; Roxb. Cor. Pl., iii. t. 244.

Ref.—F. B. I., i. 115 ; Roxb. F. I. 573 ; Prain, Hooghly-Howrah, 171 ; H. S., 8 ; B. P., i. 214.

জন্মস্থান—পূর্ব্ববঙ্গ, কাশ্মীর, অযোধ্যা, আসাম, মণিপুর, ২৪-পরগণার পুকুর-ঝিলে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—স. মাখনা; বা. ও হি. মাখনা; উ. কাঁটা পদ্ম।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ।

বর্ণনা—কণ্টকময় শালুকের মত জলজ উদ্ভিদ, শিকড় ও গেঁড় (কাণ্ড) পাঁকে সন্নিবিষ্ট, পাতা জলের উপর ভাসিয়া থাকে। পত্র ১-৪ ফুট ব্যাস, তলদেশ ঢেউ-খেলানো, বহু সোজা কণ্টকাবৃত, গোলাকার ও সবুজবর্ণ; পাতার ডাঁটায় কাঁটা আছে, কাঁটাগুলি বক্র; ছোট পাতা উপরদিকে ভাঁজ করা। ফুল ১-২ ইঞ্চি লম্বা, বোঁটা লম্বা কাঁটাযুক্ত, ভিতরে উজ্জ্বল লালবর্ণ; বহির্দ্দেশ সবুজবর্ণ ও উজ্জ্বল বা ঈষৎ বেগুনে, জলের উপর উঠিয়া ফুটে; পুষ্পস্তবক সোজা, পাপড়ী অনেক আছে। পুংকেসর অনেক। গর্ভাশয় ৮ পরদা-বিশিষ্ট, ভিতরে অবনত। ফল গোলাকার বা ডিম্বাকৃতি অথবা কখন কখন বিকৃতাকার; ফলে ৪-২০টি কৃষ্ণবর্ণ বীজ হয়, বীজ দেখিতে মটরের ন্যায় নরম শাঁসবিশিষ্ট। বর্ষাকালে ফুল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার বীজ মেহরোগের উপশম করে (Roxb.)। বীজের খই লঘুপাক ও রোগীর পক্ষে হিতকর (Dutta)। (Fig. 25.)

Genus—NYMPHAEA Linn.

26. N. Lotus Linn. (কুমুদ, শালুক)

Fig.—Wight, Ill., i. t. 10 ; Bot. Mag., t. 4665 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pt., t. 48.

Ref.—F. B. I., i. 114 ; B. P., i. 213 ; Roxb. F. I., ii. 576 ; H. S. 8 ; Prain, Hooghly-Howrah, 170.

জন্মস্থান—ভারতের ও বঙ্গদেশের পুকুরে, ঝিলে, খালে বা জলায় জন্মে, ভারতের সমগ্র উষ্ণস্থান, বঙ্গদেশ, বোটানিক গার্ডেন, হুগলী, হাবড়া ও ২৪-পরগনা।

বিভিন্ন নাম—বা. শালুক, কুমুদ, শঁধি ; Eng. Indian water lily.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফুল, শিকড় ও বীজ।

বর্ণনা—জলজ উদ্ভিদ্, শিকড় ও গেঁড় পাঁকে নিমজ্জিত থাকে। পত্র জলের উপর ভাসিতে থাকে ; ৬-১৮ ইঞ্চি ব্যাস, গোড়ার দিক্ হৃৎপিণ্ডাকৃতি, কচিপাতা লাল, কিনারা কাঁটা কাঁটা, ঢেউখেলানো। ফুল এক-একটি সাদা বা লাল রংএর হয়, ৩-১০ ইঞ্চি ব্যাস, বাটির ন্যায় লম্বা বোঁটায় আবদ্ধ। বহির্ব্বাস ৪টি, পাপড়ী ১২টি লম্বা ও বিস্তৃত। পুংকেসর প্রায় ৪০টি অবধি হয়। ফল ১½ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট, সবুজবর্ণ, প্রায় ১৫-২০টি কোষ-বিশিষ্ট। বীজ ছোট ছোট, ঈষৎ লম্বাটে, গোলাকার, বীজ হইতে খৈ হয়। প্রায় বারমাসই, তবে বর্ষা ও শরতে বেশী ফুল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার মূল ও শিকড় উদরাময় ও অগ্নিমান্দ্য রোগে ব্যবহার করা হয়। ফুলের কাথ বুকধড়ফড়ানি রোগে শান্তিকর।

Nymphæaceæ বর্গভুক্ত আরও কয়েকটি উদ্ভিদ্ আছে, উহাদের লাটিন নাম N. rubra Roxb. (রক্তকম্বল), N. stellata Willd. (নীল পদ্ম) N. cyanea Roxb. (বড় নীল শালুক)। ইহাদের সকলগুলির গুণ প্রায় উপরি উক্তটির মত বলিয়া আর পৃথক্ ভাবে লেখা হইল না। (Fig. 26.)

Genus—NELUMBIUM Juss.

27. N. speciosum Willd. (পদ্ম)

Fig.—Wight, Ill., t. 9 ; Bot. Mag., 23. t. 903 (1806).

Ref.—F. B. I., i. 116 ; B. P., i. 214 ; Roxb. F. I., ii. 647 ; H. S. 9 ; Ann. Bot., ii. 75 (1888-89).

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ, বোম্বাই, সিংহল, কাশ্মীর, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাবড়া ও ২৪-পরগনা।

বিভিন্ন নাম—স. পদ্ম, অম্বুজ, সরোজ, কোকনদ (রক্তপদ্ম), পুণ্ডরীক (শ্বেতপদ্ম); বা. শ্বেতপদ্ম, রক্তপদ্ম ; Eng. Sacred lotus.

ব্যবহার্য্য অংশ—পুংকেসর, বীজ, পত্র ও শিকড়।

বর্ণনা—জলজ উদ্ভিদ্। গেঁড় ও শিকড় পাঁকের মধ্যে বিস্তার করে। পাতা মসৃণ, জলের উপরে বা কয়েক ইঞ্চি উচ্চে, ভাসমান পাতার ব্যাস ১-৩ ফুট ; গোলাকার, ঢালের মত, উপরিভাগ সাদাটে, মখমলের মত। ফুল লালবর্ণ বা শ্বেতবর্ণ, বা কখন কখন পীতবর্ণ, সুগন্ধময়, ফুলের ব্যাস ৪-১০ ইঞ্চি, ডাঁটা ৪-৬ ফুট উচ্চ ; বহির্ব্বাস ৪-৫টি। পুংকেসর ও পাপড়ী অনেক। গর্ভাশয় অনেক ও একটি পরদাবিশিষ্ট, আল্‌গা, ভিতরের দিকে স্থিত। বীজাধার স্পঞ্জের মত, ধূসর, পক্ক বীজাধারে বীজ প্রায় ½ ইঞ্চি লম্বা হয়। বীজ ঈষৎ লম্বা, গোলবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, মসৃণ। শ্বেতপদ্মকে পুণ্ডরীক, লালপদ্মকে কোকনদ ও নীলপদ্মকে ইন্দীবর বলে। গ্রীষ্ম হইতে শরৎকাল অবধি ফুল ও শীতকালে ফল হয়। নীলপদ্মের উল্লেখ আছে তবে প্রকৃত নীলপদ্ম দৃষ্টিগোচর হয় না। অনেক সময়ে নীল শালুককে নীলপদ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পদ্মের পুংকেসর ধারক, স্নিগ্ধকর, শরীরের জ্বালা-নিবারক। ইহার ব্যবহারে অনিয়মিত ঋতু আরাম হয়। রক্ত অর্শে ইহার পুংকেসর মধু, মাখম ও চিনির সহিত সেব্য (Dutta)।

দাহকর জ্বরে ইহার পত্র বিছানার চাদররূপে ব্যবহার হয় (Dutta)। বীজ বমননিবারক ও মূত্রকর। পাতার রস ও ফুলের ডাঁটা উদরাময়ে ব্যবহার করা হয়। পাপড়ী ধারক। ইহার ডাঁটার রস সেবনে বসন্ত রোগ আরাম হয় (Dr. Emerson)। পদ্মফুল উদরাময় রোগে ধারক ও যকৃৎরোগ-নিবারক। ইহার শিকড় ও মূল রক্ত আমাশয় ও অজীর্ণ রোগে হিতকর। পদ্মবীজ বিষনাশক ও কুষ্ঠরোগ-নিবারক (Nadkarni). (Fig 27.)

VIII. PAPAVERACEAE.

Genus—PAPAVER Linn.

28. P. somniferum Linn. (অহিফেন)

Fig.—Bently and Trim. Ind. Med. Pl., i. t. 18 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 53.

Ref.—F. B. I., i. 117 ; B. P., i. 215 ; Roxb. F. I., ii. 571 ; Watt, vi. pt. 1. 17 ; Prain, Hooghly-Howrah, 171 ; H. S., 5.

জন্মস্থান—ত্রিহুত, বিহার, ভারতবর্ষ, এশিয়া, উত্তর-আফ্রিকা ; বঙ্গদেশের গোঘাট থানা।

বিভিন্ন নাম—স. অহিফেন ; বা. অহিফেন, আফিং ; Eng. Opium.

ব্যবহার্য্য অংশ—রস বা আঠা, ফুলের পাপড়ী বা ফুল ও বীজ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী উদ্ভিদ্। কাণ্ড ৩ ফুট অপেক্ষা উচ্চ, গোড়ার ব্যাস ½ ইঞ্চি, সরস, গোলাকার, নিরেট, মসৃণ, ফিকে সবুজবর্ণ, শ্বেতবর্ণ পাউডারে আবৃত। পাতা অনেক, ঘনসন্নিবদ্ধ, বৃন্তহীন, বিপরীতমুখী, নিম্নের পাতা প্রায় ৬ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, উপরকার পাতা ১০ ইঞ্চি লম্বা, ক্রমশঃ বিস্তৃত, গোড়ার দিক্ সরু, হৃৎপিণ্ডাকৃতি, গভীরভাবে খণ্ডিত, পক্ষাকার পত্রাংশ সরু, দাঁতযুক্ত, দাঁতগুলিতে সাদা সাদা দাগ আছে; উজ্জ্বল, পুরু, ফিকে সবুজবর্ণ, ফুল ৩—৭ ইঞ্চি, শাখার উপরে সোজা ডাটায় হয়। বহির্ব্বাস ২টি, পাপড়ী ৪টি; বাহিরের ২টি লম্বা অপেক্ষা চওড়ায় বেশী এবং ভিতরের পাপড়ীর উপরে থাকে। ফুল শ্বেতবর্ণ এবং ফিকে সবুজ ও পীতবর্ণ। বন্য গাছের ফুল কতকটা বেগুনে (violet), গোড়ায় কাল দাগ আছে। পুংকেসর অনেক আছে, ৫ কিংবা ৬টি সারিতে স্থাপিত। গর্ভমুখ থালার মত চেপ্টা, ব্যাস ১ ইঞ্চি। গর্ভাশয় বড়, চেপ্টা প্রায় ১ ইঞ্চি ব্যাস-বিশিষ্ট। ফল প্রায় গোলাকার, চেপ্টা ১½—৩ ইঞ্চি। বীজাধার শুষ্ক, শক্ত, ঈষৎ পীতবর্ণ, কাল দাগ-বিশিষ্ট। বীজ অনেক, অতিশয় ক্ষুদ্র, শ্বেত, ধূসর ও কৃষ্ণবর্ণ। শীতকালে ফুল ও গ্রীষ্মকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদীয় পুস্তকে অহিফেনের উল্লেখ দেখা যায় না। খৃ° পূ° তৃতীয় শতাব্দীতে সর্ব্বপ্রথমে অহিফেন এশিয়া মাইনর প্রদেশে প্রস্তুত ও ব্যবহৃত হয়। ইহার পর আরব দেশীয় লোকেরা ইহাকে অফিয়ম নাম দিয়া থাকে। ভারতীয়েরা এবং পারস্যবাসীরা আরবদিগের নিকট হইতে ইহার ব্যবহার জানিতে পারে। ভারতের দিনাজপুর হইতে হাজারিবাগ এবং গোরক্ষপুর হইতে আগরা এই ভূভাগের মধ্যবর্ত্তী স্থানে প্রচুর অহিফেন উৎপন্ন হয়। পঞ্জাবের কোন কোন স্থানে অল্প পরিমাণে অহিফেন উৎপন্ন হইয়া থাকে। লাহোরের পূর্ব্বদিকে বিয়াস (Beas) উপত্যকায়, ৭,৫০০ ফুট উচ্চে ইহার চাষ হইয়া থাকে। দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত মালওয়া (Malwa) এবং বিন্ধ্যপর্ব্বতের অন্তর্গত নিম্নভূমিতে অহিফেন জন্মিয়া থাকে। কুলুর পর্ব্বতীয় প্রদেশে, নেপাল, রামপুর এবং জম্মু মহলে, মহীশূর, বেরার ও আসামে অল্পবিস্তর অহিফেন জন্মিয়া থাকে।

সচরাচর অহিফেনে অনেক দ্রব্য ভেজাল স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে; যথা—(১) গাছের কচি পাতা এবং উহার জলীয় অংশ, (২) ফণিমনসা, আকন্দ ও ধুতুরার রস, (৩) ভিন্ন ভিন্ন বটের আঠা, শালগাছের আঠা, বেলের শাঁস ও আঠা, তেঁতুলের শাঁস এবং বাবলার আঠা, (৪) খয়ের, গাবের আঠা, মহুয়া ফুল (Bassia latifolia), সুপারী, বেদানার ছাল, (৫) ঘৃত, কাষ্ঠের কয়লা ও অর্দ্ধদগ্ধ অহিফেন, গোবর, গুঁড়া সুরকী প্রভৃতি। (Dymock. i. 81.)

খাঁটি অহিফেন দেখিতে বাদামী এবং মেহগনী কাষ্ঠের ন্যায় রং-বিশিষ্ট ও ফিকে কৃষ্ণবর্ণ, অথবা কখন কখন কৃষ্ণবর্ণ। ইহা অঙ্গুলির দ্বারা মর্দ্দন করিলে ফিকে বাদামী কিংবা গাঢ় বাদামী দেখায়, কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ নহে, ইহার উপরিভাগ উজ্জ্বল ও আঠার মত।

অহিফেন স্নায়ুমণ্ডল ও মস্তিষ্কের উপর কার্য্য করে। ইহা অল্প পরিমাণে ব্যবহার করিলে রক্ত সঞ্চালনের উত্তেজনা আনয়ন করে, নাড়ী পূর্ণ ও দ্রুত দেখায়, দেহের উপরিভাগের চর্ম্ম উত্তপ্ত ও উজ্জ্বল হয়। ইহাতে মানুষের ইচ্ছাশক্তি বাড়াইয়া দেয়, ঘুমাইতে ইচ্ছা করিলে বেশ নিদ্রা হয়, আবার হঠাৎ নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়, শরীর অবসন্ন, অল্প মাথা ধরা, মুখ শুষ্ক ও অল্প বমনের ভাব দেখা যায়। অল্প পরিমাণ অহিফেনসেবী কাজ করিতে ইচ্ছা করিলে, তাহার কর্ম্মশক্তি বাড়িয়া যায় এবং যদি সে কোন বিষয় চিন্তা করে তবে তাহার চিন্তাশক্তি, কল্পনা এবং বলিবার শক্তি বর্দ্ধিত হয়। অহিফেন মাঝামাঝি মাত্রায় সেবন করিলে, মানসিক উত্তেজনা কমিয়া থাকে ও ক্রমে ক্রমে নিদ্রা আসিয়া আচ্ছন্ন করে। অহিফেনের নেশা কাটিয়া যাইলে অতিশয় মাথা বেদনা করে ও ক্ষুধানাশ হয়। নিদ্রার সময় মস্তকে রক্ত থাকে না, ধমনী ও শিরাগুলি রক্তশূন্য হয়। অধিক মাত্রায় সেবন করিলে শীঘ্রই গভীরতম নিদ্রা আসিয়া পড়ে এবং রোগী অচৈতন্য হয়, আর চেতনা আসে না। চক্ষু এবং চক্ষুঃতারা সঙ্কুচিত, নাড়ীর গতি মন্দীভূত এবং ক্ষীণ হয়, অবশেষে মৃত্যু হইয়া থাকে।

অহিফেনের বীজকে সাধারণতঃ লোকে পোস্ত বলে। ইহা তরকারীরূপে ব্যবহৃত হয়। পোস্তদানা, চিনি ও এলাচ যোগে খাইলে উদরাময় এবং রক্ত আমাশয় দূর করে। সন্দেশের সহিত পোস্ত মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করিলে নিদ্রাহীনতা দূর হয়। অহিফেন সেবনে উদরাময়, নিদ্রাহীনতা, পেট বেদনা, সরলান্ত্র-প্রদাহ ও প্রাদাহিক যন্ত্রণা নিবারণ হয়। ইহা ধারক বলিয়া রক্তস্রাব নিবারণ করে। ইহা স্নায়বিক বল বৃদ্ধি করিয়া থাকে। জ্বরের প্রারম্ভে কিংবা অতিরিক্ত জ্বরে ইহা সেবন করা উচিত নহে। বসন্ত ও সান্নিপাতিক জ্বরে ইহা সেব্য। জ্বর ও অতিরিক্ত প্রলাপ উপসর্গে, নিদ্রাহীনতায় ও সদাই বিছানা হইতে উত্থিত হওয়া উপসর্গে একোনাইটের সঙ্গে প্রয়োগ করিলে রোগী শান্ত হয় ও নিদ্রা আসিয়া থাকে (Dymock)।

ভারতে অনেক প্রকার অহিফেন আছে, তন্মধ্যে পাটনার আফিংএ শতকরা ৭—৮ কিংবা ১০ ভাগ ও মালওয়া আফিঙে ৩—৫ ভাগ মরফিয়া আছে। গর্ভবতী স্ত্রীলোক, মূত্রযন্ত্রের রোগাক্রান্ত ব্যক্তি, শোথ, হাঁপানী রোগাক্রান্ত ব্যক্তি এবং হৃদ্রোগাক্রান্ত ব্যক্তির অহিফেন সেবন করা উচিত নহে।

অহিফেন বাত, ফোড়া, পৃষ্ঠব্রণ, কুষ্ঠ, উপদংশ প্রভৃতি বহু রোগে ব্যবহৃত হয়। প্রাদাহিক ক্ষত প্রভৃতিতে রাত্রে নিদ্রা না হইলে একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি ১ গ্রেন অহিফেন এবং উহাতে নিদ্রা না হইলে ২ অথবা ৩ গ্রেন পরিমাণ ৪।৫ গ্রেন কর্পূরের বটিকার সহিত সেবন করিবে। শুদ্ধ ২।৩ গ্রেন কর্পূর ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইলে অনেকটা রোগের শান্তি হয় এবং এই প্রকার চিকিৎসায় অহিফেন নিদ্রা যাইবার সময় দেওয়া যাইতে পারে। অস্ত্রোপচারের পর অহিফেন সেবন করাইলে পুনরায় জ্বর আক্রমণ করিতে পারে না। সর্দ্দিগর্ম্মিতে ইহা সেবন করিলে বেশ উপকার পাওয়া যায়। সর্দ্দির প্রথম অবস্থায় যখন শ্বাসনালী শুষ্ক

এবং কাশিতে কষ্ট বোধ হয় তখন অহিফেন ব্যবহার করিলে যন্ত্রণার উপশম হয়। কলেরার প্রথম অবস্থায় অহিফেন মন্ত্রের ন্যায় কাজ করে, জ্বরের পূর্ণ অবস্থায় ইহা কর্পূর ও Antimonyর সহিত ব্যবহার করিলে বড়ই উপকার পাওয়া যায়। অতিরজ, অল্পরজ, বাধক এবং সচরাচর গর্ভাশয়ের ও মূত্রাশয়ের পীড়ায় উহা অতিশয় মূল্যবান্। বহুমূত্রে বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের পক্ষে অহিফেন অতিশয় হিতকর কিন্তু যদি মাথা ধরে বা অপর কোন খারাপ উপসর্গ হয় তবে উহা পরিত্যাগ করিবে (Nadkarni)। বহুমূত্র রোগে নিম্নলিখিত ঔষধটি বড়ই হিতকর,—কর্পূর ও মৃগনাভি প্রত্যেক ১ ভাগ, অহিফেন এবং জৈত্রী প্রত্যেক ২ ভাগ একত্র বটিকা প্রস্তুত করিয়া পানের রসের সহিত সেব্য। ১০-২০ গ্রেন অহিফেনের আরক কাঁজির সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে প্রসবান্তিক বেদনার শীঘ্র উপশম করে। কোন স্থান হইতে পতন, অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং রক্ত আমাশয়ের জন্য গর্ভপাতে আফিঙের আরক বিশেষ হিতকর (মাত্রা ৩০—৪০ গ্রেন অহিফেনের আরক, দুই আউন্স কাঁজি)। আফিঙ খয়েরের সহিত ব্যবহার করিলে রক্ত আমাশয় আরাম হয়।

জায়ফল, সোহাগা, অভ্র, ধুতুরা বীজ, প্রত্যেক একভাগ, অহিফেন ২ ভাগ, [illegible]লিয়া (Pæderia fœtida) রসে মাড়িয়া ২ গ্রেন ওজনের বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা সেবন করিলে উদরাময় ও রক্ত আমাশয় আরাম হয়। শোথ ও উদরাময় রোগে এক প্রকার বটিকা প্রস্তুত হয় ইহাকে দুধেবটি বলে। প্রস্তুতপ্রণালী—অহিফেন ২৪ গ্রেন, একোনাইট ২৪ গ্রেন, জারিত লৌহ ১০ গ্রেন, জারিত অভ্র ১২ গ্রেন এইগুলি একত্র দুগ্ধের সহিত মাড়িয়া এক একটি ৪ গ্রেন পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। প্রত্যেক বটিকা প্রত্যহ প্রাতে দুগ্ধের সহিত সেব্য। পথ্য কেবলমাত্র দুগ্ধ ; জল ও লবণ নিষিদ্ধ (Dutt, Mat. Med., 113)।

এক ড্রাম পরিমাণ বাজারের অহিফেন, ২ আউন্স পরিমাণ নারিকেল কিংবা তিল তৈলে মিশ্রিত করিয়া আক্রান্ত স্থানে মালিশ করিলে পুরাতন বাত, কটিবাত এবং অপরাপর স্নায়ুশূল, আঘাতজনিত বেদনা, আরাম হয়। ইহার সহিত সমপরিমাণ কর্পূর দিলে আরও উপকার হয় ; ব্যবহারের পূর্ব্বে ঔষধটি বেশ নাড়িয়া লইবে। সাবধান যেন ইহা ঘা-মুখে প্রয়োগ না হয়। এই তৈল মেরুদণ্ডে মালিশ করিলে ঘুংড়ি কাশি (Whooping cough) আরাম হয়।

এক চামচ আফিঙের আরক কিংবা দুই গ্রেন পরিমাণ আফিঙ গরম জলে দিয়া তাহার ধূম চক্ষে লাগাইলে দারুণ চক্ষু উঠা রোগ আরাম হয়। ক্ষয়প্রাপ্ত দন্তে ১ গ্রেন পরিমাণ অহিফেন টিপিয়া দিলে বেদনা কমিয়া যায় (লালা ফেলিয়া দিবে)। কর্ণ বেদনায় অহিফেনের আরক ও নারিকেল তৈল সম পরিমাণ তুলায় লাগাইয়া দিলে বেদনা নিবারণ হয়। যেন তুলা অধিক ভিতরে না যায়। কষ্টকর অর্শে চাউলের পুলটিসের সহিত অহিফেনের আরক মালিশ দিলে অর্শের জ্বালা এবং ফুলা আরাম হয় (Dymock)।

অহিফেন বিষের চিকিৎসা—প্রথম অবস্থায় তুঁতের জল, কাঁঠাল পাতার রস, সরিষার তৈল প্রভৃতি বমন কারক ঔষধ সেবন করাইবে। Potassium Permanganate

(1 in 400)এর মৃদু অরিষ্ট (solution) দিয়া পাকস্থলী ধৌত করাইবে। এইরূপ আধ ঘণ্টা অন্তর ১২ ঘণ্টা ক্রমাগত করিতে থাক। রোগী যাহাতে ঘুমাইয়া না পড়ে এই জন্য উহাকে হাঁটাইবে ও উগ্র কফি খাওয়াইবে অথবা গুহ্যদ্বার দিয়া প্রবেশ করাইবে। সর্বদা শরীরের উত্তাপ রক্ষার জন্য চেষ্টা করিবে, গা খালি না রাখিয়া কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দিবে। শ্বাস ঠিক রাখিবার জন্য কৃত্রিম শ্বাস দিবার ব্যবস্থা করিবে এবং Liquor Atropine Sulphateএর প্রত্যেক ১০ মিনিট অন্তর ইন্‌জেক্‌সন্ করিবে যে পর্য্যন্ত না নাড়ী দ্রুত হয়। উত্তেজক ঔষধ, মদ্য এবং এমোনিয়া দেওয়া উচিত (Nadkarni). (Fig. 28.)

Genus—ARGEMONE Linn.

29. A. mexicana Linn. (শেয়ালকাঁটা)

Fig.—Wight Ill. Ind. Bot. i, t. 11 ; Bot. Mag. t. 243.

Ref.—F. B. I. i. 117 ; B. P. i. 216 ; Roxb. F. I. ii. 571 ; Watt, i. pt. ii, 306 ; Prain, H. H., 171 ; Voigt. H S., 6.

জন্মস্থান—ভারতবর্ষ, বঙ্গদেশ, বোটানিক গার্ডেন, গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ, হুগলী ও হাওড়ার পতিত জমি, আদিম উৎপত্তিস্থান পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ।

বিভিন্ন নাম—স. ব্রহ্মদণ্ডী; বা. শেয়ালকাঁটা; Eng. Mexican Poppy.

ব্যবহার্য্য অংশ—টাট্‌কা রস, বীজের তৈল, শিকড়।

বর্ণনা—পাতা ঢেউ খেলান, লম্বা, ধার অল্প খণ্ডিত, কাঁটাযুক্ত, সাদা ও সবুজ রঙে চিত্রিত। দেখিতে কতকটা অহিফেন গাছের মত, গাছের রস পীতবর্ণ। ফুল পীতবর্ণ, বহির্চ্ছদ ২-৩টি, পাপড়ী ৪-৬টি। পুংকেসর বহু। গর্ভাশয় একটি কোষবিশিষ্ট,। ফল ¾—১½ ইঞ্চি লম্বা, বীজ কৃষ্ণবর্ণ, দেখিতে কাল সরিষা অপেক্ষা বৃহৎ। একটি ফলে বহু বীজ থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ভারতীয়েরা ইহার রস ক্ষত রোগে ব্যবহার করে। শিয়ালকাঁটা গাছের রস, গন্দন (Aristolochia bracteata) গাছের রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া গনোরিয়া ও উপদংশ রোগে ব্যবহৃত হয়। কঙ্কণ দেশে ইহার রস দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া কুষ্ঠ রোগে প্রয়োগ করে। আধুনিক চিকিৎসকদের মতে ইহার তৈল ৩০—৬০ ফোঁটা পরিমাণ রক্ত আমাশয়ে ব্যবহৃত হয়। ইহার আঠায় ক্ষত নিবারণ করিবার শক্তি আছে। বোল্‌তা ও ভীমরুল কামড়াইলে ইহার মূল প্রলেপ স্বরূপ ব্যবহার হয় (R. N. Khori, ii, 40)। বীজের তৈল সরিষার তৈলে পাক করিয়া পাঁচড়া ও চুলকণায় ব্যবহৃত হয়। ইহার আঠা মূত্রকর বলিয়া, শোথ, কামলা, উপদংশ, গনোরিয়া ও কুষ্ঠ রোগে ব্যবহার হয়। কথিত আছে যে ইহার রস এক তোলা পরিমাণ প্রাতে খালিপেটে সেবন করিলে ৪০ দিনের মধ্যে উক্ত রোগ আরাম হয় (Nadkarni). (Fig. 29.)

IX FUMARIACEAE.

30. Fumaria parviflora Lamk. (বনশুল্‌ফা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 58; Wight Ill. Ind. Bot. i. t. 11a, 1840.

Ref.—F. B. I. i. 128; B. P. i. 217; Roxb. F. I. iii. 217; Prain, H. H. 171; Voigt. H. S. 7; Trans. Bot. Soc. Edinb. i, t. 35; 1840.

জন্মস্থান—গঙ্গাতীরবর্ত্তী সমতলভূমি, হিমালয় প্রদেশের নিম্নভূমি, নীলগিরি পর্ব্বত, বঙ্গদেশের আবাদী জমিতে শীতকালে দেখা যায়; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনায় সাধারণতঃ দৃষ্ট হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. বন শুল্‌ফা; হি. পীতপাপড়া; বম্বে—পীতপারা।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ।

বর্ণনা—বিস্তৃত বর্ষজীবী গুল্ম বিশেষ। পত্র বর্শাকৃতি, ঘন-সন্নিবিষ্ট ও সরু। ফুল ¼—⅓ ইঞ্চি, শ্বেতবর্ণ, দেখিতে গোলাপ ফুলের ন্যায়, ফুলের অগ্রভাগ বেগুনে রং-বিশিষ্ট। অন্তঃস্তবক ক্ষুদ্র। ফল ঈষৎ গোলাকার। শীতকালে ধান্যক্ষেত্রে দেখা যায়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—শুষ্কগাছ সামান্য জ্বরে হিতকর। পাঁচড়া রোগে রক্ত খারাপ হইলে ইহার ক্বাথ সালসার ন্যায় কাজ করে (Baden-Powell)। কম্পজ্বরে গোল মরিচের সহিত ব্যবহার করিলে জ্বর সারিয়া যায় (Royle)। ইহা মূত্রকর, সংশোধক, মৃদু বিরেচক এবং শ্লেষ্মা-নিবারক (Dymock)।

এই গাছের ক্বাথ (1 in 20) পরিমাণ ১ হইতে ২ আউন্স মাত্রায় মূত্রকর, কৃমিনাশক, ঘর্ম্মকর বলিয়া কথিত আছে ও কুষ্ঠ এবং উপদংশ রোগে হিতকর (Nadkarni). (Fig. 30.)

X. CRUCIFERAE.

Genus—BRASSICA Linn.

31. B. campestris Linn. Var. Sarson (শ্বেতসরিষা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 64; Syme. Engl. Bot. i. t. 89.

Ref.—F. B.I. i. 156; B.P. i, 220; Roxb F.I. iii, 117; Prain, H. H. 172; H. S. 71.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ।

বিভিন্ন নাম—স.—শ্বেত সরিষা; বা. সরিষা; হি. সফেদ রাই; তে. অবালু।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ ও ফুল।

বর্ণনা—বর্ষজীবী, ১-৩ ফুট উচ্চ। পাতা বড়, গাছের গোড়ায় বেশী হয়, প্রায় ১-১½ ফুট লম্বা ও ডাঁটার দুইভাগে বিভক্ত, পাতার অগ্রভাগ কতকটা ডিম্বাকৃতি ও ঈষৎ ঢেউ খেলান। ফুল বড়, গাছের অগ্রভাগে কতকটা গুচ্ছবদ্ধ, শ্বেত কিংবা পীতবর্ণ, শুঁটী ১½-৩ ইঞ্চি লম্বা। ভারতবর্ষে Brassica অনেক জাতীয় আছে, তন্মধ্যে B. campestris (শ্বেতরাই), B. juncea (বড় রাই), B. Napus (সরিষা), B. botrytis (ফুলকপি) ; B. oleracea (বাঁধাকপি), B. gongylodes (ওলকপি), B. campestris var. Rapa (শালগম) এইগুলি প্রধান।

সরিষাকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে ; যথা :—(১) উর্দ্ধে শুঁটীযুক্ত (নাতুয়া), (২) নিম্নে শুঁটীযুক্ত (উল্‌টী)।

এই দুইপ্রকার সরিষা আবার শতাধিক প্রকারের আছে ; তাহাদের মধ্যে কাহারও শুঁটীতে দুই সারি সরিষা ও কাহারও শুঁটীতে চারি সারি সরিষা থাকে। নিম্নে তাহাদের প্রধান প্রধানগুলির নাম প্রদত্ত হইল।

নাম	উৎপত্তিস্থান	পরিচয়
ভাটী সরিষা	মুর্শিদাবাদ।	উর্দ্ধে শুঁটী, ৪সারি বীজ।
টেঁপা	সিংহভুম, বর্দ্ধমান।	শ্বেতবর্ণ ও ধূসর বর্ণ, ২সারি শুঁটী।
ধমা	ত্রিপুরা ও নোয়াখালি।	শ্বেতবর্ণ, ২সারি বীজ।
ঝাঁটি সরিষা বা শ্বেতী	বাঁকুড়া ও ছোটনাগপুর।	বহু শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট।
কাজলি বা কাল সরিষা	রংপুর, শিলিগুড়ি, হুগলী ও ২৪-পরগনা।	বীজ দুই সারি, রং কাল, গাছ লম্বা ও শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট।
মাঘি সরিষা	রংপুর, ঢাকা, ত্রিপুরা, ফরিদপুর, যশোহর।	গাছ ছোট, ফল শীঘ্র হয়।
মেড়ি সরিষা	মেদিনীপুর।	গাছ বড়।
মগলাই	মৈমনসিংহ, ত্রিপুরা।	ঐ
পাহাড়ী	সিকিম।	কপি পাতার ন্যায় পাতা।
সাদা রাই	মেদিনীপুর।	সোজা, ৪সারি বীজ।
তেড়া সরিষা	সাঁওতাল পরগনা।	শুঁটী উর্দ্ধমুখী, ৪সারি বীজ।

ডাক্তার প্রেন্ সাহেবের মতে বঙ্গদেশীয় সরিষাকে তিন ভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে, যথা :—(১) রাই সরিষা B. juncea, (২) মধ্য বঙ্গদেশের শ্বেতী সরিষা, ইহার গাছগুলি বড় হয় এবং দেখিতে (Turnip) গাছের ন্যায়, (৩) টোরী সরিষা (B. Napus), ইহার চাষ সমগ্র বঙ্গদেশে হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত আরও ৪ প্রকার সরিষা আছে তাহাদের পার্থক্য বিশেষ না থাকায় এ স্থলে দেওয়া গেল না।

টোরী সরিষা এবং ভারতীয় রেপ সরিষা বঙ্গদেশ ও বিহারের বহু স্থানে চাষ হইয়া থাকে। ইহা রাই সরিষার গাছ অপেক্ষা ছোট এবং ডাঁটার সহিত পাতা গুচ্ছভাবে বাহির হয়। সরিষাগুলি রাই অপেক্ষা আকারে বড়, খোসা বেশী মসৃণ নহে।

রাই সরিষা সমস্ত বঙ্গদেশ ও বিহারে উৎপন্ন হয়। ইহার পাতা ডাঁটার সহিত গুচ্ছবদ্ধ ভাবে থাকে না, ইহার দানা ধূসরবর্ণ ও ঈষৎ লাল, আকারে টোরী অথবা রেপ সরিষা অপেক্ষা ক্ষুদ্র।

শ্বেতী সরিষা অথবা উড়িষ্যার গঙ্গাটোরিয়া বঙ্গদেশ ও বিহারের বহুস্থানে উৎপন্ন হয়। ইহার ডাঁটার সহিত পাতা গুচ্ছভাবে না থাকায় রাই সরিষা হইতে এবং উপরিভাগে গুচ্ছ গুচ্ছ অনেক ফুল হয় ও গাছগুলি বড় হয় বলিয়া টোরী সরিষা হইতে ভিন্ন করা যাইতে পারে। বীজগুলি সাদা হয় এবং যে জাতীয় বীজ ধূসর বর্ণ হয় তাহা রাই সরিষা অপেক্ষা আকারে বড় এবং খোসা মসৃণ বলিয়া টোরী হইতে পৃথক্ করা যাইতে পারে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সরিষার পুলটিস্ বাতের বেদনা ও শরীরের কোন স্থানে রক্ত-সঞ্চয় হইলে সেই স্থানে প্রয়োগ করিলে আরাম হয়। অল্প পরিমাণ সরিষার গুঁড়া ভক্ষণ করিলে পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি হয়। গোটা সরিষা খাইলে কোষ্ঠবদ্ধতা নিবারণ করে এই কারণে অম্ল রোগে ও কোষ্ঠবদ্ধতায় ইহার ব্যবহার হয় (Dr. Watt).

খাঁটি সরিষার তৈল মাখিলে গলা-বেদনা, রক্ত সঞ্চয়, পুরাতন বাত আরোগ্য হয় (Surg. D. Basu)। সরিষার তৈল পায়ের তলায় মাখিলে ও নাসিকার মধ্যে প্রবেশ করাইলে এক রাত্রির মধ্যে সর্দ্দির জন্য মস্তক ভার ও সর্দ্দি আরাম হয়। বালকদিগের বুকে সর্দ্দি বসিলে খাঁটি সরিষার তৈলে মাস কলাই ফুটাইয়া বক্ষে মালিশ করিলে সর্দ্দি সত্বর আরাম হয়। সাধারণ গলার ঘায়ে সরিষার তৈল প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায় (Surg. K. D. Ghose). (Fig. 31.)

Genus—RAPHANUS Linn.

32. R. sativus Linn. (মূলা)

Fig.—Lam. Ill. t. 566; Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl. t. 68.

Ref.—F. B. I. i, 166; B.P. i, 224; Roxb. F. I. iii, 126; Watt, vi, pt. 1b, 393; Prain, H. H. 173; H. S. 72.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষে চাষ হয়, এমন কি হিমালয়-প্রদেশের ১৬ হাজার ফুট উচ্চেও চাষ হইয়া থাকে। হুগলী ও হাওড়া জেলার বহুস্থানে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—স. মূলক; বা. মূলা; হি. এবং বম্বে—মূরো; তা. মূলাজী।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, মূল, পুষ্প ও বীজ। মাত্রা শুষ্ক মূলার ক্বাথ ৫—১০ তোলা; কাঁচা মূলার রস ২—৪ তোলা; পুষ্প চূর্ণ ১—৪ আনা।

বর্ণনা—ইহার পাতা লম্বা, কিনারা কাটা কাটা পাতার মধ্যশিরা হইতে প্রান্ত দেশ সমান ভাবে উভয় দিকে বিস্তৃত। পাতার শিরাগুলি লালবর্ণ অথবা বেগুনে। ফুল বড়, পীত অথবা শ্বেতবর্ণ। ইহার শুঁটী সরিষার ন্যায় তবে সরিষা অপেক্ষা কিয়ৎপরিমাণে মোটা, ১-২ ইঞ্চি লম্বা অভ্যন্তরে দুইসারি অথবা এক সারি বীজ থাকে। বীজ সরিষা অপেক্ষা বৃহৎ কিন্তু সরিষার ন্যায় গোল নহে। ভাবপ্রকাশ মতে মূলা দুই প্রকার, যথা—লঘু মূলক ও নেপাল মূলক। গৃঞ্জনক নামক মূলাকে গাজর বলে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—মূলার বীজ ও শাক মূত্রকারক, রেচক ও অশ্মরী-নিবারক। মূত্র-যন্ত্রের পীড়ায় ইহার সকল অংশই ব্যবহার হয়; এমন কি মূলা ব্যবহার করিলে পাথরী রোগ সারিয়া যায় (R. N. Khori, ii, 63)। গাজর মূলাতুল্য গুণবিশিষ্ট, ইহা শোথ, বিলম্বিত ঋতু কিংবা রজঃরোধে ব্যবহৃত হয়। গাজর-বীজ গর্ভস্রাবকারী বলিয়া অভিহিত হয়। বাতশ্লেষ্মা রোগীর পক্ষে ক্ষুদ্র মূলা জলে পেষণ করিয়া ঈষৎ উষ্ণ থাকিতে গ্রন্থিবিসর্পে লাগাইলে উহা সারিয়া যায়। অর্শরোগী শুষ্ক মূলার ফুল এবং ছাগমাংসের ক্বাথ পান করিলে অর্শের উপশম হয় (বনৌষধি-দর্পণ)। মূলার ঈষদুষ্ণ রস কর্ণে দিলে কর্ণশূল আরাম হয় (শুশ্রুত)। কফজশোথে শুষ্ক মূলার ক্বাথ দিয়া শোথ ধৌত করিলে উহা আরাম হয়। শীতপিত্ত রোগীর পক্ষে শুষ্কমূলার যূষের সহিত অন্নাদি ভোজন করিতে হয়। মূলাবীজ অপামার্গের (Achyranthes aspera) রসে পেষণ করিয়া গায়ে লাগাইলে গায়ের ছুলী আরাম হয় (বনৌষধি-দর্পণ)। (Fig. 32.)

Genus—LEPIDIUM Linn.

33. L. sativum Linn. (হালিম)

Fig.—Wight Ill. ii, t. 12; Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl. t. 67.

Ref.—F. B. I. i, 159; B. P. i, 223; Dymock, Pharm. Ind. i, 120; Prain H. H. 173; H. .S 73.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ ও তিব্বত দেশে চাষ হয়, হুগলী, হাওড়ার স্থানে স্থানে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—স. চন্দ্রশূর; বা. হালিম; হি. হারক, হালিম, চানসর; তা. অলিবিরাই; তে. আদিলী।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ।

বর্ণনা—গাছ গুল্মাকৃতি ও ঘনসন্নিবিষ্ট, পত্র বিভক্ত, ফুল ছোট ও শ্বেতবর্ণ, পুষ্পের বহির্চ্ছদ ছোট ; পাপড়ী ২-৪ কিংবা ০ ; পুংকেসর ৬, ৪ কিংবা ০, বীজকোষ ডিম্বাকৃতি, লোমযুক্ত ; বহির্ব্বাস নৌকাকৃতি। বীজ প্রত্যেক গহ্বরে একটি থাকে। বীজকোষ বর্ত্তুলাকার। পত্র পক্ষাকার, ২ ভাগে বিভক্ত।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার বীজ ঘুংড়িকাশির মহৌষধ ও বিরেচক। আরবদেশীয় লোকেরা ইহার বীজ প্লীহা রোগ-নিবারক বলিয়া নির্দ্দেশ করে।

চন্দ্রশূরং হিতং হিক্কাবাতশ্লেষ্মাতিসারিণাম্।
অসৃগ্‌বাতগদদ্বেষি বলপুষ্টি-বিবর্দ্ধনম্॥ ভাবপ্রকাশ। (Fig. 33.)

XI. CAPPARIDEAE.

Genus—CAPPARIS Linn.

34. C. sepiaria Linn. (কাঁটা গুড়কামাই)

Fig.—Kirtikar. Ind. Med. Pl. t. 76 ; Talbot. For. Fl. Bombay, i. 62.

Ref.—F. B. I. 1. 177 ; B. P. i, 227 ; Prain, H. H., 174 ; H. S. 75.

জন্মস্থান—ভারতের উষ্ণপ্রধান স্থান, পঞ্জাব, সিন্ধু দেশ, বর্ম্মা, পেগু এবং কর্ণাট ; হুগলী, হাওড়ার জঙ্গলের ধারে, সুন্দরবনে সমুদ্রের কিনারায়, বহু স্থানে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—স. কাকাদানি, গৃধ্রনখী ; বা. কাঁটা গুড়কামাই।

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল এবং শিকড়।

বর্ণনা—শাখা ক্ষুদ্র ও ঝোপযুক্ত, ডালে বক্র কাঁটা আছে ; পত্র ডিম্বাকৃতি, একটু লম্বা এবং উজ্জ্বল। ফুলের পাপড়ী সরু সরু। গর্ভাশয় কোমল লোমাবৃত। পত্র ¾–১½ ইঞ্চি লম্বা, ½–¾ ইঞ্চি বিস্তৃত। পুষ্প শ্বেতবর্ণ, ⅙–½ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট। ডালে অনেক ফুল ধরে। ফল কৃষ্ণবর্ণ, থকো থকো হয়। গ্রীষ্মকালে ফুল ও বর্ষাকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—জ্বরনাশক। (Fig. 34.)

35. C. horrida Linn. (বাঘনাই)

Fig.—Wight, Ic. Pl. Ind. Ori. i. t. 173 ; Talbot. For. Fl. Bombay, i. 63.

Ref.—F. B.I. i, 178 ; B. P. i, 226 ; Roxb. F. I. ii, 567 ; Prain, H. H. 173 ; H. S. 74.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের জঙ্গলের ধারে ও গঙ্গানদীর পশ্চিম কিনারাস্থ জেলায় প্রায় দেখা যায়, চট্টগ্রাম, সাহারানপুর প্রভৃতি স্থানে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—স. হুস্কারু ; হি. আরদন্দা ; সাঁওতালী—বাগনি, বাগুচি ; তে. অরুভণ্ড।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, শিকড় এবং শিকড়ের ছাল।

বর্ণনা—ছোট গুল্ম জাতীয় বৃক্ষারোহী উদ্ভিদ্, শাখা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত। পত্র ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ লম্বা মোটা ও মসৃণ, বোঁটা ছোট। ডাঁটার কাঁটা নিম্নদিকে বক্র। ফুল ১½ ইঞ্চি, এক একটি কিংবা ২।৩টি একত্র হয়। ফুলের বোঁটা ½ – ¾ ইঞ্চি, ফুল বড় ও শ্বেতবর্ণ ; পুংকেসর ফুলের পাপড়ী অপেক্ষা লম্বা। ফল ১¾ ইঞ্চি মোটা, প্রত্যেক ফলে অনেক বীজ হয়। ফুলের পাপড়ী শ্বেতবর্ণ, পুংকেসর লালবর্ণ। গ্রীষ্মকালে ফুল ও বর্ষাকালে ফল ধরে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পশ্চিম ভারতে ইহার পাতা ফোড়ায়, অর্শে এবং কোন স্থান ফুলিয়া উঠিলে পুলটিস দেয় (Atkinson)। মাদ্রাজে ইহার পাতার ক্বাথ উপদংশ রোগে প্রয়োগ করে (Watt, ii, 132)। শিকড়ের ছাল স্নিগ্ধকর, পেটের ব্যথা নিবারক ও ক্ষুধা বৃদ্ধিকর। ইহা ঘর্ম্ম নিবারক। ইহার পত্র ক্ষুধা বৃদ্ধিকর (Moodeen Sheriff)। ছোট-নাগপুরের লোকেরা ইহার ছাল দেশী মদের সহিত দিয়া কলেরা রোগে প্রয়োগ করে (Rev. A. Campbell). (Fig. 35.)

36. C. zeylanica Linn. (কালকেরা)

Fig.—Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl. t. 74; Talb. For. Fl. Bombay, i, 54.

Ref.—F. B. I. i, 174 ; B. P. i, 226 ; Roxb. F. I. ii, 566 ; Prain, H. H. 173 ; H. S. 74 ; Dymock, i. 136.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে, কর্ণাট ও মালাবার প্রদেশে ; হুগলী জেলার পশ্চিম অংশে এবং মেদিনীপুর জেলায়।

বিভিন্ন নাম—বা. কালকেরা।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ।

বর্ণনা—বহুশাখাবিশিষ্ট ও কাঁটাযুক্ত উদ্ভিদ্। পত্র ১½–৩ ইঞ্চি লম্বা, ½–১½ ইঞ্চি বিস্তৃত, পাতার উপর দিক্ উজ্জ্বল। ফুল ২ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট, শ্বেতবর্ণ, এক একটী অথবা কখন একসঙ্গে ২-৩টি হয়। ফুলের নীচের পাপড়ী পীতাভ পরে রক্তিমবর্ণ হয়। গর্ভাশয় লম্বা, ফল ২ইঞ্চি লম্বা এবং মসৃণ। ফলের বীজ চক্রাকারে স্থাপিত। পাতা আকৃতিতে অনেকটা কদম পাতার ন্যায়। গ্রীষ্মকালে ফুল ও বর্ষায় ফল ধরে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ত্রিদোষ নাশক ও জ্বরের শান্তিকর। (Fig. 36.)

Genus—CLEOME Linn.

37. C. viscosa Linn. (হুড়হুড়িয়া)

Fig.—Wight I. C. t. 2 ; Kirtikar and Basu, Med. Pl. t. 69.

Ref.—F. B. I. i, 170 ; B. P. i, 225 ; Roxb. F. I. iii, 128 ; Watt, ii, pt. 21, 370.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের মাঠে ও পতিত জমিতে ও স্থরকীর স্তূপে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—স. সূর্য্যাবর্ত্ত, আদিত্যভক্তা ; বা. হুড়হুড়িয়া ; হি. কানফুটি ; তে. কুকক ভামিন্ত, তা. নাইভেলা ; Eng. Dog Mustard.

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গুল্ম ও বীজ। মাত্রা—পত্ররস ১-২ তোলা ; মূলকল্ক ১-৪ আনা।

বর্ণনা—বর্ষজীবীগুল্ম, ১-৩ ফুট উচ্চ, কাণ্ড নরম। লোমযুক্ত। পত্র বৃন্তের সমান অথবা ক্ষুদ্র লোমযুক্ত ও চট্‌চটে, প্রত্যেক ডাঁটায় ৩টি পত্র আছে, পাতায় এক প্রকার গন্ধ আছে। ফুল ½ ইঞ্চি লম্বা পীতবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ। শুঁটী ২-৩½ ইঞ্চি একেবারে সরল, গাত্রে লোম আছে। বীজ ক্ষুদ্র শুঁটীর মধ্যে থাকে। ইহার ডাঁটা ভাঙ্গিলে ঈষৎ রক্তিমবর্ণ রস নির্গত হয়। বীজ গাঢ় পীত কিংবা প্রায় কৃষ্ণবর্ণ। বীজের স্বাদ প্রায় সরিষার ন্যায়। বৎসরের সকল সময়েই ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পাতার রস কর্ণে দিলে বধিরতা নষ্ট হয় (Rheede) ; ইহার রস তৈলের সহিত পাক করিয়া কানে দিলে কাণের পূঁয আরাম হয় (Nadkarni)। আমাশয় রোগীর বহু কুন্থনে পিচ্ছিল ও অল্প অল্প মল নির্গত হইলে হুড়হুড়ে শাক, দধি ও দাড়িম্বরস, তিল তৈল যোগে সিদ্ধ করিয়া খাওয়াইলে আমাশয় আরাম হয়। হুড়হুড়ে পাতা শোথের পক্ষে হিতকর।

ইহার পাতার রসে মধু, তিল তৈল ও সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া কর্ণে দিলে কাণ কট্‌কটানি আরাম হয় (চক্রদত্ত)। হুড়হুড়ে পাতার প্রলেপ দিলে প্রলিপ্ত স্থান লালবর্ণ হয় ও ফোস্কা উঠে (Dymock)। শিশুর পেট ফাঁপা ও অতিসারে ও কৃমি নির্গত করিবার জন্য ইহার বীজ সেব্য। ইহার বীজের ক্বাথ কীটঘ্ন ও দূরারোগ্য ক্ষতের পক্ষে হিতকর। পাতা রগড়াইয়া গন্ধ গ্রহণ করিলে বিছা কামড়ানি আরাম হয়। যোনিদাহে ইহার মূল, চাউল ধোয়া জলের সহিত পান করিলে দাহের শান্তি হয় (ভাবপ্রকাশ)। (Fig. 37.)

Genus—CRATAEVA Linn.

38. C. religiosa Forst. (বরুণ বৃক্ষ)

Fig.—Rheede, Hort. Mal. iii. t. 42 ; Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl. t. 71.

Ref.—F. B. I. i, 172 ; B. P. i, 227 ; Roxb. F. I. ii, 571 ; Prain, H. H. 274 ; H. S. 75 ; Watt, Vol. II. Pt. II, 583.

জন্মস্থান—মালাবার, কানারা, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা।

বিভিন্ন নাম—স. অশ্মরিঘ্ন ; বা. বরুণ বৃক্ষ, তিক্ত শাক ।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র ও ছাল।

বর্ণনা—ছাল ধূসরবর্ণ, স্বাদ তিক্ত। পত্র ৩-৬ ভাগে বিভক্ত। বিভক্ত পত্র লম্বা, বর্শাকৃতি, মসৃণ, পাতলা, উপরিভাগ গাঢ় সবুজ, নিম্নভাগের রং ফিকে ; পত্র ৮ ইঞ্চি লম্বা ৩ ইঞ্চি বিস্তৃত। পাতা রগড়াইলে একপ্রকার গন্ধ বাহির হয়, স্বাদ তিক্ত ও কিরকিরে। ফুল বেগুনে ২-৩ ইঞ্চি ব্যাস-বিশিষ্ট। ফলের ব্যাস ১-২ ইঞ্চি। বীজ অনেক থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ক্বাথ ক্ষুধা বৃদ্ধিকর, পিত্তনিবারক ও মূত্রযন্ত্রের পীড়া নিবারক। ছালের ক্বাথ গুড়ের সহিত ব্যবহার হয়। সমপরিমাণ গক্ষুর (Tribulus terrestris), আদা, যবক্ষার ও মধু দিয়া ইহার ক্বাথ প্রস্তুত হয়। বরুণ ছালের গুড়া পাকযন্ত্র, মূত্রযন্ত্র ও গর্ভাশয়ের রোগ নিবারক (চক্রদত্ত)। ইহার পাতা পায়ের তলার জ্বালা ও ফুলা নিবারণ করে। পাতার রস বাত বেদনা নিবারণ করে, মাত্রা ½-৩ তোলা ঘৃতের সহিত ব্যবহার্য্য। ছাল ও পাতা গুঁড়া করিয়া কাপড়ে বাঁধিয়া সেক (foment) দিলে বাত আরাম হয়। বরুণের ছাল হইতে বরুণাদং ঘৃত ও বরুণাদ্য তৈল প্রস্তুত হয়। উহা মূত্রকৃচ্ছ্রনাশক ও পাথরী রোগে হিতকর (ভাবপ্রকাশ)। (Fig. 38.)

Genus—GYNANDROPSIS DC.

39. G. pentaphylla DC. (শ্বেত হুড়হুড়িয়া)

Fig.—Rheede. Hort. Mal. ix, t. 34, Kritikar and Basu, Ind. Med. Pl. t. 70 B.

Ref.—F. B. I. i, 171 ; B. P. i, 225 ; Roxb. F. I. iii, 126 ; Watt, ii, pt. ii, 370 ; Prain, H. H. 173 ; H. S. 73.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের পতিত জমিতে প্রচুর দেখা যায়, বোটানিক গার্ডেন, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা।

বিভিন্ন নাম—স. সূর্য্যাবর্ত্ত ; বা. শ্বেতহুড়হুড়িয়া ; হি. হুলহুল ; তা. তাইভেলা।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গুল্ম ও বীজ।

বর্ণনা—পত্র হস্তাঙ্গুলিবৎ বিভক্ত। একটি পত্রদণ্ডে ৫-৭টি পত্র আছে। ফুল শ্বেতবর্ণ কিংবা ঈষৎ লাল বা বেগুনে। পুংপুষ্প লম্বা ও বেগুনে। ফল ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, ভিতরে দুইটি ঘর

আছে। বীজের রং কৃষ্ণবর্ণ। হরিদ্রাবর্ণের হুড়হুড়িয়ার ন্যায় ইহা সচরাচর দেখা যায় না। বর্ষা শেষ হইলে শরৎকালের প্রারম্ভে পতিত জমিতে ও তৃণময় উর্ব্বরা ভূমিতে বা বাগানের ধারে ২-১টি গাছ দেখা যায়। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত পাল্লা রোড স্টেশনের নিকটে অনেক শ্বেত হুড়হুড়িয়া দেখা যায়। পূর্ব্ববঙ্গে ঢাকা অঞ্চলেই ইহা প্রায় দেখা যায়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পাতার রস চা খাইবার চামচের ½ চামচ দিলে বিকারের রোগীর খেঁচুনী কমিয়া যায়। দাক্ষিণাত্যের লোকে ইহার পাতা বাটিয়া ফোড়ার দেয়, ইহাতে ফোড়ার পূঁয হইতে পারে না, ফোড়া বসিয়া যায়। পাতা ছেঁচিয়া শরীরের কোন স্থানে দিলে ফোস্কা হয় (Voigt)। এই গাছের অপরাপর গুণ হুড়হুড়ের ন্যায়। (Fig. 39.)

XII. VIOLACEAE.

Genus—IONIDIUM Vent.

40. I. suffruticosum Ging. (নুনবোড়া)

Fig.—Kritikar and Basu, Ind. Med. Pl. t. 8; Wight, Ill. Ind. Bot. i. t. 19; Wight, Pl. Ind. Orient. i. t. 380.

Ref.—F. B. I. i 185; B. P. i, 228; Prain, H. H., 174; H. S. 77.

জন্মস্থান—ভারতের বুন্দেলখণ্ড; বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র তৃণময় ক্ষেত্রে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—স. চারাটী; বা. নুনবোড়া; হি. রত্নপুরাস; তা. ওরিলায়া মারায়; সাঁ. বীর সূর্য্যমুখী।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়, পত্র ও কাণ্ড।

বর্ণনা—ছোট ছোট গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ্। পত্র ডাঁটায় জোড়া জোড়া হয়, কখন একটির পর আর একটি হয়। ফুল গোলাকার, লালবর্ণ কিংবা বেগুনে। ফুলের পাপড়ী ৫টি। গর্ভকেসর ঈষৎ বক্র। ফলে ৩টি ঘর বা পরদা আছে। বীজ বর্ত্তুলাকার।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বালকদিগের পাকযন্ত্রের পীড়ায় সাঁওতালেরা ইহার শিকড় ব্যবহার করে (Campbell)। ইহার ক্বাথ বায়ু, পিত্ত ও কফের শান্তিকর, মেহ রোগ নিবারক এবং মূত্রযন্ত্রের দোষনাশক (Moodeen Sheriff). (Fig. 40.)

XIII. BIXINEAE.

Genus—BIXA Linn.

41. B. Orellana Linn. (লটকন)।

Fig.—Rumph. Herb. Amb. ii. 19; Bot. Mag. xxxv. t. 1456; Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl. t. 83.

Ref.—F.B.I. i, 190; B. P. i. 230; Roxb. F. I. ii, 581; Watt, i, pt. ii, 454.

জন্মস্থান—আদিম জন্মস্থান আমেরিকা। বঙ্গদেশের বাগানে চাষ হয়, কখন কখন জঙ্গলে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. লটকন; মালাবার—কেশরবন্দী; তা. কুরাপু।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়, বীজ ও পত্র।

বর্ণনা—ইহা আমেরিকা দেশীয় উদ্ভিদ্, ব্রেজীলে বহু পরিমাণে জন্মে। পাতার শিরাগুলি বক্র। পাতার দৈর্ঘ্য অপেক্ষা বিস্তার কম, দেখিতে লঙ্কা পাতার ন্যায়। ফুল শ্বেতবর্ণ ও লালবর্ণ। ফুলের পাপড়ী ৫টি, বহুসংখ্যক পুংকেসর আছে। গর্ভাশয় এক পরদা বা ঘর বিশিষ্ট। গর্ভকেসর লম্বা ও বক্র। ফলের পরদা দুটি; বীজ অনেক আছে। ফল দেখিতে নাটা বা ঝিনুকের মত, ফলের গায়ে কাঁটা আছে। লটকন গাছ দ্বিবিধ, একটির ফুল গাঢ় লালবর্ণ, অপরটি সবুজের আভাযুক্ত পীতবর্ণ।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ক্বাথ কামলারোগে হিতকর। ইহার বীজের গায়ে যে গুঁড়া থাকে উহা উত্তেজক ও ভেদক (Roxb.)। লটকনের বীজ ও শিকড় উত্তেজক, ইহা রংএর জন্য চাষ হয়; বীজ মেহ রোগে হিতকর। শিকড়ের ছাল, অবিরামজ্বর, সবিরামজ্বর ও বীজ কম্পজ্বর নিবারক। লটকনে কাপড় রং করিয়া ব্যবহার করিলে মশক দংশন করে না বলিয়া কথিত আছে (Dymock). (Fig. 41.)

Genus—FLACOURTIA Comm.

42. F. Ramontchi L' Herit. (বৈঁচ)

Fig.—Wight I. C. t. 85; Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl. 84 b.

Ref.—F. B. I. i, 193; B. P. i, 231; Roxb. F. I. iii, 835; Prain, H. H. 174; H. S. 83.

জন্মস্থান—বেহার, ছোটনাগপুর, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, হুগলী-হাওড়ার সাধারণ জঙ্গল।

বিভিন্ন নাম—স. স্বাদুকণ্টক; বা. বৈঁচ, বেঁইচি।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ, পত্র ও ফল।

বর্ণনা—ছোট গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ্। পত্র নরম, জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে পাতা পড়িয়া যায়, এপ্রিল ও মে মাসে নূতন পাতা জন্মে। মার্চ্চ মাসে ফুল ও এপ্রিল-মে মাসে ফল হয়। এই গাছ বনজঙ্গলে প্রচুর দেখা যায়; বল্কল ঈষৎ শ্বেত ও ধূসর বর্ণ, গাছে লম্বা ও ছোট কাঁটা জন্মে। পত্র ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, চওড়ায় কিছু কম, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু, শিরাগুলি ডাঁটা হইতে দুইদিকে

বিস্তৃত, পাতার কিনারা করাতের দাঁতের ন্যায়, ফুল ছোট। ফল গোলাকার, ব্যাস ½ ইঞ্চি। ফল লাল কিংবা পাংশুবর্ণ, পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ। বীজ ৪-৬টি থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ফল হজমিকারক, মিষ্ট। ইহা কামলারোগী ও প্লীহা রোগীকে দেওয়া যায় (U. C. Dutta)। দাক্ষিণাত্য প্রদেশে প্রসবের পর ইহার বীজ ও হরিদ্রার গুঁড়া একত্র বাটিয়া বাতের কষ্ট নিবারণের জন্য ব্যবহার করে (Dymock)। ইহার বল্কল বাটিয়া গায়ে মাখিলে অবিরাম জ্বর আরাম হয় বলিয়া প্রবাদ আছে। (Fig. 42.)

43. F. Cataphracta Roxb. (পানিয়ালা)

Fig.—Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl. t. 84 a; Rheede, Hort. Mal. v. t. 38.

Ref.—F. B. I. i, 193; B. P. i, 231; Roxb. F. I. iii, 834; Prain H. H. 172.

জন্মস্থান—উত্তরবঙ্গ, পূর্ব্ববঙ্গ, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম।

বিভিন্ন নাম—বা. ও হি.—পানিয়ালা, তালিস পত্রী; বো. জাগ্‌গম।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, ডাল, ছাল ও ফল।

বর্ণনা—মাঝারী উদ্ভিদ্। বোটানিক গার্ডেনে যে গাছটি আছে উহা প্রায় ১৫-১৬ ফুট উচ্চ। কাণ্ডে অসংখ্য কাঁটা আছে, গাছের ছাল ধূসর বর্ণ, মসৃণ। গাছে বিস্তর ডাল পালা হয়, গুঁড়ির নিকটস্থ ডালে কাঁটা আছে, উপরের ডালে প্রায় কাঁটা নাই। পত্র ২-৩ ইঞ্চি লম্বা। বিস্তৃতি ১-১¾ ইঞ্চি, বোঁটা ছোট ⅛-½ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ লম্বা সরু, কিনারা করাতের ন্যায়; সবুজবর্ণ। ফল ফুলের ন্যায় বেগুনে; বীজ ৮-১২টি দেখা যায়। ফল খাইতে মিষ্ট। ফুল জুলাই-আগষ্ট মাসে ও ফল অক্টোবর-ডিসেম্বর মাসে হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ফল পিত্তদমনকারী ও ভেদ নিবারক (Dymock)। ইহার পত্র উদরাময় নিবারণে ব্যবহার হয় (Watt)। শুষ্কপত্র হাঁপানী, ক্ষয়রোগ ও সর্দ্দিতে ব্যবহার হয়। তালিশ চূর্ণ, মরিচ, আদা, বংশলোচন, লবঙ্গ, দারুচিনি এবং চিনি যোগে তালিশাদ্যচূর্ণ প্রস্তুত হয়। টাট্‌কা পত্রের রস এবং কচি শাখার অগ্রভাগ বালকদিগের জ্বরে বিশেষ হিতকর। (মাত্রা—স্তনদুগ্ধের সহিত ১-১০ ফোঁটা।) বঙ্গদেশে প্রসবের পর প্রসূতির বলাধানের জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহার ছালের রস স্বরভঙ্গ রোগে হিতকর (Nadkarni). (Fig. 43.)

44. F. sepiaria Roxb. (বৈঁচ)

Fig.—Rheede, Hort. Mal. V. t. 39; Talb. For. Fl. Bombay, i. t. 78.

Ref.—F. B. I. i. 194; B. P. i, 231; Roxb. F. I. iii, 835.

জন্মস্থান—মধ্য ও পূর্ব্ব বাঙ্গালায় সচরাচর জন্মে। সুন্দরবনে প্রচুর জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. বৈঁচ; হি. কন্দাই।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, শিকড় ও ছাল।

বর্ণনা—ছোট কাঁটাযুক্ত গুল্ম ; ছাল ঈষৎ পীতবর্ণ ও লাল। কাঠ ফিকে লাল ও শক্ত। কাণ্ড হইতে অনেক শাখা প্রশাখা বাহির হয়। ডালে লম্বা লম্বা ধারাল কাঁটা আছে। পত্র ১-২ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, বোঁটার দিকে সরু, পাতার কিনারা করাতের দাঁতের ন্যায়। ফুল পীতাভ, খুব নরম, একত্র কিংবা একটু পৃথক্ পৃথক্ থাকে। পুষ্পগুচ্ছ পাতা অপেক্ষা ক্ষুদ্র ; পুষ্পের বহির্ভাগ সচল। ফল মটরের ন্যায় একটু লম্বাকৃতি গোল, ⅙ ইঞ্চি, মসৃণ, বেগুনে, পাকিলে অম্লমধুর। প্রায় কাঁটার গোড়া হইতে ফুল ও ফল হয়। গ্রীষ্ম কালে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পাতা ও শিকড়ের কাঁচা রস সর্পবিষের প্রতিষেধক। ছাল তিলতৈল যোগে মালিশ করিলে বাত আরাম হয় (Wight & Rheede). (Fig. 44.)

Genus—TARACTOGENOS King.

45. T. Kurzii King. (চাউলমুগরা)

Fig.—Agric. Ledger xii, t. 73 ; Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl. t. 88.

Ref.—B. P. i, 232 ; Agric. Ledger, xii, 73 ; Journ. Asiat. Soc. Bengal, Vol. lix. 121.

জন্মস্থান—ত্রিপুরা এবং চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, লুসাইপাহাড় ; বর্ম্মা, মান্দালয়, পেগু, মারগুই, আন্দামানদ্বীপপুঞ্জ, আসাম, পূর্ব্ববঙ্গ।

বিভিন্ন নাম—বা. চাউলমুগরা ; হি. কালাওবিন ; বর্ম্মা—টঙ্গ-পাঙ্গ।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ।

বর্ণনা—গাছ ৪০।৫০ ফুট উচ্চ হয়। পত্র বড় বড়, পত্রের অগ্রভাগ সরু। পত্র ডালের বিপরীত দিকে সমস্তরাল ভাবে জন্মে। পুষ্প গুচ্ছবদ্ধ, পুষ্পের বহিচ্ছর্দ ৪টি পাপড়ী, দুই সারিতে ৮টি, কখন কখন এক গাছে স্ত্রী ও পুং পুষ্প দেখা যায়। ফল বড় ও গোলাকার। ফলের আবরণ শক্ত কাষ্ঠের ন্যায়, মধ্যে অনেক বীজ আছে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার বীজ হইতে চাউল মুগরা তৈল বাহির হয়। এই তৈল পাঁচড়া ও কুষ্ঠ রোগে হিতকর। ইহার তৈলকে প্রকৃত চাউল মুগরা তৈল বলিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিকরা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন (American Journ. Pharmacy, pp. 473-483, 1915)। পূর্ব্বে কেবল Gynocardia odorata-কে চাউল মুগরা গাছ বলিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল। ইহা উপদংশ রোগের দ্বিতীয় অবস্থায় ব্যবহার্য্য। ডা° জোন্স (Jones), ক্ষয়কাশ, গালগলা ফুলা রোগে ৬ গ্রেন পরিমাণ দিবসে তিনবার ব্যবহার করিতে বলেন। কুষ্ঠ ও চর্ম্মরোগে ইহা সংশোধক ঔষধরূপে ব্যবহার হয়, মাত্রা—৬ গ্রেন, দিবসে ৩ বার সেব্য (Basu and Kirtikar, Ind. Med. Pl.). (Fig. 45.)

Genus—GYNOCARDIA R. Br.

46. G. odorata R. Br. (চাউলমুগরা)

Fig.—Bentl. & Trim. Med. Pl. i t. 28; Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl. t. 86; Watt, IV, Pt. 1, 192.

Ref.—F. B. I. i, 195; E. D. Ca. 761; Pflanzenfam. iii. vi. A. 22 (1893).

জন্মস্থান—সিকিম, খসিয়াপাহাড়, চট্টগ্রাম।

বিভিন্ন নাম—বা. চাউলমুগরা; নেপাল—কাহু; লেপ্‌চা—তুককুঙ্গ।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ।

বর্ণনা—মধ্যমাকার উদ্ভিদ্। ডাল ঈষৎ অবনত। ছাল ½ ইঞ্চি পুরু, ধূসরবর্ণ। কাষ্ঠ শক্ত ও পীতবর্ণ। কাষ্ঠের মধ্যভাগ শ্বেতবর্ণ। পত্র লম্বা, অগ্রভাগ সরু অথবা কতকটা বর্শা ফলকের মত, বোঁটা ক্ষুদ্র; বড় পাতা ৬-১০ ইঞ্চি লম্বা এবং ১½-৪ ইঞ্চি বিস্তৃত। পুষ্পের মনোরম গন্ধ আছে, দেখিতে পীতবর্ণ, ফুল কখন কখন এক একটি অথবা এক সঙ্গে অনেকগুলি ডালের গাত্র হইতে বাহির হয়, ব্যাস ½-২ ইঞ্চি। স্ত্রী পুষ্প বড়, পুষ্পের বহির্চ্ছদ বাটির ন্যায়, পাপড়ী ৫টি। ফল বড় ও মোটা মোটা ডালে জন্মে। গোলাকার, ব্যাস ৩-৫ ইঞ্চি, শক্ত ও পুরু। বীজ ১ ইঞ্চি লম্বা।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কুষ্ঠ, বাত ও পাঁচড়ায় ইহার তৈলের ব্যবহার হয়। ইউরোপে ইহার তৈল হইতে Gynocardic acid এবং তৈল প্রস্তুত করে। ইহা চর্ম্ম রোগে ব্যবহার হয় (Dr. Watt); ইহা সর্দ্দি নিঃসারক এবং ব্যবহারে সর্দ্দি সহজে উঠিয়া যায় (Dr. W. Murrel). (Fig. 46.)

Genus—HYDNOCARPUS Gaertn.

47. H. Wightianum Blume. (চাউলমুগরা, প্রকৃত)

Fig.—Rheede, Hort. Mal. i, 65, t. 36; Wight Ill. i. t. 16.

Ref.—Dalz. & Gibs. Fl. Bombay 11; Hook, F. B. I. i, 196; Watt, IV, Pt. 1, 308.

জন্মস্থান—দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাংশ, দক্ষিণ কঙ্কণ হইতে সমুদ্রতীরবর্ত্তী পর্ব্বতীয় প্রদেশ, সিংহল দ্বীপ।

বিভিন্ন নাম—স. কুষ্ঠবৈরী; হি. চাউল মুগরা; তে. নেরেদী; তা. নিরাদিখুটু; মারহাট্টা—কেতু।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ, তৈল।

বর্ণনা—উচ্চবৃক্ষ, প্রশাখাগুলি পাংশুবর্ণ ও কোমল। পত্র ৪-৯ ইঞ্চি লম্বা, ৩-৪ ইঞ্চি বিস্তৃত, ডিম্বাকৃতি চামড়ার ন্যায় শক্ত, কিনারা করাতের ন্যায় দাঁতবিশিষ্ট, বৃন্তের দিকে ঈষৎ

গোলকার, বোঁটা ⅛-½ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্প একক কিংবা একবৃন্তে অধিক হয়, শ্বেতবর্ণ, বহিৰ্চ্ছদ সবুজবর্ণ ও নরম। পুংকেসরের গোড়ার দিক্ ঘন ও লম্বা লোমাবৃত, ইহা পাপড়ীর সমান লম্বা। গর্ভাশয় ঘন নরম লোমাবৃত। ফলের ব্যাস ২-৪ ইঞ্চি, ছোট কোমল লোমাবৃত, বক্রাকৃতি। পুষ্প দেখিতে অনেকটা আকন্দ (Calotropis gigantea) ফুলের মত। ইহার বীজ Gynocardia odorata এবং Taractogenos Kurzii অপেক্ষা আকারে ক্ষুদ্র।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার বীজ হইতে উৎপন্ন তৈল কুষ্ঠরোগের একটি বিশেষ মহৌষধ, ইহা G. odorata এবং T. Kurzii অপেক্ষা অধিক মূল্যবান্। মাত্রা ৫ ফোঁটা হইতে ক্রমশ: বাড়াইয়া ৩০ ফোঁটা পর্য্যন্ত। কুষ্ঠরোগে ইহা পৈশিক ও শৈরিক ইনজেকসনে ব্যবহৃত হয়। পুরাতন কুষ্ঠ ও ক্ষত রোগে বিশেষ ফলপ্রদ। কেহ কেহ ইহার বীজের গুঁড়া, নারিকেল, আদা ও গুড় সংযোগে পিষ্টক করিয়া ক্ষত ও কুষ্ঠ রোগে ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। মাত্রা—ইহার তৈল ১০ ফোঁটা প্রাতে এবং পিষ্টক ২০ গ্রেন পরিমাণ সন্ধ্যা কালে ব্যবহার্য্য।

ড° সুধাময় ঘোষ বলেন যে Sodium salt of Hydrocarpic acid কুষ্ঠ চিকিৎসায় বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ (Ind. Journ. Med. Research, Oct. 1920)। তিনি বলেন যে H. Wightianumএর তৈল T. Kurzii এর অপেক্ষা অধিক সুলভ, অপর পক্ষে প্রথমোক্তটিতে শতকরা ১০ ভাগ এবং দ্বিতীয়টীতে ৫ ভাগ Hydrocarpic acid আছে। অতএব H. Wightianum কুষ্ঠরোগে ব্যবহারের পক্ষে অতিশয় সুলভ, এই তৈলের সহিত চূণের জল মিশাইলে যে মালিশ হয় উহা কুষ্ঠ রোগ, গেঁটে বাত ও মাথার ঘায়ে ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহার তৈল ক্ষয়রোগ, শারীরিক উদ্ভেদ এবং চর্ম্ম রোগের মালিশ রূপে ব্যবহৃত হয়। সমপরিমাণ ইহার বীজ ও বনভেরেন্দার (Jatropha Curcas) বীজের সহিত গন্ধক ২ ভাগ, কর্পূর ½ ভাগ এবং নেবুর রস ১০ ভাগ মিশ্রিত করিয়া ক্ষত রোগে ব্যবহার হয়। বীজের টাট্‌কা রস গনোরিয়ার ইনজেকসন্‌রূপে ব্যবহৃত হয়। শুশ্রুত বলেন যে চাউলমুগরা তৈলের সহিত খদির মিশ্রিত করিলে উহার শক্তি বাড়িয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদীয় মতে চাউলমুগরা তৈল এবং গোমূত্র উভয়ে মিশ্রিত করিয়া পান করিলে এবং ক্ষতে লাগাইলে কুষ্ঠব্যাধি নিরাময় হয়। (Fig. 47.)

XIV. POLYGALACEAE.

Genus—POLYGALA Linn.

48. P. chinensis Linn. (মেরাড়ু)

Fig.—Engler, Pflanzenfam. iii. IV, pp. 331; Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl. t. 91; Bose, Man. Ind. Bot. 186 (1920).

Ref.—F.B.I. i. 204; B. P. i. 235; Roxb. F. I. iii, 218; Prain, H. H. 174; H. S. 235.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশে প্রায় সকল স্থানে রাস্তার কিনারায় ও তৃণক্ষেত্রে দেখা যায়; পেগু, পঞ্জাব; ছোটনাগপুর।

বিভিন্ন নাম—বা. মেরাডু।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—নরম, বর্ষজীবী উদ্ভিদ্। পত্র অসমান, ১/৬-২ ইঞ্চি লম্বা, সরু, এলাচ পাতার ন্যায়; অগ্রভাগ নিম্নে অবনত, লোমযুক্ত। প্রত্যেক পত্রের গোড়া হইতে লাল ফুল হয়। পুষ্প দেখিতে মটর ফুলের ন্যায়, ১/৫-১/৪ ইঞ্চি লম্বা। ফল সবুজ বর্ণ, পশ্চাৎ দিকে ক্রমশঃ সরু। ফুলের বোঁটা ছোট। বীজ লোমময়। বর্ষাকালে ফুল হয় ও আশ্বিন-কার্ত্তিকমাসে ফল পাকিয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ছোটনাগপুরের লোকে ইহার শিকড় জ্বরে ও মাথাঘোরা রোগে ব্যবহার করে (Campbell). (Fig. 48.)

49. P. crotalarioides Ham. (নীলকণ্ঠি)

Fig.—Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl. t. 90 ; Rheede, Hort. Mal. t. 67 ; Royle, Ill. Bot. Himal. t. 19.

Ref.—F. B. I. i. 201 ; B. P. i, 234.

জন্মস্থান—বেহার, ছোটনাগপুর, সিকিম, খাসিয়া পাহাড়।

বিভিন্ন নাম—সাঁ. নীলকণ্ঠি।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ এবং শিকড়।

বর্ণনা—বহুবর্ষজীবী গুল্ম, গাছের গায়ে ঘন ঘন লোম আছে। গাছের কাণ্ড পুরু, ছোট এবং নরম। শাখা লম্বা ও বিস্তৃত। পত্র ডিম্বাকৃতি, পাতার গায়ে লোম আছে। বোঁটা ১/২-২ ইঞ্চি লম্বা। ফুলের বোঁটা ছোট, বেগুনে। ফল হৃৎপিণ্ডের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট। বীজ লোমযুক্ত, দুইভাগে বিভক্ত ও ডিম্বাকৃতি।

ঔষধার্থে ব্যবহার—দেশীয় লোকে এই গাছ সর্দ্দি নিবারণের জন্য ব্যবহার করে। হিমালয় প্রদেশের লোকেরা সর্প বিষে ইহার আরোগ্যকর গুণ আছে বলিয়া বাটিয়া খায় (Royle). (Fig. 49).

XV. CARYOPHYLLACEAE.

Genus—SAPONARIA Linn.

50. S. Vaccaria Linn. (সাবুনী)

Fig.—Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl. t. 93 ; Bot. Mag. xlix. t. 2290 (1922).

Ref.—F. B. I. i. 217 ; B. P. i. 237 ; Roxb. F. I. ii, 445.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র প্রায় দেখা যায়; হুগলী জেলায় শীতঋতুতে মাঠে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. সাবুনী; হি. মুসনা।

ব্যবহার্য্য অংশ—রস ও শিকড়।

বর্ণনা—ছোট বর্ষজীবী উদ্ভিদ্, ১২-২৪ ইঞ্চি উচ্চ। পত্র ৩ ইঞ্চি লম্বা ও ১/২-৩/৪ ইঞ্চি বিস্তৃত, অগ্রভাগ সরু, শিরা লম্বা। পাতার বোঁটা ছোট, গোড়ার দিক্ গোলাকার কিংবা হৃৎপিণ্ডাকৃতি। ফুলের পাপড়ী ছোট ও লালবর্ণ। পুংকেসর ১০টি, গর্ভকেশর ২টি। বীজ বড় এবং কৃষ্ণবর্ণ। গাছের স্বাদ তিক্ত ও লবণাক্ত।

ঔষধার্থে ব্যবহার—প্লিনি বলেন যে ইহার শিকড়, কামলা, কফ, প্লীহা, যকৃত ও হাঁপানী রোগে হিতকর। ইহার গর্ভাশয়-সংশোধক গুণ আছে। ইহা ভেদক এবং সামান্য জ্বরে বলকারক ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হয় (S. Arjun)। ইহার ক্বাথ ঘর্ম্ম নিবারক। বাত ব্যাধিতে ইহা অতিশয় হিতকর। গাছের আঠা পাঁচড়ায় দিলে পাঁচড়া আরাম হয় (Murray). (Fig. 50.)

XVI. PORTULACACEAE.

Genus—PORTULACA Linn.

51. P. oleracea Linn. (বড় নুনিয়া)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., x. t. 36; Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl. t. 95.

Ref.—Dymock, i. 150; F. B. I. i, 246; B. P. i, 240; Prain, H. H., 175; H. S. 173.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের পতিত জমিতে বহু পরিমাণে জন্মে, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বোটানিক গার্ডেন।

বিভিন্ন নাম—স. লোনিকা, লেনআমলা; বা. বড়নুনিয়া; উড়িয়া—পুরুনিশাক; মারহাট্টা—ভুইখলি; তা. পুরপুকিরি।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, সমগ্র উদ্ভিদ্ এবং বীজ।

বর্ণনা—ছোট রসাল গুল্ম, বর্ষজীবী। কাণ্ড ৮-১২ ইঞ্চি ও রক্তবর্ণ। গাছ হইতে ছোট ছোট সরু, লালচে রসাল ডাল বাহির হয়। পত্র ডাঁটার বিপরীত দিকে সমান্তর ভাবে জন্মে, ১/৪-১১/২ ইঞ্চি লম্বা, পত্রের মস্তক গোলাকার বোঁটার দিক্ ক্রমশঃ সরু। ফুল ছোট, বৃন্তহীন, পাতায় লাগিয়া থাকে। পাপড়ী ৪-৫টি, পীত বর্ণ, প্রায় বহির্ব্বাসের সমান, ফুল নরম, শীঘ্র পড়িয়া যায়; প্রাতঃকালে প্রস্ফুটিত হয়। বীজকোষ বক্র, অগ্রভাগ সূচল, কোষে অনেক কৃষ্ণবর্ণ বীজ হয়। বর্ষাকালে ফুল হয়। শীতকালে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার টাট্‌কা রস স্বাদে অম্ল। ইরিসেপেলাস রোগে টাট্‌কা রস বাহ্য প্রয়োগে যন্ত্রণার নিবৃত্তি হয়। রসের মূত্রকর শক্তি আছে। মূত্রযন্ত্রের রোগে হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়ায় ও পিত্তপ্রবাহে ব্যবহৃত হয় (Dymock)। বড়নুনিয়া গনোরিয়ার একটি উৎকৃষ্ট মহৌষধ! বীজ আমাশায় রোগে ব্যবহৃত হয়। ইহার টাট্‌কা পাতার রস ১ ড্রাম পরিমাণ ২ আউন্স জলে মিশ্রিত করিয়া পান করিলে পিপাসার শান্তি হয়। টাট্‌কা রস যকৃৎ রোগে বলকারক ঔষধরূপে ব্যবহার হয়। এই গাছ বাটিয়া কপালে লাগাইলে মাথা ধরা আরাম হয়। থুথুর সহিত রক্ত উঠিলে ইহার রস হিতকর। সমগ্র গাছ ও বীজ মূত্রযন্ত্রের পীড়া, গনোরিয়া এবং হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়ায় ব্যবহার হয়। বীজ স্নিগ্ধকর ও মূত্রকর। ইহার রস দুগ্ধের ন্যায় বলিয়া ইহার Portu (to carry) and lac (milk) নাম হইয়াছে। বীজ উদরাময় নিবারক (Moodeen Sheriff)। যকৃত ও স্কার্ভি রোগে প্রধান খাদ্যরূপে ব্যবহার হয়। রস হস্তে ও পদে মাখিলে হাত পায়ের জ্বালা নিবারণ হয়। বীজ ক্রিমি নাশক। (Fig. 51.)

52. P. quadrifida Linn. (ছোট নুনিয়া)

Fig.—Rheede, Hort. Mal. x. t. 31; Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl. t. 96.

Ref.—F. B. I. i, 247; B. P. i, 240; Roxb. F. I. ii, 463.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের রাস্তার কিনারায় এবং অকর্ষিত স্থানে দেখা যায়। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. লঘু লোনিকা; বা. ছোট নুনিয়া।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র এবং বীজ।

বর্ণনা—ছোট ঘন শাখাবিশিষ্ট লতানে বর্ষজীবী গুল্ম। ইহার গাঁইট হইতে শিকড় বাহির হয়। পত্র ½-⅓ ইঞ্চি লম্বা, বিপরীতমুখী, সমান্তরাল; অগ্রভাগ বর্শাকৃতি। বোঁটা ছোট, ফুল এক-একটি হয়। ফুলের বহির্চ্ছদ ৪টি, লোমময়, পাপড়ী ৪টি, পীতবর্ণ; পুংকেসর ১২টি, বীজকোষ বক্র। বীজ ছোট ছোট, ঘনসন্নিবিষ্ট।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার গুণ বড় নুনিয়ার ন্যায়। (Fig. 52.)

XVII. TAMARICACEAE.

Genus—TAMARIX Linn.

53. T. gallica Linn. (ঝাউ, বনঝাউ)

Fig.—Wight, Ill. Ind. Bot. i, t. 24 A.; Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl. t. 97.

Ref.—F. B. I. i, 248; B. P. i, 242; Roxb. F. I. ii, 100; Dymock, i. 159; Prain, H. H. 176; H. S. 179.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের নদীর তীরে ও জলাভূমিতে দেখা যায়; ভারতের ত্রিহুত ও বেহার; হুগলী, হাওড়া, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. ঝোবুক; বা. ঝাউ।

ব্যবহার্য্য অংশ—Gall গাছের আবের মত পদার্থ, manna আঠা।

বর্ণনা—গাছ ছোট অথবা গুল্ম। শাখা লালের আভাযুক্ত বাদামী, গায়ে ছোট সাদা দাগ আছে। পত্র সরু, অগ্রভাগ ছোট ও সরু। পুষ্প শ্বেতবর্ণ কিংবা লালবর্ণ, গুচ্ছবদ্ধ হয়। গর্ভাশয় ক্ষুদ্র। গাছের Gall ত্রিকোণাকার এবং গ্রন্থিযুক্ত। বর্ষার শেষে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—আঠা মৃদু বিরেচক ও ধারক। খোরাসান দেশে জুলাই মাসে এই গাছ হইতে আঠা বাহির হয়। আঠা ঔষধের দোকানে আট আনা পাউণ্ড বিক্রয় হয়। Gallগুলি ১২ টাকা মণ দরে বিক্রয় হয় (Dymock). (Fig. 53.)

54. T. dioica Roxb. (লাল ঝাউ)

Fig.—Griff. Ic. Pl. Asiat. t. 577; Kirtikar and Basu, Ind.. Med. Pl. t. 98.

Ref.—F. B. I. i. 249; B. P. i. 242; Roxb. F. I. ii, 101; Prain H. H. 176; H. S. 179.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের নদীর কিনারায়; সুন্দরবনে, সিন্ধু প্রদেশে ও পঞ্জাবে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—স. পিকুলা; বা. ও হি. লালঝাউ।

ব্যবহার্য্য অংশ—গাছের Gall এবং ফেঁকড়ী।

বর্ণনা—ছোট গুল্ম, ছাল ফাটা-ফাটা, ভিতরের ছাল লালবর্ণ। আঠা তিক্ত ও মিষ্ট (Gamble)। পত্র গোলাকার, অগ্রভাগ সরু, ঘেঁসা-ঘেঁসীভাবে আবদ্ধ, কিনারা শ্বেতবর্ণ। পুষ্প একলিঙ্গ বিশিষ্ট, বেগুনে কিংবা ফিকে লালবর্ণ। পুংকেসর ৫টি, উপরিভাগ নরম ও সরু। স্ত্রী-পুষ্পের কেসর ৫টি, সরু ও লম্বা। বীজকোষ $\frac{১}{৬}$ ইঞ্চি লম্বা।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার gall এবং ফেঁকড়ীগুলি ধারক (Stewart). (Fig. 54.)

XVIII. GUTTIFERAE.

Genus—CALOPHYLLUM Linn.

55. C. inophyllum Linn. (পুন্নাগ)

Fig.—Wight, Ill. i. 128 and Ic. t. 77; Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl. t. 1 06.

Ref.—F. B. I. i. 273; B. P. i. 246; Roxb. F. I. ii. 606; Prain, H. H. 176; H. S. 87.

জন্মস্থান—উড়িষ্যার সমুদ্র উপকূল, সিংহল, আণ্ডামান দ্বীপপুঞ্জ, বঙ্গদেশের অনেকের বাগানে রোপণ করিয়াছে; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. পুন্নাগ; বা. পুন্নাগ, সুলতান চাঁপা, কাঠচাঁপা; উড়িয়া—পুন্নাগ; তা. পুন্নাগম্; তে. পুন্নাবিতুলু; Eng. Alexandrian Laurel.

ব্যবহার্য্য অংশ—তৈল এবং বীজ।

বর্ণনা—চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত সুন্দর বৃক্ষ, ২০।২৫ ফুট উচ্চ। গাছের ছাল ধূসরবর্ণ, কাঠ লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ। পত্র ডিম্বাকৃতি, পত্রের শীর্ষভাগ গোল ও ঈষৎ বসা বা চাপা; ৪-৮ ইঞ্চি লম্বা, ৩-৪ ইঞ্চি বিস্তৃত, বোঁটার দিক্ ক্রমশঃ সরু; বোঁটা ½-১¼ ইঞ্চি লম্বা, পত্রের উভয়দিক্ মসৃণ, উপরিভাগ গাঢ় সবুজ ও চক্‌চকে, শিরা অনেক আছে। ফুলের কুঁড়ি ছোট, উপরিভাগ খোলা, পুষ্প সৌগন্ধযুক্ত, শ্বেতবর্ণ, ব্যাস ¾-১ ইঞ্চি। বহির্ব্বাস ৪টি, পুংকেসর বহু; গর্ভদণ্ড পুংকেসর অপেক্ষা বড়। পাকা ফল পীতবর্ণ গোলাকার; ব্যাস ½-১ ইঞ্চি, মসৃণ। বীজ হইতে জ্বালানী তৈল হয়। শ্রাবণ মাসে ফুল হয়, ভাদ্র-আশ্বিন মাসে ফল ধরে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার তৈল বাত ও দুরারোগ্য ক্ষতের মহৌষধ (Pharm. Indica)। গাছের আঠা, ছাল ও পত্র জলে সিদ্ধ করিলে যে তৈল ভাসিয়া থাকে উহা চক্ষুর ক্ষতে ব্যবহার হয়। তৈল মেহ ও বাতে ব্যবহার হয়। বীজ থেঁতো করিয়া, অগ্নির উত্তাপে গরম করিলে যে আঠার মত পদার্থ হয় উহা গেঁটে বাতে লাগাইলে বাত সারিয়া যায়। সামান্য পরিমাণ তৈল মেহ রোগী ও ধাতু রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে খাওয়াইলে অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে উক্ত ব্যারামের উপশম হয় (Moodeen Sheriff)।

আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহার ছাল ধারক ও আভ্যন্তরিক রক্তস্রাবের বিশেষ শান্তিকর (U. C. Dutt)। ভারতীয়েরা ইহার তৈল বাতে মালিশ করে (Watt). (Fig. 55.)

Genus—GARCINIA Linn.

56. G. Mangostana Linn. (ম্যাঙ্গোষ্টিন)

Fig.—Bot. Cb. Vol. 9, 845; Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl. t. 102.

Ref.—F. B. I. i, 247; Dymock, i, 167.

জন্মস্থান—মালয়, টেনসেরিম, চীন, যাবা, সিঙ্গাপুর। গরম জলবায়ুতে ও শুষ্ক দেশে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. ম্যাঙ্গোষ্টিন; Eng. Mangosteen.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফলের ছাল, ফল, গাছের ছাল ও পত্র।

বর্ণনা—গাছ ২০-৩০ ফুট উচ্চ হয়। ছাল কয়লার মত কৃষ্ণবর্ণ, ভিতরের ছাল পীতাভ। কাষ্ঠ লালবর্ণ। পত্র পুরু, ৬-১০ইঞ্চি লম্বা, ২½-৪½ ইঞ্চি বিস্তৃত। এক গাছে দুইপ্রকার ফুল হয়। পুংকেসর অনেকগুলি, স্ত্রী-পুষ্পের গর্ভাশয়ে ৪-৮টি ঘর (cell) আছে। পাকা ফল কমলা লেবুর মত ঈষৎ লাল ও গোলাকার। বোঁটা ছোট ও মোটা। ফলের রস পীতবর্ণ। বীজ বড়, চেপ্টা ও শ্বেতবর্ণ। ফলের উপরের শাঁস বড়ই তৃপ্তিপ্রদ, পুষ্প নবেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারী মাসে হয়; মে ও জুন মাসে ফল পাকিয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—শুষ্ক ফল এবং ইহার ছাল সিঙ্গাপুর হইতে এদেশে আনীত হয়; উহা উদরাময় ও রক্ত আমাশয় রোগের মহৌষধ। ইহার ছাল বালকদিগের পুরাতন উদরাময়ে হিতকর (Dr. S. Arjun, Bombay)। ইহার জ্বরনাশক শক্তি আছে (Dymock)। ম্যাকাসর দেশীয় লোকেরা উদরাময়, রক্ত আমাশয় ও জননযন্ত্রের রোগে ও মুখের ঘায়ে ধৌতস্বরূপ ব্যবহার করে। ম্যাঙ্গোষ্টিন বেলের ন্যায় উপকারী (Watt). (Fig. 56.)

57. G. Xanthochymus Hook. (তমাল)

Fig.—Roxb. Cor. Pl. ii, 51, t. 196 ; Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl. t. 104.

Ref.—F. B. I. i. 269 ; B P. i, 247 ; Roxb. F. I. ii, 633 ; Watt, iii. pl. ii, 478.

জন্মস্থান—চট্টগ্রাম, সিকিম, খাসিয়া পাহাড়, বঙ্গে, বঙ্গদেশ, হুগলী ও হাওড়া, অনেক বাগানে দেখা যায়; আদিম জন্মস্থান দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া।

বিভিন্ন নাম—বা. ও হি. তমাল, দাম পেল ; Eng. Mysore Gamboge.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল, বীজ এবং ছাল।

বর্ণনা—চিরসবুজ বর্ণ পত্রাচ্ছাদিত মধ্যমাকার বৃক্ষ। ত্বক্ ধূসর বর্ণ ¼ ইঞ্চি পুরু। কাষ্ঠ শক্ত, গাছের মাইজ শ্বেত বর্ণ। গাছ হইতে পীতবর্ণ আঠা নির্গত হয় (Gamble); পত্র গাঢ় সবুজ বর্ণ ও উজ্জ্বল। পত্র নিম্নদিকে অবনত, ৮-১৪ ইঞ্চি লম্বা, পাতার বোঁটা ১ ইঞ্চি লম্বা, পাতার শিরা সমান্তরাল। পুষ্প শ্বেতবর্ণ, পুরু ও খস্‌খসে। পুষ্পবৃন্ত ১ ইঞ্চি, পাপড়ী ⅓ ইঞ্চি, পুংকেসর ৫টি, উভয়লিঙ্গ বিশিষ্ট। গর্ভাশয়ে ৫টি ঘর আছে। ফল গাঢ় পীতবর্ণ গোলাকার, দেখিতে আপেলের মত, ফলের নিম্নদেশ একটু সূচল। বীজ ১-৪টি লম্বাকৃতি, দেখিতে কাঁটাল বীজের ন্যায়। ডালের অগ্রভাগ ৪টি পল বিশিষ্ট। বসন্তে ফুল হয় ও গ্রীষ্মে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ফল অম্ল ও মিষ্ট, ইহা হইতে এক প্রকার আমশূল তৈয়ারী হয়। এক আউন্স আমশূল, সৈন্ধবলবণ, পিঁপুল, আদা ও চিনি মিশ্রিত করিয়া খাইলে পিত্ত প্রকোপ আরাম হয় (Dymock)। ইহার নরম ডাল জলে পেষণ করিয়া ফোড়ায় দিলে ফোড়া আরাম হয় (Watt). (Fig. 57.)

Genus—MESUA Linn.

58. M. ferrea Linn. (নাগেশ্বর)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., iii. 53; Wight, Ill. t. 127; and Ic. t. 118; Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., t. 108.

Ref.—F. B. I., i. 277; B. P., i. 246; Roxb. F. I., ii. 605.

জন্মস্থান—উত্তরবঙ্গ, দিনাজপুর, চট্টগ্রাম, ছোটনাগপুর, আসাম, ত্রিবাঙ্কুর, কঙ্কণ, কানাড়া ও সিংহল প্রভৃতি স্থানে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—স. নাগকেশর; বা. ও হি. নাগেশ্বর; Eng. Cobra's Saffron.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফুল, বীজ, ছাল এবং পত্র। মাত্রা ¼-১ তোলা পুষ্প ও পরাগ।

বর্ণনা—চিরসবুজবর্ণ-পত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষ, গাছের ডাল অতিশয় নরম। ছাল ½ ইঞ্চি পুরু, লালের আভাযুক্ত বাদামী। গাছের পুরান ছাল আপনা আপনি উঠিয়া খসিয়া পড়ে। গাছের ভিতরের কাষ্ঠ লালবর্ণ। গাছ হইতে পীতবর্ণ আঠা বাহির হইয়া লম্বালম্বিভাবে থাকে, যেমন বাব্‌লা আঠা বাহির হয়। ছোট ফেঁকড়িগুলি উজ্জল লালবর্ণ, উক্ত লাল বর্ণ ক্রমশঃ সবুজবর্ণে পরিণত হয় (Brandis)। পত্র ২-৬ ইঞ্চি লম্বা, ১½-১¾ ইঞ্চি বিস্তৃত। পত্র নিম্ন দিকে অবনত, বর্শাকৃতি, শিরা সরু। পত্রের বৃন্ত ⅛-⅙ ইঞ্চি। পুষ্প সুগন্ধযুক্ত; উভয়লিঙ্গ-বিশিষ্ট, ব্যাস ৩-৪ ইঞ্চি। ইহার দল বড় টগর ফুলের দলের মত। ফুলের বহিঃ-ছদ ৪টি, দুই সারিতে বিভক্ত, পাপড়ী একেবারে শ্বেতবর্ণ পুংকেশর বহু, সোণালী পীতবর্ণ, গর্ভাশয়ে ২টি গুহা আছে। গর্ভ-কেশরের মস্তক ঢালের ন্যায়। ফল ১-১½ ইঞ্চি, অগ্রভাগ মোচার ন্যায়। ফল ফুলের বহির্ব্বাস-দ্বারা আবদ্ধ। ফল হইতে এক প্রকার আঠা বাহির হয়। বীজ ১-৪টি, শক্ত, ধূসরবর্ণ ও উজ্জ্বল। ফেব্রুয়ারী হইতে এপ্রিল মাসে ফুল হয়; এবং সেপ্টেম্বর মাসে ফল ধরে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ফল ধারক। পাকযন্ত্রের পীড়া-নিবারক। পিষ্ট ফুল চিনি ও মাখন মিশ্রিত করিয়া রক্তার্শে এবং পায়ের তলায় প্রলেপ দিলে অর্শের জ্বালা ও পায়ের জ্বালা নিবারিত হয় (U. C. Dutt)। ফুল ও পাতা সর্পবিষের প্রতিষেধক (O' Shaughnessy)। ইহার ছাল ধারক ও সামান্য উগ্র (Dymock)। বীজের তৈল বাত-নিবারক (Ph. Ind., 32)। ইহার ফুল উত্তেজক এবং পেটফাঁপা নিবারণ করে এবং অম্ল ও অর্শ রোগের শান্তিকর (Moodeen Sheriff)।

গাছের শুষ্ক ফুল সুগন্ধযুক্ত বলিয়া কবিরাজেরা সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত করে। ফুল ঘৃত-সংযোগে ব্যবহার করিলে রক্তার্শের শান্তি হয়। ইহার পত্র দুগ্ধ ও নারিকেল তৈল যোগে মাথায় পুলটিস দিলে মাথা ধরা ও সর্দ্দি আরাম হয় (Rheede)। মোটের উপর গাছটি ধারক। (Fig. 58.)

Genus—OCHROCARPUS Thouars.

59. O. longifolius, Hook & Benth. (নাগকেশর)

Fig.—Wight, Ill. i. 130 ; Wight, I. C. t. 1999 ; Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., t. 105.

Ref.—F. B. I., i. 270 ; B. P., i. 245 ; Dymock, i. 172.

জন্মস্থান—উড়িষ্যা, খুরদা এবং চট্টগ্রাম, ভারতের পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের নিকট, কানাড়া, কঙ্কণ।

বিভিন্ন নাম—স. নাগকেসর ; বা. নাগকেশর ; মারহাট্টা—তামরা-নাগকেসর ; তে. সরাপুন্না ; তা. নাগেশরপু।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফুলের কুঁড়ি।

বর্ণনা—বড় গাছ। শাখাগুলি গোলাকার। ছাল ঈষৎ লাল ও ধূসর বর্ণ, ⅛ ইঞ্চি পুরু। পত্র ৫-৯ ইঞ্চি লম্বা, ২-২½ ইঞ্চি বিস্তৃত। পাতা দেখিতে সবুজবর্ণ, বোঁটার দিক্ গোলাকার, মধ্যশিরা শক্ত। বোঁটা শক্ত ⅛ ইঞ্চি। ফুলের কুঁড়ি গোলাকার ও সুগন্ধযুক্ত; উভয়লিঙ্গ-বিশিষ্ট, ব্যাস ⅓ ইঞ্চি, পুষ্পবৃন্ত ১ ইঞ্চি। ফুলের পাপড়ী ৪টি, অগ্রভাগ সূচাল, ফুল দেখিতে পীতাভ লাল অথবা কমলা নেবুর রঙের। বহু পুংকেশর আছে, গর্ভ-কেশরের মস্তক পেচকাকৃতি ; মাথা চওড়া, ফল একটু লম্বাকৃতি, দেখিতে বকুল ফলের ন্যায়, নিম্নদিক্ সরু, ১ ইঞ্চি লম্বা। ফলে একটি বীজ থাকে। ফুল জানুয়ারী হইতে মার্চ্চ মাসে হয় ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—শুষ্ক ফুলের কুঁড়ি, উত্তেজক, সুগন্ধযুক্ত, উদরাময়-নিবারক এবং ধারক। শুষ্কফুলের কুঁড়ি এলাচ ও লবঙ্গ-যোগে পান করিলে পিপাসা নিবারিত হয় ও পেটবেদনা-নিবারক। শুষ্ক ফুলের কুঁড়ি পোকা-খাওয়া দাঁতের গোড়ায় টিপিয়া দিলে দাঁত-বেদনা আরাম হয় (Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl.)। ফুলের কুঁড়ি রেশমে রং করায় ব্যবহৃত হয়, ইহা ধারক ও উগ্রগুণ-বিশিষ্ট। বীজ কাটিলে একপ্রকার আঠা বাহির হয়। গুণ অনেকটা Mesua ferrea গাছের ন্যায় (Fig. 59.)

XIX. TERNSTROEMIACEAE.

Genus—SCHIMA Reinw.

60. S. Wallichii Choisy. (মাকড়ীশাল)

Fig.—Griffith, Notul. iv. 562, t. 600 ; Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., t. 109.

Ref.—F. B. I., i. 289 ; B. P., i. 249 ; Roxb., F. I., ii. 572

জন্মস্থান—চট্টগ্রাম, পূর্ব্ব-হিমালয়, ভুটান, আসাম, বর্ম্মা।

বিভিন্ন নাম—বা. মাকড়ীশাল ; হি. মাক্রিয়া।

ব্যবহার্য্য অংশ—ত্বক্।

বর্ণনা—বড় গাছ, ৮০-১০০ ফুট উচ্চ। কাষ্ঠ লালবর্ণ, শক্ত। পত্র ৬-৭ ইঞ্চি লম্বা এবং ২-৩ ইঞ্চি বিস্তৃত। পাতার অগ্রভাগ সরু, উপরের শিরা ঈষৎ লালবর্ণ। বোঁটা ½ ইঞ্চি, ডালের গায়ে বহুসংখ্যক আবের ন্যায় দাগ আছে। ফুলের বোঁটা ¼ ইঞ্চি, ব্যাস ১½-২ ইঞ্চি, পাপড়ী শ্বেতবর্ণ, সুগন্ধযুক্ত। পুষ্পের বহিঃ-ছদ ⅙ ইঞ্চি লম্বা। পুংকেশর পীতবর্ণ। ফলের ব্যাস ¾ ইঞ্চি, প্রথম অবস্থায় নরম। ফুল এপ্রিল মাসে হয় ; নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে ফল ধরে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ছালের রস গায়ে লাগিলে চুলকাইয়া থাকে। ছালের রস কৃমিনাশক। মাত্রা ১-৩ গ্রেন, রেড়ির তেল খাইবার পর খাইতে হয়। (Fig. 60.)

XX. DIPTEROCARPEAE.

Genus—DIPTEROCARPUS Gaertn.

61. D. turbinatus Gaertn. (ধুলিয়া গর্জ্জন)

Fig.—Roxb., Cor. Pl., iii. 10, t. 213 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 110 A.

Ref.—F. B. I., i. 295 ; B. P., i. 252 ; Dymock, i, 172.

জন্মস্থান—ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, পূর্ব্ববঙ্গ এবং ব্রহ্মদেশ।

বিভিন্ন নাম—বা. ধুলিয়া গর্জ্জন ; বর্ম্মা—পকান্যইন ; Eng. Wood Oil.

ব্যবহার্য্য অংশ—আঠা।

বর্ণনা—উচ্চ চির-সবুজ পত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষ। কাষ্ঠ নরম, গাছের আঠা শ্বেতবর্ণ, ভিতরের কাষ্ঠ লাল এবং ধূসরবর্ণ ; পত্র ডিম্বাকৃতি, পত্রের অগ্রভাগ বর্শাকৃতি, পত্রের গোড়ার দিক্ গোলাকার, ৫-১২ ইঞ্চি লম্বা, ২½-৩ বিস্তৃত, প্রধান শিরাগুলি ১৪-১৮ জোড়া। বৃন্ত ১½-৩ ইঞ্চি। ফুলের ব্যাস ৩ ইঞ্চি, ফুলের পাপড়ী লাল আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। বীজ লম্বা, পক্ষবিশিষ্ট। ফুলের সময় ডিসেম্বর, ফলের সময় এপ্রিল।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার আঠা ক্ষতরোগে ও বড় কৃমিতে (Tape-worm) ব্যবহৃত হয় (Watt) ; ইহার আঠা মূত্রাশয়ের রোগে হিতকর, মূত্রকর ও গনোরিয়া রোগে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধরূপে প্রমাণিত হইয়াছে (Ph. Ind., 32)। ইহা কুষ্ঠরোগ-নাশক (Dymock)।

গনোরিয়া ও মেহরোগে ইহার তৈল পরম হিতকর। কুষ্ঠরোগে ইহার তৈল অদ্বিতীয় ঔষধ। গর্জ্জন তৈলের আভ্যন্তরিক প্রয়োগ প্রাথমিক কুষ্ঠরোগে বড়ই হিতকর, কিন্তু উহার উপকারিতা বাড়াইতে হইলে ৫—১০ ফোঁটা চাউল মুগরার তৈল, এক ড্রাম পরিমাণ এই তৈলের সহিত মিশাইতে হয়। গর্জ্জন তৈলের সহিত চাউল মুগরার তৈল মিশ্রিত করিয়া কুষ্ঠরোগে প্রয়োগ করিলে বেশী উপকার পাওয়া যায় (Moodeen Sheriff)। (Fig. 61.)

62. D. incanus Roxb. (গর্জ্জন)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 112.

Ref.—F. B. I., i. 298 ; B. P., i. 252 ; Roxb., F. I., ii. 614.

জন্মস্থান—চট্টগ্রাম, পেগু।

বিভিন্ন নাম—বা. গর্জ্জন।

ব্যবহার্য্য অংশ—আঠা (ধুনা)।

বর্ণনা—পত্র ডিম্বাকৃতি, পাতার গোড়ার দিক্ স্থূলকোণী এবং নরম। পত্র ৪½-৬ ইঞ্চি লম্বা, পাতার কিনারাগুলি কাটা কাটা, ডাল ও পাতার ডাঁটা লোমযুক্ত, বোঁটা ২ ইঞ্চি লম্বা। ফুলে বহুসংখ্যক পুংকেসর আছে। পাপড়ী ৫টি। নবেম্বর-ডিসেম্বর মাসে ফুল হয়। এপ্রিল মাসে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ধুলিয়া গর্জ্জনের ন্যায়। (Fig. 62.)

63. D. alatus Roxb. (তেলিয়া গর্জ্জন)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 110 B.

Ref.—F. B. I., i. 298 ; B. P., i. 292 ; Roxb., F. I., ii. 614.

জন্মস্থান—চট্টগ্রাম, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, টেনাসরিম, মালয়।

বিভিন্ন নাম—বা. তেলিয়া গর্জ্জন।

ব্যবহার্য্য অংশ—আঠা (Resin)।

বর্ণনা—ধূসর-বর্ণ ছালবিশিষ্ট গাছ। উপরের কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ, ভিতরের কাষ্ঠ লাল আভাযুক্ত ধূসর-বর্ণ ও শক্ত (Gamble)। পাতার শিরা ১২-১৫ জোড়া, পত্র ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা, বোঁটায় নরম লোম আছে। বোঁটা ১-১½ ইঞ্চি লম্বা। নবেম্বর-ডিসেম্বর মাসে ফুল হয় ও এপ্রিল মাসে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার গুণ অপরগুলির ন্যায়। (Fig. 63.)

Genus—SHOREA Roxb.

64. S. robusta Gaertn. (শাল)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 113 ; Roxb., Cor. Pl., iii. t. 212 ; Beddome, Fl. Sylv., t. 4.

Ref.—F. B. I., i. 306 ; B. P., i. 154 ; Roxb., F. I., ii. 615 ; Watt, vi. pt. ii. 673.

জন্মস্থান—ত্রিহুত, উত্তরবঙ্গ, ছোটনাগপুর।

বিভিন্ন নাম—স. অশ্বকর্ণ ; বা. শাল ; হি. দামার ; বোম্বাই—রালধুনা ; উড়িয়া—সেকওয়া।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র এবং আঠা (ধূনা)।

বর্ণনা—অতি লম্বা সরল বৃক্ষ, গাছে ফাল্গুন মাস ব্যতীত প্রায় সর্ব্বসময়েই পাতা থাকে। ছোট গাছের ছাল মসৃণ। বড় গাছের ছাল ১-২ ইঞ্চি পুরু, আবড়ো-খাবড়ো ফাটা ফাটা। পত্র উজ্জ্বল, ৬-১০ ইঞ্চি লম্বা, ৪-৬ ইঞ্চি বিস্তৃত, বোঁটা ১ ইঞ্চি, পত্রের গোড়ার দিক্ ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু। ফুল শ্বেতবর্ণ, নরম ও লোমযুক্ত, পাপড়ী ফিকে পীতবর্ণ, ½ ইঞ্চি লম্বা ও সরু, বর্শাকৃতি ও লোমশ ডগাটি অর্দ্ধবৃত্তাকার ; ফল লম্বা ½ ইঞ্চি, সূক্ষ্মকোণী, শ্বেতবর্ণ ও নরম। কক্ষ ৫টি, ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, গোড়ার দিক্ সরু, পাকিলে ধূসরবর্ণ, অসমান, ১০-১২ সমান্তরাল শিরা আছে। মার্চ্চ মাসে ফুল হয় এবং মে-জুন মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার আঠা ধারক এবং রক্ত-আমাশয়-নিবারক। আঠা অগ্নিতে দিলে সুগন্ধ বাহির হয় (U. C. Dutt)। শালের ধুনা, চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া খাইলে রক্ত-আমাশয় নিবারিত হয় (Sakharam Arjun). দেশীয় ডাক্তারেরা ইহার আঠা অম্ল ও মেহরোগে ব্যবহার করে। দুর্ভিক্ষের সময়ে বন্যজাতিরা শালগাছের বীজ মহুয়া ফুলের পরিবর্ত্তে খাইয়া থাকে। পাইন গাছের ধুনা ও প্রকৃত শাল গাছের ধুনা প্রায় সমান গুণ-সম্পন্ন বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে (Bengal Dispensatory)। (Fig. 64.)

XXI. MALVACEAE.

Genus—ABUTILON Gaertn.

65. A. indicum G. Don. (পেটারী)

Fig.—Wight, I. C., t. 12 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 123.

Ref.—F. B. I., i. 323 ; B. P., i. 260 ; Roxb., F. I., iii. 179 ; Prain, H. H., 177 ; H. S., 114.

জন্মস্থান—পৃথিবীর সমগ্র গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জন্মে, সমগ্র ভারতবর্ষে; বঙ্গদেশে; হুগলী, হাবড়ায় সাধারণ আগাছা।

বিভিন্ন নাম—স. অতিবলা, কর্কটিকা; বা. পেটারী, ঝাম্পী; হি. কুঙ্গানী বা কহিয়া; তা. তাত্তী; বোম্বাই—চক্রভেন্দা।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়, ছাল, পত্র, ফল এবং বীজ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী বা বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ্। শাখা সরু। পত্র ½-১ ইঞ্চি লম্বা, হৃৎপিণ্ডাকৃতি বা পানের ন্যায়, অগ্রভাগ সরু, কিনারাগুলি দাঁতযুক্ত, অতিশয় নরম। বোঁটা ১-৩ ইঞ্চি লম্বা। ফুল প্রায় ১ ইঞ্চি লম্বা, ফুল ও ফুলের বোঁটা অবনত। ফুল হরিদ্রাবর্ণ বা কমলা নেবুর রং, অপরাহ্নে ফুটিয়া থাকে, পুংকেসর বহু থাকে। ফুলের বহির্ব্বাস ৫টি, পাপড়ী ৫টি। ফলের গাত্র কাটা কাটা, বীজকোষে বীজ ১৫-২০টি থাকে, পাকিলে আপনা-আপনি ফাটিয়া যায়। বীজ ছোট ছোট প্রত্যেক গহ্বরে একটি কিংবা অধিক থাকে। ইহার বীজকে বাজারে 'বলা' বীজ বলে। বৎসরের প্রায় সকল সময়েই ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বীজ কামোত্তেজক, পাতার ক্বাথ দন্তরোগ- ও গনোরিয়া-নিবারক, ছাল মূত্রকর, বীজ সর্দ্দি-নিবারক ও সূতিকাজ্বর-নাশক। ইহা জ্বর ও প্রস্রাব-সম্বন্ধীয় পীড়ায় ব্যবহৃত হয়। পাতার রস ১ তোলা, ঘৃত ১ তোলা, প্রবল পৈত্তিক উদরাময়ে ব্যবহৃত হয়। দাঁতের বেদনা এবং মাড়ির বেদনায় ইহার ক্বাথ ব্যবহৃত হয়। ইহার ডাঁটা গরম দুগ্ধে দিলে দুগ্ধ জমিয়া যায় এবং দুগ্ধের অবশিষ্ট জলীয় অংশ হাকিমেরা রক্তস্রাবের উপশমার্থ ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন (Emerson), প্রদর রোগে পেটারী মূলের ছাল, চিনি ও মধুর সহিত সেব্য। (Fig. 65.)

66. A. Avicennae Gaertn. (জয়া)

Fig.—Rumph., Amb. iv, 31. t. ii; W. S. Dipt. Agric. Fibre. For. Report No. 6. t. 3.

Ref.—F. B. I., i. 327; B. P., i. 260; Roxb., F. I., iii. 178.

জন্মস্থান—সমস্ত বঙ্গদেশ, ঢাকা, সিন্ধুদেশ, কাশ্মীর, বোটানিক গার্ডেন (শিবপুর)।

বিভিন্ন নাম—স. জয়ন্তী; বা. জয়া।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, বীজ, শিকড়।

বর্ণনা—সোজা রংদার গাছ; পত্র ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা, হৃৎপিণ্ডাকৃতি, সরুলোমযুক্ত, কিনারা করাতের ন্যায় কাটা কাটা। ফুল পীতবর্ণ, পুংকেসর-দণ্ড ক্ষুদ্র। বীজাধার লম্বা, বিস্তৃত, সুগোল ও দুইটি শৃঙ্গবিশিষ্ট। মার্চ্চ-এপ্রিল মাসে ফুল ও জুলাই মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পাতার রস জ্বরনাশক (Ainslie)। দন্তে বেদনা হইলে পাতার

ক্বাথে কুলি করিলে বেদনা আরাম হয়। ক্বাথ গনোরিয়া ও মূত্র-যন্ত্রের রোগে হিতকর (Dymock)।

ইহার শিকড়ের ক্বাথ কুষ্ঠের ও বীজ সর্দ্দির উপশম করে। বীজ গনোরিয়া ও মেহ দমন করে (Moodeen Sheriff)। ইহার রস ১ তোলা এবং ঘৃত ১ তোলা, সর্দ্দিতে ও পৈত্তিক উদরাময়ে ব্যবহৃত হয়। (Fig. 66.)

Genus—ERIODENDRON D C.

67. E. anfractuosum D C. (শ্বেতশিমুল)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 143; Rheede, Hort. Mal., iii. t. 49-54; আধুনিক নাম-করণের নিয়মানুসারে ইহার নাম Ceiba pentandra (L.) Gærtn. বলা বিধেয়।

Ref.—F. B. I., i. 350; B. P., i. 271; Roxb., F. I., iii. 165; Prain, H. H., 190; H. S., 105.

জন্মস্থান—ইহা পূর্ব্বএশিয়ার গাছ, ভারতের গ্রীষ্মপ্রধান জঙ্গলে বহুপরিমাণে দেখা যায়। (শিবপুর) বোটানিক গার্ডেন, হুগলী, হাবড়া।

বিভিন্ন নাম—বা. শ্বেতশিমুল; হি. হাতিয়ান, তা. ইলায়াম্।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল, শিকড়, পাতা ও আঠা।

বর্ণনা—অতি বৃহদাকার কণ্টকাবৃত কাণ্ডবিশিষ্ট বৃক্ষ, শরৎকালে ইহার পাতা পড়িয়া যায়। ছাল ধূসরবর্ণ, ছোট গাছের ছাল সবুজবর্ণ, কাণ্ড সরল, ডাল লম্বাভাবে চারিদিকে বাহির হয়। পত্র ঘনসন্নিবদ্ধ, ডাল হইতে চারিদিকে বাহির হয়। হস্তাঙ্গুলির ন্যায় বিভক্ত ও বিস্তৃত; পত্র ৫-৭টি, পত্রের অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু; বোঁটা ½ ইঞ্চি লম্বা। ফুল ১½-২ ইঞ্চি বিস্তৃত, ডালের অগ্রভাগ হইতে বাহির হয়। ফুলের বহিঃ-ছদ ½ ইঞ্চি, ঘন লোমযুক্ত, পাপড়ী ১ হইতে ৩টি। ফুলটি উহার বাটীর মত বহির্ব্বাদের উপর স্থাপিত, শ্বেতবর্ণ, অল্প গন্ধ আছে। ফল লম্বা ও কয়েকটি শিরাযুক্ত, কাঁচাকলার ন্যায়। বীজ ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ, চারিদিক্ তুলার দ্বারা আবৃত। গাছের গাত্র হইতে উজ্জ্বল আঠা বাহির হয়। জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে ফুল হয় ও মার্চ্চ-এপ্রিল মাসে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কাঁচা ফল ধারক, স্নিগ্ধকর। পত্ররস ব্যবহার করিলে গনোরিয়া আরাম হয় (Surg. Thomas)। ইহার শিকড় শিমুলগাছের ন্যায় উপকারী। শিমুলের আঠা বালকদিগের মূত্রহীনতায় ব্যবহৃত হয় (Sir Ratton)। ছোট শিমুলের শিকড় সর্ব্বাঙ্গীণ শোথে উপকারী। ইহার আঠাকে হাতীয়ান গঁদ বলে, ইহা ধারক ও পেটের পীড়া-নিবারক (Dymock)। শ্বেতশিমুলের তুলার বালিশ লালশিমুলের অপেক্ষা মূল্যবান্। (Fig. 67.)

Genus. BOMBAX Linn.

68. B. malabaricum D C. (লালশিমুল)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 142 ; Rheede, Hort. Mal., iii. t. 52 ; Wight. Ill. Ind. Bot., i. t. 29A, 29B.

Ref.—F. B. I., i. 349 ; B. P., i. 270 ; Roxb., F. I., iii. 167 ; Watt, 1. Pt. 2, 487 ইহার নামের বিষয়ে কিঞ্চিৎ মতদ্বৈধ আছে। Salmalia malabarica Schott & Endl.-কে কেহ কেহ ইহার পুরাতন নাম বলিয়া বিবেচনা করেন।

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ, সিংহল, বর্ম্মা ও সুমাত্রা, হুগলী, হাবড়া, ২৪ পরগনা, (শিবপুর) বোটানিক গার্ডেন।

বিভিন্ন নাম—স. মহাবৃক্ষ, শাল্মলী ; বা. লালশিমুল ; হি. বড় শিমুল ; তে. মল্মুলা-বুরাগা-চেটু ; তা. মুলিলাবা।

ব্যবহার্য্য অংশ—আঠা, শিকড়, বীজ, ছাল এবং ফুল।

বর্ণনা—অতি বৃহদাকার শক্ত কণ্টকাবৃত বিশাল কাণ্ডবিশিষ্ট বৃক্ষ, শাখাগুলি লম্বভাবে থাকে। ত্বক্ ধূসরবর্ণ, গাছের গায়ে ছোট, শক্ত এবং মোটা কাঁটা থাকে। কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ, পত্র হস্তাঙ্গুলিবৎ বিভক্ত, চারিদিকে বিস্তৃত, অগ্রভাগ বর্শাকৃতি, ৪-৮ ইঞ্চি লম্বা, পত্র বাহির হইবার পূর্ব্বে লাল রক্তবর্ণ ফুল হয়। ফুলের পাপড়ী ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, পুংকেসর অনেক ; গর্ভকেসর পুংকেসর অপেক্ষা লম্বা। পাপড়া বা ফল ৬-৭ ইঞ্চি লম্বা শক্ত, ভিতরে ৫টি বিভাগ আছে। বীজ ফলের মধ্যস্থ তুলার মধ্যে থাকে। বীজ ফিকে কৃষ্ণবর্ণ, একটি ফলে অনেক বীজ থাকে; শিমুলের-বীজ হইতে তৈল বাহির হয়। শীতের শেষে ফুল হয়, বসন্তে ও গ্রীষ্মের প্রারম্ভে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—শিমুলের শুষ্ক আঠাকে মোচারস বলে। ইহা কামোদ্দীপক। শিকড় উত্তেজক। ছোট গাছের শিকড় ছায়ায় শুষ্ক করিয়া সেবন করিলে কামোদ্রেক হয়। ইহা ধ্বজভঙ্গ রোগের মহৌষধ। আঠা আমাশয় ও রক্ত-আমাশয়, আর্ত্তব ব্যাধি বা অনিয়মিত ঋতু প্রভৃতি রোগ নিবারণ করে। শিমুলের শুষ্ক ফুল, ছাগদুগ্ধ ও চিনির সহিত সিদ্ধ করিয়া ২ ড্রাম পরিমাণ দিবসে তিন বার সেবন করিলে রক্তস্রাব ও অর্শ আরাম হয় (Dr. Taylor)।

ইহার আঠা ২০-৩০ গ্রেন সমপরিমাণ চিনির সহিত সেবন করিলে উদরাময় আরাম হয় (Sur. T. Anderson)। সরু শিকড় গনোরিয়া এবং রক্ত-আমাশয় নিবারণ করে। পাতা ছেঁচিয়া কিংবা রগড়াইয়া ফুলা গালে লাগাইলে বীচির ন্যায় স্ফীতি আরাম হয় (Watt)। শিমুল পাপড়া মূত্রকর, কামোত্তেজক, মূত্রযন্ত্রের পীড়া-নিবারক। ছাল মূত্রকর, স্নিগ্ধকারক এবং ধারক, ছোট শুষ্ক ফল মূত্রযন্ত্রের ক্ষত আরাম করে। শিমূলের ফুল জননযন্ত্রের দুর্ব্বলতায় ব্যবহৃত হয়। শিমুল অপেক্ষা কোন ঔষধই কামোদ্রেকের পক্ষে অধিক

গুণসম্পন্ন নহে। শিমুলগাছে পোকা ধরিলে মোচারস (আঠা) বাহির হয় কিন্তু কোন স্থান চিরিয়া দিলে উহা বাহির হয় না।

শাল্মলীপুষ্পশাকন্তু ঘৃতসৈন্ধবসাধিতম্।
প্রদরং নাশয়েত্যেব দুঃসাধ্যঞ্চ ন সংশয়ঃ॥
রসে পাকে চ মধুরং কষায়ং শীতলং গুরু।
কফপিত্তাস্রজিদ্গ্রাহি বাতলঞ্চ প্রকীর্ত্তিতম্॥

(ভাবপ্রকাশ) (Fig. 68.)

Genus—GOSSYPIUM Linn.

69. G. herbaceum Linn. (কার্পাস)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 137.

Ref.—F. B. I., i. 340; B. P., i. 269; Prain, H. H., 179; H. S., 121.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে চাষ হয়, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাবড়া, বীরভূম।

বিভিন্ন নাম—স. কার্পাস; বা. তূলা; হি. রুই; তে. প্রাত্তি; তা. পারত্তি।

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল, বীজ, ফুল ও শিকড়ের ছাল।

বর্ণনা—১০-১২ ফুট উচ্চ গাছ, কোমল ও ক্ষুদ্র লোমযুক্ত। পত্র হৃৎপিণ্ডাকৃতি, ৩-৫ ভাগে বিভক্ত, অগ্রভাগ সরু ও দাঁতযুক্ত। ফুল পীতবর্ণ, মধ্যস্থল বেগুনে, কখন কখন শ্বেতবর্ণ এবং বেগুনে, পুষ্পস্তবক লোমময়। ফুলের পাপড়ী বিস্তৃত, ডিম্বাকৃতি। বীজকোষ গোল, লম্বাকৃতি। ভিতরের কোষের প্রত্যেক ভাগে ৫-৭টি বীজ থাকে, ঈষৎ পীতবর্ণ অথবা কৃষ্ণবর্ণ। বৎসরের সকল সময়েই ফুল ও ফল দেখা যায়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—তূলা ক্ষত বাঁধিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। পোড়া তূলা ক্ষতে দিলে ক্ষত সারিয়া যায়। তূলা-বীজ গুঁড়া করিয়া আদা এবং জলের সহিত মিশাইয়া ব্যবহার করিলে অণ্ডকোষ-প্রদাহ নিবারিত হয়। ইহার বীজ মৃদু বিরেচক এবং কামোত্তেজক। পাতার রস আমাশয় আরাম করে। ইহা সর্পবিষের প্রতিষেধক।

তূলার শিকড় মূত্রকর ও পিপাসা-নিবারক। ইহার সিদ্ধ পাতা জ্বর ও উদরাময়ের মহৌষধ (Atkinson)। তূলার বীজ গর্ভস্রাব-কারক ও ঋতুনাশক। কার্পাস গাছের ক্বাথ ৪ আউন্স, ২ পাইন্ট জলে এক পাইন্ট থাকিতে নামাইয়া ২ আউন্স পরিমাণ ২০-৩০ মিনিট অন্তর ব্যবহৃত হয়। প্রসবকার্য্যে ইহা আর্গট অপেক্ষা অল্প তেজস্কর (Ind. Med. Gaz., 1884)। (Fig. 69.)

Genus—HIBISCUS Medik.

70. H. Abelmoschus Linn. (কালকস্তুরী)

Fig.—Wight, I.C., t. 399; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 131.

Ref.—F. B. I., i. 343; B. P., i, 265; Roxb., F. I., iii. 202; Watt, VI, 229.

জন্মস্থান—উত্তর নেপাল, চট্টগ্রাম, হুগলী। হাবড়ার জঙ্গলের ধারে কখন কখন দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—স. মুসকদানা; বা. কালকস্তুরী; হি. মুসক-ভিন্দি; Eng. Musk Mallow.

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী উদ্ভিদ্। ২।৩ ফুট উচ্চ হয়। ডাঁটা শক্ত ও পশমময়, বৃন্ত পত্র অপেক্ষা লম্বা। পত্র হৃৎপিণ্ডাকৃতি ও ৩-৫ অংশে বিভক্ত, অগ্রভাগ সরু, কিনারা কাটা কাটা, পত্রের উভয়পৃষ্ঠ লোমাবৃত। ফুল ৩-৪ ইঞ্চি, ডালের অগ্রভাগে জন্মে, উজ্জ্বল পীতবর্ণ, মধ্যস্থল বেগুনে, বোঁটা শক্ত ও বক্র। ফুলের বহির্দ্দেশ সবগুলি সমান ও বলের মত। ফল ২½-৩ ইঞ্চি, অগ্রভাগ সূচাল ও লোমময়। বীজ বক্র, মূত্রাশয়াকৃতি, ইহার গায়ে কতকগুলি সমান্তরাল রেখা আছে; গন্ধ মৃগনাভির গন্ধের ন্যায়। জুন হইতে জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত ফুল ও ফল পাওয়া যায়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বীজ পেটফাঁপা-নিবারক। মূল ও পাতার রস গনোরিয়া-নিবারক। বোম্বাই অঞ্চলে ইহার বীজ গুঁড়া করিয়া দুগ্ধের সহিত মিশাইয়া পাঁচড়ায় দেয় (Dymock)। পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপের লোকে ইহার বীজ খাওয়াইয়া অথবা গুঁড়া ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিয়া সর্প-বিষের চিকিৎসা করে (Watt)। পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে ইহার বীজ সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত করিবার জন্য ফরাসী দেশে বহু পরিমাণে রপ্তানী হয়। ইহার গুণ মৃগনাভির তুল্য। (Fig. 70.)

71. H. esculentus Linn. (ঢেঁড়স)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 132; Duthie, Fuller., Field & Gard. Crop t. 86.

Ref.—F. B. I., i. 343; B. P., i. 265; Roxb., F. I., iii. 210; Watt, VI, 237; Prain, H. H., 178; H. S., 118.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতের গরম দেশে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—স. গন্ধমূলা; বা. ঢেঁড়স; হি. ভিন্দি; Eng. Lady's finger.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল, বীজ, ফলের খোসা।

বর্ণনা—বৎসরজীবী গাছ, গায়ে লোম আছে। পত্রের বোঁটা ৬ ইঞ্চি লম্বা। পত্র খসখসে, দাঁতযুক্ত। ফুল পীতবর্ণ, মধ্যদেশ রক্তবর্ণ। ফল ৬-১০ ইঞ্চি লম্ব', ½-১ ইঞ্চি চওড়া, ফলের অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু। ফলে কয়েকটি শিরা আছে; ফল ৫-৮টি বীজপূর্ণ। বীজে লোম আছে; বীজ ধূসরবর্ণ। বৎসরের সকল সময়েই চাষ হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ঢেঁড়স কফের শান্তিকর। ফল ও বীজের শাঁস, গনোরিয়া, মূত্রযন্ত্র ও জননযন্ত্রের রোগ-নিবারক। অপক্ক ফলের ক্বাথ, মূত্রকর, সর্দ্দিনিবারক এবং গনোরিয়া রোগের শান্তিকর বলিয়া আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। (Fig. 71.)

72 H. Rosa-sinensis Linn. (জবা)

Fig.—Rheede, Hort Mal., ii. t. 17; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 134 A.

Ref.— . B. I., i. 344; B. P., i. 268; Roxb., F. I., iii. 194; Watt, IV, pt. 1, 242.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে বাগানে চাষ হয়। বঙ্গদেশ, হুগলী, হাবড়া, বোটানিক গার্ডেন (শিবপুর)।

বিভিন্ন নাম—স. জবা; বা. জবা; হি. জাস্থন; Eng. Shoe-flower.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফুল, পাতা এবং শিকড়।

বর্ণনা—জবা গাছ অনেক প্রকারের আছে। গাছগুলির বহু শাখা হয়। পাতা ডিম্বাকৃতি দাঁতযুক্ত, পাতার অগ্রভাগ সরু। ফুল অনেক প্রকারের, এক ও দুই বা বহু পাপড়ী-বিশিষ্ট লাল, নীল, পীত ও শ্বেতবর্ণ; ফুল সারা বৎসর ধরিয়া ফুটিয়া থাকে দেখিতে কতকটা ঘণ্টার ন্যায়; ২-৪ ইঞ্চি চওড়া। বীজকোষ গোলাকার এবং ইহাতে অনেক বীজ থাকে। বৎসরের প্রায় সকল সময়েই ফুল ও ফল হয়। কখন কখন জবার পাপড়ীর রসে চিনিতে রং করে এবং ফুল জুতা কাল করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পাতার রস স্নিগ্ধকর। ফুল ঘৃতে ভাজিয়া খাইলে অতিরিক্ত ঋতুস্রাব নিবারিত হয়। কুঁড়ি ধাতুদৌর্ব্বল্য-রোগে ব্যবহৃত হয়। শিকড় সর্দ্দির পক্ষে হিতকর। জবার শিকড়ের গুঁড়া, পদ্মের শিকড় এবং শ্বেতশিমুলের ছাল প্রত্যেকটি সমপরিমাণে সেবন করিলে অনিয়মিত ঋতুস্রাব নিবারিত হয়। মাত্রা ৬ মাসা পরিমাণ (Dymock)।

টাট্‌কা পাতার রসে সমপরিমাণ জলপাইয়ের (Olive) তৈল মিশ্রিত করিয়া অগ্নিতে জ্বাল দিয়া তৈলাবশেষ নামাইয়া সেই তৈল মাখিলে মাথার কেশ বর্দ্ধিত হয় (Moodeen Sheriff)।

জবা ফুল কাঁজিতে পেষণ করিয়া পান করিলে নারীর ঋতুলাভ হয়। ইহা কষ্টরজ, রজোরোধ ও বিলম্বিত ঋতুতে প্রয়োগ করা হয়। যে স্ত্রীলোকের অধিক বয়স্ পর্য্যন্ত ঋতু হয় না তাহাকে খাওয়াইলে সত্বর ঋতু হইয়া থাকে (Nadkarni)। (Fig. 72.)

73. H. cannabinus Linn. (মেস্তাপাট)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 130 ; Roxb., Cor. Pl., i. t. 190.
Ref.—F. B. I., i. 339 ; B. P., i. 267 ; Roxb., F. I., iii. 208 ; Daltz. & Gibs. Bomb, Fl. 20.

জন্মস্থান— ত্রিহুট, বেহার, ছোটনাগপুর, হুগলী, হাবড়া, ২৪ পরগনা।

বিভিন্ন নাম—বা. (লাল) মেস্তাপাট ; Eng. Red Sorrel.

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ, পাতা ও রস।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গাছ, প্রতিবৎসর চাষ হয়। ডাঁটায় মসৃণ লোম আছে। গাছের নীচের পাতা অবিভক্ত, হৃৎপিণ্ডাকৃতি, করাঙ্গুলিবৎ, পত্রের কিনারা করাতের ন্যায় দাঁতযুক্ত। ডাঁটায় কাঁটা আছে। পুষ্পস্তবক বড় ও বিস্তৃত, পাপড়ী পীতবর্ণ, মধ্যস্থল লালবর্ণ। ফল লোমযুক্ত, ডগাটি কাঁটার ন্যায় সরু। বীজ মসৃণ লোমযুক্ত। শরৎ ও শীতে ফুল ও গ্রীষ্মকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বীজ কামোত্তেজক। কোন স্থান ভাঙ্গিয়া যাইলে ইহার বীজ বাহ্যপ্রয়োগরূপে ব্যবহৃত হয়। ফুলের রস ১ তোলা পরিমাণ চিনি ও গোলমরিচের সহিত পান করিলে পুরাতন পৈত্তিক অম্লরোগ আরাম হয়। ইহার পাতা জোলাপের কাজ করে। (Fig. 73.)

Genus—PAVONIA Willd.

74. P. odorata Willd. (বালা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 128 ; Wall., Cat. 1886.
Ref.—F. B. I., i. 331 ; B. P., i. 261 ; Roxb., F. I., iii. 214.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, উত্তরপশ্চিম প্রদেশ, সিন্ধুদেশ।

বিভিন্ন নাম—স. বালক, হ্রীবের, উদীচ্যম্ ; বা. বালা ; হি. সুগন্ধবালা।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল ; মাত্রা ½-২½ আনা।

বর্ণনা—শিকড় ৭-৮ ইঞ্চি লম্বা, বক্র, ব্যাস ¼ ইঞ্চি। ছাল ফিকে ধূসরবর্ণ। কাষ্ঠ শক্ত পীতবর্ণ, শিকড়ের গন্ধ মৃগনাভির গন্ধের ন্যায়। ইহার কন্দ হইতে সরু সরু কৃষ্ণবর্ণ শিকড় বাহির হয়, উহা অতিশয় সুগন্ধময়। ছোট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, গায়ে আঠাযুক্ত কোমল পশম আছে। পত্র ১½-৩ ইঞ্চি, হৃৎপিণ্ডাকৃতি, ৩-৫টি ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত, পত্র দেখিতে অনেকটা কার্পাস পত্রের ন্যায়, পত্রের অগ্রভাগ সরু, বোঁটা লম্বা। প্রত্যেক পাতার গোড়া হইতে একটি একটি ফুল হয়। ফুলের বহিশ্ছদ ১০-১২, লম্বাকৃতি ; ফুলের পাপড়ী ৬টি ; পুষ্পের অন্তর্ব্বাস লালবর্ণ বা গোলাপী। পুংকেসর বহু, গোলাকারভাবে থাকে। ফুলের বোঁটা পাতার বোঁটার অর্দ্ধেক। ফলের ভিতর ২টি বিভাগ আছে।

প্রত্যেক ভাগে একটি করিয়া বীজ থাকে। বীজ ছোট মটরের ন্যায়, ধূসরবর্ণ বীজে তৈল আছে। অক্টোবর হইতে জানুয়ারী মাসে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—শিকড় সুগন্ধযুক্ত, উগ্র, ইহা জর ও প্রদাহে ব্যবহৃত হয় (U. C. Dutt)। দাহজ্বর-শান্তির জন্য বালা, আমলকী, রক্তচন্দন ও পদ্ম কাষ্ঠের গুঁড়া এক বাল্‌তী জলে মিশ্রিত করিয়া স্নান করাইলে দাহের শান্তি হয়।

হ্রীবের পদ্মকোশীর চন্দনক্ষোদবারিণা।
সংপূর্ণামবগাহেন দ্রোণীং দাহার্দিতো নরঃ॥ (চক্রদত্ত)

বালা-যোগে ষড়ঙ্গ পানীয় (Shadanga Paniya) প্রস্তুত হয়। ১ ড্রাম পরিমাণ আমলকী, মুথা, রক্তচন্দন, ক্ষেতপাপড়া (Oldenlandia corymbosa) গাছের শিকড় ও শুষ্ক আদা ২ সের জলে দিয়া ১ সের থাকিতে নামাইলে এই ঔষধ-দ্বারা দাহের শান্তি হয়।

বালা অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া বহেড়ার তৈলে মিশ্রিত করিয়া গাত্রে লেপন করিলে শ্বিত্র (ধবল রোগ) আরাম হয় (বাণভট্ট)।

বালা, চিনি ও মধু চাউল ধোয়া জলের সহিত পান করিলে শিশুর অতিসার আরাম হয়। বালা চাউল ধোয়া জলে পেষণ করিয়া পান করিলে বমন নিবৃত্তি পায়। (Fig. 74.)

Genus—URENA Linn.

75 U. lobata Linn. (বন ওকড়া)

Fig.—Rhumph, Amb. vi t. 25 Fig. 2; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 125.

Ref.—F. B. I., i. 329; B. P., i. 261; Roxb., F. I., iii. 182; Prain, H. H., 178; H. S., 112.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের বহুস্থানে; জঙ্গলের ধারে ও রাস্তার ধারে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. বন ওকড়া; হি. ব্যাকিটি; সাঁওতালী—ভিদিজনেলেট।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—বন-শাখা-সম্বলিত গুল্ম, গাছের গায়ে ছোট ছোট লোম আছে। পত্র ১-২ ইঞ্চি বিস্তৃত, ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, হৃৎপিণ্ডাকৃতি, গোলাকার এবং কর্ত্তিত। পত্র ৫-৭ ভাগে বিভক্ত, শিরা ৫-৭টি আছে, বোঁটা ছোট। ফুল উজ্জ্বল লালবর্ণ, মধ্যদেশ কৃষ্ণবর্ণ, গুচ্ছবদ্ধভাবে হয়। ফলে সরু সরু কাঁটা আছে। গাছের ফল ছাগল, গরু এবং অন্যান্য লোমশ জন্তুর গায়ে বা কাপড়ে লাগিলে ফলগুলি তাগাতে আটকাইয়া থাকে। ইহার ফুল বর্ষাকালে ও শীতকালে জন্মে। বীজে কোন আস্বাদ নাই।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় ছোটনাগপুর প্রদেশে বাতের বেদনায় ব্যবহৃত হয় (Campbell)। (Fig. 75.)

Genus—THESPESIA Corr.

76. T. populnea Corr. (পরাশ-পিপুল)

Fig.—Wigt, I. C. t. 8; Bedd., Sylv. t. 63; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 136.

Ref.—F. B. I., i. 345; B. P., i. 270; Roxb., F. I., iii. 191; Prain, H. H., 179; H. S., 120.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সমুদ্রতীরে এবং সুন্দরবনে বহুপরিমাণ জন্মে। অপরাপর স্থানে বিশেষতঃ হুগলী ও হাবড়া জেলায় বাগানে বা রাস্তার ধারে রোপণ করে। বোটানিক গার্ডেনে অনেক গাছ আছে।

বিভিন্ন নাম—বা. পরাশ, পরাশ-পিপুল; হি. পরাশ-পিপাল; তা. পরাসা মারাম্।

ব্যবহার্য্য অংশ—বল্কল, শিকড় এবং ফল।

বর্ণনা—বড় গাছ, গাছের ভিতরের কাষ্ঠ ঈষৎ বেগুনে নীল, সুগন্ধযুক্ত। পত্র দেখিতে অশ্বত্থ-পত্রের ন্যায়, ৩-৫ ইঞ্চি বিস্তৃত; হৃৎপিণ্ডাকৃতি, মসৃণ, তলায় ধূসর আঁশ-যুক্ত। ডাঁটা ১-৪ ইঞ্চি লম্বা, শাখাপ্রশাখা ক্ষুদ্র। ফুল বড় ও দেখিতে সুন্দর; বহির্ব্বাস ছোট, ৫টি দাঁতযুক্ত। পাপড়ী ৫টি, লম্বাকৃতি; পুংকেসর অনেক আছে একটি নলের মধ্যে আবদ্ধ। বীজাধার সরু আচ্ছাদনে আবৃত, ৪-৫টি বীজ থাকে। বীজ পশমময়, দেখিতে মটরের ন্যায়। বর্ষার পর হইতে শীতকাল পর্য্যন্ত ফুল ও ফল হইয়া থাকে। গাছের কাষ্ঠ শক্ত বলিয়া গরুর গাড়ী নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ফল হইতে পীতবর্ণ রস নির্গত হয়, ইহা অনেক ঔষধে ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণ-ভারতে ইহার ছালের ক্বাথে পাঁচড়া ধৌত করে (Watt)। কোন স্থানে পোকায় কামড়াইলে ইহার পত্রবোঁটা হইতে পীতবর্ণ আঠা বাহির করিয়া দষ্ট স্থানে লাগাইলে যন্ত্রণা নষ্ট হয়। কঙ্কণ দেশে ইহার ফুল পাঁচড়ার ঔষধে ব্যবহার করে। শরীরের কোন স্থানের গ্রন্থি ফুলিলে ইহার পাতা বাটিয়া গরম গরম প্রলেপ দিলে ফুলা আরাম হয় (Dymock)। (Fig. 76.)

Genus—ADANSONIA Linn.

77. A. digitata Linn. (গোরক আমলি)

Fig.—Bot. Mag, iv. t. 2791-92 (1828).

Ref.—F. B. I., i. 348; B. P., i. 270; Roxb., F. I., iii. 165.

জন্মস্থান—ভারতের সকল স্থানে বাগানে রোপণ করা হয়, বিশেষতঃ মুসলমান ফকিরদের গোরস্থানে; শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে অনেক গাছ আছে।

বিভিন্ন নাম—স. নাগবলা, কল্পবৃক্ষ, গাঙ্গেরুকা ; বা. গোরক আমলি, গোরক্ষ চাকুলে ; হি. আমলি ; Eng. Baobab.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল, ছাল এবং পত্র।

বর্ণনা—কাণ্ড স্থূল, বৃহৎ বৃক্ষ ৬০-৭০ ফুট লম্বা, নীচের দিকে অতিশয় স্ফীত। পত্র হস্তাঙ্গুলিবৎ এবং ক্ষুদ্র লোমদ্বারা আচ্ছাদিত। ৬-৭টি ভাগে বিভক্ত, ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা, অগ্রভাগ সরু ; শীতে পাতা পড়িয়া যায় ও মে-জুনে ফুলের সঙ্গে নূতন পাতা জন্মে। ফুল শ্বেতবর্ণ, এক একটি প্রায় ১২ ইঞ্চি লম্বা, পাপড়ী অবনত। গর্ভাশয় ৫-১০টি গহ্বরযুক্ত। ফল ঝুলিয়া থাকে, ঈষৎ সবুজবর্ণ, ৪-১২ ইঞ্চি লম্বা, লোমযুক্ত. খোলা শক্ত, পাতলা, উপরিভাগ পালকের ন্যায় পদার্থে আচ্ছাদিত। ফল অম্ল শাঁসে পরিপূর্ণ, এই শাঁস শুকাইলে শ্বেত ও ঈষৎ রক্তবর্ণ দেখায়। বীজ এক একটি ফলে শক্ত খোলায় আচ্ছাদিত। বীজ প্রায় ৩০টি হয়, মূত্রযন্ত্রের ন্যায় আকৃতি, ধূসরবর্ণ। মে-জুনে ফুল হয় ও শীতে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—গোরক আমলি আমাশয়-রোগ-নিবারক। পাতার পুলটিশ দিলে ফুলা আরাম হয়। পাতা শুষ্ক করিয়া গুঁড়া করিলে আফ্রিকার লোকে উহাকে লালো (Lalo) বলে, ইহা ঘর্ম্ম-নিবারণে ব্যবহৃত হয় (Royle)। বোম্বাই দেশে ইহার শাঁস মাখনের সহিত মিশ্রিত করিয়া উদরাময় এবং রক্ত আমাশয় রোগে ব্যবহার করে (বনৌষধি-দর্পণ)। ইহার ছালের ক্বাথ দুরারোগ্য সবিরাম ও অবিরাম জ্বর আরাম করে (Moodeen Sheriff)। নাগবলার মূলের ত্বক্‌চূর্ণ গব্যঘৃত-যোগে ক্রমে মাত্রা বর্দ্ধিত করিয়া একমাস পান করিলে দারুণ ক্ষয়রোগ আরাম হয়। ঔষধ-সেবনকালে অন্ন পরিত্যাগ করিয়া কেবল দুগ্ধ পান করিবে (রাজবল্লভ)। ইহা রসায়ন, বৃষ্য ও অতিশয় বলকারক। ইহা ক্ষয়-রোগে হিতকর। নাগবলার মূলত্বক্‌চূর্ণ গব্যঘৃত ও মধু-যোগে এক বৎসর সেবন করিলে লোকে ১০০ বৎসর জীবিত থাকে এবং জরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না (শার্ঙ্গধর)। (Fig. 77.)

Genus—SIDA Linn.

78. S. cordifolia Linn. (বেড়েলা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 121 ; Rheede, Hort. Mal. X. t. 54.

Ref.—F. B. I., i. 324 ; B. P., i. 258 ; Roxb., F. I., iii. 177 ; Dalz. and Gibbs., Bomb., Fl. 17, H. S., 113.

জন্মস্থান—পশ্চিমবঙ্গ, বেহার, ছোটনাগপুর, হুগলী, হাবড়া ও গোঘাটের পতিত জমিতে প্রচুর জন্মে। শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে বহুপরিমাণে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—স. ব্যাতালক ; বা. বেড়েলা ; হি. খারেতি ; তে. তেলাআন্টিস।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়, বীজ ও পত্র।

বর্ণনা—ছোট ছোট গুল্ম। পত্র ১½-২ ইঞ্চি লম্বা, ¾-১ ইঞ্চি বিস্তৃত, হৃৎপিণ্ডাকৃতি, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, উভয়দিকে লোম আছে। পাতার ডাঁটা পাতার সমান লম্বা। ফুলের বহিশ্ছদ লম্বা ও লোমাচ্ছাদিত। ফল ছোট। বর্ষাকালে অথবা শীতে ফুল হয়, পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—অবিরাম জ্বরে শিকড়ের ক্বাথ আদার সহিত ব্যবহার করিলে জ্বর আরাম হয়। বেড়েলা কম্পজ্বর-নাশক। শিকড়ের গুঁড়া দুগ্ধ ও চিনির সহিত খাইলে প্রদর-রোগের অতিস্রাব নিবারিত হয়। সমস্ত গাছের পিষ্ট রস এক পোয়া পরিমাণ খাইলে বিকৃত শুক্র সাম্যাবস্থায় পরিণত হয় (Dymock)। বৈদ্যশাস্ত্রমতে বলার নিম্নলিখিত গুণ আছে এবং ইহারা ৪ শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা :—

বলা-চতুষ্টয়ং শীতং মধুরং বলকান্তিকৃৎ।
স্নিগ্ধং গ্রাহি সমীরাস্রপিত্তাস্রক্ষতনাশনম্।
বলামূলত্বচশ্চূর্ণং পীতং সক্ষীরশর্করম্।
মূত্রাতিসারং হরতি দৃষ্টমেতন্ন সংশয়ঃ।
হরে মহাবলা কৃচ্ছ্রং ভবেদ্বাতানুলোমনী।
হন্যাদতিবলা মেহং পয়সা সিতয়া সমম্॥ (ভাবপ্রকাশ)
প্রদরং হন্তি বলায়া মূলং দুগ্ধেন মধুযুক্তং পীতম্। (চক্রদত্ত) (Fig. 78.)

79. S. rhombifolia Linn. (পীত বেড়েলা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 122.

Ref.—F. B. I., i. 323; B. P., i. 259; Prain, H. H., 177; H. S., 113.

জন্মস্থান—ভারতের প্রায় সকল স্থানেই জন্মে। বঙ্গদেশ, ছোটনাগপুর, হুগলী ও বগুড়া জেলার পতিত জমিতে ও জঙ্গলের ধারে ইহার গাছ বহু পরিমাণে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—স. অতিবলা; বা. পীত অথবা হল্‌দে বেড়েলা।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গুল্ম।

বর্ণনা—ছোট ঝাঁপী-বিস্তৃত গুল্ম, গাছ ৩-৬ ফুট লম্বা হয়। যে সকল গাছ বেশ তেজস্কর নহে উহার পাতা তুলসীপাতার ন্যায়। পত্র ছোট ডালের দুই দিকে একটির পর আর একটি জন্মে, বর্শাকৃতি, কিনারা করাতের দাঁতের ন্যায়। ফুল এক একটি জন্মে, পীতবর্ণ, শীতকালে বেলা ১২ টার সময়ে ফুটিয়া থাকে, ফুল ছোট, পুংকেসর অনেক। ফল ক্ষুদ্র, দুই দিকে দুইটি শিঙের মত থাকে। বীজ-কোষে বীজ ১-২টি জন্মে। বর্ষায় ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বেড়েলার ন্যায়। বলার মূল ও ত্বক্ দুগ্ধে পেষণ করিয়া মধু-যোগে পান করিলে প্রদর আরাম হয়। বলার ক্বাথ-দ্বারা পক্ক গব্য-ঘৃত পান করিলে জীর্ণজ্বর আরাম হয় (Dutt)। (Fig. 79.)

80. S. rhomboidea Roxb. (শ্বেত বেড়েলা)

Fig.—Fyson, Fl. Nilgiri & Pulney Hill-tops, iii, 291.

Ref.—F. B. I., i. 323 ; B. P., i. 259 ; Roxb., F. I., iii. 176.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, বঙ্গদেশ, বর্দ্ধমান, হুগলী, হাবড়া ও ২৪ পরগনা।

বিভিন্ন নাম—স. মহাবলা ; বা. শ্বেত বেড়েলা ; হি. সফেদ বেড়িয়ালা ।

বর্ণনা—মহাবলার ফুল শ্বেতবর্ণ, অথবা কখন কখন ফিকে পীতবর্ণ। পত্র, ফল, ফুল ইত্যাদির আকৃতি পীত বেড়েলার মত। পীত বেড়েলা ও শ্বেত বেড়েলার বিশেষ পার্থক্য না থাকায় শ্বেত বেড়েলাকে পীত বেড়েলার (S. rhombifolia) একটি variety (var. rhomboidea Roxb.) বলিয়া গণ্য করা বিধেয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—গুণ পীত বেড়েলার ন্যায়।

মহাবলামূলং মহৌষধাভ্যাং ক্বাথো নিহন্ত্যাশ্বিষমজ্বরং হি ।
শীতং সকম্পং পরিদাহযুক্তং বিনাশয়েৎ দ্বিত্রিদিন-প্রয়োগাৎ ।

(ভাবপ্রকাশ) (Fig. 80.)

81. S. veronicaefolia Lamk. (জোঁকা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 119 B.

Ref.—F. B. I., i. 322 ; B. P., i. 258 ; Roxb., F. I., iii. 171 ; Prain, H. H., 177 ; H. S., 113.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের অনাবাদী জমিতে, হুগলী ও হাবড়া জেলার জঙ্গলের ধারে।

বিভিন্ন নাম—স. ভূমিবলা ; বা. জোঁকা ; হি. ভয়বল ; সাঁ. জোঁকা সাকাম ; তা. বেভিলা।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় লতানে উদ্ভিদ্। ডালগুলি বিস্তৃত, প্রত্যেক গাঁইটে শিকড় হয়, পশমময়। পত্র ½-১ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি ; গোড়ার দিক্ হৃৎপিণ্ডাকৃতি, অগ্রভাগ সূক্ষ্ম করাতের ন্যায় দাঁতযুক্ত। বোঁটা ½-১ ইঞ্চি। ফুলের বোঁটা কোমল, ১ ইঞ্চি লম্বা খাড়া ভাবে থাকে। পুষ্পের বহিঃ-ছদ ৫টি, মস্তক সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, ফুল ফুটিলে পাপড়ী বহিঃ-ছদ অপেক্ষা লম্বা হয়। বর্ষার পর অথবা সারা বৎসরই ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কোন স্থান কাটিয়া অথবা মোচড়াইয়া যাইলে সাঁওতালেরা ইহার পাতা থেঁতো করিয়া আক্রান্তস্থানে লাগায়। ইহার রস উদরাময়ে হিতকর (Campbell), ইহার ফুল ও কাঁচা ফল চিনির সহিত খাইলে প্রস্রাবের জালা নিবারিত হয় (Joykrishna Indroji)। (Fig. 81.)

82. S. spinosa Linn. (গোরক্ষ চাকুলে)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 120.

Ref.—F. B. I., i. 323 ; B. P., i, 258 ; Roxb., F. I., iii. 174.

জন্মস্থান—বেরার, কঙ্কণ, ছোটনাগপুর, হুগলী, হাবড়া, বৰ্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে বহু পরিমাণে দেখা যায় ; ২৪ পরগনা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. নাগবলা ; বা. গোরক্ষ চাকুলে, বনমেথি।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র এবং শিকড়। মাত্রা মূলের ক্বাথ ৫-১০ তোলা, মূলের ছাল-চূর্ণ ২-৮ আনা।

বর্ণনা—বহুবর্ষজীবী স্থায়ী উদ্ভিদ্। পত্র ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, কোমল, লোমযুক্ত, সরু, লম্বাকৃতি, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, কিনারায় দাঁত আছে। প্রত্যেক পত্রের গোড়া হইতে ২।৩টি ফুল হয়। ফুলের বহিঃ-ছদ ত্রিকোণাকার, ভিতরের পাপড়ী পীতবর্ণ, বহিঃ-ছদের দ্বিগুণ লম্বা। ফুলের পাপড়ী ৫টি। ফল বড় খোলা দিয়া আচ্ছাদিত। বীজ ৫-৯টি থাকে। আয়ুর্ব্বেদমতে নাগবলা, খরগন্ধা, মহাশাখা, মহাপত্রা, মহাফলা এবং চতুষ্ফলা বলিয়া কথিত আছে। সেপ্টেম্বর হইতে আরম্ভ করিয়া ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ফুল ও ফল পাওয়া যায়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কঙ্কণ দেশে ইহার শিকড় পায়রা-বিষ্ঠার সহিত বাটিয়া ফোড়া ফাটাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহা অতিশয় জ্বরঘ্ন। পোর্টুগীজেরা ইহাকে বাতের ঔষধরূপে ব্যবহার করে। নাগবলা গনোরিয়া-নাশক ; মুসলমান হাকিমেরা ইহাকে কামোত্তেজক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (Dymock)।

বঙ্গদেশে ইহার পাতার রস ক্রিমিরোগে ব্যবহার করে (O'Shaughnessy), শিকড় জ্বরনাশক ও অম্লরোগে হিতকর (Moodeen Sheriff)। ইহার শিকড় ধাতু-পুষ্টিকর, জ্বরাক্রান্ত এবং দুর্ব্বল রোগীকে খাওয়াইলে বল-সঞ্চার হয়।

বলা-মূলের ছাল ও শুণ্ঠীর ক্বাথ ২।৩ দিন সেবন করিলে দাহযুক্ত বিষমজ্বর আরাম হয়। বলামূলের ছাল মধু ও ঘৃতসহ পান করিলে স্বরভঙ্গ নিবারিত হয়। প্রদর-রোগে উহা অতিশয় হিতকর। (Fig. 82.)

XXII. STERCULIACEAE

Genus—ABROMA Jacq.

83. A. augusta Linn. (ওলট কম্বল)

Fig.—Lamk., Ill. t. 636, 637 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 153.

Ref.—F. B. I., i. 375 ; B. P., i. 278 ; Roxb., F. I., iii. 156 ; Prain, H. H., 181 ; H. S., 108.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশ, ভারতের উষ্ণপ্রদেশ, খাসিয়া পাহাড়, সিকিম, হুগলী, হাবড়া ও ২৪ পরগনা; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়, ছাল ও পত্র।

বিভিন্ন নাম—বা. ওলট কম্বল; Eng. Devil's Cotton.

বর্ণনা—৮।১০ ফুট লম্বা গাছ। বন-জঙ্গলে জন্মে অথবা বাগানে রোপণ করে। ছাল হইতে রেশমের ন্যায় আঁশ বাহির হয়। আঁশের জন্য চাষ করিলে বেশ লাভ হয়। কাষ্ঠ নরম ও ধূসরবর্ণ। পত্র ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা, ৪-৫ ইঞ্চি বিস্তৃত। পাতার গোড়া হৃৎপিণ্ডাকৃতি, অগ্রভাগ ডিম্বাকৃতি, ক্রমশঃ সরু। পাতার বোঁটা ½-১ ইঞ্চি। পুষ্পগুচ্ছ নরম, বেগুনে, উভয়-লিঙ্গবিশিষ্ট। ফুলের বহিঃছদ ৪টি, পাপড়ী ৫টি, বীজাধার ১½ ইঞ্চি, লোমযুক্ত। গর্ভাশয়ে ৫টি বিভাগ আছে। ফল পঞ্চ-কোণবিশিষ্ট। বীজ অনেক হয়। আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে ফুল ও অক্টোবর হইতে জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ৩০ গ্রেন পরিমাণ শিকড়ের রস খাইলে ঋতুরোগ ও বাধক আরাম হয় (Ind. Med. Gazette, 1872)। এক ড্রাম পরিমাণ শিকড়ের রস, ঋতুর ১ সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতে ঋতুকাল পর্য্যন্ত গোলমরিচের সহিত ব্যবহার করিলে বাধক আরাম হয় (R. Macleod)। ওলট কম্বল ঋতুর সাম্যাবস্থা আনয়ন করে। গর্ভাশয়ের উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া আছে।

Dr. Evens বলেন যে তিনি কয়েকটি রোগীকে ইহা ব্যবহার করাইয়া বিশেষ ফল পাইয়াছেন, কোনটিতে বিফল হন নাই (Dymock, i. 233)। অরিষ্ট, বটিকা ও গুঁড়া অপেক্ষা, টাট্‌কা রস বিশেষ উপকারী। পাতার টাট্‌কা রস, কাণ্ডের ছেঁচা রস স্নিগ্ধকর ও গনোরিয়া রোগে বিশেষ উপকারী (Watt)। (Fig. 83.)

Genus—PENTAPETES Linn.

84. P. Phoenicea Linn. (দুপুরেমণি)

Fig.—Rheede, Hort., Mal. x. t. 56; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 152.

Ref.—F. B. I., i. 371; B. P., i. 277; Roxb., F. I., iii. 157, Prain, H. H., 181; Voigt, H. S., 107.

জন্মস্থান—পাঞ্জাব, বম্বে, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাবড়া ও ২৪ পরগনা; পতিত জমিতে।

বিভিন্ন নাম—স. বান্ধুলি, বন্ধুজীব; বা. কাঠলতা, দুপুরেমণি; হি. বন্ধুক, গেজুলিয়া।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফুল এবং শিকড়।

বর্ণনা—ছোট উদ্ভিদ, ২-৫ ফুট উচ্চ, নরম, লোমযুক্ত। পত্র ৩-৫ ইঞ্চি। ফুলের বোঁটা পাতার বোঁটার সমান, একসঙ্গে ১-২টি ফুল হয়; ফুল লালবর্ণ, দ্বিপ্রহরে ফুটিয়া থাকে। বহিশ্ছদ ৫টি, লোমযুক্ত, পাপড়ী ৫টি, ডিম্বাকৃতি। পুংকেসর ২০টি, গর্ভাশয় খর্ব্বাকৃতি। বীজাধারে ৫টি গহ্বর আছে; প্রত্যেক বীজকোষে ৮-১২টি বীজ হয়। আগষ্ট হইতে অক্টোবর মাসে ফুল ও নবেম্বর-ডিসেম্বর মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় সাঁওতালেরা ঔষধে ব্যবহার করে (Campbell)। (Fig. 84.)

Genus—HELICTERES Linn.

85. H. Isora Linn. (আঁতমোরা)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., vi. t. 30 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 148 ; Wight, I. C., t. 180.

Ref.—F. B. I., i. 365 ; B.P., i. 275 ; Watt, iv. pt. 1. 212 ; Roxb., F. I., iii. 143 ; Prain, H. H., 180 ; Voigt, H. S., 102.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র, বেহার, দাক্ষিণাত্য, হুগলী, হাবড়া, ২৪ পরগনা, শিবপুর বোটানিক গার্ডেন।

বিভিন্ন নাম—স. মৃগশৃঙ্গ, আবর্তনী ; বা. আঁতমোরা ; হি. ভেন্দু ; তে. গুবাধারা ; Eng. Indian Screw-tree.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফুল, শিকড়, ছাল। মাত্রা—চূর্ণ ½-১ আনা, ক্বাথ ৫-১০ তোলা।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, কোমল লোমযুক্ত। দেখিতে পিঁপুলের মত। ফুলের বহিশ্ছদ ৫টি, কোনটি ছোট কোনটি বড়। ফুলের পাপড়ী বিস্তৃত লাল বর্ণ, ফুল ফুটিয়া যাইবার পর বিবর্ণ হয়। পাপড়ী অবনত ছোট ও বড়, পুংকেসর ১০টি ; ৫ ভাগে বিভক্ত। গর্ভাশয় উপরিভাগে থাকে ; ৫টি গুহাবিশিষ্ট। বর্ষাকালে ফুল হয়, পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—প্রাচীন হিন্দুগণ দুরারোগ্য পুরাতন ঘায়ে ইহা ব্যবহার করিতে নির্দ্দেশ দেন। ইহা বালকদিগের পেটকামড়ানি- ও পেটফাঁপা-নিবারক (Ainslie)। সূতিকাগারে শিশুর গাভাঙ্গা-নিবারণের জন্য এদেশে আঁতমোরার ফল সরিষার তৈলে ভিজাইয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখাইয়া থাকে (বনৌষধি-দর্পণ)।

কঙ্কণদেশে আঁতমোরার শিকড়ের ছাল মূত্রযন্ত্রের রোগে ব্যবহার করে। গাছের সকল অংশই ধারক। প্রস্রাবের রোগে ও সর্পবিষে ইহা ব্যবহৃত হয় (Dymock)। ছালের গুঁড়া রক্ত আমাশয় ও উদরাময় রোগে ব্যবহৃত হয়। আঁতমোরা কৃমিনাশক, বলকারক ও শোথ নাশক। (Fig. 85.)

Genus—PTEROSPERMUM Schreb.

86. P. acerfolium Willd. (কনকচাঁপা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 150.

Ref. F. B. I., i. 368 ; B. P., i. 276 ; Roxb., F. I., iii. 158 ; Prain, H. H., 181 ; Voigt, H. S., 107.

জন্মস্থান—চট্টগ্রাম, উত্তরবঙ্গ, কমায়ুন, উত্তর-পশ্চিম হিমালয় প্রদেশ, হুগলী, হাবড়া, ২৪ পরগনা। সচরাচর রাস্তার ধারে ও বাগানে রোপণ করা হয়।

বিভিন্ন নাম—সং. কর্ণিকার ; বা. কনকচাঁপা।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, ছাল ও ফুল।

বর্ণনা—৪০।৫০ ফুট উচ্চ বৃহদাকার বৃক্ষ, শাখাগুলি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত, ছাল মসৃণ, কাষ্ঠ লালবর্ণ, গুঁড়ি গোলাকার। পত্র ২-৪ ইঞ্চি, লোমযুক্ত, অগ্রভাগ ডিম্বাকৃতি ও লম্বা, পাতায় অনেকগুলি খাঁজ আছে, পত্রের নিম্নদিক্ শ্বেতবর্ণ অথবা ঈষৎ পীতবর্ণ, লোমযুক্ত। ফুল হরিদ্রাভ, শ্বেতবর্ণ, সুগন্ধময়। এক স্থানে কখনও কখনও ২।৩টি ফুল হয়। ফুলের বহিঃ-ছদ ৪-৫টি ও লম্বা ; পাপড়ী আরও লম্বা। বীজাধার ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা, ব্যাস ১/২ ইঞ্চি। বীজ পক্ষযুক্ত এবং অনেক থাকে। ফুল মার্চ্চ হইতে জুলাই মাস পর্য্যন্ত হয় ; ফল ৮-৯ মাস গাছে থাকে, পরবৎসরে ফুল ফুটিবার আগে ফাটিয়া মাটিতে পড়িয়া যায়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পাতা ক্ষত-স্থানের রক্ত নিবারণ করে (Gamble)। ফুল বলকারক ঔষধের কাজ করে ও শ্বেতপ্রদর-নিবারক (Nadkarni)। (Fig. 86.)

87. P. suberifolium Lamk. (মুচকুন্দ চাঁপা)

Fig.—Lamarck, Ill. t. 576 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 149.

Ref.—F. B. I., i. 367 ; Roxb., F. I., iii. 158.

জন্মস্থান—উড়িষ্যাদেশের জঙ্গলে, উত্তরসরকার, কর্ণাট, বর্ম্মা প্রভৃতি স্থানে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—স. মুচকুন্দ ; বা. মুচকুন্দ চাঁপা।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফুল। মাত্রা ১/২-২ আনা।

বর্ণনা—মাঝারী গাছ, ছাল লম্বালম্বী ফাটে, কাঠ লাল বর্ণ, শাখা-প্রশাখা খুব ঘন ঘন। পাতা ২-৪ ইঞ্চি, গোড়ার দিক্ গোলাকার, ডগার দিক্ লম্বা, ডিম্বাকৃতি, সূক্ষ্ম লোম আছে, নীচের দিক্ শ্বেতবর্ণ অথবা ঈষৎ পীতবর্ণ। ফুল শ্বেতবর্ণ সুগন্ধযুক্ত, পীত রঙে মিশান, উভয়লিঙ্গবিশিষ্ট। বহির্ব্বাস লম্বা, পুরু লোমাবৃত, ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা

⅙-⅓ ইঞ্চি বিস্তৃত ; পাপড়ী আরও লম্বা, পুরু এবং শ্বেতবর্ণ বীজকোষ ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, ব্যাস ⅙ ইঞ্চি, বীজ পক্ষযুক্ত, কোষে অনেক থাকে। ডিসেম্বর মাসে ফুল হয়, ফল পাকিতে প্রায় এক বৎসর লাগে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ফুল কাঁজিতে বাটিয়া প্রলেপ দিলে বেদনা আরাম হয় (Hindu Mat. Medica)। কঙ্কণদেশে ইহার ফুল এবং ছাল কনকচাঁপার ফুলের সহিত মিশাইয়া বসন্তের প্রলেপরূপে ব্যবহার করে (Dymock)। বোম্বাইয়ের সম্ভ্রান্তবংশীয় স্ত্রীলোকেরা ইহার পাপড়ী মাথায় দিয়া কেশের সুগন্ধ বৃদ্ধি করে। মুচকুন্দ কাঁজিতে পেষণ করিয়া কপালে প্রলেপ দিলে শিরোরোগ আরাম হয় (চক্রদত্ত)। (Fig. 87.)

Genus—STERCULIA Linn.

88. S. foetida Linn. (জঙ্গলী বাদাম)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 144 ; Lamarck, Ill. iv. t. 736 ; Talbot, For. Fl. Bomb., i. 136.

Ref.—F. B. I., i. 354 ; Roxb., F. I. iii. 145 ; B. P. I., i. 274 ; Prain, H. H., 180.

জন্মস্থান—আদিম জন্মস্থান দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া, বঙ্গদেশের রাস্তার ধারে ও মন্দিরের নিকট যত্নে রোপিত হয়। দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতবর্ষ, বর্ম্মা ও সিংহল দ্বীপ।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. জঙ্গলী বাদাম ; মারহাট্টা—গোলদারু ; তা. পানারী মারাম ; তে. গুড়াপু-বাদাম ; কঙ্কণ—ভাতাল পেনারী।

ব্যবহার্য্য অংশ—পাতা, বীজ ও ফল।

বর্ণনা—বড় গাছ, শরৎকালে পাতা পড়িয়া যায় ; ৩০-৪০ ফুট উচ্চ। ত্বক্ পাতলা, শ্বেতবর্ণ ও নরম। শাখা-প্রশাখা গোলাকার ভাবে চারিদিকে অবনত। পত্র হস্তাঙ্গুলিবৎ, শাখার অগ্রভাগে ঘেঁসাঘেঁসিভাবে থাকে। পত্রিকা ৭-৯টি থাকে, পত্রের অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, প্রায় ৬ ইঞ্চি লম্বা ও ২ ইঞ্চি বিস্তৃত, নূতন পাতা কোমল লোমাবৃত। পত্রবৃন্ত ৩ ইঞ্চি। মোটামুটী পাতাগুলি দেখিতে শিমুল (Bombax malabaricum) গাছের পাতার ন্যায়। পুষ্পদণ্ড সোজা ভাবে জন্মে, এক সঙ্গে অনেক ফুল হয়। ফুল উভয়লিঙ্গবিশিষ্ট, লাল, পীত কিংবা ফিকে বেগুনে। বহির্ব্বাস ৫ ভাগে বিভক্ত, ব্যাস ½-¾ ইঞ্চি, কমলা নেবুর রঙের ন্যায়। পুংকেসর বক্র। ফল লালবর্ণ, শুষ্ক ফল কাষ্ঠের ন্যায় শক্ত, গোলাকার, মধ্যস্থলে একটি রেখা-দ্বারা বিভক্ত, ইহার বোঁটা ক্ষুদ্র, একসঙ্গে ৩-৫টি ফল হয়। বীজ কৃষ্ণবর্ণ, ফলের মধ্যে ১০।১৫টি থাকে। ফলের খোলা পুরু ও মাংসল। পাকা ফলে দুর্গন্ধ হয়। বীজগুলি ভাজিয়া খায়। ফুল মার্চ্চ মাসে হয়, নবেম্বরে ফল পাকে। (Fig. 88.)

ঔষধার্থে ব্যবহার—পত্র মৃদু বিরেচক। ইহার বীজ তৈলময়, হঠাৎ অসাবধানতার সহিত ভক্ষণ করিলে বমন ও মস্তক-ঘূর্ণন আনয়ন করে। ফল অতিশয় উষ্ণ (Ainslie)। বীজ ভাজিয়া খাইলে কোন অপকার হয় না। গাছের ছাল এবং পাতা মৃদু বিরেচক, মূত্রকর এবং ঘর্ম্মকর। ইহার তৈল কীটনাশক এবং পাঁচড়া প্রভৃতি চর্ম্মরোগে মলমরূপে ব্যবহার করিলে চর্ম্মরোগ সারিয়া যায়। (Fig. 88.)

XXIII TILIACEAE.

Genus—CORCHORUS Linn.

89. C. capsularis Linn. (পাট, ঘি-নালতে পাট)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 160.

Ref.—F. B. I., i. 397 ; B. P., i. 286 ; Roxb., F. I., ii. 581 ; Prain, H. H., 182 ; Voigt, H. S., 127.

জন্মস্থান—বাঙ্গালাদেশের সর্ব্বত্রই চাষ হয়, বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গে।

বিভিন্ন নাম—স. পাট ; বা. পাট।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, শুকনা শিকড়, অপক্ক ফল।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গাছ। পত্র ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, ¾ ইঞ্চি বিস্তৃত, দেখিতে লম্বাকৃতি, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, কিনারা করাতের ন্যায়। বোঁটা ১½ ইঞ্চি। ফুল পীতবর্ণ, ব্যাস ½ ইঞ্চি অপেক্ষা কম। ফল গোলাকার ৫টি শিরাবিশিষ্ট। ফলের প্রত্যেক গহ্বরে অনেক বীজ আছে। জুলাই-আগষ্ট মাসে ফুল হয় ও অক্টোবরে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শুকনা পাতা ভাতের সহিত খাইলে রক্ত আমাশয় আরাম হয়। পাতার রস, রক্ত আমাশয়, জ্বর, অম্ল রোগের মহৌষধ (Watt)। (Fig. 89.)

90. C. olitorius Linn. (পাট)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 161.

Ref.—F. B. I., i. 397 ; B. P., i. 286 ; Roxb., F. I., ii. 581 ; Watt, ii, pt. II, 540 ; Prain, H. H., 182 ; Voigt, H. S., 286.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশ, বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গে।

বিভিন্ন নাম—বা. পাট।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র ও বীজ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী উদ্ভিদ। পত্র ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, ১-২ ইঞ্চি বিস্তৃত, লম্বাকৃতি, কিনারা করাতের ন্যায়, পাতার অগ্রভাগ সরু। বোঁটা ১-২ ইঞ্চি। একস্থানে ২।৩টি ফুল হয়। ফুলের বোঁটা ছোট ; পাপড়ী পীতবর্ণ। ফল ২ ইঞ্চি লম্বা, লোমযুক্ত ও ১০টি শিরা আছে। জুলাই-আগষ্ট মাসে ফুল হয়, সেপ্টেম্বরে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পাতা ভাজিয়া খায়। শুক্‌না পাতাকে নাল্‌তে পাতা বলে। পত্রের ক্বাথ জ্বরনাশক। পাটের ছাই মধুর সহিত খাইলে পেট-বেদনা আরাম হয়। শুষ্ক পাতা ভিজান জল আমাশয়-নিবারক, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে ও শরীরে বল বৃদ্ধি করে। শুষ্ক-পাতা-চূর্ণ ৬ গ্রেন ও হরিদ্রার গুড়া ৬ গ্রেন ব্যবহার করিলে বিষম রক্তামাশয় আরাম হয় (K. L. De)। বীজের গুড়া মধু ও আদার সহিত খাইলে উদরাময় আরাম হয় (J. Indroji)। পাতা শান্তিকর, বলকারক, মূত্রকর ও গনোরিয়া-নিবারক (Moodeen Sheriff)। (Fig. 90.)

Genus—GREWIA Linn.

91. G. asiatica Linn. (ফল্‌সা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 156.

Ref.—F. B. I., i. 386 ; B. P., i. 283 ; Roxb., F. I., ii. 586 ; Watt, iv. Pt., 1, 177 ; Prain, H. H., 181 ; Voigt, H. S., 128.

জন্মস্থান—ত্রিহুট, উত্তরবঙ্গ, বেহার, বঙ্গদেশ, ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা, হুগলী, হাবড়া ও ২৪ পরগনা, বোটানিক গার্ডেন—শিবপুর। ছোটনাগপুরে জঙ্গলে আপনা আপনি জন্মে।

বিভিন্ন নাম—স. পরুষ ; বা. ফল্‌সা ; হি. স্বকরি ; সাঁওতালী—জঙ্গোলাত ; তা. ব্যাদাচি।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল, পত্র, ছাল ও শিকড়।

বর্ণনা—গাছ ২০।২৫ ফুট উচ্চ হয়। ছাল ধূসরবর্ণ। পত্র ২-২½ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, সামান্য বক্র সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, কিনারাগুলি সামান্য দাঁতযুক্ত। বোঁটা ½ ইঞ্চি। ফুলের বহির্ব্বাস অল্প লোমযুক্ত ও পীতবর্ণ, পাপড়ী হল্‌দে ও ছোট। ফল গোলাকার বড় মটরের মত, ধূসরবর্ণ, পাকিলে রঙ ঘোর নীল-প্রায় কাল রঙ হয়। ইহার ছাল হইতে সাদা আঁশ বাহির হয়। ফুল মার্চ্চ-এপ্রিল মাসে হয় এবং কখনও কখনও জুলাই-আগষ্ট মাসেও ফুল পাওয়া যায়, ফুলের এক মাস পরে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ফল ধারক ও শান্তিকর। ফল্‌সা হইতে একপ্রকার সরবৎ প্রস্তুত হয়। শিকড়ের ক্বাথ শান্তিকর (Stewart)। সাঁওতালেরা ইহার শিকড়ের ছাল বাতরোগে প্রয়োগ করে। (Fig. 91.)

Genus—TRIUMFETTA Linn.

92. T. rhomboidea Jacq. (বনওকড়া)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 159.

Ref.—F. B. I., i. 395 ; B. P., i. 285 ; Prain, H. H., 182 ; Voigt, H. S., 127 ; Roxb., F. I., ii. 463.

জন্মস্থান—সমস্ত বঙ্গদেশের জঙ্গলে দেখা যায়, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা ; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. ঝিঙ্গিরিষ্টা ; বা. বনওকড়া।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল, ফুল ও পত্র।

বর্ণনা—বর্ষজীবী ১½-৩ ফুট উচ্চ হয়, শাখা-প্রশাখা অতি অল্পপরিমাণে জন্মে। শাখায় নরম লোম আছে। পত্র ১-২½ ইঞ্চি লম্বা, নানা-আকৃতিবিশিষ্ট, মস্তক ত্রিভুজাকার, নিম্নদিক্ গোলাকার, কিনারায় দাঁত আছে। গাছের গোড়ার পাতার বোঁটা লম্বা, উহাতে ছোট ছোট ফুল হয়। ফুলের ব্যাস ⅛ ইঞ্চি, পীতবর্ণ। এক এক স্থানে এক সঙ্গে ৩।৪টি ফুল হয়। ফলের গায়ে খুব ছোট ছোট কাঁটা আছে। ফলগুলিতে কাপড় লাগিলে উহা কাপড়ে আবদ্ধ হইয়া যায়। অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর-জানুয়ারী পর্য্যন্ত ফুল ও ফল হয়। এই নামীয় গাছ Malvaceae orderএ আছে, কিন্তু এই গাছ তাহা অপেক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ছাল ও টাট্‌কা পাতা উদরাময়-নিবারক। ফুল চিনি ও জলের সহিত মিশাইয়া পেষণ করিয়া পান করিলে মেহ আরাম হয় (J. Indraji)। ইহার ফল সেবন করাইলে প্রসূতির প্রসব-বেদনা বাড়াইয়া দেয়। বনওকড়া রক্তাতিসারনাশক ও রসায়ন। (Fig. 92.)।

XXIV. LINACEAE.

Genus—LINUM Linn.

93. L. usitatissimum Linn. (মসিনা, তিসি)

Fig.—Bentl. & Trim., Med. Pl., t. 39 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 164.

Fig.—F. B. I., i. 410 ; B. P., i. 289 ; Roxb., F. I., ii. 110 ; Prain, H. H., 183 ; Voigt, H. S., 100.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে চাষ হয়, শীত ঋতুর ফসল।

বিভিন্ন নাম—স. অতসী, মসৃণা ; বা. তিসি, মসিনা ; তা. আলিসিডিরাই ; তে. অতসী ; Eng. Linseed, Flax.

1064B—10

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ, তৈল, ফুল ও পত্র।

বর্ণনা—বর্ষজীবী উদ্ভিদ্, ২-৪ ফুট উচ্চ। পাতা সরু ও লম্বা। ফুলের ব্যাস ১ ইঞ্চি। ফুলের বহিঃ-ছদ ৫টি, পাপড়ী ৫টি, নীলবর্ণ, পুংকেসর ৫টি। বীজ চেপ্টা; বীজকোষ ৬-৮ ভাগে বিভক্ত, এক একটি কোষে এক একটি বীজ থাকে। শ্বেত, লাল ও ধূসরবর্ণ-ভেদে মসিনা তিন প্রকার। বিশুদ্ধ মসিনার তৈল জলের ন্যায় পাতলা। ১মণ মসিনা হইতে প্রায় ১২ সের তৈল পাওয়া যায়। জানুয়ারী মাসে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ফুল হৃদ্রোগে ব্যবহৃত হয়। বীজ কামোত্তেজক। বাতরোগে মসিনার পুলটিস হিতকর। মসিনার ভাজা বীজ ধারক (Dymock)। মসিনার বীজ গনোরিয়া-নিবারক ও জননযন্ত্রের রোগ নিবারণ করে। British Pharmacopœia-মতে ইহার পুলটিস দিলে ফোড়া ফাটিয়া যায়। মসিনার তৈল বার্নিশ ও ছাপাখানার কালি প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়। প্রমেহ-রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে মসিনার তৈল ½-১ তোলা মাত্রায় সেবন করাইলে প্রমেহ আরাম হয় (Emerson)।

ধন্বন্তরী-নিঘণ্টু-গ্রন্থে মসিনার নিম্নলিখিত গুণ বর্ণিত আছে :—

"বাতঘ্নং মধুরং তেষু ক্ষৌমং তৈলং বলাসকৃৎ।" (Fig. 93.)

XXV. MALPIGHIACEAE.

Genus—HIPTAGE Gaertn.

94. H. Madablota Gaertn. (মাধবীলতা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 167 ; Rheede, Hort. Mal., vi. t. 59 ; Wight, Ill. Ind. Bot., i. t. 50.

Ref.—F. B. I., i. 418 ; B. P., i. 290 ; Roxb., F. I., ii. 368 ; Watt, IV. Pt., i. 252 ; Prain, H. H., 183 ; Voigt, H. S., 170.

জন্মস্থান—বেহার, ছোটনাগপুর, চট্টগ্রাম, বঙ্গদেশের বহুস্থান ; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর ; হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগনা।

বিভিন্ন নাম—স. মাধবিকা ; বা. মাধবীলতা।

ব্যবহার্য্য অংশ—পাতা ও ছাল।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্, গুঁড়ি শক্ত, মোটা, লম্বা ও সরল। ডাল ছোট ছোট, ছাল ধূসরবর্ণ ও পাতলা। কাষ্ঠ ঈষৎ লালবর্ণ ও শক্ত। পত্র ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, দেখিতে চাঁপা-ফুলের পত্রের ন্যায়। ফুলের মুকুলগুলি গুচ্ছবদ্ধ ও সূক্ষ্ম-লোমযুক্ত—দেখিতে অনেকটা তিলফুলের ন্যায়। বোঁটার উপরিভাগ মসৃণ, ফুলের ব্যাস ½-১ ইঞ্চি, তীক্ষ্ণ, সৌগন্ধময় ও শ্বেতবর্ণ।

ফুলের বহিঃ-ছদ ৫টি, বিস্তৃত, নিম্নদিকে অবনত। পাপড়ী ৫টি বহিঃ-ছদের দ্বিগুণ, পশমময় ও অসমান। পঞ্চম পাপড়ীর গোড়াটি পীতবর্ণ। পুংকেসর ১০টি ও সরু, একটি সর্ব্বাপেক্ষা লম্বা ও বক্র। ফল ২।৩টি পক্ষযুক্ত। বীজ পশমময়। ফেব্রুয়ারী হইতে এপ্রিল মাসে ফুল ও ফল হয়, সময়ে সময়ে বর্ষা অবধি ফুল ও ফল পাওয়া যায়। মাধবীলতা ও ইহার ফুল দেখিতে অতি সুন্দর। কালিদাস মদনক্লিষ্টা শকুন্তলার বর্ণনে বলিয়াছেন—"পত্রাণামত্র শোষণেন মরুতা স্পৃষ্টা লতা মাধবী।"

ঔষধার্থে ব্যবহার—পত্র চর্ম্মরোগে ব্যবহৃত হয় (Watt)। ছাল সৌগন্ধময় ও তিক্ত। পাতার রসে পোকা মরিয়া যায় এবং পাঁচড়ায় ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় (Moodeen Sheriff)। পাতা পুরাতন বাত ও হাঁপানীর শান্তিকারক (Watt)। যষ্টিমধু ও মাধবীফুলের ক্বাথ স্ত্রীলোকের স্তনে লেপন করিলে স্তন-কণ্ডুয়ন আরাম হয়। ঘোলের সহিত মাধবীমূল পান করিলে স্ত্রীলোকদের কটিদেশ ক্ষীণ হয় (বনৌষধি-দর্পণ)। (Fig. 94.)

XXVI. ZYGOPHYLLACEAE.

Genus—TRIBULUS Linn.

95. T. terrestris Linn. (গোক্ষুর)

Fig.—Wight, Ic., t. 98; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 168.

Ref.—F. B. I., i. 423; B. P., i. 292; Roxb., F. I., ii. 401; Prain, H.H., 183; Voigt, H. S., 184.

জন্মস্থান—ত্রিহুত, বেহার, ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. ইক্ষুগন্ধা; বা. গোক্ষুর; তা. নেরুনজি; তে. পান্নেরুমুল্লু।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল এবং শিকড়।

বর্ণনা—লতানে উদ্ভিদ্, শিকড় নরম ও শাঁসাল, ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা, ফিকে ধূসরবর্ণ, গন্ধ ঈষৎ উগ্র, স্বাদ মিষ্ট। ইহার মূলদেশ হইতে ৪-৫টি শাখা বাহির হইয়া চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া লতাইয়া যায়, শাখা পশমময়, ২½ ফুট লম্বা হয়। পত্র পক্ষাকার, উপপত্র ৫-৬ জোড়া, অগ্রভাগ গোলাকার, একটু লম্বা। ফুল ছোট ছোট বোঁটায় থাকে, দেখিতে উচ্ছে ফুলের ন্যায় পীতবর্ণ। ফুল হইতে ঈষৎ গোলাকার ৫টি কোণবিশিষ্ট ফল হয়। ফল কাঁটাদ্বারা আচ্ছাদিত, কাঁটাগুলি শক্ত ও তীক্ষ্ন। ফুলের সময়ে হল্‌দে ফুল দেখিয়া এই স্থানে গোক্ষুর গাছ আছে বলিয়া মনে হয়, আবার যখন ফুল থাকে না তখন

গোক্ষুর-কাঁটাগুলি পায়ে ফুটিলেই তথায় গোক্ষুর আছে বলিয়া জানা যায়। বীজকোষে অনেক বীজ থাকে। ফল পাকিলে ঈষৎ পীতবর্ণ দেখায়। বীজে তৈল আছে, বীজের খোলা অতিশয় শক্ত, তৈল সৌগন্ধময়। ফলের কাঁটা ২ সারিতে থাকে, এক থাকে ১০টি, নীচে ৭-৯টি। আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে ফুল হয়, পরে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—গোক্ষুরের ফল ও শিকড় স্নিগ্ধ, বলকারক। ইহার তৈল গনোরিয়া রোগে ব্যবহৃত হয়। গোক্ষুর দশমূল পাচনের একটি প্রধান মসলা। বেল, শোনা, গামার, পাটলা ও গণিকারিকাকে 'বৃহৎ পঞ্চমূল' এবং শালপাণি, পৃশ্নিপর্ণী প্রভৃতিকে 'ক্ষুদ্র পঞ্চমূল' বলে। ইহার ডাঁটার রস গনোরিয়া-নিবারক (Stewart)। গুজরাটে ইহা মূত্রকর বলিয়া ব্যবহৃত হয়। ইহা সর্দ্দি-নিবারক ও হৃদ্রোগে হিতকর। দক্ষিণ-ইউরোপে ইহা মূত্রকর বলিয়া খ্যাত আছে (O' Shaughnessy)। ইহার ফল দক্ষিণ-ভারতে মূত্রকর বলিয়া ব্যবহৃত হয়। গোক্ষুরের ফল ও পাতা মূত্রকর এবং মেহ-রোগে উপকারী (Moodeen Sheriff)। গোক্ষুরের ফলের রস বাত, মূত্রাশয়ের পীড়া ও পাথরী-রোগে উপকারী। পাঞ্জাবে ইহা কামোত্তেজক বলিয়া ব্যবহৃত হয় (Watt)। গোক্ষুর শ্বাস, কাস, অর্শ ও ব্রণ-নাশক (ভাবপ্রকাশ)। (Fig. 95.)

XXVII. GERANIACEAE.

Genus—AVERRHOA Linn.

96. A. Bilimbi Linn. (বিলিম্বি)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., iii. t. 45; Beddome, Fl. Syl., t. 117; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 179.

Ref.—F. B. I., i. 439; B. P., i. 296; Roxb., F. I., ii. 451.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্র দেখা যায়; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর; হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগনা। আদিম জন্মস্থান মালয় উপদ্বীপ।

বিভিন্ন নাম—স. বিলিম্বি; বা. বিলিম্বি।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল।

বর্ণনা—ছোট গাছ। কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ ও নরম। পত্র ডাঁটা হইতে দুইদিকে সমান্তরাল-ভাবে বাহির হয়, ৫-১৭ জোড়া, নীচেকার পাতা ছোট, অসমান, লম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু, নরম লোমাবৃত। পাতার দৈর্ঘ্য ২-২০ ইঞ্চি, বিস্তার ১-১৫ ইঞ্চি। বোঁটা ছোট, ফুল গাঢ় বেগুনে এবং গাঢ় লালবর্ণ। ফুল পুরাতন ডালের গোড়া হইতে বাহির হয়। বহির্ব্বাস লোমময়,

পাপড়ী লম্বা। ফল লম্বাকৃতি, দেখিতে অনেকটা কুলিবেগুনের মত, ২ ইঞ্চি লম্বা, সবুজবর্ণ, পাকিলে হরিদ্রাবর্ণ। ফলে ৫টি উঁচু শিরা আছে। ফুলের সময়—মার্চ্চ হইতে মে মাস, ফল পরে পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কথিত আছে বিলিম্বির আদি বাসস্থান মালয় উপদ্বীপ। পোর্টু গীজেরা তথা হইতে ইহাকে ভারতে আনিয়াছে। বিলিম্বির সরবৎ পিপাসা-নিবারক ও পাকস্থলী হইতে রক্তস্রাবে ব্যবহৃত হয়। বিলিম্বির সিরাপ অতি উৎকৃষ্ট। পাকা ফলের ১০ আউন্স পরিমাণ রস বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইতে হয়, ইহার সহিত চিনি ৩০ আউন্স, জল ১০ আউন্স। এইগুলি একত্র মিশাইয়া অল্প অগ্নিতে জ্বাল দিলে চিনি গলিয়া যায় এবং যাহা অবশিষ্ট থাকে উহা অতি উৎকৃষ্ট সরবৎরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে (Moodeen Sheriff)। (Fig. 96.)

97. A. Carambola Linn. (কামরাঙ্গা)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., iii. t. 43-44 ; Kritikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 178.

Ref.—F. B. I., i. 439 ; B. P., i. 296 ; Roxb., F. I., ii. 450 ; Prain, H.H., 184 ; Voigt, H. S., 191.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ, গ্রামপ্রধান স্থানে এমন কি উত্তরে লাহোর পর্য্যন্ত ; হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান এবং ২৪-পরগনা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. কর্ম্মরঙ্গ ; বা. কামরাঙ্গা ; তা. তামরেতামারাম ; Eng. Chinese gooseberry।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, শিকড় ও ফল।

বর্ণনা—ছোট গাছ, ২৫-৩০ ফুট উচ্চ, ঘন-শাখা-বিশিষ্ট। পত্র ১½-৩ ইঞ্চি, বোঁটা শক্ত লোমযুক্ত। পত্র গায়ের কোন স্থানে লাগিলে চুলকায়। ফুল শ্বেতবর্ণ এবং ঈষৎ রক্তাভ। ফুলের বহিঃ-ছদ উহার পাপড়ীর অর্দ্ধেক ; পুংকেসর ১০টি, ইহার মধ্যে পাঁচটি ছোট, গর্ভাশয় কোমল লোমযুক্ত। ফল ৩ ইঞ্চি লম্বা, পীতবর্ণ, ৪-৫টি শিরা-বিশিষ্ট। কামরাঙ্গা দুই জাতীয় আছে ; এক প্রকার মিষ্ট, অপরটি অম্ল। প্রথমটি রন্ধন করিয়া অথবা পক্ব বা কাঁচা অবস্থায় খায়। জুন হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত ফুল হয় ও সেপ্টেম্বর হইতে জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কামরাঙ্গা শীতল, ধারক, মিষ্ট এবং ঘর্ম্ম, কফ ও বাতনাশক (ভাবপ্রকাশ)। শুষ্ক ও অম্ল ফল জ্বরে ব্যবহৃত হয় (Watt)। পক্বফল রক্ত-অর্শের ভিতর বলি আরাম করিতে এক অমোঘ মহৌষধ (B. D. Basu)। ইহার ফল পিপাসা-নিবারক ও

জ্বরের শান্তিকর (Moodeen Sheriff)। পাকা কামরাঙ্গা—অম্লমধুর, রুচিকর, বলবৃদ্ধিকর ও পুষ্টিকর। (Fig. 97.)

Genus—BIOPHYTUM D C.

98. B. sensitivum D C. (বন-নারাঙ্গা)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xix. t. 19; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 177; Bot. Reg., xxxi. t. 68.

Ref.—F. B. I., i. 436; B. P., i. 295; Roxb., F. I., ii. 457; Prain, H. H., 183; Voigt, H. S., 191.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের রাস্তার কিনারায় ও ঘাস-জমিতে ইহা দেখা যায়; ভারতের সমস্ত উষ্ণপ্রধান দেশে এমন কি হিমালয় প্রদেশের ৬,০০০ ফুট উচ্চস্থানেও দেখা যায়। হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগনা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. ঝিল্লিপুষ্প, বা. বন-নারাঙ্গা; হি. লকসনা, লক্ষ্মণা।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ, শিকড় ও পত্র। মাত্রা—¼-½ তোলা।

বর্ণনা—ইহার কাণ্ড লম্বা, কোমল সূক্ষ্ম লোমাবৃত। পত্র—১½-৫ ইঞ্চি লম্বা। পত্রদণ্ডের দুই দিকে তেঁতুল পাতার ন্যায় পাতা বাহির হয়, ¼-½ ইঞ্চি লম্বা, পত্র নিম্নদিকে বক্র, কখন কখন সোজা থাকে। পাতার বোঁটা ১ ইঞ্চি। ফুলের মস্তক বিস্তৃত। প্রত্যেক শাখার অগ্রভাগে ৭-৮টি পৃথক্ পৃথক্ ফুল ধরে। পুষ্পের বহিঃ-ছদ পাপড়ীর অর্দ্ধেক। ফুলের পাপড়ী কোমল ও পীতবর্ণ, শিরাগুলি লালবর্ণ। ফুল ও ফল বৎসরের সকল সময়েই হয়। বীজকোষে অনেক ছোট ছোট বীজ থাকে। বীজ লালবর্ণ এবং উজ্জ্বল।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কোন স্থানে আঘাত লাগিলে ইহার বীজ গুঁড়া করিয়া দেওয়া হয়। বীজ মাখনের সহিত ফোড়ায় দিলে ফোড়া ফাটিয়া যায়। শিকড়ের ক্বাথ গনোরিয়া-নিবারক (Rheede)। পত্র জলের সহিত বাটিয়া খাইলে প্রস্রাব হয়। পৈত্তিক জ্বরে ইহা বড়ই হিতকর।

Gelonium multiflorum A. Juss গাছকেও বাঙ্গালায় বন-নারাঙ্গা বলে। এই গাছ Euphorbiaceæ বর্গভুক্ত। হুগলী, হাওড়া প্রভৃতি জেলার জঙ্গলের ধারে এই গাছ সচরাচর দেখা যায়। দক্ষিণ-ভারতে ও সিংহল দ্বীপে এই গাছের আদি জন্মস্থান, তথা হইতে বঙ্গদেশে আসিয়াছে। ইহার ফল পাকিলে হরিদ্রাবর্ণের হয় ও সম্পূর্ণরূপে পরিপক্ক হইলে ফলটি ফাটিয়া যায়, যেমন লাল ভেরেন্দা গাছের হয়। ইহার পত্র লম্বাকৃতি, পত্রের শাখা মোটা, ফল বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকিয়া থাকে। ইহার ফলের তৈল প্রস্তুত করিয়া পাঁচড়ায় লাগাইলে পাঁচড়া সারিয়া যায়। (Fig. 98.)

Genus—OXALIS Linn.

99. O. corniculata Linn. (আমরুল)

Fig.—Wight, Ic. t. 18; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 176 B.

Ref.—F. B. I., i. 436; B. P., i. 294; Roxb., F. I., ii. 457.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্র, চাষ-জমিতে ও ভাঙ্গা বাড়ীর গায়ে দেখা যায়। হাওড়া, হুগলী ও ২৪-পরগনা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. চুক্রিকা; বা. আমরুল; সাঁওতাল—তান্দিটাটং আরক; Eng. Indian Sorrel.

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ্।

বর্ণনা—সরু লতানে উদ্ভিদ্, ডাঁটা লম্বা ও ত্রিপত্র-বিশিষ্ট। ডাঁটার গোড়া হইতে ফুল হয়। ফুল অবনত, কখন বা উপর দিকে থাকে। লের পাপড়ী পীতবর্ণ। লের ব্যাস ⅜ ইঞ্চি। ফল সরু ও লম্বা। বীজকোষে অনেক বীজ থাকে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পাতার টাট্‌কা রস ধুতুরার মাদকতা নিবারণ করে ও রক্ত-আমাশয়-রোগে হিতকর (Dutta)। আমরুলের রস জ্বর-নাশক। শাক রন্ধন করিয়া খাইলে ক্ষুধা-বৃদ্ধি হয়। ইহা হজমী-কারক। অম্লরোগীর পক্ষে হিতকর। কোন স্থানে ফোড়া হইয়া যন্ত্রণা হইলে আমরুল পাতা বাটিয়া দিলে যন্ত্রণার লাঘব হয়। পাতা গরম জলে বাটিয়া ফোড়ায় পুলটিস দিলে ফোড়া ফাটিয়া যায়। বিছা কামড়াইলে আমরুল পাতার রস যন্ত্রণার লাঘব করে (Moodeen Sheriff)। কঙ্কণদেশীয় লোকেরা আমরুল-পাতা ছেঁচিয়া গরম জলে সিদ্ধ করিয়া রসুন-রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া মাথায় লাগাইয়া দারুণ পিত্তজনিত মাথাধরা আরাম করে (Dymock)। (Fig. 99.)

Genus—IMPATIENS Linn.

100. I. Balsamina Linn. (দোপাটী)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 180.

Ref.—F. B. I., i. 453; B. P., i. 296; Roxb., F. I., i. 651: Prain, H. H., 184; Voigt, H. S., 189.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বাগানে রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. দোপাটী ; হি. গুলমেন্দি।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—বর্ষজীবী উদ্ভিদ, ১-৩ ফুট উচ্চ হয়। কাণ্ড কোমল-লোমযুক্ত, শাখা-প্রশাখা অল্প হয়। কাণ্ডের চতুর্দ্দিকে একটির পর আর একটি পত্র হয়। পত্র ১½-৪ ইঞ্চি লম্বা, পাতলা, কিনারা করাতের দাঁতের ন্যায়, নিম্নের পাতা বড়, উপরের পাতা ছোট। পাতার অগ্রভাগ সরু, গোড়ার দিকেও সরু হইয়া বোঁটায় লাগিয়া থাকে। ফুল উজ্জ্বল লালবর্ণ কিংবা শ্বেতবর্ণ, বোঁটা ছোট, ফুলের বহির্ব্বাস লম্বাকৃতি লোমযুক্ত, ফল ⅓ ইঞ্চি, ডগা সরু, কোমল, লোম আছে, গোলাকার। ফুল ও ফল বর্ষাকালে হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—গাছ মূত্রকর, পাতা গেঁটে বাতে ব্যবহৃত হয় (Watt)। (Fig. 100.)

XXVIII. RUTACEAE.

Genus—AEGLE Corr.

101. A. Marmelos Corr. (বেল)

Fig.—Roxb., Cor. Pl., t. 143 ; Wight, Ic. t. 16 ; Rheede, Hort. Mal., iii. t. 35 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 201.

Ref.—F. B. I., i. 516 ; B. P., i. 305 ; Roxb., F. I., ii. 579 ; Watt, I, Pt., i, 117 ; Prain, H. H., 185 ; Voigt, H. S., 141.

জন্মস্থান—ভারতবর্ষের প্রায় সকল স্থানে জন্মিয়া থাকে, বাঙ্গালা ও বিহারে প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—স. বিল্ব ; বা. বেল ; হি. শ্রীফল ; Eng. Bengal Quince.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল, শিকড়ের ছাল, ফুল, পত্র, ফলের শাঁস।

বর্ণনা—বড় বৃক্ষ, ২৫-৩০ ফুট উচ্চ, ত্রিপত্রযুক্ত। পত্র গ্রীষ্মকালে পড়িয়া যায়। ফুল ঈষৎ সবুজ শ্বেতবর্ণ, ছোট বোঁটায় অবস্থিত, ফুলের বহির্ব্বাস ৪-৫টি দাঁতযুক্ত, শীঘ্র খসিয়া পড়ে। ফুলের পাপড়ী ৪-৫টি, বিস্তৃত, পুংকেসর অনেকগুলি। গর্ভাশয় বিস্তৃত ও মধ্যস্থলে খোলা, কাষ্ঠের ন্যায় শক্ত। ফল বড়, গোলাকার, ইহার ভিতর ৮-১৫টি বিভাগ আছে। বীজ অনেক। কিরকিরে, শ্বেতবর্ণ, আঠার ভিতরে বীজ থাকে। ফুল মে মাসে হয়, ফল পরবৎসরে মার্চ্চ-এপ্রিল মাসে পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কাঁচা বেলের শাস চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলে বেলশুঁঠ প্রস্তুত হয়, ইহা পাকযন্ত্রের পীড়া, রক্ত-আমাশয় ও উদরাময়-নিবারক। পাকযন্ত্রের পীড়ায় ইহার তুল্য আর দ্বিতীয় ঔষধ নাই। পক্কফল সৌগন্ধযুক্ত ও স্নিগ্ধকর। প্রত্যহ প্রাতে খালি পেটে ইহার শাঁস ভক্ষণ করিলে অম্ল ও উদরাময় আরাম হয়। পক্ক শুষ্ক ফল ধারক এবং রক্ত-আমাশয়-নিবারক।

শিকড়ের ছালের ক্বাথ অবিরাম জ্বরে প্রয়োগ করা হয়। ইহা দশমূল পাচনের একটি মশলা। চক্ষে পাতার প্রলেপ দিলে চোখ-উঠা আরাম হয়। টাট্‌কা পাতার টাট্‌কা রস মৃদু বিরেচক এবং জ্বর-নাশক ও কফ-নিবারক। পাকা ফলের শাঁস রঙের কার্য্যে ও চামড়া পরিষ্কার কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। পাতার ক্বাথ হাঁপানী-নিবারক বলিয়া মালাবার দেশে ব্যবহৃত হয়। শিকড়ের ক্বাথ চিনি ও দধির সহিত সেবন করিলে বালকদিগের উদরাময় আরাম হয়। টাট্‌কা পাতার রস গোলমরিচের সহিত সেবন করিলে সর্ব্বাঙ্গীণ শোথ, কোষ্ঠবদ্ধ ও কামলা রোগ আরাম হয়। পাতার রস শ্লেষ্মা-নিবারক। মুসলমান বৈদ্যেরা পক্ক ফলকে উগ্র, কাঁচাফলকে স্নিগ্ধকর ও অর্দ্ধপক্ক ফলকে স্নিগ্ধকর ও উগ্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা বলকারক ও ধারক। ছালের ২ তোলা রস, দুগ্ধ এবং জীরার সহিত সেবন করিলে শুক্রনাশ-রোগ আরাম হয়. (Dymock)।

বেলের কাঁচা শাঁস এক সপ্তাহ তিল তৈলে ভিজাইয়া উক্ত তৈল স্নান করিবার পূর্ব্বে মাখিলে পায়ের তলার জ্বালা নিবারিত হয়। টাট্‌কা ফলের শাঁস দুগ্ধ ও কাবাব চিনির (Cubeb) গুঁড়ার সহিত মিশাইয়া পান করিলে পুরাতন গনোরিয়া আরাম হয়।

পাতার টাট্‌কা রস মৃদুবিরেচক, সর্দ্দি ও জ্বর-নিবারক। বেলের শিকড় সর্পবিষের প্রতিষেধক (Watt)। পাকা বেলের সরবৎ প্রত্যহ প্রাতে ব্যবহার করিলে কোষ্ঠবদ্ধ ও পেটফাঁপার সহিত অম্লরোগ নিবারিত হয়। অপক্ক বেল ৬ ঘণ্টা ধরিয়া অগ্নিতে সিদ্ধ করিয়া খাইলে অম্লরোগ নিবারিত হয়। কলেরার সময়ে বেলের সরবৎ ব্যবহার করিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় এবং তরলভেদ হয় না, ইহাতে কলেরা হইবার সম্ভাবনা খুব কম হয় (B. Basu)।

ফলের শাঁস রক্ত-আমাশয় ও উদরাময়-রোগে হিতকর। কাঁচা শুষ্ক শাসের গুঁড়া প্রবল রক্ত-আমাশয়-রোগে এবং বেলের সরবৎ পুরাতন রক্ত-আমাশয়-রোগে হিতকর। কাঁচা শাঁসের গুঁড়া ব্যবহার করিলে রক্ত-আমাশয় বারে কম হইয়া যায়, যদি পুনঃপুনঃ ভেদ হয় তবে অপর ধারক ঔষধের সহিত ব্যবহার করিতে হয়। বেলের সরবতের প্রস্তুত-প্রণালী—৫ আউন্স শুষ্কশাঁস দুইপাইন্ট জলে ভিজাইতে হয়। শাঁস বেশী ভিজিলে শাঁসগুলি মাড়িয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে। অনন্তর ১৫ আউন্স পরিমাণ পরিষ্কার চিনি মিশাইয়া অগ্নির উত্তাপে ঘন করিবে। বেল যদি পক্ক হয় তবে চিনি ১০ আউন্স দিলেও চলিতে পারে। মাত্রা রক্ত-আমাশয়ের জন্য ২০।২৫ গ্রেন, অপর রোগের জন্য ১০-২০ গ্রেন, দিবসে ৪-৫ বার। সিরাপ ১ আউন্স পরিমাণ ৩-৪ ঘণ্টা অন্তর।

বেলের শুষ্ক শাসকে সংস্কৃতে বিল্বপেষিকা এবং বাংলায় বেলশুঁঠ বলে। শিকড়ের ছাল বুক-ধড়ফড়ানি রোগে হিতকর। Rhumphius বলেন যে চীনারা কচি বেল ও পাকা বেল হইতে extract বাহির করিয়া আফিংএর সহিত মিশ্রিত করে।

কাঁচা বেল ও বকুলের ফল প্রত্যেক ২ ভাগ; লবঙ্গ, জাফরান, নাগকেশর, জায়ফল ১ ভাগ, এইগুলি মিশাইয়া উদরাময়-রোগের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ প্রস্তুত হয়। মাত্রা বালকের পক্ষে ১বটিকা, পূর্ণবয়স্কের পক্ষে ৩ বটিকা। (Fig. 101.)

Genus—ATLANTIA Corr.

102. A. Monophylla Corr. (আতবী জাম্বীর)

Fig.—Wight, Ic. t. 1611 ; Rheede, Hort. Mal., iv. t. 12, Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 197.

Ref.—F. B. I., i. 511 ; B.P., i. 304 ; Watt, I, Pt. ii, 348 ; Roxb., F. I., ii. 378.

জন্মস্থান—উড়িষ্যা, শ্রীহট্ট।

বিভিন্ন নাম—স. বা. আতবী জাম্বীর ; উড়িয়া—নারগুনি ; Eng. Wild lime.

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, ফল ও বীজ।

বর্ণনা—ছোট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্, চতুর্দ্দিকে অনেক শাখা-প্রশাখা হয়। পত্র ১·৩ ইঞ্চি, লম্বাকৃতি, অগ্রভাগ মোটা ও দুই ভাগে বিভক্ত, উজ্জ্বল সবুজবর্ণ। বোঁটায় ছোট ছোট ফুল হয়। ফুল ছোট, ব্যাস ⅙-½ ইঞ্চি, দেখিতে কাগজী লেবুর ন্যায়, ফুলের বহিঃ-ছদ ছোট, লোমযুক্ত; পাপড়ী লম্বা, মাথা মোটা, শ্বেতবর্ণ; পুংকেসর ৮টি, গর্ভাশয় ছোট, পুষ্পাধারে অবস্থিত। ফলের ভিতর ৪টি বিভাগ আছে। প্রত্যেক বিভাগে একটি বীজ থাকে। ফুল অক্টোবর-নভেম্বর মাসে হয় ও ফল ফেব্রুয়ারী মাসে হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বীজের তৈল সরিষার তৈলের সহিত মিশাইলে গাঢ় সবুজবর্ণ দেখায়; এবং গন্ধ বেশ মনোহর হয়, গায়ে মাখিলে চর্ম্ম উত্তপ্ত হয়। তৈল পুরাতন বাতরোগে ব্যবহৃত হয় (Ainslie)। কঙ্কণদেশে ইহার পাতার রস মুখের একদিকের পক্ষাঘাত-রোগে ব্যবহার করে (Dymock)। (Fig. 102.)

Genus—CITRUS Linn.

103. C. medica Linn.

Var. *typica*. (বেগপুরা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 198.

Ref.—F. B. I., i. 514; B. P., i. 306; Roxb., F. I., iii. 392. Prain, H. H., 185; Voigt, H. S., 142.

জন্মস্থান—ঘারওয়াল হইতে সিকিম ও আসাম, খাসিয়া পাহাড়, গারো পাহাড়; চট্টগ্রাম, পশ্চিমঘাট ও সাতপুরা পাহাড়; আদিম বাসস্থান পূর্ব্ব এশিয়া।

বিভিন্ন নাম—স. মাতুলঙ্গ; বা. টাবানেবু, ছোলঙ্গনেবু, বেগপুরা; হি. বিজাউড়ী; Eng. Citron.

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল, ফলের শাঁস, বীজ ও পত্র।

বর্ণনা—বহু শাখা-প্রশাখাযুক্ত ছোট গাছ। পত্র ৩-৬ ইঞ্চি, একটু বক্র ও ডিম্বাকৃতি। ফুল ৫-১০টি, একস্থানে গুচ্ছবদ্ধভাবে হয়, গাঢ় রক্তবর্ণ; পুংকেসর ২০-৪০টি, একই ফুলে পুংকেসর ও গর্ভকেসর থাকে। এই নেবু সচরাচর বনজঙ্গলে দেখা যায়। এপ্রিল মাসে ফুল ও জুন মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ফুল বলকারক, শাঁস স্নিগ্ধকর, রসধারক, ফলের খোলা গলা-ফুলা ও রক্ত-আমাশয়-রোগে ব্যবহৃত হয় (Watt)। (Fig. 103.)

104. C. medica Linn.

Var. *Limonum*. (কর্ণনেবু)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 199 B.

Ref.—F. B. I., 515; B. P., i. 306; Roxb., F. I., iii. 392; Prain, H. H., 185; Voigt, H. S., 142.

জন্মস্থান—বাঙ্গালার স্থানে স্থানে চাষ হয়, আদিম বাসস্থান পূর্ব্ব এশিয়া।

বিভিন্ন নাম—স. করুণা; বা. কর্ণনেবু; হি. পাহাড়ী কাগজী।

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল, ফল, পত্র ও ফলের শাঁস।

বর্ণনা—পত্র ডিম্বাকৃতি, পাতার বোঁটার দিকে পক্ষযুক্ত। ফল মাঝারী ; পীতবর্ণ, খোলা পাতলা, অতিশয় অল্প, শাঁস প্রচুর আছে। ভারতীয় নেবু ; the Lemon of India. এপ্রিল মাসে ফুল ও জুন মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—নেবুর খোলা পেটফাঁপা-নিবারক ও পাকযন্ত্রের পীড়ায় হিতকর। ছালের তৈল পেটফাঁপা-নিবারক। মাত্রা ২-৪ ফোঁটা (Watt)। বাত, উদরাময় ও নূতন আমাশয়-রোগে ইহার রস হিতকর। ইহার রস ও বারুদ একসঙ্গে মিশাইয়া পাঁচড়ায় দিলে উপকার হয় (Pharm. Ind.)। (Fig. 104.)

105. C. medica Linn.

Var. *acida*. (পাতিলেবু)

Fig.—Bot. Mag., cx. t. 6745 ; Bailey, Cycl. Amer. Hort., 924.

Ref.—F. B. I., i. 515 ; B. P., i. 306 ; Roxb., F. I., iii. 390 ; Prain, H. H., 185 ; Voigt, H. S., 142.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশ ও ভারতের অনেক স্থানে চাষ হয়, হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগনা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর ; চন্দননগর, চুঁচুড়া, রাজহাট অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে বাগানে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. পাতিলেবু, কাগজীলেবু ; স. নিম্বক, জাম্বীর।

ব্যবহার্য্য অংশ—রস।

বর্ণনা—গোঁড়ালেবু অপেক্ষা পাতা ছোট, পাতার বোঁটা পাতা অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র। ফুল গুচ্ছবদ্ধ হয়, পাপড়ী সচরাচর ৪টি। ফল ছোট, পাতিলেবু গোলাকার, কাগজীলেবু একটু লম্বাকৃতি। রস অল্প। এপ্রিল মাসে ফুল ও জুন মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—রস পিত্তজনিত-বমন-নিবারক এবং বহুরোগের প্রতিষেধক (Ainslie)। টাট্‌কা লেবুর রস মশক-দষ্ট স্থানে প্রয়োগ করিলে উপকার পাওয়া যায় (Watt)। (Fig. 105.)

106. C. medica Linn.

Var. *Limetta*. (মিঠালেবু)

Fig.—Wight, Ic. t. 958.

Ref.—F. B. I., i. 515.

জন্মস্থান—ভারতের বহু স্থানে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—স. মধুকর্কটিকা ; বা. মিঠালেবু।

ব্যবহার্য্য অংশ—রস ও সমস্ত ফল।

বর্ণনা—ইহার পাতা ও ফুল Var. *acida*র মত। ফুল শ্বেতবর্ণ, একটু লালের দাগ আছে। ফলের ব্যাস ৩-৫ ইঞ্চি, একটু লম্বাকৃতি। ফলের ছাল পাতলা, শাঁসে লাগিয়া থাকে। রস মিষ্ট ও প্রচুর (Hooker and Brandis)। ফল অনেকটা বাতাবী লেবুর ন্যায় বড় হয়। এপ্রিল মাসে ফুল ও জুন মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা জ্বর ও কামলা-রোগে হিতকর। (Fig. 106.)

107. C. Aurantium Linn. (কমলালেবু)

Fig.—Wight, Ic. t. 957 ; Lamk., Ill., iii. t. 639, Fig. 1 (1797) ; Bentl. & Trim. Med., Pt. I, t. 51 (1875) ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 199. A.

Ref.—F. B. I., i. 516 ; B. P., i. 307 ; Roxb., F. I., iii. 392.

জন্মস্থান—ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই চাষ হয় ; ভূটান, সিকিম, খাসিয়া পাহাড়ে বহু পরিমাণে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—স. নাগরঙ্গ ; বা. কমলালেবু ; হি. নারাঙ্গী।

ব্যবহার্য্য অংশ—খোলা, শাঁস ও ফুল।

বর্ণনা—বিস্তৃত শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট গাছ। নূতন শাখা সবুজবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ। পত্র একটু বক্র, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ একটু মোটা, পক্ষযুক্ত। ফুল শ্বেতবর্ণ, উভয়-লিঙ্গবিশিষ্ট। ফল গোলাকার, উভয় দিকে কিঞ্চিৎ চাপা, ফলের ছাল অতিশয় কোমল। ফুল ফেব্রুয়ারী মাসে হয়, ফল অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কমলানেবুর শুষ্ক ছাল অম্লরোগ এবং শারীরিক দৌর্ব্বল্যে ব্যবহৃত হয়। ইহার ফুলের রস ২ আউন্স পরিমাণ হিষ্টিরিয়া রোগনিবারক (Pharm. Ind.)। মুসলমান বৈদ্যেরা ইহার ফল সর্দ্দিযুক্ত জ্বরে ব্যবহার করিতে ব্যবস্থা করেন। রসপিত্তজনিত-উদরাময়-রোগে হিতকর। নেবুর ছাল বমন-নিবারক। ইহার ছাল হইতে যে তৈল বাহির হয় উহা উত্তেজক (Dymock)। টাট্‌কা নেবুর খোলা মুখে রগড়াইয়া মাখিলে ব্রণ আরাম হয় (Gray)। (Fig. 107.)

108. C. decumana Linn. (বাতাবিলেবু)

Fig.—Baily, Cyclo. Amer. Hort., t. 1397 (1901).

Ref.—F. B. I., i. 516 ; B. P., i. 307 ; Roxb., F. I., iii. 393 ; Prain, H. H., 185 ; Voigt, H. S., 141.

জন্মস্থান—মালয় উপদ্বীপ ও পলিনেসিয়ার উদ্ভিদ, বঙ্গদেশের বাগানে সর্ব্বত্র চাষ হয়। হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগনার বাগানে চাষ হয়; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা. বাতাবিলেবু; হি. সাদা ফল; তা. বম্বলিনাশ; তে. এদাপান্ত; Eng. Pomelo.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল ও পত্র।

বর্ণনা—গাছ ৩০-৪০ ফুট উচ্চ হয়। পত্র ৬-৯ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, লম্বা, সূক্ষ্ম লোমাবৃত, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, পক্ষযুক্ত। ফুল বড়, শ্বেতবর্ণ। পুংকেসর ১৬-২৪টি। ফল বড় তালের ন্যায়, ছাল পুরু। শাঁস লাল ও শ্বেতবর্ণ, মিষ্ট অথবা অম্ল। ফল কাঁচা সবুজবর্ণ, পাকিলে পীতবর্ণ। মালয় ও পলিনেশিয়া দেশীয় উদ্ভিদ্। ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ মাসে ফুল হয়; ফল সেপ্টেম্বর হইতে নভেম্বর মাসে পাকিয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পত্র সংজ্ঞাহীনতা, কম্প ও সর্দ্দিতে ব্যবহৃত হয় (Punjab Products)। (Fig. 108.)

Genus—FERONIA Gærtn.

109. F. Elephantum Corr. (কয়েতবেল)

Fig.—Roxb., Cor. Pl., t. 141; Wight, Ic. t. 15; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 200.

Ref.—F. B. I., i. 516; B. P., i. 305; Roxb., F. I., ii. 411; Dymock, i. 281; Prain, H. H., 185; Voigt, H. S., 141.

জন্মস্থান—ভারতবর্ষের বহুস্থানে দেখা যায়; বঙ্গদেশ, হুগলী, ২৪-পরগনা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. কপিত্থ; বা. কয়েতবেল; Eng. Wood apple.

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, ফল ও আঠা। মাত্রা—ফলের শাঁস ২-৪ তোলা, ফলের রস ১-২ তোলা।

বর্ণনা—গাছ ২৫।৩০ ফুট উচ্চ হয়। ইহার পাতা দেখিতে অনেকটা কামিনী-ফুলের পাতার ন্যায়। প্রতিবৎসর গাছের পাতা ঝরিয়া পড়ে। গাছের কাঁটা শক্ত এবং সোজা। পত্রদণ্ডের দুই দিকে ৫।৭টি পত্র থাকে। ফুলের ব্যাস ½ ইঞ্চি, ফিকে লালবর্ণ বা শ্বেতবর্ণ, বহির্ব্বাস ৫টি দাঁতযুক্ত। পাপড়ী ৫টি কখনও ৬টি, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। পুংকেসর ১০ কিংবা ১২টি, ফুলের চারিদিকের থাকে। গর্ভাশয় লম্বাকৃতি। পুংকেসর ও গর্ভকেসর একই বৃন্তে থাকে। ফল ছোট আঠাবেলের মত, ব্যাস ২½ ইঞ্চি।

উপরিভাগ শ্বেতবর্ণ, শাঁস অম্ল ও ফিকে কৃষ্ণবর্ণ। ফেব্রুয়ারী হইতে এপ্রিল পর্য্যন্ত ফুল হয় ও শীতের প্রারম্ভে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—আয়ুর্ব্বেদ-মতে অপক্ব ফল উদরাময় ও রক্ত-আমাশয়ে ধারক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। পক্বফল দাঁতের মাড়ি এবং গলার ঘায়ে ব্যবহৃত হয়। পত্র পেট-ফাঁপা-নিবারক। কোন স্থানে মশকাদি দংশন করিলে ইহার শাঁস লাগাইয়া দিলে ফুলা কমিয়া যায়। অপক্ব ফল ঘুংড়ি কাসে দেওয়া হয়। পাতার রস বালকদিগের অপাক এবং অল্প পরিমাণে পেটের দোষ হইলে ব্যবহৃত হয় (Ainslie)। ছাল পিত্তপ্রকোপে ব্যবহৃত হয়। কাঁচা কয়েতবেলের রস মধু ও পিপুলচূর্ণ-যোগে সেবন করিলে হিক্কা ও বমন আরাম হয়।

কয়েতবেলের পাতা বাঁশ-পাতার সহিত সমভাগে পেষণ করিয়া মধুর সহিত সেবন করিলে প্রদর-রোগ আরাম হয় (বঙ্গসেন)। পক্ব কয়েতবেল স্কার্ভি (রক্তবিকৃতি)-রোগনাশক, পাচক ও বলকারক। অতিরিক্ত কুন্থনযুক্ত অতিসার ও রক্ত-আমাশয়ে কয়েতবেলের আঠা মধুসহ সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়। (Fig. 109.)

Genus—GLYCOSMIS Corr.

110. G. pentaphylla Corr. (আসশেওড়া)

Fig.—Roxb., Cor. Pl., t. 85 ; Bot. Mag., t. 2074.

Ref.—F. B. I., i. 499 ; B. P., i. 300 ; Roxb., Fl. I., ii. 381 ; Prain, H. H., 184 ; Voigt, H. S., 139.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশ, সিকিম, আসাম, ত্রিবাঙ্কুর, বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনার জঙ্গলের ধারে।

বিভিন্ন নাম—স. শাখোট ; বা. আসশেওড়া, বননেবু।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, ফল, সমগ্র গাছ, কাষ্ঠ।

বর্ণনা—ছোট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্। পত্রে ১-৫টি পত্রাংশ থাকে, পত্রাংশ ডিম্বাকৃতি ও মসৃণ। পত্র কাণ্ড হইতে একান্তর-ভাবে বাহির হয়। ফুল অতিশয় সবুজবর্ণ, পাপড়ী ৪-৫টি ; পুংকেসর ১০টি, উহা ফুলের নিম্নভাগে থাকে ; গর্ভকেসরের মস্তক ক্ষুদ্র, প্রায়ই উপরিভাগে একটি গ্রন্থি হয়। ফুল সূক্ষ্ম ও কোমল লোমযুক্ত, শ্বেতবর্ণ। গর্ভদণ্ড ছোট। ফল ছোট ও নীরস, ইহাতে ১-৩টি লম্বাকৃতি বীজ থাকে। নভেম্বর মাসে ফুল ও মার্চ্চ মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কাষ্ঠ সর্পদংশনের ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় (Watt)। পাতার রসে গব্যঘৃত পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে পারাজনিত ক্ষত আরোগ্য হয়। গোলমরিচ

৪ গণ্ডা, সমপরিমাণ পাকা ফলের রসে বাটিয়া খানিকটা পাতলা কাগজে গব্যঘৃত মাখাইয়া শুষ্ক করিবে, অতঃপর উক্ত কাগজে ফলের পিষ্টক মাখাইয়া শুষ্ক করিবে। উক্ত কাগজ-নির্ম্মিত চুরুটের ধূম পান করিলে রোগীর গলার ক্ষত ও গলা-ফুলা আরাম হয়। ডিপথিরিয়া রোগী ২।৩টি চুরুটের ধূম পান করিলে গলা-ফুলা আরাম হয় (বনৌষধি-দর্পণ)। (Fig. 110.)

Genus—MURRAYA Linn.

111. M. exotica Linn. (কামিনী)

Fig.—Rhumph., Amb. v. t. 8, Fig. 2 ; Wight, Ic. t. 96.

Ref.—F. B. I., i. 502 ; B. P., i. 302 ; Roxb., F.I., ii. 374 ; Watt, V. Pt. i, 288 ; Prain, H. H., 184 ; Voigt, H. S., 189.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, বিহার, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা প্রভৃতি স্থানে বাগানের বেড়ায় ব্যবহার করে, জঙ্গলের ধারে সচরাচর দেখা যায়; দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় আদি জন্মস্থান। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. একাঙ্গী ; বা. কামিনী ; তে. নাগগলুগু ; হি. বীরসার ; Eng. Honeybush.

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ।

বর্ণনা—পত্র ঈষৎ বিক্ষিপ্ত, পক্ষাকার, পত্রদণ্ডে সাধারণতঃ দুই দিকে ৩ জোড়া পাতা থাকে, লম্বা ও ডিম্বাকৃতি, গাঢ় সবুজবর্ণ; পত্র ১½-২ ইঞ্চি লম্বা, চওড়া ১ ইঞ্চি; পত্রবৃন্ত গোলাকার। ফুল সৌগন্ধযুক্ত কমলালেবু ফুলের মত। ফুলের বহির্ব্বাস ৫টি, পরস্পর বিভক্ত, অগ্রভাগ সরু, পাপড়ী মাথার দিকে বিস্তৃত; পুংকেসর ১০টি, লম্বাকৃতি; গর্ভকেসরের মস্তক লম্বা, মোটা, পুংকেসরের সমান লম্বা। গর্ভাশয় ২-৫টি কোষবিশিষ্ট। ফল ১-২ কোষবিশিষ্ট, ½ ইঞ্চি। বীজ ১টি কিংবা ২টি থাকে, লম্বাকৃতি, উপরিভাগে সরু, এক দিক্ চেপ্টা ও লোমযুক্ত। এপ্রিল হইতে আগষ্ট মাসে ফুল হয়, ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসে ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বাত, সর্দ্দি ও হিষ্টিরিয়া-রোগে ব্যবহৃত হয়। (Fig. 111.)

112. M. Koenigii Spreng. (বারসঙ্গ)

Fig.—Wight, Ic. t. 13 ; Roxb., Cor. Pl., t. 112 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 192.

Ref.—F. B. I., i. 503 ; B. P., i. 302 ; Watt, I, Pt. ii, 349 ; Roxb., F. I., Vol. ii, 375 ; Prain, H. H., 185 ; Voigt, H. S., 439.

জন্মস্থান—হিমালয় পর্ব্বতের পাদদেশে, ঘারওয়াল, সিকিম, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, এবং ২৪-পরগনায় গ্রামের ধারে জঙ্গলে দেখা যায়। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর। আদি বাসস্থান ভারতবর্ষ, বর্ম্মা।

বিভিন্ন নাম—স. সুরভিনিম্ব ; বা. বারসঙ্গ ; হি. কাঠনিম্ব ; তা. কমেপিল্লা ; তে. কারেভেপা।

ব্যবহার্য্য অংশ—বল্কল, পত্র ও শিকড়।

বর্ণনা—ছোট উগ্রগন্ধবিশিষ্ট উদ্ভিদ্। ছাল ধূসরবর্ণ। শাখা-প্রশাখা অবনত। পত্র ১ ফুট লম্বা ও সরু; বৃন্ত নরম; পত্রিকা ১-১½ ইঞ্চি, সকল পাতা সমান নহে, অগ্রভাগ একটু মোটা। ফুল শ্বেতবর্ণ, অনেক হয়, ⅓ ইঞ্চি লম্বা। ফুলের পাপড়ী লম্বাকৃতি, শিরাগুলি লম্বা; পুংকেসর লম্বা। গর্ভাশয় ২ কোষবিশিষ্ট। ফল প্রথমে সবুজবর্ণ, লালবর্ণ, পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ হয়। বীজ ফলের মধ্যে আঠার ভিতর থাকে। গাছের পাতা গ্রীষ্মকালে পড়িয়া যায়। ফেব্রুয়ারী হইতে এপ্রিল মাসে ফুল ও পরে ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ছাল ও শিকড় উত্তেজক। ইহার বাহ্য-প্রয়োগে বিষাক্ত জন্তুদিগের বিষ নষ্ট হয়। পাতার রসে রক্ত-আমাশয় আরাম হয় (Roxb.)। ঝলসান পাতার রসে বমন নিবারণ করে (Ainslie)। আয়ুর্ব্বেদ-মতে ইহা অতিশয় বলকারক ও উদরাময়-নিবারক এবং জরঘ্ন। মাদ্রাজ ও অন্যান্য স্থানে ইহার পাতা তরকারীতে ব্যবহৃত হয়। শিকড় ভেদক (Watt)। (Fig. 112.)

Genus—PEGANUM Linn.

113. P. Harmala Linn. (ইশবাঁধ)

Fig.—Lamak., Ill., ii. t. 401 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 182.

Ref.—F. B. I., i. 486 ; Dalz. and Gibs., Bomb. Pl., 45.

জন্মস্থান—পশ্চিমভারত, সিন্ধুদেশ, পাঞ্জাব, কাশ্মীর, দিল্লী, আগ্রা, আরব, উত্তর-আফ্রিকা।

বিভিন্ন নাম—বা. ইশবাঁধ ; হি. লাছরি, পুরমূল ; তা, বিরাতী ; তে. সিমাগোরস্তি বিল্ললু।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ, পত্র ও শিকড়।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্, ১-৩ফুট উচ্চ, বহু শাখা ও ঘন-পত্র-বিশিষ্ট। পত্র ২-৩ ইঞ্চি, সবুজবর্ণ, সরু, সূচাল। ফুলের ব্যাস ½-¾ ইঞ্চি, ফুল এক একটি হয়, বোঁটা ছোট। বহির্ব্বাস অপ্রশস্ত। বীজকোষ লোমযুক্ত ⅓ ইঞ্চি, বীজ বক্র ৩টি আঁটিবিশিষ্ট,

বীজকোষের সহিত বীজ বিক্রয় হয়। বীজ ফিকে, ধূসরবর্ণ, প্রায় ⅛ ইঞ্চি লম্বা। ইহার গন্ধ তামাকের ন্যায় উগ্র, স্বাদ অতিশয় তিক্ত। পারস্যদেশে এই গাছকে সিপান্দ (Sipand) বলে। কথিত আছে যে, এই গাছ জলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়। ইহার বীজ পারস্যদেশ হইতে প্রথম রপ্তানী হয়। দক্ষিণ ভারতে Henna বীজ ইস্‌বান্দ বলিয়া বিক্রয় হয়। জুলাই মাসে ফুল, সেপ্টেম্বর মাসে ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা স্ত্রী ও পুরুষের ইন্দ্রিয়ের উত্তেজক এবং স্ত্রীলোকদিগের স্তন্যদুগ্ধ ও ঋতুস্রাব বৃদ্ধি করে (Dymock)। পাতার ক্বাথ বাতে উপকার করে এবং গুঁড়া শিকড় সরিষার তৈলে মিশাইয়া কেশে দিলে উকুনাদি পোকা নষ্ট হয় (Stewart)। ইহার বীজ চক্ষের অস্পষ্ট দৃষ্টি ও মূত্রদোষ আরাম করে বলিয়া পাঞ্জাবে ব্যবহৃত হয়। ½ ড্রাম পরিমাণ রস সেবন করিলে ঋতুনাশ-রোগ আরাম হয় ও ঋতুস্রাব সরল হইয়া যায়। দেশীয় ধাত্রীরা গর্ভস্রাব-কার্য্যে ইহা ব্যবহার করে। ইহার শক্তি Ergot ও Savinaর তুল্য (Dymock i, 125)। হাঁপানী কাশি, ঘুংড়ি কাশি, বাত, পাথরী, কামলা, অল্প রজ এবং অপরাপর জননেন্দ্রিয়ের রোগে ইহা অতিশয় হিতকর ঔষধ। ইহা কুইনাইনের গুণের তুল্য এবং ইহা অপেক্ষা আর কোন সস্তা জ্বরনাশক ঔষধ নাই (Moodeen Sheriff)। (Fig. 113.)

Genus—ZANTHOXYLON Roxb.

114. Z. alatum Roxb. (নেপালী ধনে)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 184 ; Annals Bot. Gard. Cal., vi. t. 7, Figs. 3 and 4.

Ref.—F. B. I., i. 493 ; Roxb., F. I., iii. 768 ; Brandis, For. Fl., 47.

জন্মস্থান—জম্মু হইতে ভূটান, খাসিয়া পাহাড়, ২০০০-৩০০০ ফুট উচ্চে।

বিভিন্ন নাম—বা. নেপালী ধনে ; স. তত্নম্বুরু ; হি. তেজবাল ; লেপচা—টুওগ্রূক্‌।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ, ছাল ও ফল।

বর্ণনা—ছোট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, সৌগন্ধযুক্ত, ডালে বেগুন গাছের ন্যায় কাঁটা আছে, কাঁটার অগ্রভাগ সরু। শাঁস কর্কের ন্যায়। পত্র ১½-৯ ইঞ্চি (Khasia sp.), শাখার দুই দিকে ২টি করিয়া কাঁটা আছে। পত্রাংশ ⅜-৪ ইঞ্চি সরু, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ এবং পাতার কিনারাগুলি করাতের ন্যায় দাঁতযুক্ত। ফুল ⅛-½ ইঞ্চি, বহির্ব্বাস ৬-৮টি, ফুলের পাপড়ী নাই, পুংকেসর ৬-৮টি। বীজকোষের ব্যাস ⅙-½ ইঞ্চি, ফিকে লালবর্ণ। ইহার ডাল দাঁতনরূপে ব্যবহৃত হয়। ফুল জুলাই ও আগষ্ট মাসে হয়, ফল অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বীজ ও ছাল উগ্র, ইহা জ্বর, অম্লরোগ ও কলেরায় ব্যবহৃত হয়। ফল, শাখা এবং কাঁটা দাঁতের বেদনা-নিবারক। ইহা পেট-ফাঁপা দূর করে ও মৎস্য মারিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। বীজ ও ছাল উত্তেজক ও বলকারক। ইহা জ্বর, অম্লরোগ ও কলেরায় ব্যবহৃত হয়। (Baden Powell, Pharm. Ind.)। ইহার শাখায় দাঁতন করিলে দাঁতের বেদনা আরাম হয়। (Fig. 114.)

Genus—TODDALIA Linn.

115. T. aculeata Pers. (দাহন)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 189.

Ref.—F. B. I., i. 497 ; Dymock, i. 260 ; Roxb., F. I., i. 616 ; B. P., i. 299.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশ, দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম দিকে, সিংহল, কুমায়ুন, খাসিয়া পাহাড়, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. কাঞ্চন, দাহন ; বা. দাহন, কাডাটোডালি ; হি. কাঞ্জ ; রাজপুতনা. দাহন ; তে. কোন্দা কাসিন্দা ; তা. মিক্কারানাই।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়, ছাল, পত্র ও ফল।

বর্ণনা—কাঁটাযুক্ত গুল্ম, কাঁটার অগ্রভাগ নিম্নে অবনত। পত্র ১-৩টি ডাঁটার তিন দিকে থাকে ; বোঁটা ছোট ছোট। ফুল উভয়লিঙ্গ-বিশিষ্ট, প্রতিবৎসর ডালের অগ্রভাগে ফুল হয়, যেমন আকন্দ-গাছের হয়। বহির্ব্বাস ৫টি, পাপড়ী ২-৫টি, নরম, পুংকেসর ২-৮টি। গর্ভদণ্ড ছোট। ফল গোলাকার, নরম ও ২-৭টি ঘরবিশিষ্ট, ঘরগুলি আঠাযুক্ত, প্রত্যেক ঘরে ২টি বীজ থাকে। ফলের বর্ণ কমলানেবুর রঙ্‌বিশিষ্ট, ইহা দাহকর বলিয়া সংস্কৃতে দাহন ও দেখিতে কতকটা সোনার ন্যায় বলিয়া কাঞ্চন বলে। ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ মাসে ফুল এবং মে ও জুন মাসে ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—Rheede বলেন ইহার অপক্ক ফল এবং শিকড় তৈলে মিশাইয়া মালিশ করিলে বাত আরাম হয়। গাছের প্রত্যেক অংশ কিরকিরে। তৈলঙ্গী দেশীয় কবিরাজেরা ইহার টাট্‌কা ছাল অবিরাম জ্বরে ব্যবহার করেন। ভারতবর্ষে ইহা একটি বড় প্রয়োজনীয় মহৌষধ। কুইনাইনের ন্যায় ইহার জ্বরনাশক শক্তি আছে। ইহার ১২ আউন্স কাথ, দিবসে ২বার ব্যবহার করিলে অবিরাম জ্বর আরাম হয় এবং ২।৪ দিন তিন ঘণ্টা অন্তর ব্যবহার করিলে কুইনাইনের ন্যায় কার্য্য করে। যে সকল দুরারোগ্য ম্যালেরিয়া জ্বর কুইনাইন দ্বারা আরাম হয় না, এই ঔষধ ব্যবহার করিলে উহা একেবারে

আরাম হইয়া যায়। শিকড়ের ছাল জ্বরনাশক, উত্তেজক এবং স্বাভাবিক দৌর্ব্বল্য-নাশক (Pharm. Ind.)। Bidie বলেন ইহার তুল্য উত্তেজক, জ্বরনাশক ও পেট-ফাঁপা-নিবারক ঔষধ ভারতে আর দ্বিতীয় নাই। এদেশে ইহার ছেঁচারস ও আরক সচরাচর ব্যবহৃত হয় (Bentl. and Trim.)। (Fig. 115.)

Genus.—LUVUNGA Ham.

116. L. scandens Ham. (লবঙ্গলতা)

Fig.—Wight, Ill., i. 108 ; Bot. Mag., t. 4522 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 194.

Ref.—F. B. I., i. 509 ; B. P., i. 304 ; Roxb., F. I., ii. 380.

জন্মস্থান—চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, খাসিয়া পাহাড়, বর্ম্মা, বঙ্গদেশ।

বিভিন্ন নাম—স. লবঙ্গলতা ; বা. লবঙ্গলতা, রুপা ; হি. কাক্কোলা।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল।

বর্ণনা—বর্ষজীবী লতানে উদ্ভিদ, কাণ্ড কাঠের ন্যায় শক্ত ; কাঁটা বক্র, নিম্নদিকে অবনত। পত্র ২-৭ ইঞ্চি লম্বা, পত্রের শিরাগুলি অসম্পূর্ণ এবং বিস্তৃত। ফুলের বোঁটা খর্ব্বাকৃতি; ফুল ¾ ইঞ্চি, সৌগন্ধযুক্ত, শ্বেতবর্ণ। ফুলের বহির্ব্বাস বাটীর ন্যায়, ৪-৫টি দাঁতযুক্ত। উপরিভাগ ঢেউ-খেলান। পাপড়ী ৪টি, মোটা এবং একটু বক্র। গর্ভাশয়ে ৩-৪টি ঘর আছে। ফল লম্বাকৃতি, পায়রার ডিম্বের ন্যায়, ঈষৎ পীতবর্ণ, ভিতরে শাঁস ও আঠা আছে। বীজ ১-৩টি, ডিম্বাকৃতি, সূচাল। বসন্তে ফুল হয়। "ললিত-লবঙ্গলতাপরিশীলনকোমল-মলয়সমীরে" (জয়দেব)। এপ্রিল ও মে মাসে ফুল হয়, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ফল হইতে কাক্কলক পাওয়া যায়। ইহা তৈল সুবাসিত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। আয়ুর্ব্বেদে যে কাকলীর উল্লেখ আছে তাহা এই কাকলা নহে, তাহাকে ক্ষীরকাকলী কহে ; উহা অষ্ট বর্গের অন্তর্গত। অষ্ট বর্গের আর সাতটির নাম—(১) জীবক, (২) মেদা, (৩) মহামেদা, (৪) ঋষভক, (৫) ঋদ্ধি, (৬) বৃদ্ধি, (৭) কাক্কোলা। ইহার ফলে কাঁকড়া বিছার বিষ আরাম হয়। (Fig. 116.)

XXIX. SIMARUBEAE.

Genus.—BALANITES Planch.

117. B. Roxburghii Planch (হিঙ্গন)

Fig.—Wight, Ic. t. 274 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 207.

Ref.—F. B. I., i. 527 ; B. P., i. 308 ; Watt, I. Pt. ii, 363 ; Roxb., F. I., ii. 253 ; Brandis, For. Fl., 59.

জন্মস্থান—কানপুর, সিকিম, বেহার, গুজরাট, বর্ম্মা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর; খান্দেশ, ডেরাডুন।

বিভিন্ন নাম—স. ইঙ্গুদী বৃক্ষ; বা. হিঙ্গন, জীয়াস্থতা; হি. হিঙ্গন; তা. নানফুনদা; তে. রিঙ্গরী।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ, ছাল, পত্র ও ফল।

বর্ণনা—কণ্টকময় ২০ ফুট উচ্চ বৃক্ষ। কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ, ত্বক্ পীতবর্ণ। শিকড় গোড়া হইতে বহুদূর বিস্তৃত হয়। শাখা মসৃণ লোমাবৃত, প্রত্যেক গাঁইটে ধারাল ও উর্দ্ধদিকে উন্নত কাঁটা আছে। পত্র যোড়া-যোড়া হয়। পত্রের অগ্রভাগ গোলাকার আকন্দ পাতার মাথার ন্যায়, ডিম্বাকৃতি, বোঁটার দিক্ ক্রমশঃ সরু। একসঙ্গে ৪-১০টি ফুল হয়। ফুল ১ ইঞ্চির কিছু অধিক লম্বা, শ্বেত অথবা সবুজবর্ণ, সৌগন্ধযুক্ত। পাপড়ী ডিম্বাকৃতি, নরম লোমাবৃত। ফল প্রায় ১ ইঞ্চি লম্বা, কাষ্ঠের ন্যায় শক্ত, কোণবিশিষ্ট। ফলের শাঁস তিক্ত, বীজ শক্ত। সংস্কৃতে ইহাকে তাপসতরু বা মুনিপাদপ বলে। ইহার আর এক নাম গৌরী-ত্বক্, গৌরী-উপাসনার সময়ে ও গণপতি-উৎসবের সময়ে ইহার পাতা ও ফুল পূজায় ব্যবহৃত হয়। ফেব্রুয়ারী হইতে এপ্রিল পর্য্যন্ত ফুল হইয়া থাকে এবং জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর মাসে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বীজ সর্দ্দিতে ব্যবহৃত হয়, ইহার ত্বক্, অপক্ব ফল ও পত্র কিরকিরে, তিক্ত, বিরেচক। আফ্রিকা-দেশীয় আরবেরা ইহার শাঁস ক্ষত পরিষ্কার করিতে ব্যবহার করে। ইহার ছাল জলে দিলে মৎস্য মরিয়া যায় (Dymock)।

বীজ পেট-ফাঁপা ও পেটের বেদনা-নিবারক (Watt)। ইঙ্গুদী ক্রিমি-নিবারক, একটি ফলের অর্দ্ধেক প্রতিবারে ব্যবহার্য্য, মাত্রা ২-২০ গ্রেন। ইহার বীজ হইতে নিষ্কাশিত তৈল অগ্নিদাহ ও ক্ষতরোগে ব্যবহৃত হয় (Dymock, Pharm. Ind.)। ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে :—

ইঙ্গুদোঽঙ্গারবৃক্ষশ্চ তিক্তকতাপসদ্রুমঃ।
ইঙ্গুদঃ কুষ্ঠভূতাদিগ্রহব্রণবিষক্রমীন্ ॥
হন্ত্যাষ্ণঃ শ্বিত্রশূলঘ্নস্তিক্তকঃ কটুপাকবান্ ॥

ইহার অপক্ব ফল পশু-চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। (Fig. 117.)

Genus—AILANTHUS Roxb.

118. A. excelsa Roxb. (মহানিম্ব)

Fig.—Wight, Ic. i. t. 67; Roxb. Cor. Pl., t. 23; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 202.

Ref.—F. B. I., i. 518; B. P., i. 308; Roxb., F. I., ii. 450.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর; গঙ্গার কিনারায়, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, বিহার, দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম দিকে, এবং কর্ণাটে বহু পরিমাণ গাছ আছে।

বিভিন্ন নাম—বা. মহানিম; হি. মহানিম্ব; তা. পেরু, পি; তে. পেদ্দ; উড়িয়া—গরমি-কাবাত।

ব্যবহার্য্য অংশ—পাতা ও ছাল।

বর্ণনা—বৃহৎ বিস্তৃত গাছ, ৬০-৮০ ফুট উচ্চ হয়। পত্রিকা দেখিতে নিম্ববৃক্ষের পত্রিকার ন্যায়, তবে পত্র নিম্বপত্র অপেক্ষা বড়, প্রায় ১ ফুট লম্বা। পুষ্পদণ্ড লম্বা, অনেকটা আম্র অথবা নিম্বের বকুলের ন্যায়। ফুলের পাপড়ী ৫টি, পুংকেসর ১০টি, গর্ভকেসর ২-৩টি। ফল নিম্বফলের ন্যায়, ফলে একটি বীজ থাকে। ফেব্রুয়ারী মাসে ফুল ও মার্চ্চ-এপ্রিল মাসে ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—দক্ষিণ-ভারতে ইহার পাতা এবং ছাল প্রসবের পর দৌর্ব্বল্যে বলকর ঔষধরূপে প্রয়োগ করে। পাতার রস কিংবা টাট্‌কা ছালের রস, নারিকেল-দুগ্ধ, মাৎগুড় ও মধুর সহিত সেবন করিলে প্রসবের পর বেদনা নিবারণ করে। Ainslie বলেন ইহার ছাল উগ্রগন্ধযুক্ত। দেশীয় কবিরাজেরা ইহার রস অগ্নিমান্দ্যে দিনে দুইবার ১½ আউন্স পরিমাণে ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। Wight বলেন জ্বরের পর দৌর্ব্বল্যে ইহার ছালের ক্বাথ ব্যবহার করিলে দৌর্ব্বল্য সারিয়া যায়। (Fig. 118.)

XXX. BURSERACEAE.

Genus—BOSWELLIA Rb.

119. B. serrata Roxb. (সালই, লুবান)

Fig.—Colebr., Asiatic. Res., ix. 379, t. 5; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 209.

Ref.—F. B. I., i. 528; B. P., i. 310; Roxb., F. I., ii. 383.

জন্মস্থান—বেরার, ছোটনাগপুর, হিমালয়ের পাদদেশের অরণ্য, মধ্য-ভারতবর্ষ, রাজপুতানা, নেপাল, দাক্ষিণাত্যের উত্তর ও দক্ষিণ সরকার, কঙ্কণ, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. সাল্লকী, কপিত্থপর্ণী, কঙ্কণধূপম্; বা. লুবান, সালই; হি. লোভান, সালগা; তা. কুন্দ্রিকম্, গুগুলু, মোরাদা; কঙ্কণ—চিট্টু; ব. সালেয়া ধূপ; তে. পারাজী; Eng. Guggul gum; Indian Olibanum.

ব্যবহার্য্য অংশ—আঠা।

বর্ণনা—মধ্যমাকৃতি লম্বা বৃক্ষ। রসে আঠা আছে, ত্বক্ পাতলা। পত্র বিপরীত দিকে অবস্থিত, প্রতিবৎসর পাতা পড়িয়া যায়। পত্রের কিনারা করাতের ন্যায় দাঁতযুক্ত, সকল পত্র সমান নহে। ফুল উভয়লিঙ্গ-বিশিষ্ট, ছোট ও শ্বেতবর্ণ। বহির্ব্বাস ৫টি দাঁতযুক্ত, পাপড়ী

৫টি, নিম্নভাগ সরু। পুংকেসর ১০টি, একটি বড়, একটি ছোট। গর্ভাশয় খর্ব্বাকৃতি, তিন ভাগে বিভক্ত। পুংকেসরদণ্ড ছোট। ফলে একটি বীজ থাকে, দেখিতে চেপ্টা। মার্চ্চ ও এপ্রিল মাসে ফুল হয়, শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—খান্দেস দেশে ইহার আঠা হইতে গুগ্‌গুল তৈয়ার করে। আজমীরের পাহাড়ে এই গাছ অধিক পরিমাণে দেখা যায়, তথাকার লোকে ইহার আঠাকে গন্ধবিরেঞ্জা বলে (Hooker)। সাহাবাদ জেলার ভীলেরা ইহার আঠা হইতে উৎপাদিত গুগ্‌গুল বিক্রয় করিয়া বহু পয়সা উপায় করে। গৃহ-সুরভি-করণে ইহার আঠা ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গালায় ইহাকে কঙ্কণ-ধূপ কহে। ইহার আঠার সহিত নারিকেল-তৈল মিশ্রিত করিয়া পারদঘটিত ঘায়ে প্রয়োগ করা হয়। মুসলমান বৈদ্যেরা ইহাকে সঙ্কোচক ও ধারক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (Dymock)। সালই—উত্তেজক, সর্দ্দিনিবারক, মূত্রকর ও উদরাময়-নিবারক এবং পুরাতন উদরাময়, রক্ত-আমাশয় ও অম্লরোগে হিতকর (Moodeen Sheriff)। ইহার আঠা বাহ্য প্রয়োগ করিলে বাগি বসিয়া যায়। ইহার তৈল ১০-২০ মিনিম গনোরিয়া-রোগে হিতকর। ইহার মলম পুরাতন ক্ষত ও বাগি উপশম করে। ইহার আঠা ঘৃত-সংযোগে উপদংশ-রোগে হিতকর। ইহার আঠাকে Gundha-ferosah বলে, ইহা বাবলার গঁদের সহিত মিশ্রিত করিয়া অতিশয়-শ্বাসকষ্ট-রোগে ব্যবহৃত হয়। আঠা ১ ড্রাম মাত্রায় অধিক দিন ব্যবহার করিলে স্থূলতা-রোগ আরাম হয়। (Fig. 119.)

Genus—GARUGA Rb.

120. G. pinnata Roxb. (জুম)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., iv. t. 33 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 210.

Ref.—F. B. I., i. 528 ; Roxb., F. I., ii. 400 ; B. P., i. 311 ; Dymock, Pharm. Ind., i. 318 ; Voigt, H. S., 150 ; Prain, H. H., 186.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, চট্টগ্রাম, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা. জুম, টুমথারপৎ, নীলভাদি; হি. ঘেগের, কাইকর।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল, পাতার রস, পাতা।

বর্ণনা—৩০-৪০ ফুট উচ্চ বৃক্ষ, তলায় শিকড়ের দিকে মাটির উপর গুঁড়ির অংশ প্রায়ই চওড়া তক্তার আকার ধারণ করে (Plank buttress)। গাছের ছাল প্রায় ১ ইঞ্চি পুরু ও নরম; ভিতরের দিকে লালবর্ণ, বহির্ভাগে ধূসরবর্ণ। পত্র ১ ফুট, নূতন পত্র কোমল ও লোমযুক্ত।

পত্রের শিরা লম্বা ; কিনারা করাতের দাঁতের ন্যায়। ফুল পীতবর্ণ, ফুলের বহির্ব্বাস দাঁতযুক্ত, ডিম্বাকৃতি, কোমল লোমাবৃত, ফুলের গোড়া সবুজবর্ণ, লোমযুক্ত পাপড়ী দ্বারা আচ্ছাদিত। পুংকেসর পাপড়ীর ন্যায় লম্বা। ফুলের পাপড়ী ৫টি, বহির্ব্বাসের সহিত যুক্ত। পুংকেসর সমান, ১০টি। গর্ভাশয় খর্ব্বাকৃতি, অপ্রশস্ত, ৪-৫ ভাগে বিভক্ত। গর্ভদণ্ড লোমযুক্ত। ফল কৃষ্ণবর্ণ, দেখিতে অনেকটা বহেড়া ফলের ন্যায়। ফলের তলদেশ অল্প সরু ও ফল নরম, ফলের প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে একটি করিয়া বীজ থাকে। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে পত্র থাকে না। এপ্রিল ও মে মাসে নূতন পত্র ও ফুল হয়। অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে ফল পাকিয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বম্বাইয়ের লোকেরা ইহার ছালের রস চক্ষুর তিমির-দৃষ্টি-রোগ আরাম করিতে ব্যবহার করে। কঙ্কণ দেশে ইহার পাতার রস, বাসক-পাতার রস ও নিশিন্দা (Vitex trifolia)-পাতার রস মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া হাঁপানী-রোগে প্রয়োগ করে (Dymock)। বম্বাইয়ের লোকে ইহার ফল তরকারীতে ব্যবহার করে। (Fig. 120.)

XXXI. MELIACEAE.

Genus—AGLAIA Lour.

121. A. Roxburghiana Miq. (প্রিয়ঙ্গু)

Fig.—Beddome, Fl. Sylv., t. 130 ; Wight, Ic. t. 166 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 222.

Ref.—F. B. I., i. 555 ; B. P. I., 317 ; Dymock, Pharm. Ind., 342 ; Watt, I, Pt. i.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, পশ্চিমবঙ্গ, মেদিনীপুর, উড়িষ্যা, কঙ্কণ ; জাভা, সুমাত্রা, মালয় উপদ্বীপ।

বিভিন্ন নাম—বা. স. হি. প্রিয়ঙ্গু।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল ও বীজ।

বর্ণনা—বড় গাছ। গাছের ছাল ফিকে ধূসরবর্ণ। পাকা ছাল পেয়ারা-গাছের মত খসিয়া যায়, কাষ্ঠ লালবর্ণ। পত্র ৪-৭ ইঞ্চি, পত্রিকা ১½-৪½ ইঞ্চি লম্বা, ২⅜ ইঞ্চি চওড়া। ফুল ⅟₁₂ ইঞ্চি ; বহির্ব্বাস পীতবর্ণ লোমাচ্ছাদিত, ফুলের পাপড়ী ৫টি, পীতবর্ণ ও দাঁতযুক্ত। ফল ⅜ ইঞ্চি, জামের মত। বীজ ১-২টি হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ফল মিষ্ট, ধারক, বলকারক ও স্নিগ্ধকর। ফল খাইলে কষ্টকর ও যন্ত্রণাদায়ক প্রস্রাব নিবারণ করে। ফল পিত্তনাশক, জরঘ্ন এবং কুষ্ঠরোগে হিতকর। বীজ ফলের তুল্য গুণবিশিষ্ট (Dymock)। (Fig. 121.)

Genus—MELIA Linn.

122. M. Azadirachta Linn. (নিম্ব)

Fig.—Bot. Mag., xxvii, t. 1066 ; Beddome, Fl. Sylv., t. 14 ; Wight, I. C., t. 17 ; Rheede, Hort. Mal., iv, t. 52.

Ref.—F. B. I., i. 544 ; Roxb., F. I., ii. 394 ; B. P., i. 314 ; Watt, v, Pt. 1, 211 ; Prain, Hooghly Howrah, 185 ; Voigt, H. S., 133.

আধুনিক নামকরণ অনুসারে নিম গাছের নাম *Azadirachta indica* Juss. বলা বিধেয়।

জন্মস্থান—ভারতের সকল স্থানেই জন্মে, বঙ্গদেশ, বর্ম্মা, হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগনা, বোটানিক গার্ডেন শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা. নিম ; সং. হি. নিম্ব ; তা. ভেপুম-সারাম ; তে. সাপা ; E. Margosa tree.

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল, শিকড়ের ছাল, ফুল, ছোটফল, বীজ, পত্র, আঠা ও তাড়ি।

বর্ণনা—বৃহদাকার বৃক্ষ, ৩০-৪০ ফুট উচ্চ। গাছের গুঁড়ি সরল, শাখা প্রশাখা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত। পত্র ৮-১৫ ইঞ্চি লম্বা। পত্রিকা ১-৩ ইঞ্চি লম্বা এবং ½-১½ ইঞ্চি চওড়া ৯-১৪ জোড়া, দণ্ডের দুইদিকে হয়। পুষ্প শ্বেতবর্ণ, মধুর ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট, ⅙-⅓ ইঞ্চি লম্বা, পুষ্পদণ্ড ৫-৮ ইঞ্চি লম্বা। কাঁচা ফল সবুজবর্ণ, পাকিলে পীতবর্ণ বা হরিদ্রাবর্ণ হয়। গর্ভাশয়ে ৩টি বিভাগ আছে। প্রত্যেক ফলে একটি বীজ হয়। ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল মাসে ফুল ও জুন-আগষ্ট মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ও সুশ্রুত সংহিতায় নিমের উল্লেখ আছে। ছাল তিক্ত বলকারক এবং ধারক। পাতা বাটিয়া গরম করিয়া ফোড়ায় দিলে এবং বসন্তের গুটিতে দিলে বসন্ত আরাম হয়। রস কৃমিনাশক। অপক্ক ফোড়ায় নিমের পাতা তিলের সহিত পুলটিস দিলে ফোড়া ফাটিয়া যায়। ফল বিরেচক ও ক্রিমিনাশক। নিমের তৈল বাত ও কুষ্ঠরোগে হিতকর। ইহা সাবান প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবহার হয়। তৈল বাতে মালিশ করিলে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়। নিমের আঠা উত্তেজক। নিমের গাঁজা রস উদরাময়ে হিতকর। শুষ্ক ফুল, জ্বরের পর দৌর্ব্বল্যে বলকারক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

নিমের ফল, ফুল, পাতা, ছাল এবং শিকড় প্রভৃতিকে পঞ্চ-নিম্ব বলে ; এইগুলির দ্বারা অনেক ঔষধ প্রস্তুত হয়। নিমের শাখার বাতাস হাম ও পারদঘটিত রোগ আরাম করে। কথিত আছে, বৎসরের প্রথমে কেহ ৫-৮টি নিম্বপত্র ভক্ষণ করিলে সে বৎসর তাহার আর কোন রোগ হয় না। আরও কথিত আছে যে পৃথিবী হইতে যখন দেবতাদের ব্যবহারের

জন্য অমৃত স্বর্গে লইয়া যাওয়া হয় তখন উহার কয়েক ফোঁটা এই গাছে পড়িয়াছিল ; এই জন্য নিমের আর একটি নাম অমৃত।

মুসলমান বৈদ্যেরা বহু হাকিমী ঔষধে নিমের ব্যবহার করেন। নিম্ব জ্বরনাশক, ইহার পাতা অবিরাম-জ্বর নাশক বলিয়া খ্যাতি আছে। দুই আউন্স পরিমাণ নিম পাতার ক্বাথ ১ পাইন্ট জলের সহিত কয়েক দিন পান করিলে যকৃতের দোষ একেবারে সারিয়া যায়। উক্ত ক্বাথ দেখিতে পীতবর্ণ।

নিমের তৈল উত্তেজক ও বিষদোষ নাশক, ইহা পুরাতন গরমী রোগ এবং ক্ষতে ব্যবহার করিলে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়। নিমের তৈল পাঁচড়া, কাউর ও দাদ আরাম করে বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। নিমের তৈল ৫ মিনিম পরিমাণ দিবসে ২ বার খাইলে পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, পারাদোষ, কুষ্ঠ ও ক্রিমি নষ্ট হইয়া যায়। আমি ইহার তৈল ব্যবহার করিয়া পুরাতন ম্যালেরিয়া রোগ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছি (Major D. B. Spencer).

নিমের বিভিন্ন ঔষধের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

ত্বকচূর্ণ—১-৪ আনা ; পত্রচূর্ণ—১-৪ আনা। স্বরসপত্র ১ তোলা ; ক্বাথ ৫-১০ তোলা; বীজ ২ আনা। নিমের ফল—কুষ্ঠ, ক্রমি, অর্শ, মূত্ররোগে হিতকর। ফুল—রসায়ন ও মূত্রকারক।

রোগীকে নিমপাতার ক্বাথ গুড়ের সহিত সেবন করাইলে সর্ব্বজ্বর আরাম হয়। গরম জলের সহিত নিমের ফল খাইলে তৎক্ষণাৎ শরীরের বিষ নষ্ট হয়। মধুর সহিত নিমপাতা ব্রণে প্রলেপ দিলে ব্রণ শোধিত হয়। গব্যঘৃতের সহিত নিমপাতা চূর্ণ কিংবা নিমপাতার সহিত আমলকী খাইলে বিস্ফোট, ক্ষত, কণ্ডু ও অম্লপিত্ত আরাম হয়। নিমপাতার রস ও মধু একত্রে সেবন করিলে ক্রিমি নষ্ট হইয়া যায়। অপক্ক ব্রণে নিমপাতা বাটিয়া দিলে ব্রণ শোধিত হইয়া পাকিয়া যায়। নিমফল ভেদক ও কুষ্ঠ নাশক। কচি নিমপাতা অর্দ্ধ আনা পরিমাণ বাটিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে, উক্ত বটিকা যষ্টিমধু চূর্ণ এবং জলের সহিত দিবসে ৩ বার সেবন করিলে বসন্তরোগ আরাম হয়। নিমপাতার ক্বাথ গুড়ের সহিত সেবন করিলে দাহজ্বর আরাম হয়। শুঁঠ ও ধনের সহিত নিমগাছের ছাল ও মুলের ছালের ক্বাথ খাইলে ম্যালেরিয়া জ্বর আরাম হয়।

নিমের ফুল ও পাতা বাটিয়া গরম করিয়া কপালে প্রলেপ দিলে বায়ুরোগগ্রস্ত শিরঃপীড়া আরাম হয়।

নিমের ফুল জলে ভিজাইয়া সেই জল পান করিলে অম্ল ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য আরাম হয়। নিমের আঠা সর্দ্দি, কাশি ও কফজ পীড়ায় হিতকর। ইহা অতিশয় বলকারক। নিমছালের ক্বাথ ২ ছটাক মাত্রায় জ্বরের বিরাম কালে ৩ বার সেবন করিলে সবিরাম জ্বর আরাম হয়। পুরাতন রোগী ও প্রসূতি স্ত্রীলোকের পক্ষে নিম্ব অতিশয় হিতকর। ছোটগাছের ছাল অপেক্ষা বড়গাছের শিকড়ের ছাল বেশী উপকারী। নিমের টাট্‌কা পাতার ক্বাথ পচন নিবারক। ইহা ঘা ও ফোড়ায় হিতকর। প্রসূত স্ত্রীলোকদিগের জননেন্দ্রিয় নিমের ক্বাথদ্বারা

ধৌত করিলে সূতিকা দোষ নষ্ট হইয়া যায়। যখন গরু ও মানুষের বসন্তের গুটি ফাটিয়া পূঁজ হইতে থাকে তখন ইহার টাট্‌কা পাতা বসন্তের গুটি ফাটাইয়া দিবার জন্য হিন্দু কবিরাজরা ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। নিমের পাতা পোকা নষ্ট করে, ইহা পুস্তকের পাতায় দিলে আর পোকা ধরিতে পারে না :—

নিমের ক্বাথ প্রভৃতির প্রস্তুত প্রণালী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

নিমছালের ক্বাথ—শিকড়ের ছাল খণ্ড খণ্ড করিয়া ৪ আউন্স পরিমাণ, ও জল ২ পাইণ্ট লও। এইগুলি অগ্নিতে জ্বাল দিতে হইবে, যে পর্য্যন্ত না জল মরিয়া ১ পাইণ্ট হয়। এই ক্বাথই প্রকৃত ব্যবহারের উপযোগী হইল :—

ফলের ক্বাথ—কাঁচা ফল একটু বড় হইলে ঐগুলি সংগ্রহ করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতে হইবে। পরিমাণ ছালের ক্বাথের ন্যায়।

অরিষ্ট—মাটির ভিতরের শিকড়ের ছাল ৪ আউন্স লইয়া গুঁড়া করিয়া লও, উক্ত গুঁড়া ১ পাইণ্ট Alcoholএ এক সপ্তাহ ভিজাইয়া রাখ, মধ্যে মধ্যে নাড়িতে হইবে, তৎপরে ছাঁকিয়া লইলেই বেশ অরিষ্ট (Tincture) হইল।

গুঁড়া—নিমের ছাল কিংবা ফল লইয়া গুঁড়া কর, উক্ত গুঁড়া ছাঁকিয়া লইলেই বেশ গুঁড়া তৈয়ারী হইল।

ফুলের ক্বাথ—৩ আউন্স ফুল লও, উক্ত ফুল ১ পাইণ্ট গরম জলে ফেলিয়া পাত্রটি ১ ঘণ্টা ঢাকিয়া রাখিলে ফুলের ক্বাথ হইল।

মাত্রা—ক্বাথ—১½-৩ আউন্স; অরিষ্ট—৩ ড্রাম; গুঁড়া—২ ড্রাম। প্রত্যেক ঔষধ ৩ বার সেব্য।

নিমের শাখা ও কাণ্ড হইতে খেজুর গাছের রস বাহির করিবার ন্যায় যে রস বাহির করে উহাকে নিমের তাড়ি বলে। বড় গাছ হইতে সমস্ত দিনে ২—৮ বোতল তাড়ি বাহির হয়। নিমগাছের হাওয়া রোগীর পক্ষে হিতকর। শুষ্ক পাতার রস কুষ্ঠরোগ নাশক ও ম্যালেরিয়া রোগে হিতকর। (Fig. 122.)

123. M. Azedarach Linn. (ঘোড়ানিম)

Fig.—Bot Mag., t. 1066; Beddome, Fl. Sylv., t. 13; Bot. Reg., t. 643; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 219.

Ref.—F. B. I., i. 544; B. P., i. 313; Roxb., F. I., ii. 395; Watt, v, Pt. 1, 211; Prain, H. H., 186.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশের ২০০০-৩০০০ ফুট উচ্চ স্থানে দেখা যায়; উত্তর ভারতের বহু পরিমাণে জন্মে; হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগনায় রাস্তার ধারে স্থানে স্থানে রোপিত আছে। বেলুচিস্থানের পার্ব্বতীয় প্রদেশে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—হি. মহানিম্ব, বকায়ন; বা. ঘোড়ানিম, মহানিম; সং. গর্ব্বতনিম্ব; তে. ভুরকভেপা কন্দ ভেপা; তা. মালিয়া ভেপাম্। Eng. Persian Lilac Bead Tree.

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, ছাল, ফুল, ফল।

বর্ণনা—অতি বৃহৎ বৃক্ষ ৪০-৫০ ফুট উচ্চ হয়। পত্র ৯-১৮ ইঞ্চি লম্বা, পত্রিকা ½-৩ ইঞ্চি লম্বা, ⅙-১¼ ইঞ্চি বিস্তৃত। পত্র প্রান্ত করাতের ন্যায়। এই নিমের পাতা দেশী নিমের পাতা অপেক্ষা ছোট কিন্তু বিস্তারে অধিক, ফুল মধু গন্ধ বিশিষ্ট ¼-⅙ ইঞ্চি লম্বা। গাছের পাতা বসন্তকালে পড়িয়া যায়। ফলে একটি বীজ হয়। কাষ্ঠ অতিশয় শক্ত, ভিতরের কাষ্ঠ লালবর্ণ। ফল সবুজবর্ণ, পাকিলে পীতবর্ণ হয়, ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা। ফেব্রুয়ারী হইতে এপ্রিল মাস পর্যন্ত ফুল হইয়া থাকে। ফল নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এই নিম্বকে পারস্যদেশীয় নিম বা পাহাড়ী নিম বলে। ইহার ফুল ও পাতা বাটিয়া কপালে প্রলেপ দিলে স্নায়বিক মাথা ধরা আরাম হয়। পাতার রস, ক্রিমিনাশক ও মূত্রকর (Dymock)। ইহার পাতার ক্বাথ আমেরিকায় হিষ্টিরিয়া রোগে ব্যবহার করে, ইহা ধারক ও পেটের পীড়া নিবারক। পাঁচড়ার উপর পাতার প্রলেপ দিলে পাঁচড়া আরাম হয়। ছাল ও পাতা কুষ্ঠ ও ফুলা রোগে ব্যবহৃত হয়। বীজ বাতরোগে হিতকর। বোম্বে প্রদেশে সংক্রামক রোগ নিবারণের জন্য ইহার বীজের মালা দরজায় ঝুলাইয়া দেয়। শিকড়ের ছাল ক্রিমি-নিবারক। ৪ আউন্স পরিমাণ ছাল ২ পাউণ্ড জলে সিদ্ধ করিয়া ১ আউন্স থাকিতে নামাইয়া যে ক্বাথ হয় উহার অল্পপরিমাণ ৩ ঘণ্টা অন্তর শিশুদিগকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় কয়েকদিন সেবন করাইলে, উদরাময় ও সর্দ্দি আরাম হয়। আমেরিকায় শুষ্কফলের ক্বাথ কৃমিনাশক বলিয়া ব্যবহার হয়। ফলের শাঁস অগ্নিদগ্ধ স্থানে লাগাইলে অগ্নিদাহজনিত যন্ত্রণা ও ক্ষত আরাম হয়। ইহা অধিক মাত্রায় ব্যবহার করা উচিত নহে; অধিক মাত্রায় সেবন করিলে সংজ্ঞাহীনতা, তিমির দৃষ্টি, চক্ষের তারকা বিস্তৃত হয়। ইহা বমনকারক ও বিরেচক। ৬টি কিংবা ৮টি বীজ খাইলে কলেরার ন্যায় ভেদ হয় এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে। নিমপাতা শ্লেষ্মা তরল করে, ইহা খাইলে বুক-জ্বালা আরাম হয়। নিমফল ভেদক এবং মূষিক-বিষ নাশক। ইহার পাতা বসন্তরোগে হিতকর।

মহানিম্ব স্মৃতোদ্রেকা রম্যকো বিষমুষ্টিকঃ।
কেশমুষ্টি নিম্বকশ্চ কার্ম্মুকোজীব (ক) ইত্যপি॥
মহানিম্বোহিমোরাক্ষস্তিক্তোগ্রাহীকষায়কঃ।
কফপিত্তভ্রমচ্ছর্দ্দিকুষ্ঠহৃল্লাসরক্তজিৎ॥
প্রমেহশ্বাসগুল্মার্শোমূষিকবিষনাশনঃ। (Fig. 123.)

Genus—AMOORA Roxb.

124. A. cucullata Roxb. (আমুর-লাত(মী

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 224; Roxb., Cor. Pl., iii, t. 258.

Ref.—F. B. I., i, 560; B. P., i, 316; Roxb., F. I., ii, 212; Drury, Ind. Fl., i, 164; Prain, H. H., 186.

জন্মস্থান—সুন্দরবন, হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগনা; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—আমুর-লাতমী।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—বৃহৎ বৃক্ষ, অতিশয় কম বাড়ে। শাখাপ্রশাখা মসৃণ। পত্র ২-৪ জোড়া। পাতা ৬-১৬ ইঞ্চি; পত্রিকা ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, ১/২-৩/৪ ইঞ্চি চওড়া, বোঁটা ১/৬-১/২ ইঞ্চি। ফুল ছোট। পুংকেসর-নল বাটির মত, কিনারাগুলি ৬ ভাগে বিভক্ত। পুংকেসর-দণ্ড পত্রের সমান লম্বা। স্ত্রীপুষ্প মুকুলে অল্প থাকে, ১/৮-৩/৮ ইঞ্চি। পুংপুষ্প ১/৮ ইঞ্চি, পীতবর্ণ। বহির্ব্বাস তিন ভাগে বিভক্ত, পাপড়ী ৩টি, বীজে শাঁস লাগিয়া থাকে। ফল উজ্জ্বল নেবু রঙ বিশিষ্ট! অক্টোবর মাসে ফুল ও ডিসেম্বর মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—শরীরের কোন স্থান মচ্‌কাইয়া যাইলে ইহার পাতা ছেঁচিয়া সেই স্থানে বাঁধিয়া দিলে প্রদাহ নিবারিত হয় (Prain, Flora Sunderban) (Fig. 124)।

125. A. Rohituka W & A. (তিক্তরাজ)

Fig.—Beddome, Fl. Sylv., t. 132; Griff., I. C. Plant. Asiat., iv, t. 589, Fig. 3; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 223.

Ref.—F.B.I., i. 559; Roxb., F. I., ii. 213; B.P., i. 316; Dymock, Pharm. Ind., i. 341; Prain, H. H., 186; Voigt, H. S., 134.

জন্মস্থান—আসাম, শ্রীহট্ট, কাছাড়, অযোধ্যা, কঙ্কন, পূর্ব্ববঙ্গ, পশ্চিমঘাট, বর্ম্মা, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা. তিক্তরাজ, পিৎরাজ, রোড়া, রয়না; স. রোহিতক; হি. হরিণ-হরুয়া; তা. স্বরণ; তে. মুঞ্চকুন্দ।

ব্যবহার্য্য অংশ—গাছের ছাল, তৈল। মাত্রা—ক্কাথ ৫-১০ তোলা, কল্ক ২-৪ আনা।

বর্ণনা—চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষ, ৩০-৪০ ফুট উচ্চ। পত্র ১-৩ ফুট, পত্রিকা ৩-৯ ইঞ্চি লম্বা, ১ ১/৬-৪ ইঞ্চি বিস্তৃত। পুং পুষ্পদণ্ড পত্রের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা কিছু ছোট বা সমান।

পুংপুষ্প ⅛ ইঞ্চি, স্ত্রীপুষ্প ¼ ইঞ্চি লম্বা। ফল মসৃণ, গোলাকার, ফিকে পীতবর্ণ অথবা ঈষৎ লালবর্ণ, ১-১½ ইঞ্চি লম্বা ; নরম ও শাঁসযুক্ত। ফলের বীজ হইতে আয়কর তৈল উৎপাদিত হয়। Hooker সাহেব সিকিম, তেরাই ও কারসিয়াং হইতে যে গাছ সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহার পাতা বড়, পত্রিকা ১২-১৫ ইঞ্চি লম্বা এবং ৩-৬ ইঞ্চি বিস্তৃত। বোটানিক গার্ডেনে রোহিতক গাছ অনেকগুলি আছে। বর্ষাকালে ফুল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ছাল ধারক (Watt)। পাকা ফলের তৈল বাতরোগে ব্যবহৃত হয়। রোহিতকের শাখা খণ্ড খণ্ড কাটিয়া হরিতকীর ক্বাথে কিংবা গোমূত্রে ৭ দিন রাখিয়া পান করিলে, গুল্ম, মেহ, অর্শ, কামলা, কৃমি ও যাবতীয় উদরীরোগ আরাম হয়। ইহা প্লীহার পক্ষে হিতকর। রোহিতকের মূলত্বক শীতল জলে পেষণ করিয়া পান করিলে শ্বেতপ্রদর আরাম হয়। রোহিতক নেত্ররোগ-নাশক, ক্রিমিঘ্ন ও ব্রণ-নাশক (ভাবপ্রকাশ)। ইহা যকৃৎ, প্লীহা ও গুল্মরোগ-নাশক (রাজবল্লভ)। ইহার ছাল কটু, রসায়ন, কষায় ও বলবৃদ্ধিকর। (Fig. 125.)

Genus—SOYMIDA Juss.

126. S. febrifuga Juss. (রোহণ)

Fig.—Bentl. & Trim., Med. Pl., t. 53 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 228.

Ref.—F. B. I., i. 567 ; Watt, vi, Pt. 2 ; Dymock, Pharm. Ind., i. 336.

জন্মস্থান—উত্তরপশ্চিম, মধ্য এবং দক্ষিণ ভারতবর্ষ, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি স্থানে প্রচুর দেখা যায়, ছোটনাগপুরে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. রোহণ ; স. রোহিণী, পত্রাঙ্গ ; তা. ভেথম্মারাম ; তে. চেবামানু ; Eng. Indian red wood.

ব্যবহার্য্য অংশ—গাছের ছাল।

বর্ণনা—বৃহৎ ও মূল্যবান্ কাষ্ঠ উৎপাদক এবং সবুজ পত্রাচ্ছাদিত উদ্ভিদ ; কাষ্ঠ শক্ত, লালবর্ণ ও বহুদিনস্থায়ী। পত্র পক্ষাকার, ৯-১৮ ইঞ্চি, পত্রিকা ৩-৬ জোড়া, ১½-৫ ইঞ্চি লম্বা, ⅘-২¾ ইঞ্চি চওড়া, পাতার বোঁটা ছোট। পত্রের শিরা ১০-১৪টি। ফুল ⅙ ইঞ্চি, উভয় লিঙ্গবিশিষ্ট, ঈষৎ সবুজ এবং শ্বেতবর্ণ, পুষ্পাধার ডিম্বাকৃতি ও ছোট, বীজকোষ উজ্জ্বল, উহাতে অনেক পক্ষযুক্ত বীজ থাকে। পুংকেসর বাটীর মত।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ছাল দেখিতে অনেকটা মেহগনি কাষ্ঠের ছালের মত, উহা ধারক এবং বলকারক (Beng. Dispensatory)। গাছের ছাল কুইনাইনের ন্যায়

গুণ-বিশিষ্ট (Brit. Pharm.)। ইহা ধারক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ছাল ধারক, বলকারক ও কামোত্তেজক এবং জ্বরনাশক। ছালের ক্বাথ অবিরাম জ্বর ও দৌর্ব্বল্য নাশক এবং রক্ত আমাশয়ে ও উদরাময়রোগে হিতকর। ইহা অধিকমাত্রায় ব্যবহার করিলে স্নায়বিক অবসাদ আনয়ন করে, মাথা ঘুরে ও সংজ্ঞাহীন করিয়া দেয় (Ainslie)। অবিরাম জ্বর, রক্ত আমাশয়, শারীরিক দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি রোগে ইহার ছালের ক্বাথ ব্যবহার করিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। মাত্রা—ছালের গুঁড়া ১ ড্রাম পরিমাণ দিবসে ২ বার ব্যবহার করিতে হয়। (Fig. 126.)

Genus—CEDRELA Linn.

127. C. Toona Roxb. (তুন)

Fig.—Wight., Ic., t. 161 ; Beddome, Fl. Sylv., t. 10 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 233 ; Brandis, Ill. For. Fl. N. W. Cent. Ind., t. 14.

Ref.—F. B. I., i. 568 ; B. P., i. 320 ; Watt, ii, Pt., 233 ; Roxb., F. I, i, 635 ; Prain, H. H., 187 ; Voigt, H. S., 137.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশের অরণ্যে, সিন্ধুনদের নিকটবর্ত্তী প্রদেশে, দক্ষিণভারতে, সিকিম, বঙ্গদেশ, বর্ম্মা প্রভৃতি স্থানে; বঙ্গদেশের হুগলী, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর। হাওড়া ও ২৪-পরগনার অনেক স্থানে রোপিত আছে।

বিভিন্ন নাম—বা. তুনগাছ; স. তুন, নন্দীবৃক্ষ; উ. মহানিম্ব; হি. তুন; ব. থিতকাহ্।

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল এবং ফুল।

বর্ণনা—বড় কাষ্ঠ-উৎপাদক গাছ। পত্র ১-৩ ফুট, বসন্তকালে পাতাগুলি পড়িয়া যায়। পত্রিকা ২-৭ ইঞ্চি লম্বা, ⅞-৩ ইঞ্চি চওড়া। ফুল সৌগন্ধযুক্ত, ⅛-⅙ ইঞ্চি লম্বা; বীজকোষ ⅘-১ ইঞ্চি লম্বা। কাষ্ঠ লালবর্ণ, নরম ও উজ্জ্বল। পত্রিকা ৮-৩০ জোড়া, পত্রদণ্ডের বিপরীত দিকে হয়। বোঁটা ⅙-⅛ ইঞ্চি। ফুলের গন্ধ অতি মনোহর, পাপড়ী ⅟₅-⅙ ইঞ্চি লম্বা, উন্মুক্ত, লোমযুক্ত ও কমলালেবু রং বিশিষ্ট। পুংকেসর ৫টি মধ্যস্থলে স্থিত। বীজ ঈষৎ লাল ও ধূসরবর্ণ, পক্ষযুক্ত।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ছাল ধারক। ছালের ক্বাথ পুরাতন রক্ত আমাশয়ে ব্যবহৃত হয় এবং ইহার জ্বরনাশক শক্তি আছে। ইহার ফুলকে বম্বে দেশে "গুলতুন" বলে, ইহা হইতে একপ্রকার লাল রং প্রস্তুত হয়, যেমন শিউলী ফুল এবং লটকন হইতে রং প্রস্তুত হয়; রঙের বর্ণ পীত। তুনের কাষ্ঠ মেহগনি কাষ্ঠের তুল্য। ইহার ছাল বালকদিগের উদরাময় ও রক্ত আমাশয় রোগে বড়ই হিতকর। (Fig. 127.)

Genus—CHICKRASSIA Linn.

128. C. tabularis Juss. (চিক্রাশি)

Fig.—Wight, Ill., i, t. 56 ; Beddome, Fl. Sylv., t. 9 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 229.

Ref.—F. B. I., i. 567 ; B. P., i. 310 ; Roxb., F. I., i. 635.

জন্মস্থান—ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, পূর্ব্ববঙ্গ, আসাম, বর্ম্মা এবং দক্ষিণ ভারতবর্ষ।

বিভিন্ন নাম—বা. চিক্রাশি ; আ. বগাপমা ; তা. আগলাই থাগক ; তে. মাদাগোরী-ভমবু ; ব. ইম্মা-ইয়েঙ্গমা।

ব্যবহার্য্য অংশ—গাছের ছাল।

বর্ণনা—বড় কাষ্ঠ উৎপাদক বৃক্ষ। পাতার অগ্রভাগ সরু, কাষ্ঠ ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ, বাহিরের কাঠ ফিকে, কাণ্ড সরল। পত্র পক্ষাকার ; পত্রিকা ১০-১২টি পত্রদণ্ডের উভয় দিকে হয়, ২½-৫ ইঞ্চি। ফুল ফিকে সবুজবর্ণ, ⅙-১ ইঞ্চি; বহির্ব্বাস লম্বাকৃতি, বিস্তৃত ও অবনত, চাঁপা ফুল ফুটিলে যেরূপ দেখায়। বীজকোষ ১½ ইঞ্চি প্রশস্ত, উজ্জল ধূসরবর্ণ ; বীজগুলি কোষের মধ্যে ঘেঁসাঘেঁসিভাবে থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ছাল ধারক, জ্বরে কুইনাইনের কাজ করে। কাষ্ঠে উৎকৃষ্ট বাক্স ও সিন্দুক প্রস্তুত হয়। (Fig. 128.)

XXXII. OLACINEAE

Genus—OLAX Linn.

129. O. scandens Roxb. (ককো আরু)

Fig.—Roxb., Cor. Pl., iii, t. 102 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med., t. 232B.

Ref.—F. B. I., i, 575 ; B. P., i, 324, Watt, v, Pt. 2, 479 ; Roxb., Fl. I., i, 163.

জন্মস্থান—বেহার, ছোটনাগপুর, চট্টগ্রাম।

বিভিন্ন নাম—বা. ককো আরু ; সামতাল—হুন্দ ; হি. ধৌনথালি।

ব্যবহার্য্য অংশ—বৃক্ষের ত্বক্‌।

বর্ণনা—বৃহৎ লতানে উদ্ভিদ্‌, কাণ্ড স্থূল, ব্যাস ৬-৮ ইঞ্চি। শাখাপ্রশাখা শক্ত, এবং বক্র। পত্র ১½-২ ইঞ্চি, পীতের আভাযুক্ত সবুজবর্ণ, নীচের দিকে লোমযুক্ত ;

বোঁটা ই-ঊ ইঞ্চি। ফুল এক একটি হয়, পুষ্পদণ্ড পত্রের পরিমাণের অর্দ্ধেক, ফুল ছোট, শ্বেতবর্ণ। বহির্ব্বাস লোমযুক্ত, পাপড়ী ৩-৬টি, অবনত পুংকেসর ৩টি, গর্ভকেসর লম্বা। ফল গোলাকৃতি, ফলের কতক অংশ বহির্ব্বাস-দ্বারা আবৃত।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ছোটনাগপুরে ইহার ছাল জ্বরে ও রক্তহীনতায় ব্যবহৃত হয় (Campbell)। (Fig. 129.)

XXXIII. CELASTRINEAE

Genus—CELASTRUS Willd.

130. C. paniculatus Willd. (মালকাঙনী)

Fig.—Wight, Ill., 179, t. 72; I. C., t. 158; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., i, 235.

Ref.—F. B. I., i, 617; B. P., i, 329; Watt, ii, Pt. ii, 237; Roxb., F. I, i, 622-23.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, বঙ্গদেশ, ও হিমালয় প্রদেশের ১-৪০০০ ফুট উচ্চে। পূর্ব্ববঙ্গ, বেহার, আসাম, দক্ষিণ ভারতবর্ষ ও বর্ম্মা। বঙ্গদেশে খুব কম দেখা যায়। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুরে অনেক গাছ আছে।

বিভিন্ন নাম—স. কঙ্গুণী; বা. মালকাঙনী; হি. মালকাঙ্গনী; বোম্বে কাঙ্গুনী; লেপ্‌চা রুগলিম; তা. অতিপারিচ-কাম; তে. মালকাঙ্গুনী-বিত্তুলু।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ, পত্র ও তৈল।

বর্ণনা—সরু বৃক্ষারোহী গুল্ম, শাখা অবনত, পাতা ২½-৫ ইঞ্চি লম্বা, ১¼-২½ ইঞ্চি বিস্তৃত, প্রায় গোলাকার। ফুল পীতাভ সবুজবর্ণ, ফুলের পাপড়ী ১/১২ ইঞ্চি লম্বাকৃতি। পুষ্পদণ্ড লম্বা, ইহাতে চতুর্দ্দিকে গুচ্ছবদ্ধ ফুল ও ফল হয়, ফল সবুজবর্ণ। বীজ হইতে জ্বালানী তৈল উৎপাদিত হয়। গাছের ছাল পীতবর্ণ, কাষ্ঠ আঁশযুক্ত, কর্কের ন্যায় নরম ও ছিদ্রযুক্ত। বীজকোষ ঈষৎ গোলাকার, উজ্জ্বল পীতবর্ণ। বীজ ⅙ ইঞ্চি, পীতবর্ণ, লাল আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার বীজ উত্তেজক; বাত, পক্ষাঘাত ও কুষ্ঠে বাহ্য ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগ হয়। পাতার ৪ তোলা পরিমাণ রস অধিক-অহিফেন-সেবনজনিত অভ্যাসের প্রতিষেধক। বীজ গুঁড়া করিয়া গোমূত্র-যোগে পাঁচড়ায় লাগাইলে উহা আরাম হয় (Dymock)। বীজের তৈল বেরিবেরি রোগের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ; মাত্রা—১০-১৫ ফোঁটা, দিবসে দুই বার সেবন করিতে হয়।

সাঁওতালেরা উদরাময়ে ইহার তৈল ব্যবহার করে (Campbell)। বীজ-চূর্ণ ফোড়ায় প্রলেপ দিলে ফোড়া আরাম হয় (Moodeen Sheriff)। ভিজাগাপট্টম ও মুসলীপট্টম হইতে আনীত ইহার কৃষ্ণবর্ণ তৈল বেরিবেরি রোগে প্রয়োগ করিয়া আমি ৪০ বৎসর কাল উপকার পাইয়াছি। এই ঔষধটি বেরিবেরির অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও ফলপ্রদ। রোগে ইহার প্রধান গুণ এই যে ইহাতে প্রস্রাব বৃদ্ধি করে ও ফুলা কমাইয়া দেয়। বেরিবেরি রোগে চিকিৎসকগণ রোগীকে জল খাইতে দেন না, কিন্তু আমার মতে ইহা অতিশয় ক্ষতিকারক। রোগীকে পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া উচিত। আমি এই তৈলে অনেক শোথ ও বেরিবেরি আরাম করিয়াছি (Dr. B. D. Basu)।

ইহার বীজ উত্তেজক ও স্মৃতিশক্তিবর্দ্ধক। অনেক পণ্ডিত স্মরণশক্তি বাড়াইবার জন্য তাঁহাদের ছাত্রদিগকে উহার তৈল ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। (Fig. 130.)

XXXIV. RHAMNACEAE

Cenus—VENTILAGO Gaertn.

131. V. maderaspatana Gærtn. (রক্তপীট)

Fig.—Wight, Ic., t. 163 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 238A.

Ref.—F. B. I., i, 631 ; B. P., i, 334 ; Watt, vi, Pt. 4, 227 ; Roxb., F. I., i, 334 ; Brandis, For. Fl., 96.

জন্মস্থান—উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর, পশ্চিমভারত, মহীশূর, মাদ্রাজ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, হুগলী গোঘাটের নিকটবর্ত্তী স্থানে।

বিভিন্ন নাম—বা. রক্তপীট ; হি. পিটি ; তা. ভেমবেদাম ; স. রক্তবল্লী।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড় ও ছাল।

বর্ণনা—বৃক্ষারোহী লতা, যে গাছের তলদেশে জন্মে তাহার শাখা পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে। পাতা ডিম্বাকৃতি ও উজ্জ্বল। পাতার আকৃতি অনেকটা তুলসী পাতার ন্যায়। শিরা ৬-৮ জোড়া। ফুল অবনত বোঁটায় থাকে, ছোট ছোট। ফল ১½-২ ইঞ্চি লম্বা, ⅜ ইঞ্চি চওড়া, মটরের ন্যায়। শিকড় ½-১ ইঞ্চি মোটা, ঈষৎ লালবর্ণ।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ছাল পেট-ফাঁপা-নিবারক ও উত্তেজক। ইহা অম্লরোগ, দৌর্ব্বল্য এবং সামান্য জ্বরে ব্যবহৃত হয় (Moodeen Sheriff)। ইহার ছাল মাদ্রাজ ও মহীশূর দেশে লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ রং প্রস্তুত করিতে ব্যবহার করে। Ainslie বলেন ইহার ছালের গুঁড়া তিল তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া চর্ম্মরোগের ঔষধ প্রস্তুত কার্য্যে ব্যবহৃত হয় (Watt)। ইহার রংকে পোপলি বলে। মহীশূর দেশে ইহা একটী বনজাত আয়কর দ্রব্য। (Fig. 131.)

132. V. maderaspatana Gærtn. (রক্তপীট)

Var. calyculata King.

Fig.—Roxb., Cor. Pl., i. 55, t. 76 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 238B.

Ref.—F. B. I., i. 631 ; B. P., i. 335 ; Roxb., Fl. Ind., i. 629 ; Prain, H. H., 188 ; Voigt, H. S., 146.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, সিংহভূম, নেপাল, ভুটান, শ্রীহট্ট, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, গোঘাটের নিকটবর্ত্তী স্থানে।

বিভিন্ন নাম—বা. রক্তপীট ; সাঁওতাল—বঙ্গ সার্জম ; তে. জপচিরতথলি।

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল ও নরম শাখা।

বর্ণনা—ইহা একটী শক্ত লতানে গাছ ; আঁকড়ী অতিশয় শক্ত ; ত্বক্ ধূসরবর্ণ। পত্র ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, ১-১½ ইঞ্চি বিস্তৃত, লম্বাকৃতি ; পাতার অগ্রভাগ সূচাল ও কোমল লোমাবৃত, শিরা ৬-৮ জোড়া, বোঁটা ½-⅓ ইঞ্চি, লোমযুক্ত। বহির্ব্বাস লোমযুক্ত, পাঁচ ভাগে বিভক্ত, পাপড়ী ৫টি। ফুল ঈষৎ সবুজবর্ণ ও ছোট। ফল গোলাকৃতি, ½ ইঞ্চি।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ছালের রস এবং নরম শাখা ছোটনাগপুর প্রদেশের লোকে জ্বর-জনিত বেদনায় গায়ে লাগাইয়া দেয় (Campbell)। Dr. King বলেন যে, এই গাছটী V. maderaspatana গাছের তুল্য (Journ. Asiat. Soc., Bengal, lxv, 372)। Mr. Duthieও তাঁহার Flora Upper Gangchi Plain নামক পুস্তকের ১৬২ পৃষ্ঠায় এই কথা স্বীকার করিয়াছেন। দুইটি উদ্ভিদ্ দেখিতে প্রায় একই প্রকার, তবে উভয়ের মধ্যে সামান্য পার্থক্য আছে। (Fig. 132.)

Genus—ZIZYPHUS Juss.

133. Z. oenoplia Mill. (সেয়াকুল)

Fig.—Talbot, For. Fl. Bombay, i. 297, Fig. 176.

Ref.—F. B. I., i. 634 ; B. P., i. 334 ; Roxb., Fl. Ind., i. 611 ; Prain, H. H., 188 ; Voigt, H. S., 145 ; Gamble, Ind. Timb., 183 ; Brandis, Ind. Trees, 170 (1906).

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র জঙ্গলের ধারে, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বোটানিক গার্ডেন (শিবপুর)।

বিভিন্ন নাম—স. শৃগালকেলি, লঘু বদরী ; বা. সেয়াকুল ; হি. মাকাই।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, শিকড় ও ছাল।

বর্ণনা—কাঁটাযুক্ত লতানে বৃক্ষারোহী উদ্ভিদ, নূতন পাতা কোমল লোমযুক্ত, পত্রগুলি দাঁতযুক্ত। ডালে এক একটি কাঁটা আছে, কাঁটা বক্র ও ছোট। ফুল মসৃণ লোমযুক্ত, পাপড়ী ত্রিকোণাকার। পুংকেসর ২টি মধ্যস্থলে থাকে। ফল গোলাকৃতি, সবুজবর্ণ পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ হয়। আঁটি শক্ত, শাঁস নাই বলিলেই হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার নূতন ত্বক্ ক্ষতরোগ আরাম করে। মাত্রা—মূল-ত্বক্ ৪-১০ আনা ; পত্রাক—৮-১০ আনা ; ত্বকের কাথ—১০ তোলা। (Fig. 133.)

134. Z. Jujuba Linn. (কুল)

Fig.—Wight, I. C., t. 99 ; Hook, Journ. Bot., i. 320, t. 149; Brandis, For. Fl., 86, t. 17 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 239.

Ref.—F. B. I., i. 632 ; B. P., i. 333, Roxb., F. I., i. 608 ; Prain, H. H., 188 ; Voigt, H. S., 145.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশে ও ভারতের সর্ব্বত্র চাষ হয়, বঙ্গদেশের জঙ্গলে ও অরণ্যে প্রচুর জন্মে। হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগনা, বোটানিক গার্ডেন (শিবপুর)।

বিভিন্ন নাম—স. বদরী, সৌবীর ; বা. কুল ; হি. বয়ের ; তে. রেগাবাণ্ডা ; তা. এলান্দাপ-পাজাম ; Eng. Jujuba fruit.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল, পত্র, শিকড়।

বর্ণনা—মধ্যমাকৃতি কাঁটাযুক্ত উদ্ভিদ্। ইহার পত্র বসন্তকালে পড়িয়া যায়। ছোট শাখায় ও পুষ্পে ঘন ঘন লোম আছে। গাছের কাঁটা নিম্নদিকে অবনত। পুরাতন গাছ অপেক্ষা নূতন গাছের কাঁটা একটু লম্বা ; অধিকদিনের পুরাতন গাছের ডালে প্রায়ই কাঁটা থাকে না। ত্বক্ ⅙ ইঞ্চি, গাঢ় ধূসরবর্ণ, মধ্যে মধ্যে কাঁটা আছে। কাণ্ড ঈষৎ রক্তবর্ণ, পত্র ১-২½ ইঞ্চি লম্বা, ¾-২ ইঞ্চি বিস্তৃত, গাঢ় সবুজবর্ণ, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। বৃন্ত ১/১০-⅓ ইঞ্চি এবং ছোট। ফলে শাঁস আছে। গর্ভকেসর-দণ্ড তুইটি মধ্যস্থলে একত্র। ফল সবুজবর্ণ, পাকিলে পীত অথবা কমলানেবু রং-বিশিষ্ট। আর একপ্রকার কুল গাছ আছে উহা আকৃতিতে ক্ষুদ্র, এই গাছ মাঠে ও নদীর বাঁধে দেখা যায়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—শাস খাইতে অম্লমধুর, পাকিলে মিষ্ট। কুল রক্ত পরিষ্কার করে ও পরিপাক-শক্তি বাড়াইয়া দেয়। ত্বক্ উদরাময়-নাশক, শিকড়ের কাথ জ্বরনাশক,

শিকড়ের গুঁড়া ক্ষতে দিলে ঘা আরাম হয়। ইহার পত্র মূত্ররোধ-রোগে প্রলেপস্বরূপ ব্যবহৃত হয় (Baden-Powell)। কঙ্কন দেশে ইহার নূতন পত্র এবং যজ্ঞ ডুম্বুরের (Ficus Glomerata) পত্র বাটিয়া বিছার কামড়ে প্রলেপ দেয়। ইহার শিকড় জ্বররোগে ব্যবহৃত হয়।

অতিসারে—কুলের শাঁস দেড়পোয়া, গব্যঘৃত আধপোয়া, দাড়িম্ব ২ তোলা মাটীর হাঁড়িতে পাক করিবে, উহাতে কিছু তৈল দিবে।

স্বরভঙ্গে ও কাশে—কুলপাতা পেষণ করিয়া সৈন্ধবলবণযোগে গব্যঘৃতে ভাজিবে কিংবা কুলপাতার পিষ্টক ঘৃতে ভাজিয়া সেবন করিবে।

অতিসারে—কুলের মূলচূর্ণ মধুর সহিত বাটিয়া খাইবে (সুশ্রুত)।

প্লীহাতে—কুলপাতা তৈলসহ শিলায় পেষণ করিয়া প্লীহাস্থানে আস্তে আস্তে মর্দ্দন করিবে। এইরূপে কয়েকদিন করিলে প্লীহা সহজ-অবস্থা প্রাপ্ত হয় (বাগভট্ট)।

রক্তাতিসারে—কুলগাছের মূলের ছাল, ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া মধুর সহিত পান করিলে রক্তাতিসার আরাম হয় (চক্রদত্ত)। (Fig. 134.)

XXXV. AMPELIDEAE

Genus—LEEA Linn.

135. L. crispa Linn. (বনচালিদা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 255.

Ref.—F. B. I., i. 654 ; B. P., i. 340 ; Voigt, H. S., 29 ; Watt, IV, Pt. ii, 517.

জন্মস্থান—পূর্ব্ববঙ্গ, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, বর্ম্মা, সিকিম, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বনচালিদা।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, মূল।

বর্ণনা—সরল গুল্ম, শাখাগুলি অবনত। পত্রিকা ৪-১২ ইঞ্চি লম্বা, ১½-৩½ ইঞ্চি বিস্তৃত। শাখার দুইদিকে পত্র হয়; পত্রগুলি লম্বা, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, পত্রের বোঁটার দিক্ ক্রমশঃ সরু, কিনারা দাঁতযুক্ত। বর্ষজীবী উদ্ভিদ্। পত্র পক্ষাকার, ফল চেরিফলের ন্যায়, কৃষ্ণবর্ণ এবং নরম। পত্রের উপরিভাগ ঢেউ খেলান। পত্রিকা ৫টি থাকে। বহির্ভাগে দাঁতযুক্ত, পাপড়ী ৫টি। পুংকেসর বাহিরে থাকে, ৫ভাগে বিভক্ত নলাকার। ফল ক্ষুদ্র, ৩-৬টি একসঙ্গে হয়। বীজ ৩-৬টি হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কোনস্থানে আঘাত লাগিলে ইহার পাতা ছেঁচিয়া দেয়। মূলের রসে পোকা নষ্ট করে (Dymock)। (Fig. 135.)

136. L. macrophylla Roxb. (ঢোলসমুদ্র)

Fig.—Wight, I. C., t. 1154; Griff., I. C. Pl. Asia, 645, Fig. 1; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 254.

Ref.—F. B. I., i. 664; B. P., i. 341; Watt, IV, Pt. II, 617; Prain, H. H., 189; Voigt, H. S., 29.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, বেহার, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর; বন-জঙ্গলের ধারে সচরাচর দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. ঢোলসমুদ্র; স. ঢোলসমুদ্র, সমুদ্রক।

ব্যবহার্য্য অংশ—কন্দ, শিকড়।

বর্ণনা—১-৩ ফুট উচ্চ গুল্ম। ইহার নিম্নের পত্র ২ ইঞ্চি বিস্তৃত, উপরের পত্র ১ ইঞ্চি, হৃৎপিণ্ডাকৃতি, পাতার কিনারা দাঁতযুক্ত ও কোমল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোমযুক্ত। পুষ্পদণ্ড ১ ফুট, বহু শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট। পুষ্প ছোট, শ্বেতবর্ণ ও নরম। ইহার শিকড় হইতে একপ্রকার রং প্রস্তুত হয়। ফল ছোট চেরিফলের ন্যায়, মসৃণ, কৃষ্ণবর্ণ ও কোমল। বহির্ব্বাস ৫টি, পাপড়ী ৫টি।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কন্দ (Tuber) গিনি পোকা নষ্ট করে। মূল গুঁড়া করিয়া ঘায়ে দিলে ঘা সত্বর আরাম হয়। শিকড় ধারক এবং দদ্রু-বিনাশক বলিয়া খ্যাত আছে। কচি পাতা শাকের ন্যায় রন্ধন করিয়া খাওয়া যায় (Roxb.)। বর্ম্মাদেশীয় লোকেরা কর্ত্তিত স্থানে ইহার পাতা মর্দ্দন করিয়া রক্ত-পড়া বন্ধ করে (Muson)। (Fig. 136.)

137. L. sambucina Willd. (কুকুরজিহ্বা)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ii. 26; Wight, I. C., t. 78; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 256.

Ref.—F. B. I., i. 666; B. P., i. 340; Prain, H. H., 189; Voigt, 30.

জন্মস্থান—ভারতের গ্রীষ্মপ্রধান স্থান, পূর্ব্ববঙ্গ, চট্টগ্রাম, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা. কুকুরজিহ্বা; তে. আদ্রকাদোষ; মারহাট্টা—কারকালী।

ব্যবহার্য্য অংশ—কন্দ ও পত্র।

বর্ণনা—১০ ফুট উচ্চ গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্; ডালগুলি সরল, পত্র লম্বাকার, ৩½-৪ ইঞ্চি লম্বা; পত্রিকা পত্রদণ্ডের ২ দিকে জোড়া জোড়া জন্মে এবং অগ্রভাগে এক হয়। পত্রের অগ্রভাগ সরু। পত্রের প্রান্তদেশ করাতের ন্যায় দাঁতযুক্ত। পত্রিকা কতকটা শিউলী

ফুলের পত্রের ন্যায়। ফুল সবুজের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। ফল চেরিফলের ন্যায়। ফলের শাঁস নাই।

ঔষধার্থে ব্যবহার—শিকড়ের ক্বাথ পিপাসা ও পাকস্থলার বেদনা-নিবারক। গোয়া নামক স্থানে ইহার শিকড়কে "রতনহিয়া" Ratanhia বলে। পোর্টুগীজেরা ইহাকে পুরাতন উদরাময় ও রক্ত আমাশয় নিবারক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার অগ্নিতে ঝলসান পাতা মস্তক-বেদনা-নিবারক। তরুণ পাতার রস হজমি-কারক (Dymock)। (Fig. 137.)

138. L. æquata Linn. (কাকজঙ্ঘা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 258.

Ref.—F. B. I., i. 668 ; B. P., i. 340 ; Roxb., F. I., i. 655 ; Prain, H. H., 189 ; Voigt, H. S., 30.

জন্মস্থান—মধ্য ও পূর্ব্ববঙ্গ, চট্টগ্রাম, আসাম, শ্রীহট্ট, সুন্দরবন, পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর ; সচরাচর জঙ্গলের ধারে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. কাকজঙ্ঘা, পারাবত-পদী ; স. নদীকান্তা।

ব্যবহার্য্য অংশ—কন্দ, পত্রাদি ; মাত্রা—মূলের কল্ক ২-৪ আনা, ক্বাথ—৫-১০ তোলা।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় কোমল শাখাবিশিষ্ট উদ্ভিদ্। শাখা ও পত্রে লোম আছে। পত্রিকা ৪-১২ ইঞ্চি লম্বা, ২-৪ ইঞ্চি বিস্তৃত, পত্রের কিনারা দাঁতযুক্ত, পুষ্পদণ্ডে পুষ্প ঘন-সন্নিবদ্ধ; ফল কৃষ্ণবর্ণ ও শুষ্ক, দেখিতে মটরের ন্যায়। নদীর ধারে অথবা জলা ভূমিতে গাছগুলি ভাল জন্মে। ইহার শাখায় গাঁট আছে, দেখিতে কাকের জঙ্ঘার মত। ফুল বর্ষায় হয়; ফল চেপ্টা ৬ কোণবিশিষ্ট। পুষ্পদণ্ড ২-৫ ইঞ্চি লম্বা।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শাখা ও কন্দ ধারক। রস জলে দিলে জমিয়া যায়। কাকজঙ্ঘা মস্তকে ধারণ করিলে অনিদ্রাগ্রস্ত রোগীর নিদ্রা হয় (চক্রদত্ত)। ইহার কল্ক দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে যক্ষ্মা রোগীর রোগের উপশম হয়। ইহার ক্বাথে সৈন্ধব লবণ ও তেঁতুল মিশ্রিত করিয়া পান করিলে প্লীহা আরাম হয়। মূল চর্ব্বণ করিয়া পোকা ধরা দাঁতে টিপিয়া দিলে পোকা পড়িয়া যায়।

কাকজঙ্ঘা চ তিক্তোষ্ণা রক্তপিত্তজ্বরাপহা।
ক্রিমিদোষ-হরী বর্ণ্যা বিষদোষ হরা মতা (ধন্বন্তরী নির্ঘণ্টু)

কাকজঙ্ঘা হিমতিক্তা কষায়া কফপিত্তজিৎ।
নিহন্তি জ্বরপিত্তাস্রকণ্ডুবিষক্রমীন্॥ (ভাবপ্রকাশঃ)।

(Fig. 138.)

Genus—VITIS Linn.

139. V. quadrangularis Wall. (হাড়জোড়া)

Fig.—Wight, I. C., t. 51 ; Rheede, Hort. Mal., vii, t. 14 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 246.

Ref.—F. B. I., i. 645 ; B. P. I., 338 ; Watt, vi, Pt. 1, 256 ; Roxb., F. I., i, 407 ; Dymock, Pharm. Ind., i. 362 ; Prain, H. H., 188 ; Voigt, H. S., 27.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র, বনে-জঙ্গলে দেখা যায় ; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা ; বোটানিক গার্ডেন (শিবপুর) ও নিকটবর্ত্তী স্থানে বহু পরিমাণে পাওয়া যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. হাড়জোড়া ; স. অস্থিসংহার ; তা. পেরুণ্ডেইকডি ; তে. নুল্লে-রুটিগে।

ব্যবহার্য্য অংশ—শাখা ও পত্র।

বর্ণনা—লতানে উদ্ভিদ, অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ; কখন কখন পত্রহীন দেখায়, পত্র ১-১½ ইঞ্চি লম্বা, হৃৎপিণ্ডাকৃতি, ৩-৫ অংশে বিভক্ত, কিনারাগুলি করাতের মত কর্ত্তিত। পুষ্পগুচ্ছ ক্ষুদ্র বোঁটায় থাকে, চিক্কণ লোমযুক্ত। ফল গোলাকার লালবর্ণ ও রসাল, মটরের মত। সিংহলের লোকে ইহার ডাঁটা তরকারী করিয়া খায়। গাছের আঁকড়ী লম্বা ও নরম, ফুলের পাপড়ী ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু শ্বেতবর্ণ। লতার ডাঁটা একটি গাঁইটের সহিত মাটীতে ফেলিয়া দিলে তাহা হইতে গাছ হয়, এইজন্য ইহার আর একটি নাম কাণ্ডবল্লী।

ঔষধার্থে ব্যবহার—তামিল-দেশীয় কবিরাজেরা ইহার পত্র ও নরম ডাঁটা গুঁড়া করিয়া অম্ল ও পাক-যন্ত্রের পীড়ায় প্রয়োগ করে। মাত্রা ২ স্ক্রুপল, দিবসে ২ বার (Ainslie)। কাণ্ডের রস কর্ণের পূঁয-নিবারক ও অনিয়মিত ঋতুস্রাবে প্রদত্ত হয় ; কাণ্ড অগ্নিতে ঝলসাইয়া ২ তোলা রস, ২ তোলা গব্য-ঘৃত, ১ তোলা গোপীচন্দন ও অল্প পরিমাণ চিনি সহ দিবসে ২ বার সেব্য (Dymock)।

কোন স্থান ভাঙ্গিয়া গেলে ও পতন-জনিত বেদনায় ইহার রস, গব্যঘৃত ও দুগ্ধের সহিত পান করিলে বেদনা সারিয়া যায় (চক্রদত্ত)। ইহার কাণ্ডের রস ও খোসা-ছাড়ান মাষকলাই একত্রে বাটিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে, সেই বটিকা তিল তৈলে ভাজিয়া খাইলে বায়ুরোগ দূর হয়। ইহার বায়ুনাশক শক্তি অধিক আছে। চরক-সংহিতায় ইহার উল্লেখ নাই এবং অস্থিভঙ্গ-রোগে সুশ্রুত সংহিতায় ব্যবহার নাই।

অস্থিভগ্নেঽস্থিসংহারো হিতো বল্যোঽনিলাপহঃ। (রাজবল্লভঃ)।

ইহা বাত ও শ্লেষ্মনাশক, ক্রিমিঘ্ন, বৃষ্য ও পরিপাকশক্তি-বৃদ্ধিকারক। (ভাবপ্রকাশঃ)।

(Fig. 139.)

140. V. pedata Vahl. (গোয়ালে লতা)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., vii, t. 10 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 253.

Ref.—F. B. I., i. 661 ; B. P., i. 339 ; Roxb., F. I., i. 413 ; Prain, H. H., 189.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, উত্তর, পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গ ; হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগনার সকল স্থানে প্রচুর দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—স. গোধাপদী ; বা. গোয়ালে লতা।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ।

বর্ণনা—লতানে গাছ, কাণ্ড নরম, পাতা কোমল, টিপিলে ভাঙ্গিয়া যায়। শিকড় বক্র। পত্র ৭টি পত্রিকায় বিভক্ত। পত্রিকা ৪-৮ ইঞ্চি লম্বা, ১½-৩ ইঞ্চি চওড়া। পাতার কিনারা কর্ত্তিত। পুষ্পদণ্ড পাতার ডাঁটার সমান। ফুল উভয় লিঙ্গবিশিষ্ট, সবুজবর্ণ, উহাতে ঈষৎ ধূসরবর্ণ লোম আছে। ফল ৪টি বীজ-বিশিষ্ট, ½ ইঞ্চি, গোলাকার, ধারের দিকে চেপ্টা, শ্বেতবর্ণ। গোয়ালে লতা সাধারণতঃ দুই প্রকার, ছোট গোয়ালে ও বড় গোয়ালে। বড় গোয়ালে বা ছয়-আঙ্গুলে গোয়ালেই সাধারণতঃ ঔষধে ব্যবহৃত হয়। অগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে ফুল ও অক্টোবর-জানুয়ারী মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার রস ধারক (Dymock)।

গোয়ালে লতার ক্বাথে গব্য ঘৃত, তিল তৈল এবং দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে মূত্ররোধ নিবৃত্তি পায়।

গোয়ালে লতার পাতা কষায় ও ধারক। ইহার মূলের ক্বাথ রক্তমূত্র অথবা অপর প্রকার রক্তস্রাব নিবারক।

ইহার মূল পেষণ করিয়া মাষকলায়ের বড়ার সহিত খাইলে শ্লীপদ জনিত জ্বর আরাম হয়। (Fig. 140.)

141. V. trifolia Linn. (আমললতা)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., vii, t. 9 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 252.

Ref.—F. B. I., i. 654 ; F. I., i. 409 ; B. P., i. 338 ; Prain, H. H., 189 ; Viogt, H. S., 28.

জন্মস্থান—পূর্ব্ববঙ্গ, সুন্দরবন, ভারতের গ্রীষ্মপ্রধান স্থান, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বনজঙ্গলে দেখা যায়, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. আমলাপর্ণ ; বা. শণকেসর ; আমললতা ; হি. আমলবেল ; তা. মেকজেত্তানিচেড়ু।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ ও শিকড়।

বর্ণনা—লতানে গাছ, কাণ্ড নরম বহু শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট, মসৃণলোমযুক্ত ; আঁকড়ী লম্বা ও নরম। পত্রিকা ৩টি, ২-৬ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি গোলাকার, কিনারায় দাঁত আছে। ফুল শ্বেতবর্ণ ও বড়। ফুলের বোঁটা পাতার বোঁটার সমান। ফল ½ ইঞ্চি, গোলাকার, শাঁসযুক্ত, ২টি বীজবিশিষ্ট, বীজ ¼ ইঞ্চি লম্বা, ⅙ ইঞ্চি চওড়া, ত্রিকোণাকার। এপ্রেল-সেপ্টেম্বর মাসে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—গরুর কাঁধের ঘায়ে ইহার পাতার পুলটিস দেয় (Elliot)। শিকড় গোলমরিচের সহিত বাটিয়া ফোড়ায় দিলে ফোড়া আরাম হয়। হিন্দিতে ইহার শিকড়কে "কামরাজ" বলে, ইহা ধারক ঔষধ রূপে ব্যবহার হয়। (Fig. 141.)

142. V. vinifera Linn. (আঙ্গুর)

Fig.—Lamarck, Ill., i, t. 145 ; Bentl. & Trim., Md. Pl., t. 66.

Ref.—F. B. I., i. 652 ; Dymock, Pharm. Ind., i. 357 ; Brandis, For. Fl., 98 ; Voigt, H. S., 29.

জন্মস্থান—উত্তর-পশ্চিম হিমালয় প্রদেশে জঙ্গলে বহু পরিমাণে জন্মে ; উত্তর-পশ্চিম ভারতে চাষ হয় ; বঙ্গদেশে বাগানে রোপণ করে, হুগলী হাওড়ায় বাগানে কদাচ দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—স. দ্রাক্ষা, কাশ্মীরিকা ; বা. আঙ্গুর ; তা. কড়িমন্ডী ; তে. দ্রাক্ষাপণ্ডু।

ব্যবহার্য্য অংশ—শুষ্কফল, আঙ্গুর ও পত্র।

বর্ণনা—শক্ত লতা ; আঁকড়ী লম্বা পাকান। পত্রের উপর দিক্ লোমযুক্ত, বসন্তকালে পাতা পড়িয়া যায়। পাতার আকৃতি দেখিতে করলা উচ্ছের পাতার ন্যায়। পত্রের গোড়ার দিক হৃৎপিণ্ডাকৃতি, ৫ ভাগে বিভক্ত, কিনারাগুলি দাঁতযুক্ত, পাতার মধ্যশিরা ৪-৫ জোড়া। ফুল সবুজবর্ণ, সৌগন্ধময় ; লতার অগ্রভাগে মুকুল হয়। ফলে ৩-৫টি বীজ হয়। দ্রাক্ষা ৪ প্রকার—(১) আঙ্গুর, (২) ক্ষুদ্র দ্রাক্ষা বা কিসমিস, (৩) কপিল দ্রাক্ষা, বৃহৎ ও কৃষ্ণবর্ণ দ্রাক্ষা, (৪) গোস্তফী দ্রাক্ষা, মনাক্কা (Raisins)। ফেব্রুয়ারী হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত ফুল ও ফল হয়। শীতপ্রধান দেশে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—শান্তিকর ও বিরেচক ; ইহার স্নিগ্ধকর গুণ আছে। ইহা হইতে দ্রাক্ষারিষ্ট নামক একপ্রকার তরল উত্তেজক অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। মাত্রা—শুষ্ক দ্রাক্ষা ১২½ পাঃ, জল ২৫৬ পাঃ, মিশ্রিত দ্রব্য ঢাকিয়া রাখ, উহাতে ৫০ পাঃ মাত গুড় মিশাও, তৎপরে দারুচিনি, লবঙ্গ, তেজপাতা, নাগকেশর (Ochrocarpus longifolius), প্রিয়ঙ্গু (Aglaia Roxburghiana), গোলমরিচ, এবং বিড়ঙ্গ (Embelia Ribes) বীজ প্রত্যেকটি ১৬ তোলা

পরিমাণ একত্রে পেষণ করিয়া অরিষ্ট প্রস্তুত কর। এই অরিষ্ট সর্দ্দি, শ্বাসরোগ ও স্বরভঙ্গ রোগে হিতকর।

মুসলমান বৈদ্যেরা দ্রাক্ষাকে পাচক ও রক্ত-পরিষ্কারক বলিয়া উল্লেখ করেন। আঙ্গুর-লতার ছাই মূত্রযন্ত্রের পাথরী-নিবারক ও অর্শরোগ-নাশক। অপক্ক আঙ্গুরের রস ধারক। কর্ত্তিত লতার রস চর্ম্মরোগ ও চক্ষুরোগের ঔষধরূপে ইউরোপে ব্যবহৃত হয়। আঙ্গুরের সরবৎ স্নিগ্ধকর, ইহা জ্বরের প্রকোপ কমাইয়া দেয়। ইহা অম্লরোগ, উদরাময়, রক্ত আমাশয় ও শোথ নিবারক (Moodeen Sheriff)। দ্রাক্ষা পেষণ করিয়া বাসি জলের সহিত পান করিলে মূত্ররোগ আরাম হয়।

দ্রাক্ষা তু মধুরা স্নিগ্ধা বৃষ্যা শীতানুলোমনী।
বল্যা বৃষ্যা ক্ষতক্ষীণতৃষাবাতাস্রপিত্তজিৎ॥ রাজবল্লভঃ
তৃষ্ণাদাহজ্বরশ্বাসরক্তপিত্তক্ষতক্ষয়ান্।
বাতপিত্তমুদাবর্ত্তং স্বরভেদং মদাত্যয়ম্॥
তিক্তাস্যতা মাস্যশোষং কাসঞ্চাশুব্যপোহতি।
মৃদ্বিকাবৃংহণী বৃষ্যা মধুরস্নিগ্ধশীতলা। চরকঃ
তেষাং দ্রাক্ষা সরঃ স্বর্য্যা মধুরা স্নিগ্ধশীতলা।
রক্তপিত্তজ্বরশ্বাসতৃষ্ণাদাহক্ষয়াপহা। সুশ্রুতঃ

শুষ্ক আঙ্গুর (কিস্‌মিস্) শান্তিকর, মৃদুবিরেচক, স্নিগ্ধকর, পিপাসা-নিবারক। ইহা সর্দ্দি, স্বরভঙ্গ ও ক্ষয়রোগে হিতকর (Dutt, Hindu Mat. Medica)। (Fig. 142.)

XXXVI. SAPINDACEAE.

Genus—CARDIOSPERMUM Linn.

143. C. Halicacabum Linn. (লয়াফটকী)

Fig.—Ic. Pl. Asiat., iv, t. 599; Bot. Mag., t. 1049; Rheede, Hort. Mal., viii. 24; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 259.

Ref.—F. B. I., i. 670; B. P., i. 342; Roxb., F. I., ii. 292; Dymock, Pharm. Ind., i. 366.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ; উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশ হইতে সিংহল পর্য্যন্ত স্থানে, বঙ্গদেশে, হাওড়া, হুগলী, ২৪-পরগনা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর, হুগলী জেলার বহু পতিত জমিতে ও জঙ্গলের ধারে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. লয়াফটকী, শিবঝুল; স. জ্যোতিষ্মতী, পারাবতপদী, কর্ণস্ফোটা।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, শিকড় ও বীজ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী লতানে উদ্ভিদ্; কখন কখন অধিকদিন জীবিত থাকে। শাখা নত, তিনটি ডোরা দেওয়া; পত্রিকা গভীরভাবে কর্ত্তিত; পত্রদণ্ড ২-৩ ইঞ্চি, ফুল ছোট, শ্বেতবর্ণ, ⅛ ইঞ্চি। ফুলের বহির্ব্বাস ৪টি, বাহিরে দুটি থাকে, ভিতরের গুলি ছোট। পাপড়ি ৪টি, জোড়া জোড়া। পুংকেসর ৮টি, পৃথক্ পৃথক্ থাকে। গর্ভাশয়ে ৩টি প্রকোষ্ঠ আছে। ফল ছোট, ½-১¼ ইঞ্চি; অবনত বোঁটায় থাকে, প্রায় বৎসরের সকল সময়েই হয়। বীজ গোলাকার, ⅙-⅛ ইঞ্চি, সূক্ষ্মলোমযুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ, মধ্যস্থল শ্বেতবর্ণ। ইহার সংস্কৃত নাম জ্যোতিষ্মতী। Celastrus paniculatus গাছকেও সংস্কৃতে জ্যোতিষ্মতী বলে, কিন্তু উহা ভিন্ন গাছ এবং গুণও পৃথক্। শীতের সময় ব্যতীত অন্য সব সময়ে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় মৃদুবিরেচক, বমনকারক ও উদরাময়-নিবারক। বাত, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ও অর্শে ইহার ব্যবহার আছে। পত্র ঋতুনাশ-রোগের ঔষধরূপে বর্ণিত আছে। পাতার রস, Impure carbonate of potash (Sarica), বচের শিকড়, পিয়াশাল পাতার রস (Terminalia tomentosa) প্রত্যেক সমপরিমাণ বাটিয়া দুগ্ধের সহিত ব্যবহার্য্য। মাত্রা ১ ড্রাম, প্রত্যহ তিনবার, ৩ দিন খাইতে হয় (ভাবপ্রকাশ)। পাতার রস কর্ণবিবরে প্রদান করিলে কর্ণবেদনা ও কানের পূঁজ আরাম হয়। ইহার এই গুণ আছে বলিয়া হিন্দিতে কর্ণফুটি ও বঙ্গভাষায় কর্ণস্ফোটা বলে। মালাবার দেশে ইহার পাতার রস ফুসফুস-ঘটিত রোগে ব্যবহার করে (Rheede)। পাতার রস ½ চামচে পরিমাণ রেড়ির তৈলের সহিত দিবসে ৩ বার সেবন করিলে এবং পত্র পেষণ করিয়া স্থানীয় প্রলেপ দিলে বাত আরাম হয় (Ainslie)। এই ঔষধটী পাকযন্ত্রের উপর কাজ করে এবং ৪।৫ বার দাস্ত হওয়ায় বাতের যন্ত্রণা কমাইয়া দেয় (Moodeen Sheriff)। সমগ্র গাছ পচাইয়া শক্ত আঁচিলে প্রয়োগ করিলে উহা বসিয়া যায় (Drury)। (Fig. 143.)

Genus—SCHLEICHERA Willd.

144. S. trijuga Willd. (কুসুম)

Fig.—Bedd., Fl. Sylv., t. 119; Brandis, Fl. Sylv., 105, t. 20; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 962.

Ref.—F. B. I., i. 681; B. P., i. 345; Roxb., F. I., ii. 277; Watt, vi, Pt. II, 48.

জন্মস্থান—বেহার, ছোটনাগপুর, মধ্যভারত, বর্ম্মা, কর্ণাট; পশ্চিমবঙ্গে কদাচিৎ এই গাছ জন্মে; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা. কুসুম ; সাঁওতালী বারু ; গু. এস্থমার ; তে. রোয়া তাঙ্গা।

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল এবং তৈল।

বর্ণনা—বড় গাছ, বসন্তের প্রারম্ভে নূতন পত্র জন্মে। এই গাছে গালা পোকা জন্মে। ছাল ১/২ ইঞ্চি, ধূসর বর্ণ, কাষ্ঠ শক্ত, ভিতরের কাষ্ঠ ঈষৎ লালবর্ণ। পত্রদণ্ড ৮-১১ ইঞ্চি, পত্রিকা ১-১০ ইঞ্চি লম্বা, ২/৩-১ ১/৪ ইঞ্চি চওড়া, নিম্নের পাতা ছোট। পুষ্পদণ্ড ছোট ছোট শাখায় হয়, ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, ফুল ছোট এবং সবুজের আভাযুক্ত, কখনও ঈষৎ পীতবর্ণ। সাধারণতঃ পুং ও স্ত্রী পুষ্প ভিন্ন ভিন্ন গাছে জন্মে। ফল ৩/৪-১ ইঞ্চি লম্বা, শাঁস আছে, লোকে খায়। বীজ গোলাকার, ৩/৪ ইঞ্চি লম্বা, ১/২ ইঞ্চি চওড়া লালবর্ণ। ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ মাসে ফুল এবং ফেব্রুয়ারী ও মে মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ছাল ধারক। রক্সবর্গ বলেন, দেশীয় লোকেরা ইহার বীজ তৈলের সহিত মিশাইয়া পাঁচড়া আরাম করে। সাঁওতালেরা ইহার ছাল কোমর ও পৃষ্ঠের বেদনায় প্রয়োগ করে। (Fig. 144.)

Genus—SAPINDUS Linn.

145. S. trifoliatus Linn. (বড়রিঠা)

Fig.—Roxb., Ic., t. 1235 ; Bedd., Fl. Sylv., t. 154 ; Rheede, Hort. Mal., iv. 43, t. 19 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 263.

Ref.—F. B. I., i. 682 ; B. P., i. 344 ; Watt, vi. Pt. ii, 468 ; Roxb., F. I. 278 ; Voigt, H. S., 93.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুরে প্রায়ই চাষ হয়, কখন কখন বন জঙ্গলে বহু পরিমাণে জন্মে, দক্ষিণ ভারতে এই গাছ অধিক জন্মে। হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগনা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. অরিষ্টা, ফেনিলা ; বা. বড়রিঠা ; হি. রিঠা ; তা. পন্নানকোট্টাই ; তে. কুকুদু-কায়ালু ; Eng. Soap-nut tree.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল।

বর্ণনা—২৫।৩০ ফুট উচ্চ বহু শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট বৃক্ষ। পত্রদণ্ড ৫-১২ ইঞ্চি লম্বা ; পত্রিকা ১ ১/২-৮ ইঞ্চি লম্বা, ১-৪ ইঞ্চি চওড়া, পত্রের অগ্রভাগ সরু। বোঁটা ছোট। ফুল ১/৬-১/২ ইঞ্চি, শ্বেতবর্ণ, লোমযুক্ত। বহির্ব্বাস ৫টী ; পাপড়ি ৪-৫টী, সরু ও লম্বা। পুংকেসর ৮টী। ফলে শাঁস আছে, ১/২-৩/৪ ইঞ্চি লম্বা। রিঠাগাছ দুই রকমের আছে ; একটীর পাতার অগ্রভাগ লম্বা ও চিক্কণ লোমযুক্ত, এবং অপরটীর পাতার অগ্রভাগ

কিঞ্চিৎ মোটা ও ভোঁতা এবং নিম্নদেশে কোমল লোম আছে। ডিসেম্বর মাসে ফুল ও এপ্রেল মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—নির্ঘণ্টকার বলেন রিঠা উগ্র। ইহার ফল ৪ গ্রেন পরিমাণ সরবত করিয়া সেবন করিলে পেট বেদনা আরাম হয়। একটী ফল জলে ভিজাইয়া বেশ শাঁস বাহির করিয়া ছাঁকিয়া ব্যবহার করিলে সর্পবিষ, ওলাওঠা ও উদরাময় আরাম হয়। ফলের গুঁড়া ৪ গ্রেন পরিমাণ নাসিকা-রন্ধ্রে প্রবেশ করাইয়া দিলে সকল প্রকারের মূর্চ্ছা আরাম হয়। ইহার ধূম মানসিক বিকৃতি ও হিষ্টিরিয়া আরাম করে। রিঠা বাটিয়া ভিনিগারের সহিত স্থানীয় প্রলেপ দিলে সর্পদংশন বিষ ও গালগলা ফুলা আরাম হয়। ইহার বীজের শাস বস্ত্রের দ্বারা যোনিদেশে প্রবেশ করাইয়া দিলে প্রসব বেদনা বৃদ্ধি করিয়া প্রসব করাইয়া দেয় এবং ঋতুনাশ রোগ আরাম হয় (Dymock)। ইহার শাঁস ইপিকাকুয়ানার সমান। রিঠা হাঁপানি দমন করে ও দেশীয় বৈদ্যেরা হিষ্টিরিয়া রোগে প্রয়োগ করে। রিঠা ভিজান জল কয়েক ফোঁটা মূর্চ্ছার সময় নাকে দিলে সর্দ্দি বাহির হইয়া মূর্চ্ছা আরাম হয়, ৩।৪ ফোঁটার অধিক দেওয়া উচিত নহে। পুরাতন ফল কার্য্যকারক নহে (Moodeen Sheriff)। রিঠা ভারতের মধ্যে একটী সস্তা বমনকারক ঔষধ। রিঠা বাত ও গেঁটে বাতে হিতকর, বমনকারক, ত্রিদোষনাশক ও গর্ভপাতকর। (ভাবপ্রকাশ)

রীঠাকরঞ্জস্তিক্তোষ্ণঃ কটুস্নিগ্ধশ্চবাতসিৎ।
কফঘ্নঃকুষ্ঠকণ্ডুতিবিষবিস্ফোটনাশনঃ॥ রাজনির্ঘণ্টুঃ। (Fig. 145.)

146. S. Mukorossi Gaertn. (ছোটরিঠা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 268.

Ref.—F. B. I., i. 683; B. P., i. 344; Roxb., F. I., ii. 280; Watt, vi, Pt. ii, 468; Voigt, H. S., 94; Prain, H. H., 190.

জন্মস্থান—উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষ, কমায়ুন, শ্রীহট্ট ও আসাম; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনার বাগানে রোপণ করা হয়; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. ফেনিলা; বা. ছোটরিঠা; Eng. Soap-nut tree.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল ও বীজ।

বর্ণনা—বড় গাছ, দেখিতে সুন্দর। পত্রদণ্ড ৬-১৮ ইঞ্চি, দণ্ডের দুই দিকে পত্র হয়, অগ্রভাগে একটু ঘনভাবে পত্র জন্মে। পত্রিকা ২-৬ ইঞ্চি লম্বা, ২½ ইঞ্চি চওড়া, ছোট বোঁটায় থাকে। ফুল শ্বেতবর্ণ কিম্বা বেগুনে। পুংকেসর ৮-১০টি। ফল শাঁসযুক্ত, প্রায় গোলাকার, ¾ ইঞ্চি। ফেব্রুয়ারি ও মার্চ্চ মাসে ফুল এবং শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ফল অপস্মার রোগে ব্যবহার হয় (Watt)। বীজ জলে গুলিয়া অপস্মার রোগীকে দিলে তৎক্ষণাৎ রোগের উপশম হয়। (Fig. 146.)

Genus—NEPHELIUM Linn.

147. N. Litchi Camb. (লিচু)

Fig.—Wight, Ic., t. 43 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 265.

Ref.—F. B. I., i. 687 ; B. P., i. 346 ; Roxb., F. I., ii. 267 ; Watt, v. 346 ; Voigt, H. S., 85 ; Prain, H., H., 190.

জন্মস্থান—আদিম জন্মস্থান চীন দেশ, ভারতের অনেক স্থানে বাগানে চাষ হয়, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, নদীয়া, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা. লিচু ; Eng. Lichi.

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—৩০।৪০ ফুট উচ্চ গাছ, গুঁড়ি সরল। পত্র ৩-৯ ইঞ্চি, পত্রিকা ১½-৬ ইঞ্চি লম্বা. ½-১½ ইঞ্চি চওড়া, বোঁটা $\frac{১}{১২}$-$\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি। ফুলের মুকুল কোমল ও লোমযুক্ত, সবুজের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, $\frac{১}{১২}$-$\frac{১}{৮}$ ইঞ্চি। ফল গুচ্ছবদ্ধ হয়, একটু লম্বা ও গোলাকার, ব্যাস ১ ইঞ্চি। ফলে শ্বেতবর্ণ শাঁস আছে। ফেব্রুয়ারী-মার্চ্চ মাসে ফুল হয় ও এপ্রেল-মে মাসে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বিছা, বোল্‌তা প্রভৃতি কামড়াইলে ইহার পাতা ঔষধরূপে ব্যবহার হয় (Watt). (Fig. 147.)

148. N. Longana Camb. (আঁশফল)

Fig.—Bot. Mag., t. 4096 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 263.

Ref.—F. B. I., i. 688 ; B. P., i. 346 ; Roxb., F. I., ii. 270 ; Prain, H. H., 190.

জন্মস্থান—আদি জন্মস্থান মালয় উপদ্বীপ। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা. আঁশফল ; Eng. Longan.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল।

বর্ণনা—গাছ ৩০।৪০ ফুট উচ্চ। পত্রিকা ২-১২ ইঞ্চি লম্বা, ½-২½ ইঞ্চি চওড়া। বোঁটা ⅟₂-⅙ ইঞ্চি। ফুলের মুকুল কোমল, পীতের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। ফেব্রুয়ারী-মার্চ্চ মাসে ফুল হয় এবং এপ্রেল-মে মাসে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এই ফল পুষ্টিকর বলিয়া চীন দেশীয় লোকেরা বর্ণনা করেন। ইহা উদরাময়-নিবারক ও কৃমি-নাশক (Duthie)। (Fig. 148.)

XXXVII. ANACARDIACEAE.

Genus—RHUS Linn.

149. R. succedanea Linn. (কাঁকড়াশৃঙ্গী)

Fig.—Wight, Ic., t. 560 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 272.

Ref.—F. B. I., ii. 12 ; B. P., i. 355 ; Roxb., F. I., ii. 98.

জন্মস্থান—কমায়ুন, নেপাল, খাসিয়া পাহাড়, আসাম, বঙ্গদেশ, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. কর্কটশৃঙ্গী ; বা. হি. তা. তে. কাঁকড়াশৃঙ্গী।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র ও ফল। মাত্রা—২ আনা।

বর্ণনা—২৫-৩০ ফুট উচ্চ গাছ ; গাছের ছাল ধূসরবর্ণ। ডালের অগ্রভাগের পত্র ঘন-সন্নিবদ্ধ, ৬-৮ ইঞ্চি লম্বা, পত্রিকা ২-৫ ইঞ্চি লম্বা, ১½-২½ ইঞ্চি চওড়া, ডিম্বাকৃতি, অবনত ও মসৃণ লোমযুক্ত। পত্রিকাগুলি দণ্ডের দুইদিকে থাকে, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু। পাতার বোঁটা গোলাকার ও মসৃণ। ফুল ছোট, মুকুলদণ্ড বহু শাখাবিশিষ্ট, অনেক ফুল জন্মে। ফুলের ব্যাস ⅟₂ ইঞ্চি, পীত ও সবুজবর্ণ। পাপড়ী ৫টী, প্রথমে প্রসারিত, পরে পুনরায় গুটাইয়া যায়। পুংকেসর ৫টী, পাপড়ী দুইদিকে খাড়াভাবে থাকে। ফলের ব্যাস ¼ ইঞ্চি, বোঁটা হইতে নিম্নে অবনত, চেপ্টা ও পাতলা। ফলের আঁটি শক্ত, ফল প্রচুর হয়। এই গাছের শাখার উপর পোকায় যে ঘর করে উহাকে কাঁকড়াশৃঙ্গী বলে। ইহা দেখিতে বৃহৎ, ফাঁপা ও লম্বা, উপরদিক ক্রমশঃ সরু। জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে ফুল এবং মার্চ্চ মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পাতার রস চর্ম্মের উপর Blister দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয় (Stewart)। কাশ্মীর দেশে ইহার ফল ক্ষয়রোগে প্রয়োগ করে। কাঁকড়াশৃঙ্গী বলকারক, সর্দ্দিনিঃসারক ; ইহা ক্ষয়রোগ, কাশ, জ্বর ও অগ্নিমান্দ্য রোগে ব্যবহার হয় (Hindu Mat.

Med.)। মুসলমান বৈদ্যেরা বলেন ইহা উগ্র এবং ফুসফুসঘটিত রোগে হিতকারী। ইহা বালকদিগের অগ্নিমান্দ্য, উদরাময় এবং বমন রোগ নিবারক, এবং শোথ রোগে বাহ্যিক প্রলেপস্বরূপ ব্যবহার্য্য। (Fig. 149.)

Genus—PISTACIA Linn.

150. P. integerrima Stewart (কাঁকড়াশৃঙ্গী)

Fig.—Brandis, For. Fl., 122, t. 22; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 273.

Ref.—F. B. I., ii. 13; Wall. Cat., 8474; Royle Ill., 175.

জন্মস্থান—উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সলিমান পর্ব্বত শ্রেণীর নিকটবর্ত্তী স্থান, পেশোয়ার, কমায়ুন, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. কাঁকড়াশৃঙ্গী ; পাঞ্জাব—কাকা।

ব্যবহার্য্য অংশ—গাছের উপর নির্ম্মিত পোকার ঘর (Gall)।

বর্ণনা—মাঝারী গাছ ৩০-৪০ ফুট উচ্চ। কাষ্ঠ শক্ত। পত্র ৬-৯ ইঞ্চি। নূতন পাতা লালবর্ণ। পুংপুষ্প ও স্ত্রীপুষ্প বিভিন্ন। পুংপুষ্প ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, ঘন লোমযুক্ত। পুংকেসর ৫-৭টি ; গর্ভকেসর ছোট, ইহার মস্তক বড় এবং লালবর্ণ। স্ত্রীপুষ্পের পাপড়ী ৪টি, ফল ¼ ইঞ্চি, বক্র ও কোমল লোমযুক্ত, ধূসরবর্ণ। স্ত্রীপুষ্পের বোঁটা ৬-১০ ইঞ্চি লম্বা, ফাঁক ফাঁক স্থাপিত। গাছের পাতায় যে ঘর হয় উহা ৬-৭ ইঞ্চি লম্বা। ইহার Gall শক্ত, ফাঁপা ও কৃষ্ণবর্ণ। অক্টোবর মাসে পত্র এবং পত্র-বৃন্তের উপর পোকার ঘরগুলি জন্মে। মার্চ্চ হইতে মে মাসের মধ্যে ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত লেখকদের মতে ইহা বলকারক এবং সর্দ্দি, ক্ষয়রোগ, হাঁপানি, জ্বর, অগ্নিমান্দ্যে ব্যবহৃত হয়, মাত্রা ২০ গ্রেন। মুসলমান বৈদ্যেরা ইহা অম্লনিবারক ও উদরাময় রোগে হিতকর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা জ্বর ও অগ্নিমান্দ্য নিবারক এবং সর্ব্বাঙ্গীন শোথে হিতকর। ইহার ফলকে পাঞ্জাবের বাজারে বোধ হয় সুমাক (Sumak) বলিয়া থাকে। ইহা পরিপাক শক্তি বর্দ্ধক (Dymock)। Gallএর গুঁড়া ঘৃতে ভাজিয়া একটু চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে রক্ত আমাশয় নিবারণ হয় (Watt).

কাঁকড়াশৃঙ্গী বৃষ্য, ইহার চূর্ণ দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবার পর, দুগ্ধ, ঘৃত ও চিনি যোগে হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিয়া স্ত্রীসহবাস করিলে বৃষবৎ শক্তি বাড়িয়া থাকে (বাগভট্ট)।

কুলীরশৃঙ্গীচূর্ণঞ্চ মূলকস্ত ফলং তথা।
যুক্তোহয়ং মধুসর্পিভ্যাং লেহঃ শ্বাসাপহঃশিশোঃ। বঙ্গসেন

কাঁকড়াশৃঙ্গী ও মূলাবীজ সমপরিমাণ মধু ও ঘৃত সহ সেবন করিলে শিশুর শ্বাস ও কাশ আরাম হয়। (Fig. 150.)

Genus—ANACARDIUM Linn.

151. A. occidentale Linn. (হিজলী বাদাম)

Fig.—Beddome, Fl. Sylv., t. 163; Rheede, Hort. Mal., iii, t. 54; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 275.

Ref.—F. B. I., ii. 20; B. P., i. 354; Roxb., F. I., ii. 312.

জন্মস্থান—উড়িষ্যা ও চট্টগ্রামে চাষ হয়; কখন কখন বন জঙ্গলে দেখা যায়, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর; এই গাছ দক্ষিণ আমেরিকা হইতে টেনাসরিম, আণ্ডামান দ্বীপ, বম্বে ও দক্ষিণ ভারতে আসে।

বিভিন্ন নাম—বা. বম্বে—হিজলী বাদাম; হি. কাজু; তা. কোলামারা; Eng. Cashew nut.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল, বীজ ও সুরাসার।

বর্ণনা—চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত মাঝারী গাছ, গুঁড়ি বক্র। পত্র ৪-৮ ইঞ্চি লম্বা এবং ৩-৫ ইঞ্চি চওড়া; পত্রের শিরা ১০ জোড়া হয়, বোঁটা ⅛-½ ইঞ্চি। মুকুল ৬-১০ ইঞ্চি লম্বা, নরম লোমযুক্ত। ফুল ⅙ ইঞ্চি, পীতবর্ণ লালের দাগযুক্ত। পুংকেসর ৯টি, মোটা মোটা, একটি সর্ব্বাপেক্ষা বড়। ফল ধূসরবর্ণ, মূত্রাশয়াকৃতি, শুষ্ক ও উজ্জ্বল, ১ ইঞ্চি লম্বা, ⅞ ইঞ্চি চওড়া, শাঁসযুক্ত। গাছের ছাল ফাটা ফাটা, মসৃণ নহে। ছাল হইতে একপ্রকার পীতবর্ণ আঠা বাহির হয়, ইহাকে Cashew Gum বলে; ইহা বাবলার গঁদের ন্যায় ব্যবহার হয়। পত্র ও ফুল সৌগন্ধযুক্ত ও উগ্র। ফুল ও ফলের সময় মার্চ্চ হইতে মে মাস।

এই গাছ আমেরিকা দেশীয়। পোর্টুগীজেরা সর্ব্বপ্রথমে ভারতে আনয়ন করে। গোয়াতে ইহার চাষ হইয়া থাকে। এই গাছের চাষ বিশেষ ব্যয়সাপেক্ষ নহে; প্রথমে জঙ্গল কাটিয়া গাছ বসাইতে হয়, তৃতীয় বৎসর হইতে ফল হইতে থাকে। বীজের রস হইতে মদ্য (Spirit) এবং ফল হইতে একপ্রকার আলকাতরা (Tar) প্রস্তুত হয় যাহা নৌকায় মাখাইলে পোকা ধরিতে পারে না। বাদাম মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে ব্যবহার হয় এবং এই বাদাম খায়। বাজারে ইহার ফলকে "কাজু" বলে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা হইতে যে Tar প্রস্তুত হয় তাহাতে শতকরা ৯০ ভাগ Anacardic Acid এবং ১০ ভাগ Cardol আছে বলিয়া উহা কুষ্ঠ, বড় কৃমি ও দুরারোগ্য ক্ষতরোগে ব্যবহার হয়। বীজের শাঁস হইতে যে মদ্য প্রস্তুত হয় উহা উত্তেজক (Watt)। বীজ পুষ্টিকর ও মৃদু। তৈল বিষনাশক। বাদামের তৈল মূত্রকর ও বাতে হিতকর। ইহার কাণ্ড হইতে যে আঠা বাহির হয় উহা আমেরিকা দেশীয় দপ্তরীরা পুস্তকের পাতায় উই প্রভৃতি পোকা-মাকড়ের প্রতিষেধক রূপে ব্যবহার করে।

ছালের ক্বাথ ধারক। গাছের ফোস্কা উৎপাদন করিবার শক্তি আছে; একখণ্ড বস্ত্রে ইহার তৈল মাখাইয়া বুকে বসাইয়া দিলে ১॥ ঘন্টার মধ্যে ফোস্কা উঠে। বাদামের তৈল রন্ধনকার্য্যে ব্যবহার হয়। এই বাদাম গোয়া হইতে বোম্বেতে বহু পরিমাণে আমদানী হয়। (Fig. 151.)

Genus—MANGIFERA Linn.

152. M. indica Linn. (আম্র)

Fig.—Beddome, Fl. Sylv., t. 162 ; Bot. Mag., t. 4510 ; Rheede, Hort. Mal., iv, t. 132 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 274.

Ref.—F. B. I., ii. 13 ; Roxb., F. I., i. 641 ; B. P., i. 352 ; Watt, v, Pt. i, 148 ; Voigt., H. S., 272.

জন্মস্থান—ভারতের গ্রীষ্মপ্রধান স্থান ; বঙ্গদেশ, মাদ্রাজ, বেহার, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. আম্র, চূত ; বা. আম্র ; তা. মাঙ্গস ; তে. মাবি ; হি. আম।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ, পত্র, ফুল, ছাল ও আঠা।

বর্ণনা—বড় গাছ ৬০-৭০ ফুট উচ্চ। পত্র ৮-১১ ইঞ্চি লম্বা, চওড়াদিকে কম, অগ্রভাগ সরু। ফুল পীতবর্ণ, সৌগন্ধযুক্ত, পুং ও স্ত্রী কেসরবিশিষ্ট। পাপড়ি ৫টি, পুংকেসর ১টি বড়, অপর ৪টি ছোট। ফল ২-৬ ইঞ্চি, চেপ্টা, গোল, সবুজবর্ণ, পাকিলে পীতবর্ণ। জানুয়ারী হইতে মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ফুল ও মে হইতে জুলাই পর্য্যন্ত ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—আমের আঠা লেবুর রস অথবা তৈলে মিশ্রিত করিয়া পাঁচড়ায় দিলে উহা সারিয়া যায় (Ainslie)। আমের আঠা উপদংশ রোগে হিতকর (Murry)। মালাবার দেশে ইহার আঠা, ডিম্বের সাদা অংশ ও অহিফেন একত্রে মিশ্রিত করিয়া উদরাময় ও রক্ত আমাশয় রোগে ব্যবহার করে (Ainslie)। অপক্ক আম্র চোখ উঠা, স্ফোটক এবং প্রাদাহিক গুটিকা নিবারক। আমের বীজ হাঁপানি রোগে প্রযোজ্য। আমের আঁটি ও গাছের ছাল ধারক এবং উদরাময় ও রক্ত আমাশয় রোগে ব্যবহার হয়। বীজের ক্বাথ আদার রসের সহিত ব্যবহার করিলে উদরাময় আরাম হয়। বীজের শাঁসের রস নস্য লইলে নাক দিয়া রক্ত পড়া আরাম হয়।

আম্রের বীজ কৃমিনাশক, রক্তার্শ ও স্ত্রীলোকের রক্তস্রাব রোগে ব্যবহার হয়। ইহার ছাল ও আম্র, গর্ভাশয়, অন্ত্র এবং পাকস্থলীর রক্তস্রাব রোগে হিতকর (Dymock)। আম্রের ফুল চায়ের ন্যায় পান করিলে অথবা গুঁড়া করিয়া ব্যবহার করিলে প্রদর ও শ্লেষ্মা নিবারণ করে। আম ও জাম পাতার ক্বাথ শীতল হইলে মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে

পিত্তজ বমন নিবারণ হয়। আমের ছাল ছাগী দুগ্ধে পেষণ করিয়া পান করিলে রক্ত আমাশয় আরাম হয়। পাকা আমের রস মধুর সহিত পান করিলে প্লীহা আরাম হয় (চক্রদত্ত)। অতিরিক্ত মৎস্য-ভক্ষণজনিত উদরাময় রোগে আম আঁটির শাঁস ভক্ষণ করিলে উহা প্রশমিত হয়। আমগাছের ছালের সবুজ অংশ চাঁচিয়া দধিতে পেষণ করিয়া পান করিলে পেটের দাহ ও বেদনা আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)।

আমের নূতন পাতা ও কয়েত বেলের শাঁস সমান ভাগে পেষণ করিয়া চাউল ধোয়া জলের সহিত পান করিলে পুরাতন অতিসার আরাম হয়। আম পাতার ভস্ম অগ্নিদগ্ধ স্থানে প্রলেপ দিলে যন্ত্রণার উপশম হয়। আমের নূতন পত্র শুষ্ক করিয়া উহার চূর্ণ সেবন করিলে বহুমূত্র আরাম হয়। আমপাতার ধোঁয়া গলা বেদনা নিবারণ করে। (Fig. 152.)

Genus—ODINA Roxb.

153. O. Wodier Roxb. (জিওল)

Fig.—Wight, Ic., t. 60; Beddome, Fl. Sylv., v, t. 123; Rheede, Hort. Mal., iv. 32; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 278.

Ref.—F. B. I., ii. 29; B. P., i. 354; Roxb., F. I., ii. 293; Watt, v, Pt. ii, 445; Voigt, H. S., 275.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র, বিহার, আসাম, বর্ম্মা, টেনাসরিম, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. জিঙ্গিনী, অজশৃঙ্গী; বা. জিওল; হি. কিরমুল; তা. ওদিয়ামারচ; তে. উদয়মান্ন।

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল, পাতা এবং আঁটি।

বর্ণনা—নরম গাছ ৪০।৫০ ফুট উচ্চ। কাণ্ড মোটা, ডাল পল্‌কা, ছাল মোটা। পাতা ১২-১৮ ইঞ্চি লম্বা, পত্রিকা ৩-৪ জোড়া, ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি। পুংপুষ্প নত, স্ত্রীপুষ্প নরম লোমযুক্ত। পাপড়ি ঈষৎ বেগুনে ও সবুজের আভাযুক্ত পীতবর্ণ। ফল লালবর্ণ, ½ ইঞ্চি, একটু চেপ্টা। গাছে প্রচুর আঠা আছে। মার্চ্চ-এপ্রিলে ফুল ও এপ্রিল হইতে জুন মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ছাল গুঁড়া করিয়া Margosa তৈলের সহিত ব্যবহার করিলে পুরাতন ঘা আরাম হয় (Ainslie)। ভারতীয় Pharmacopœia অনুসারে ইহার ছালের লোশন তৈয়ারা করিয়া ব্যবহার করিলে যাবতীয় দুষ্ট ক্ষত আরাম হয়। ইহার নূতন পাতার রস ৪ আঃ পরিমাণ ২ আঃ তেঁতুলের সহিত মিশাইয়া খাওয়াইলে অহিফেনের ক্রিয়া নষ্ট হইয়া যায় এবং অহিফেন সেবন-জনিত সংজ্ঞাহীনতা দূর হয়। ছালের ক্বাথ

রক্তআমাশয়-জনিত দৌর্ব্বল্য নষ্ট করে (Moodeen Sheriff)। বর্ম্মাদেশে ইহার ক্বাথ দাঁতের বেদনায় ব্যবহার হয়। মাদ্রাজ ও বর্ম্মাদেশে ইহার পাতা বাটিয়া স্থানীয় ফুলা ও তজ্জনিত যন্ত্রণায় ব্যবহার হয়। ইহার ছাল রক্তআমাশয় ও বাতে হিতকর। জিওলের আঠা মদ্যের সহিত পেষণ করিয়া ঘৃষ্টস্থানে প্রলেপ দিলে উহা আরাম হয়। আঠা বলকারক বলিয়া স্তন্যদাত্রী স্ত্রীলোকেরা খাইয়া থাকে। জিওলের ছাল উত্তেজক বলিয়া কথিত আছে (R. N. Khory)। ছালের গুঁড়া নিমতৈলের যোগে ক্ষতস্থানে প্রদান করিলে ক্ষত আরাম হয়। (Fig. 153.)

Genus—BUCHANANIA Roxb.

154. B. latifolia Roxb. (চিরঞ্জি)

Fig.—Beddome, Fl. Sylv., t. 165; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 276.

Ref.—F. B. I., ii. 23; B. P., i. 351; Roxb., F. I., 385; Voigt, H. S., 272; Brandis, For. Fl., 127.

জন্মস্থান—উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর, করমণ্ডল উপকূল, বরদা, অযোধ্যা, কমায়ুন, বর্ম্মা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা. চিরঞ্জি; স. পাইয়েল; উ. চারু; তা. আইমা; বর্ম্মা—নোনেনফো।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল, বীজ, আঠা, শিকড় ও পাতা।

বর্ণনা—৪০।৫০ ফুট উচ্চ গাছ, ছাল ১ ইঞ্চি পুরু, গাঢ় ধূসরবর্ণ, কাষ্ঠ ধূসরবর্ণ। পত্র ৬-১০ ইঞ্চি লম্বা, শক্ত, কোমল লোমযুক্ত। পুষ্পমঞ্জরী পত্র অপেক্ষা ক্ষুদ্র, পুষ্পমঞ্জরীর উপরিভাগ মন্দিরের চূড়ার ন্যায়। ফুল ⅛ ইঞ্চি, সবুজের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ; বহির্ব্বাস ৫টী, দাঁতযুক্ত; পুংকেসর ১০টী, ফুলের পাপড়ির সমান লম্বা। ফল ½ ইঞ্চি, প্রায় গোলাকার, কিন্তু চেপ্টা ও কৃষ্ণবর্ণ। ফেব্রুয়ারী মাসে ফুল এবং মার্চ্চ মাসে ফল হয়। বাদামের ন্যায় এই গাছের ফল বাজারে বহু পরিমাণে বিক্রয় হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—হিন্দু বৈদ্যদের মতে ফল মিষ্ট এবং ধারক, ইহা জ্বর-জনিত গাত্রদাহ এবং পিপাসার শান্তিকর (Dutt)। ইহার আঠা উদরাময় নাশক, বীজ হইতে নিষ্কাষিত তৈল গলাফুলা রোগে ব্যবহার হয় (Watt)। মধ্যভারতে ইহার শিকড় এবং পাতা গুঁড়া করিয়া ঘোলের সহিত উদরাময়রোগে ব্যবহার করে। এই গাছের পাঁচড়া আরাম করিবার শক্তি আছে। বেরার দেশে ইহার বীজ গুঁড়া করিয়া পাঁচড়ায় দেয়। স্ত্রীলোকেরা মুখের দাগ ও মেছেতা নষ্ট করিবার জন্য ইহার তৈল মুখে মাখিয়া থাকে

(Agri Ledg., No. 9, 1909)। ইহা ছানার সন্দেশ প্রভৃতি মিষ্টান্ন সুগন্ধ করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। (Fig. 154.)

Genus—SEMECARPUS Linn.

155. S. Anacardium Linn. (ভেলা)

Fig.—Wight, Ic., t. 558; Beddome, Fl. Syl., t. 166; Lamk. Ill., t. 208; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 279.

Ref.—F. B. I., ii. 30; Roxb., Fl. Ind., ii. 83; B. P., i. 353.

জন্মস্থান—বেহার, ছোটনাগপুর, হিমালয় প্রদেশ, সিকিম, আসাম, বীরভূম, হাজারীবাগ, কটক, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা. ভেলা; সং. ভল্লাতক; উ. ভিল্লিয়া; তা. সেনকোট্টই; তে. ফিদিবিট্টুলু; Eng. Marking-nut tree.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল।

বর্ণনা—২৫।৩০ ফুট উচ্চ গাছ। গাছের ছাল ধূসরবর্ণ। ইহার রস কৃষ্ণবর্ণ। পাতা বড় ও লম্বা, পাতার অগ্রভাগ সরু ও মোটা, গোড়ার দিক হৃৎপিণ্ডাকৃতি, উপরিভাগে কোমল লোম এবং নিম্নদিকে সূক্ষ্ম লোম আছে। পত্র ৩-৮ ইঞ্চি লম্বা এবং ৫-১২ ইঞ্চি চওড়া; পাতার শিরা ১৬-২৫টী, শক্ত, একটু গোলাকার। বোঁটা ১-২ ইঞ্চি, গোলাকার। বসন্তকালে পাতা পড়িয়া যায়। পুষ্পদণ্ড পাতার সমান লম্বা। ফুল একলিঙ্গবিশিষ্ট, স্ত্রী ও পুং পুষ্প ভিন্ন ভিন্ন গাছে হয়, কদাচিৎ একলিঙ্গবিশিষ্ট পুষ্পের সহিত উভয়লিঙ্গবিশিষ্ট পুষ্প দেখা যায়। ব্যাস ¼-⅓ ইঞ্চি, পাপড়ী সবুজের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। ফল ১ ইঞ্চি লম্বা, মসৃণ, উজ্জল কৃষ্ণবর্ণ ও চেপ্টা। ফলে একটু নাকের মত আছে। ফলে একটী বীজ থাকে, ফল শাঁসযুক্ত, মিষ্ট, পাকিলে খায়। কাঁচা ফলের রস শ্বেতবর্ণ, একটু বাতাস লাগিলে কৃষ্ণবর্ণ হয়। ফল পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ ও হরিদ্রাবর্ণ হয়। ফুল মে ও জুন মাসে হয়, ডিসেম্বর হইতে জানুয়ারী মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—হিন্দু আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে ইহার ফল কটু, উত্তেজক, হজমকারক, অম্লনিবারক, চর্ম্মরোগ ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য নিবারক (Dutt)। মুসলমান বৈদ্যেরা ইহার রস চর্ম্মরোগ, কুষ্ঠরোগ ও স্নায়বিকরোগে ব্যবহার করেন, অর্শে ইহার বাহ্যপ্রয়োগ হয় (Dymock)। তেলিঙ্গী দেশীয় বৈদ্যেরা ভেলার রস এবং হরিদ্রা প্রত্যেক ১ আঃ, তেঁতুল পাতার রস, নারিকেল তৈলে দিয়া জননযন্ত্রের রোগে ব্যবহার করিতে বলেন (Roxburgh), মাত্রা ১ চামচ দিবসে ২ বার। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে ভেলা জননযন্ত্রের রোগ ও কুষ্ঠ রোগে মূল্যবান ঔষধ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (Ainslie)। ইহার বীজ ঘোলে ভিজাইয়া সেবন করিলে

ক্রমি নষ্ট হয় ও ইহা হাঁপানি কমাইয়া দেয়। ইহার ১টী ফল প্রদীপের আলোতে গরম করিলে উহা হইতে যে তৈল পতিত হয়, সেই তৈল ১ পোয়া গরম দুগ্ধের সহিত ব্যবহার করিলে সর্দ্দি আরাম হয়। ইহার শিকড়ের ছালের রস ঔষধে ব্যবহার হয় (Dymock)। ভেলা ছেঁচিয়া জননযন্ত্রে প্রবেশ করাইলে গর্ভস্রাব হয় (Pharm. Ind.)। ভেলা হাঁপানি, উপদংশ, রক্তস্রাব, পক্ষাঘাত এবং কুষ্ঠরোগ নাশক। ভেলার তৈল বাতের পক্ষে বড়ই হিতকর। ভেলার তৈল চুলকানি নাশক কিন্তু অধিক পরিমাণে ব্যবহার করা উচিত নহে, সূচের অগ্রভাগে অল্প পরিমাণ লাগাইয়া ব্যবহার করিতে হয়। ভেলার তৈল একপ্রকার বিষ, অধিক প্রয়োগ করা উচিত নহে (Moodeen Sheriff)। ভেলা গেঁটেবাত ও বাতরোগের অতি চমৎকার ঔষধ, ইহা সচরাচর ২ ড্রাম মাত্রায় ব্যবহার করিতে হয়।

ভেলার আভ্যন্তরিক প্রয়োগে মুখে ঘা হয় বলিয়া দক্ষিণ ভারতের লোকেরা বিশ্বাস করেন। এই ঔষধ বাহ্য ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগে যদি চর্ম্ম লালবর্ণ হয় এবং শরীরের কোন অংশ চুলকাইতে থাকে কিংবা অশান্তি বোধ হয় তবে ঔষধ প্রয়োগে খারাপ হইয়াছে বুঝিতে হইবে, তখন আর ব্যবহার করা উচিত নহে। Spiritus Ammoniæ Aromaticus কোন একটী স্নিগ্ধ পানীয়ের সহিত এবং অল্প পরিমাণ তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া স্থানীয় মালিশ করিলে উহা সারিয়া যায়; যদি উহাতে উপশম না হয় তবে অপর কোন প্রকার প্রতিষেধক ঔষধ ব্যবহার করা উচিত (Moodeen Sheriff).

ভেলার রসে অল্প চূণ মিশাইয়া যে কালি হয় উহা দ্বারা রজকেরা কাপড়ে দাগ দেয়।

ইহার তৈল মাখন কিংবা ঘৃতের সহিত (তৈল ১ ড্রাম, ঘৃত ৪ আঃ) মিশাইয়া স্ফোটকে দিলে উহা আরাম হইয়া যায়।

ঔষধমাত্রায় ভেলা ক্ষুধা বৃদ্ধিকারক এবং কোষ্ঠবদ্ধনিবারক। বীজের শাঁস পুষ্টিকর এবং সন্দেশ প্রভৃতি মিষ্টান্নে বাদামের ন্যায় ব্যবহার হয়; উহা ক্রিমিনিবারক ও অগ্নিবর্দ্ধক। পুরাতন প্লীহা রোগে ভেলা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ভেলা পাকযন্ত্রের উত্তেজক। ১ আঃ ক্বাথ, ২ ড্রাম ছেঁচা ফলের রস অগ্নিতে পাক করিয়া ১ আঃ অবশেষ ঔষধ দিবসে ২ বার খাওয়াইলে ৩।৪ দিনের মধ্যে রোগীর রোগের উপশম হয়।

একটী ভেলা প্রদীপে ধরিয়া ১ পোয়া দুগ্ধে ফেলিয়া উক্ত দুগ্ধ বালকদিগকে পান করাইলে আলজিহ্বা-বৃদ্ধি ও সর্দ্দি আরাম হয়।

ভেলার হাঁপানি আরাম করিবার শক্তি আছে, শীতকালে ক্রমাগত ১ মাস ব্যবহার করিলে হাঁপানিতে বিশেষ উপকার হয়।

ভেলায় বেরিবেরি রোগের যাবতীয় উপসর্গ আরাম হয়। ইহার ক্বাথ দুগ্ধ ও ঘৃতের সহিত ব্যবহার করিতে হয়। পক্ষাঘাত রোগে ইহা বড়ই হিতকর ঔষধ। ভেলা

বাধক রোগে ব্যবহার করিলে অতি আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়। ইহা গর্ভাশয়ের চতুর্দ্দিকের শোথরোগ নিবারক। ভেলা অল্প পরিমাণে ব্যবহার করিলে ও শীতকালে মাত্রা বাড়াইলে, সর্দ্দি, কফ এবং বার্দ্ধক্যজনিত শুক্রহীনতায় বিশেষ ফলপ্রদ (H. C. Sen, Ind. Med. Gaz., Mar. 1902)।

শোধন—ভেলা জলে সিদ্ধ করিয়া শীতল জলে ধৌত করিলে শোধন হয়। কুট্টিত ভল্লাতক যত পরিমাণ, তাহার ষোড়শ গুণ জলে পাক করিয়া অষ্টমাংশ অবশিষ্ট থাকিবে। প্রথমে ১ বটী হইতে আরম্ভ করিয়া, রোগীর শক্তি অনুসারে মাত্রা বৃদ্ধি করিবে। মাত্রা ½-১ তোলা।

ভেলা, হরিতকী ও কৃষ্ণজীরা গুড়ের সহিত মোদক প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে প্লীহা আরাম হয় (১-৫ বটী)।

ভেলা অতিমাত্রায় সেবন করিলে অতিশয় পিপাসা, ঘর্ম্ম, দাহ, দাহযুক্ত কণ্ডূয়ন, রক্তমূত্র এবং অতিসার জন্মে (সুশ্রুত)। যদি এইরূপ হয় তবে মাত্রা কমাইয়া দিতে হয়। রক্তমূত্র হইলে উহা একেবারে বন্ধ করিবে এবং প্রতিকারের জন্য রোগীকে নেওয়াপাতী ডাব, নারিকেলের দুগ্ধ, চিনি ও মধু পান করাইবে। ভেলাসেবী রৌদ্র সেবন, স্ত্রী সহবাস ও আমিষ ভক্ষণ ত্যাগ করিবে। ভেলা উপযুক্ত পরিমাণ ব্যবহার করিলে অগ্নিতুল্য গুণ ধারণ করে। ভেলা হইতে অমৃতভল্লাতকী প্রস্তুত হয়।

অমৃতভল্লাতকী প্রস্তুত প্রণালী—৮ সের পরিমাণ ভেলা খণ্ড খণ্ড করিয়া অগ্নিতে পাক কর এবং সিকি পরিমাণ অবশিষ্ট থাকিতে অগ্নি হইতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লও। তৎপরে এইগুলি ১৬ সের দুগ্ধে ও ৪ সের ঘৃতে সিদ্ধ কর ও ঘন কর। উহাতে ২ সের চিনি যোগ করিয়া উহা ৭ দিন রাখ। এক্ষণে উহা ব্যবহারের উপযুক্ত হইল। ইহা ক্ষুধাবৃদ্ধিকর ও বলকারক এবং জীবনীশক্তিবৃদ্ধিকর ও অর্শরোগনাশক। মাত্রা ১ কিংবা ২ স্ক্রুপল (চক্রদত্ত)। (Fig. 155.)

Genus—SPONDIAS Linn.

156. S. mangifera Willd. (আমড়া)

Fig.—Wight, Ill. 186, t. 76 ; Beddome, Fl. Sylv., t. 169 ; Rheede, Hort. Mal., i, t. 50 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 281.

Ref.—F. B. I., ii. 42 ; Roxb., Fl. I., ii. 451 ; B. P., i. 356 ; Prain H. H., 191.

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গদেশ, বাগানে চাষ হয় এবং বনজঙ্গলে জন্মে ; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর ; হিমালয় প্রদেশ, সিকিম, দক্ষিণ ভারতবর্ষ, বর্ম্মা।

বিভিন্ন নাম—স. আম্রাতক ; বা. আমড়া ; হি. আমড়া ; তা. কতমা ; তে. আরবী—মাসাদী ; Eng. Hog-plum.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল, ছাল, পত্র ও আঠা।

বর্ণনা—মধ্যমাকৃতি গাছ, ৩০।৪০ ফুট উচ্চ হয়। পত্র ১-১½ ফুট, বোঁটা নরম, পত্রিকা ২-৯ ইঞ্চি লম্বা এবং ১-৪ ইঞ্চি চওড়া, উজ্জ্বল, শিরা ১০-৩০, পত্রফলকের দুই পার্শ্বে সমান্তরাল ভাবে হয়। পুষ্পদণ্ড বড়, শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট, বিস্তৃত। পুষ্প ⅛ ইঞ্চি বিস্তৃত, উভয়লিঙ্গ বিশিষ্ট, বহির্ব্বাস ৫টী, দাঁতযুক্ত। পাপড়ি লম্বা, সবুজের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। পুংকেসর ১০টী, ক্ষুদ্র। ফল ½-২ ইঞ্চি লম্বা, পীতবর্ণ, শাঁসযুক্ত, অম্ল। বীজ শক্ত, এক একটী হয়। মার্চ্চ মাসে ফুল ও ডিসেম্বর জানুয়ারিতে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—শাঁস ধারক এবং অম্ল। ইহা পৈত্তিক অম্লরোগে হিতকর (Dymock)। ছাল স্নিগ্ধকর ও রক্তআমাশয়ে হিতকর। ইহার পাতার রস কর্ণ-বেদনায় হিতকর (Atkinson)। আমড়া-আঠা স্নিগ্ধকর। ইহার শাঁসের সহিত দুগ্ধ ও সরিষার তৈল মিশ্রিত করিয়া "রায়েতা" নামক চাট্‌নী প্রস্তুত হয়। আমড়া রন্ধন করিলে বেশ মুখরোচক হয়। বিলাতী আমড়ার বৈজ্ঞানিক নাম Spondias dulcis Willd. ইহা আমড়ার সমগুণ বিশিষ্ট তবে উহা দেশী আমড়া অপেক্ষা একটু মিষ্ট। আমড়া রক্তআমাশয় রোগনাশক। (Fig. 156.)

XXXVIII. MORINGACEAE.

Genus—MORINGA Lamk.

157. M. pterygosperma Gaertn. (সজিনা)

Fig.—Wight, Ill., i. 186, t. 77 ; Rheede, Hort. Mal., vi, t. ; Beddome, Fl. Syl., t. 80.

Ref.—F. B. I., ii. 45 ; B. P., i. 357 ; Roxb., F. I., ii, 368 ; Watt, v, Pt. i, 276 ; Prain, H. H., 191 ; Voigt, H. S., 78.

জন্মস্থান—ভারতের প্রায় সকল স্থানে চাষ হয় ও জন্মে।

বিভিন্ন নাম—স. শোভাঞ্জন, শিগ্রু ; বা. সজিনা ; তা. মে. সোরুঙ্গা ; সাঁওতাল—মুঙ্গা আরক ; Eng. Drumstick plant, Horse-radish tree.

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল, আঠা, মূল।

বর্ণনা—মাঝারী গাছ, ২০-২৫ ফুট উচ্চ, ত্বক ও কাষ্ঠ নরম। পত্র ১-২ ফুট লম্বা পক্ষাকার, বোঁটা অবনত। পত্রিকা ৬-৯ জোড়া, ½-¾ ইঞ্চি লম্বা, বিপরীত দিকে থাকে।

মুকুলের ডাঁটাগুলি বিস্তৃত, গুচ্ছবদ্ধ ও ২-৩ ইঞ্চি লম্বা। ফুলের ব্যাস ১ ইঞ্চি, মধুগন্ধযুক্ত। ফুল ঈষৎ সবুজের আভাযুক্ত পীত ও শ্বেতবর্ণ। আর একজাতীয় সজিনা আছে উহার ফুল ঈষৎ লালবর্ণ, উহাকে মধুশিগ্রু বলে। সজিনার ফল ৯-১৪ ইঞ্চি লম্বা, ৯টি শিরাবিশিষ্ট, গাঢ় ধূসরবর্ণ অথবা কৃষ্ণবর্ণ, বীজে ৩টি শিরা আছে, পক্ষযুক্ত। ফেব্রুয়ারী মাসে ফুল ও মার্চ্চ-এপ্রেল মাসে ফল হয়। ফল তরকারীতে ব্যবহার হয়। সজিনার আর একজাতি আছে, উহাকে নাজনা বলে; ইহার ফল বৎসরে ২।৩ বার জন্মে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—আয়ুর্ব্বেদমতে ইহার শিকড় কষায়, উত্তেজক এবং মূত্রকর। ইহা বাটিয়া চর্ম্মে দিলে ফোস্কা হয়, প্লীহা ও যকৃত বাড়িলে ইহা ফোস্কা তুলিবার জন্য প্লীহা ও যকৃতে প্রলেপ দেয়। সজিনার ছাল ও শিকড় গর্ভস্রাবকারক। সজিনার আঠা তিল তৈলের সহিত মিশাইয়া কানে দিলে কর্ণ বেদনা আরাম হয় (Dutta)।

ইহার ফুল হাকিমদিগের মতে অতিশয় রুক্ষ, মূত্রকর ও পিত্তনিঃসারক। ইহার মূলের রস দুগ্ধের সহিত খাইলে মূত্র প্রবৃত্তি হয়; এই রস হাঁপানি নিবারক ও মূত্রকারক। ইহার শিকড়ের পুলটিস ফুলায় দিলে ফুলা কমিয়া যায় কিন্তু অতিশয় চুলকায় ও কষ্ট দেয়। সজিনার ডাঁটা কৃমিনাশক, দেশীয় ডাক্তারেরা পক্ষাঘাত রোগে ইহা উত্তেজক এবং অতিশয় জ্বরনাশক বলিয়া প্রয়োগ করেন (মাত্রা ১ স্ক্রুপল)। ইহা পুরাতন বাতরোগে হিতকর ঔষধ বলিয়া বর্ণনা করা হয়। সজিনার আঠা গর্ভস্রাবকারক। সিন্ধুদেশে ইহার বীজ জননেন্দ্রিয়ের রোগে ব্যবহার করে (Murray)।

ভাবপ্রকাশে দুইপ্রকার সজিনার উল্লেখ আছে যথা শ্বেত ও লাল। চর্ম্মে ফোস্কা করিবার জন্য শ্বেতসজিনার শিকড় ভাল। প্লীহা বাড়িলে সজিনার শিকড়ের ক্বাথ এবং চুকপালং-এর পাতা (Rumex vesicarius), পিপুল, গোলমরিচ ও সৈন্ধব লবণের সহিত ব্যবহার হয়; সম পরিমাণ সরিষা, সজিনা বীজ, শণবীজ ও যব ঘোলের সহিত একত্রে মিশ্রিত করিয়া মণ্ডের মত করিবে, সেই মণ্ড গাল ও গলা ফুলা রোগে হিতকর।

সজিনার আঠা, তিল তৈলে মিশ্রিত করিয়া কর্ণে প্রদান করিলে কর্ণ বেদনা ও কানের পুঁজ আরাম হয়। সজিনার আঠা দুগ্ধে পেষণ করিয়া কপালে লাগাইলে মাথাধরা আরাম হয়। এবং উহা উপদংশ জনিত বাগিতে প্রদান করা যায়। সজিনার ক্বাথ অথবা শিকড়ের টাট্কা রস এবং সরিষা উভয়ে ১-২০ ভাগ পরিমাণ ১ কিংবা ২ আউন্স মাত্রায় সেবন করিলে প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধিজনিত শোথ রোগ আরাম হয়। স্বরভঙ্গ ও গলার অভ্যন্তরস্থ ক্ষতে সজিনার শিকড়ের ক্বাথ অথবা উপরোক্ত টাটকা রস ব্যবহৃত হয়। ইহার শিকড়ের রস ঘুংড়িকাশী, হাঁপানি, গেঁটে বাত, কটিবেদনা, সাধারণ বাত, বর্দ্ধিত প্লীহা ও যকৃৎ রোগে দুগ্ধের সহিত ব্যবহৃত হয়। ২০ গ্রেণ পরিমাণ টাটকা শিকড়, অবিরাম জ্বর, পক্ষাঘাত, মৃগী ও হিষ্টিরিয়া রোগে হিতকর; উহা বাহিক প্রয়োগ করিলে পুরাতন বাত ও কুক্কুরবিষ নষ্ট করে। ইহার শিকড়ের তৈল অতিশয় উগ্র ও ফোস্কা উৎপাদক। সরিষার পুলটিসের সহিত ইহার

তৈল কিংবা পিষ্ট শিকড় মিশ্রিত করিলে অতিশয় শীঘ্র কার্য্যকর হয়। টাটকা শিকড়ের রস কটিদেশে প্রয়োগ করিলে শীঘ্র প্রসব হয় বলিয়া কথিত আছে। ইহার শিকড়ের ক্বাথ এবং চিতামূলের ক্বাথ, সৈন্ধব লবণ, পিপুল কিংবা পলাশের ছাইএর সহিত ব্যবহার করিলে বড় প্লীহা ও যকৃৎ আরাম হয়। ইহার ছাল ½ আউন্স মাত্রায় ব্যবহার করিলে গর্ভস্রাব হয়। শিকড়ের টাটকা রস কর্ণে প্রদান করিলে কানের পুঁজ এবং দাঁতের গর্ত্তে ঢালিয়া দিলে দাঁতের পোকা আরাম হয়। সজিনার ডাঁটা কৃমিনাশক। ইহার বীজ জলে পেষণ করিয়া নাকে দিলে সর্দ্দিজনিত মাথা ধরা আরাম হয়। পাতা পেষণ করিয়া, রশুন, হরিদ্রা, লবণ ও গোলমরিচ সহ পান করিলে কুকুরের বিষ আরাম হয় এবং উহা দষ্টস্থানেও প্রদান করিলে ৫।৬ দিনে ফুলা কমিয়া যায় ও জ্বর আরাম হয়। সজিনা পাতার রস চক্ষে দিলে স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যজনিত মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া ও পেটফাঁপা আরাম হয়। সজিনা পাতার রস মধুযোগে চক্ষের পাতায় অঞ্জন দিলে চক্ষু উঠা আরাম হয়। একপোয়া পাতার রস একতোলা সৈন্ধব লবণের সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে বহুমূত্র আরাম হয়। পাতার রস, গোলমরিচের সহিত পেষণ করিয়া গরম গরম কপালে দিলে মাথাধরা আরাম হয়। পাতার রস (৪ তোলা পরিমাণ) বমনকারক। ফোড়ার উপর পাতার পুলটিস দিলে স্ফোটক বসিয়া যায়। সজিনা পাতা রন্ধন করিয়া ভোজন করিলে ইনফ্লুয়েঞ্জার জ্বর ও যন্ত্রণাদায়ক সর্দ্দি আরাম হয়। সজিনার শিকড়, নেবুর খোলা এবং জায়ফলের মিশ্রিত আরক পেটফাঁপা নিবারক ও উত্তেজক, ইহা মূর্চ্ছারোগে ব্যবহৃত হয়। বাতে ইহার বীজের তৈল, চীনাবাদামের তৈলের সহিত অথবা শুদ্ধ বীজের তৈল সমপরিমাণ লাগাইলে বাত এবং গেঁটেবাত আরাম হয়। সজিনার বীজ, সৈন্ধব লবণ, সরিষা এবং প্যচকমূল, সমপরিমাণ লইয়া ছাগীর-মূত্রে ভিজাইয়া শুষ্ক করতঃ নস্য লইলে শোথ রোগীর নিদ্রালুতা আরাম হয়; কিংবা ঐগুলি গোমূত্রে ভিজাইয়া উপরোক্ত রোগের উত্তেজক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

সজিনা পাতার রস পান করিলে হিক্কা প্রশমিত হয়। সজিনা বীজের তৈল কুষ্ঠের ক্ষতে হিতকর। সজিনার ছালের রস গুড়ের সহিত পান করিলে শিরঃপীড়া আরাম হয়। বিড়ঙ্গ ও শ্বেতসজিনা ছালের ক্বাথ পান করিলে কৃমিনাশ হয়। শ্বেতসজিনার ছাল ও বরুণছাল ভাতের আমানির (কাঁজি) সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বাতরক্তাক্রান্ত অঙ্গের বেদনা প্রশমিত হয়। সজিনা মূলের ছালের প্রলেপ দিলে, দদ্রু বিনাশ পায়। শ্বেতসজিনা মূলের রস কয়েক ফোঁটা চক্ষুতে প্রদান করিলে নূতন চোখ উঠা আরাম হয়। নীলসজিনা মূলের রস, মধু, তিল তৈল ও সৈন্ধব লবণ যোগে কর্ণে পাতিত করিলে কর্ণশূল আরাম হয়।

সজিনার ভেদ—ইহা ৩ প্রকার: (১) শ্বেতসজিনা (অপর নাম কৃষ্ণগন্ধা), (২) রক্তসজিনা (অপর নাম মধুশিগ্রু), (৩) নীলসজিনা বা কৃষ্ণসজিনা। শ্বেতসজিনা বঙ্গে বহু পরিমাণে আছে। রক্তসজিনা মালদহ অঞ্চলে দেখা যায়। নীল বা কৃষ্ণসজিনার গাছ প্রায় পাওয়া যায় না (বনৌষধি)। মাত্রা মূলত্বকের রস ২-৮ আনা। মূলত্বক্ কল্ক

½-২ আউন্স, মূলত্বক্ ক্বাথ ২-৫ তোলা। শ্বেতসজিনা অতিশয় দাহকর, ইহা সাবধানে ব্যবহার করা উচিত। (Fig. 157.)

XXXIX. LEGUMINOSEAE.

Genus—CROTALARIA Linn.

158. C. juncea Linn. (শণ)

Fig.—Bot. Mag., t. 490 ; Rheede, Hort. Mal., ix, t. 26 ; Roxb., Cor. Pl., t. 193.

Ref.—F. B. I., ii, 79 ; Roxb., F. I., iii, 259 ; B. P., i. 374 ; Watt, ii, Pt. ii, 596 ; Prain, H. H., 193.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ, বঙ্গদেশ, বিহার, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা। বর্দ্ধমানে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. শণ; তা. জেনা সানার ; Eng. Bengal hemp or Sunn hemp.

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী উদ্ভিদ। পত্র সাধারণতঃ ১½-৩ ইঞ্চি লম্বা, উজ্জ্বল, ধূসরবর্ণ, পশমের ন্যায় লোমযুক্ত; পুষ্পস্তবক ফাঁক ফাঁক, ১০-২০টি ফুল মাথা পর্য্যন্ত জন্মে। বহির্ব্বাস ½-¾ ইঞ্চি লম্বা, ঘনসন্নিবদ্ধ, লোমযুক্ত। ফুল পীতবর্ণ, শুঁটি ১-১¼ ইঞ্চি লম্বা, পশমের ন্যায় লোমযুক্ত। একটি শুঁটিতে ১০-১৫টি বীজ হয়। ইহার আঁশ হইতে শক্ত দড়ি প্রস্তুত হয়। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—শণ বীজের রক্ত পরিষ্কার করিবার শক্তি আছে। (Fig. 158.)

159. C. verrucosa Linn. (বনশণ)

Fig.—Bot. Mag., t. 3034 ; Wight, Ic., t. 200 ; Rheede, Hort. Mal., ix, t. 29 ; Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., t. 288A.

Ref.—F. B. I., ii, 77 ; Roxb., F. I., iii, 273 ; B. P., i, 373 ; Voigt, B. S., 206 ; Prain, H. H., 206.

জন্মস্থান—হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগণা জেলায় জঙ্গলের ধারে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বনশণ।

ব্যবহার্য্য অংশ—রস।

বর্ণনা—বর্ষজীবী উদ্ভিদ, সরল বা বক্র, ২-৩ ইঞ্চি উচ্চ। ডালের গাঁইটগুলি গোড়ার দিকে ঘেঁসাঘেঁসি হয়, গাছের অগ্রভাগে একটু দূরে দূরে জন্মে। পত্র পাতলা ও নরম, ৪-৬ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, পত্রের অগ্রভাগ মোটা। পুষ্পদণ্ড লম্বা, ফুল ঘনসন্নিবদ্ধ, প্রত্যেক পুষ্পদণ্ডে ১২-২০টি ফুল জন্মে। ফুল পীতবর্ণ, শ্বেত অথবা নীলবর্ণ। ঘাগরা বা শুঁটী নরম, লোমযুক্ত, ১-১½ ইঞ্চি লম্বা, ১০-১২টি বীজ থাকে। শীতের সময় ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পাতার রস তামিলদেশীয় কবিরাজেরা, পাঁচড়া এবং অপরাপর চর্ম্ম রোগে ব্যবহার করে (Ainslie). (Fig. 159.)

Genus—ABRUS Linn.

160. A. precatorius Linn. (কুঁচ)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., viii, t. 37 ; Bentl. and Trim., Med. Pl., t. 77 ; Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., i, t. 313A.

Ref.—F. B. I., ii, 175 ; B. P., i, 369 ; Roxb., F. I., iii, 259 ; Watt, i, Pt. i., 274 ; Prain, H. H., 192 ; Voigt, H. S., 228.

জন্মস্থান—ভারতের হিমালয় প্রদেশ, সিংহল, শ্যামদেশ ; ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র দেখা যায় ; বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর।

বিভিন্ন নাম—স. গুঞ্জা ; বা. কুঁচ ; তা. গুন্দুমানি ; হি. গুঞ্জ ; তে. গুরিগুঞ্জা ; Eng. Indian Liquorice Root.

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়, পাতা, বীজ।

বর্ণনা—বিস্তৃত শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট আরোহী লতা। শাখা নরম, পত্র ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, পত্রিকা ২০-৪০টি, বসন্তকালে পত্রগুলি পড়িয়া যায়। পুষ্পদণ্ডে ঘন ঘন অনেক ফুল জন্মে ; ফুল পত্র অপেক্ষা ছোট। বহির্ব্বাস ⅟₈ ইঞ্চি, পশমময়। ফুল লালের আভাযুক্ত কিংবা শ্বেতবর্ণ। শুঁটী ১-১½ ইঞ্চি লম্বা, ⅓-½ ইঞ্চি চওড়া। বীজ লাল, কৃষ্ণবর্ণ অথবা ঈষৎ শ্বেতবর্ণ কিম্বা শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণে মিশ্রিত, আকৃতিতে মটরের ন্যায়। লাল কুঁচের মুখটি কৃষ্ণবর্ণ। কুঁচ দুই প্রকারের আছে—লাল ও শ্বেত বর্ণ। শীতের সময় ফুল ও গ্রীষ্মকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কুঁচ বিষাক্ত বলিয়া কথিত আছে। স্নায়বিক রোগে ইহার আভ্যন্তরিক, এবং চর্ম্মরোগে ও দুরারোগ্য ক্ষতে বাহ্যিক প্রয়োগ হয়। কুঁচের শিকড় বমনকারক। Dr. Burton Brown বলেন যে ৪০টি কুঁচ খাইয়া একটি লোকের ভেদ ও বমি হইয়াছিল এবং ইহার সহিত রোগীর হিমাঙ্গ অবস্থা ও মূত্রনাশ হইয়াছিল। পরে উত্তেজক ঔষধ খাওয়াইয়া দিলে রোগী আরোগ্যলাভ করে (Punjab Poisons)।

কঙ্কনদেশীয় গায়কেরা শ্বেতকুঁচের পাতা স্বরভঙ্গরোগে ব্যবহার করে। কুঁচ গুঁড়া করিয়া পক্ষাঘাত আক্রান্ত স্থানে প্রয়োগ করিলে আরাম হয়। কুঁচ ও চিতামূল একত্রে বাটিয়া কুষ্ঠে প্রলেপ দিলে উহা আরাম হয়। কুঁচ বাটিয়া মাথার টাকে দিলে পুনরায় কেশ উৎপন্ন হয়।

স্ত্রীলোকেরা কুঁচ ভক্ষণ করিলে গর্ভাশয় বিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহাতে গর্ভ হয় না। ঋতুকালীন প্রত্যহ ৪-৬টি কুঁচ দিবসে ২ বার কয়েক দিন ভক্ষণ করিলে গর্ভ হয় না (Moodeen Sheriff)। ঠাণ্ডা লাগিয়া মাথা ধরিলে কুঁচের বীজ চূর্ণ নস্য লইলে মাথাধরা আরাম হয়। সিদ্ধ কুঁচ ইন্দ্রিয়ের উত্তেজক। কুঁচের পাতা গরম সরিষার তৈলে পাক করিয়া গেঁটে বাতে লাগাইলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। কুঁচের শিকড় বিষতুল্য, ক্ষতমুখে প্রলেপ দিলে বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়; চাঁপা নটের রস চিনির সহিত সেবন করিলে বিষক্রিয়া নষ্ট হয়। দুষ্ট চর্ম্মকারেরা কুঁচের গুড়া গরুকে খাওয়াইয়া অথবা চর্ম্ম ভেদ করাইয়া শরীরে বিষ প্রবেশ পূর্ব্বক চর্ম্মলোভে হত্যা করে। কেহ কেহ গর্ভস্রাব করাইবার জন্য ইহার মূলের কাথ খাওয়াইয়া থাকে। (Fig. 190.)

Genus—ADENANTHERA Linn.

161. A. pavonina Linn. (রঞ্জন)

Fig.—Wight, Ill., t. 84 ; Beddome, Fl. Sylv., v, t. 46.

Ref.—F. B. I., ii, 287 ; Roxb., ii, 370 ; B. P., i, 452 ; Watt, vi, 107.

জন্মস্থান—চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, বর্ম্মা, বঙ্গদেশ, দক্ষিণ ভারতবর্ষ, আন্দামান।

বিভিন্ন নাম—স. কুচন্দন; বা. রঞ্জন, রক্তচন্দন; তা. আনিগুণ্ডুমানি; তে. বান্দিগুরুভিঞ্জা।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ ও পত্র।

বর্ণনা—সরল কাঁটাশূন্য উদ্ভিদ। পত্র পক্ষাকার, বোঁটা ক্ষুদ্র। পুষ্পদণ্ড ২-৬ ইঞ্চি লম্বা, ১/৪ ইঞ্চি চওড়া। ফুল ১/৬-১/৪ ইঞ্চি; পাপড়ি ৫টি, নরম; পুংকেসর ১০টি। ফল লম্বাকৃতি শুঁটিযুক্ত; শুঁটি ৬-৯ ইঞ্চি লম্বা, ১/২ ইঞ্চি চওড়া। প্রত্যেক শুঁটীতে ১০-১২টি বীজ থাকে। বীজ ছোট, শক্ত, মসৃণ, লালবর্ণ, মস্তক কুঁচের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, শুঁটীর ভিতর পাতলা শাঁসের মধ্যে থাকে। গ্রীষ্মকালে ফুল ও শীতের সময় ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার কাষ্ঠ হইতে একপ্রকার লাল রং প্রস্তুত হয়। হিন্দুরা এই রং কপালে মাখিয়া থাকে (Roxburgh)। ইহার লালবর্ণ একটি বীজের ওজন ৪ গ্রেন। বীজ মালা গাঁথিয়া গলায় মালার ন্যায় পরিধান করে। পাতার কাথ দক্ষিণ ভারতে পুরাতন

বাত এবং গেটেবাত আরাম করিবার জন্য সেবন করে; কিন্তু ইহা অধিক দিন ব্যবহার করিলে জননেন্দ্রিয়ের শিথিলতা উৎপাদন করিয়া ধ্বজভঙ্গ রোগ আনয়ন করে। ইহার ক্বাথ রক্তঅর্শ ও পাকস্থলী হইতে রক্তস্রাব নিবারক। বীজের গুঁড়া বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে ফোড়ায় পুঁজ সঞ্চার হয়। (Fig. 161.)

Genus—ACACIA Willd.

162. A. arabica Willd. (বাবলা)

Fig.—Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., t. 375; Beddome, Fl. Sylv., 47.

Ref.—F. B. I., ii, 293; Roxb., Fl. I., ii, 559; B. P., i, 458; Prain, H. H., 208; Voigt, H. S., 262.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ, ত্রিপুরা, বেহার, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. বর্ব্বর; বা. হি. বাবলা, বাবুল; তা. কারু বেলাস; তে. নাল্লাতুম্মা; Eng. Indian Gum Arabic.

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল, আঠা, পত্র, বীজ, শুঁটী। মাত্রা পত্রকল্ক ৪-৮ তোঃ, ত্বকক্বাথ ৪-১০ তোঃ, আঠা ৩-১৬ তোঃ, বীজকল্ক ২-৪ আনা, ত্বকচূর্ণ ৪-৮ আনা।

বর্ণনা—মাঝারি গাছ ২৫-৩০ ফুট উচ্চ। শাখা সরল, ধূসরবর্ণ, অবনত, শাখায় ¼-২ ইঞ্চি লম্বা কাঁটা আছে। পত্রিকা ১০-২০ জোড়া, ⅛-¼ ইঞ্চি লম্বা, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। ফুল উজ্জল পীতবর্ণ, গোলাকার, ব্যাস ⅜ ইঞ্চি। ফল ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, ½ ইঞ্চি চওড়া, চেপ্টা, শ্বেতবর্ণ, ক্ষুদ্র লোমযুক্ত। ফলে ৮-১২টী বীজ থাকে। কাষ্ঠ ধূসরবর্ণ, শক্ত, ভিতরের কাঠ লালের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। গ্রীষ্মকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কচি পাতার রস ধারক এবং উদরাময় রোগনাশক। কঙ্কনদেশে ইহার আঠা শুষ্ক করিয়া, মসলা, মাখন ও চিনি সংযোগে বটিকা প্রস্তুত করিয়া মিষ্টান্নে দেয়। এক তোলা কচিপাতা, ৪ মাষা জিরা ও ২ তোলা চিনি মিশ্রিত করিয়া ঔষধ প্রস্তুত করে; ইহা রক্তপ্রস্রাব রোগে প্রযুক্ত হয় (Dymock)। ইহার ছাল ধারক ও কফনাশক। বাবলার ছালের ক্বাথ গলার ক্ষত ও অপরাপর ক্ষত রোগে ধৌতস্বরূপে ব্যবহার হয়। বাবলার আঠা সেবনে মধুমেহ প্রশমিত হয় এবং উৎকাশি, গলক্ষত, আম, শ্বেতপ্রদর, মূত্রাঘাত ও মূত্রকৃচ্ছ্রাদি রোগে সেব্য। বাবলার ফল কাশরোগ নাশক।

বিভিন্ন প্রদর রোগে বাবলার ছালের ক্বাথ হিতকর। বাবলার ক্বাথ মুখের ঘা ও দাঁতের বেদনা প্রশমিত করে। কচি পাতা সেবন করিলে আম, অতিসার ও মেহ আরাম হয়।

শুষ্ক ছাল চূর্ণ কদর্য্য ক্ষতে প্রদান করিলে ক্ষত শীঘ্র আরাম হয়। বাবলার ছাল চর্ম্মরঞ্জনার্থ ব্যবহার হয়।

বাবলার ছাল ওক গাছের ছালের তুল্য বলিয়া অনেক গভর্নমেণ্ট ডিসপেনসারিতে ব্যবহার করে। (Fig. 162.)

163. A. Catechu Willd. (খদির)

Fig.—Roxb., Cor. Pl., t. 175 ; Bentl. Trim., t. 95 ; Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., t. 377.

Ref.—F. B. I., ii, 295 ; Roxb., F. I., ii, 563 ; B. P., i. 458. Prain, H. H., 208 ; Voigt, H. S., 458.

জন্মস্থান—ভারতের প্রায় সকল স্থানে জন্মে। বর্ম্মা, হিমালয়ের তলদেশ, সিন্ধুদেশ, কুচবেহার, ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা, পূর্ব্ববাঙ্গলা, মধুপুর জঙ্গল, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. খদির ; বা. খদির, খয়ের ; তে. পাদলিমারু ; তা. কাসকোকুটি ; হি. খএর।

ব্যবহার্য্য অংশ—খদির।

বর্ণনা—মাঝারী কণ্টকময় বৃক্ষ। পত্র বসন্তকালে পড়িয়া যায়। ত্বক্ এবড়ো খেবড়ো, ধূসরবর্ণ, কাষ্ঠ শক্ত. বাহিরের কাষ্ঠ পীতের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, ভিতরের কাষ্ঠ রক্তবর্ণ। পত্র ৩-৪ ইঞ্চি, পত্রের বোঁটার গোড়ায় কাঁটা আছে। পত্রিকা ৩০-৫০ জোড়া, কোমল লোমযুক্ত। ফুল ফিকে পীতবর্ণ, পাপড়ি ৩টী। শুঁটী ২-৩½ ইঞ্চি লম্বা এবং ½-¾ ইঞ্চি চওড়া, পাতলা, ধূসরবর্ণ, সরল, উজ্জ্বল ; ইহাতে ৫-৬টি বীজ থাকে, বীজের ব্যাস ¼ ইঞ্চি, গোলাকার। গাছের পাতা বাবলার ন্যায়, শুঁটী বাবলা অপেক্ষা ভিন্ন। বর্ষাকালে ফুল ও শীতের সময় ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—আয়ুর্ব্বেদীয় মতে খদির ধারক, স্নিগ্ধকর এবং হজমিকারক। ইহা কফ ও উদরাময় রোগে ব্যবহার হয় এবং ইহা ক্ষত ফোড়া ও অপরাপর চর্ম্মরোগে বাহ্যিক প্রলেপ দিলে রোগ সত্বর সারিয়া যায়। ইহার ফুলের উপরিভাগ, জিরা, দুগ্ধ ও চিনির সহিত খাইলে গনোরিয়া আরাম হয় (Dymock)। কাঠবল নামক অরিষ্ট (mixture) খয়ের ও Myrrh যোগে প্রস্তুত হয়। প্রসূত স্ত্রীলোকদিগের দুগ্ধ বৃদ্ধির জন্য Kathbol ঔষধরূপে ব্যবহার হয়। ইহা হইতে "কচ" নামক ঔষধ জ্বর, উদরাময় ও অপরাপর আমাশয়িক রোগে প্রদত্ত হয়। আলজিহ্বা বাড়িলে এবং প্রদর ও কষ্টরজ রোগে ইহা স্থানীয় প্রলেপ রূপে প্রদত্ত হয়। খয়ের জলে ভিজাইয়া উহাতে দারুচিনি, লবঙ্গ এবং অপরাপর সৌগন্ধযুক্ত মসলা

রোগে, কেয়াপাতা জড়াইয়া কেয়াখয়ের প্রস্তুত করে। মুখ ও দাঁতের মাড়ির রোগে, খদির ১২ সের, জল ৬৪ সের অবশেষ ৮ সের, ইহাতে কর্পূর, সুপারী কঙ্কোলক (kakkola) প্রত্যেক দেড়সের এইগুলি গুঁড়া করিয়া যে বটিকা হয় উহাকে স্বল্প খদির বটিকা বলে; ইহা মুখমধ্যে রাখিলে দাঁতের রোগ, মুখের ঘা ও জিহ্বার ঘা আরাম হয়।

খদিরস্য তুলাসম্যগ জলদ্রোণ বিপাচয়েৎ।
শেষেঽষ্টভাগে তত্রৈব প্রতিবাপং প্রদাপয়েৎ॥
জাতীকর্পূরপূগানি কঙ্কোলক ফলানি চ।
ইতোষাগুড়িকা কার্য্যা সমসৌভাগ্য বর্দ্ধিনী। চক্রদত্ত
দন্তৌষ্ঠ মুখরোগেষু জিহ্বা তাল্বাখয়েষু চ।

মধুর সহিত খদির ফুল খাইলে রক্তপিত্ত আরাম হয় (চক্রদত্ত)। খদিরের ছাল ও ইন্দ্রযবের ক্বাথ পান করিলে উত্থিত ফোড়া আরাম হয়। খদির মূলের ত্বক্ উক্তরূপে পেষণ করিয়া পান করিলে উদ্ভিজ্জ ও ধাতব বিষ নষ্ট হয়। খদির দুই প্রকার, কৃত্রিম ও অকৃত্রিম। খদিরের শাখা ও পত্র সিদ্ধ করিয়া যে খয়ের হয় তাহা কৃত্রিম এবং কাষ্ঠের আঠা হইতে যে খয়ের হয় তাহা অকৃত্রিম। কৃত্রিম খয়ের আবার দুই প্রকার, শ্বেত ও কৃষ্ণ বর্ণ; শ্বেত খয়ের ঔষধের জন্য এবং কৃষ্ণ খয়ের নানাবিধ দ্রব্য রং করিবার জন্য ব্যবহার হয়। খয়েরের শাখা খণ্ড খণ্ড কাটিয়া জলে সিদ্ধ করিয়া যে ক্বাথ হয় উহা কৃষ্ণবর্ণ এবং উক্ত ক্বাথে খদিরের শাখা নিমজ্জিত করিলে শাখায় যে খয়ের লাগিয়া থাকে উহাতেও খয়ের হয়। কলিকাতার বাজারে আজকাল ৫ রকমের খয়ের দেখা যায়—(১) পেগুদেশজ, (২) জাকপুরী, (৩) পাপড়ী, (৪) তিলি ও (৫) বেলগুটী।

প্রদররোগে খদির ভিজাইয়া পটী দিলে উহা আরাম হয়। হাকিমেরা বলেন যে খদিরের গর্ভস্রাব করিবার ক্ষমতা আছে। অতিরিক্ত খদির খাইলে পুরুষত্ব হানি হয়। দাঁতের মাড়ীর ক্ষতে খদির উপকারী (Watt)। মাত্রা—ত্বক্, কাষ্ঠ, ফুলের চূর্ণ ১-৪ আনা; খয়ের ½-২ আনা, ত্বক্ ও কাষ্ঠের ক্বাথ ৫-১০ তোলা। (Fig. 163.)

164. A. Farnesiana Willd. (গুয়েবাবলা)

Fig.—Wight, I.C., t. 300; Beddome, Fl. Sylv., v, t. 52; Kirtikar and Basu, t. 374.

Ref.—F. B. I., ii, 292; Roxb., F. I., ii, 557; B. P., i, 458; Ind. Med. Pl., Voigt, H. S., 264.

জন্মস্থান—হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতে, বঙ্গদেশ বিশেষতঃ পশ্চিম বঙ্গে জঙ্গলে দেখা যায়। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর। আমেরিকা-দেশীয় গাছ।

বিভিন্ন নাম—বা. গুয়েবাবলা ; তা. ভেদ্দাবালা ; হি. বিলাতী বাবুল ; তে. কাম্‌তুতুম্বা।

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল।

বর্ণনা—কণ্টকময় উদ্ভিদ্‌, ২০।২৫ ফুট উচ্চ। কাণ্ড হইতে শাখাপ্রশাখা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়, ছালে ধূসরবর্ণ দাগ আছে। কাঁটা খাড়া, ¼-½ ইঞ্চি লম্বা, প্রশাখা হইতে বাহির হয়। পত্র ১-১½ ইঞ্চি লম্বা, পত্রিকা সবুজবর্ণ। পুরাতন পাতার গোড়া হইতে ফুলগুলি বাহির হয়। ফুল সৌগন্ধময়, উজ্জ্বল ও পীতবর্ণ, ব্যাস ½ ইঞ্চি। শুঁটী ২ ৩ লম্বা, ½ ইঞ্চি পুরু, ধূসরবর্ণ, লম্বা লম্বা দাগ কাটা। শীতকালে ফুল ও বর্ষাকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ছালের ক্বাথ ধারক ও মেহনাশক। কচিপাতা ছেঁচিয়া জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে গনোরিয়া আরাম হয়। কথিত আছে ইহার শিকড় ছোট ছেলেদের কোমরে বাঁধিয়া দিলে ডাইনীতে খায় না। ইহার ফুল ইউরোপীয়েরা সৌগন্ধযুক্ত এসেন্স প্রভৃতিতে ব্যবহার করে। ইহার ছাল ধারক বলিয়া বাবলার ছালের পরিবর্ত্তে ব্যবহার হয়। (Fig. 164.)

165. A. Suma Ham. (সমী, শাইকাঁটা)

Fig.—Beddome, Fl. Sylv., t. 49.

Ref.—F. B. I., ii, 294 ; B. P., i, 459 ; Prain, H. H., 208.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. সমী ; বা. শাঁইকাঁটা।

ব্যবহার্য্য অংশ—বল্কল, পত্র, বীজ ও শুঁটী।

বর্ণনা—মধ্যমাকার গাছ, ত্বক্‌ শ্বেতবর্ণ, মস্তক অবনত। পত্রদণ্ড ½ ফুট লম্বা ; পত্রাংশ ১½-২ ইঞ্চি লম্বা ; পত্রিকা ফিকে সবুজবর্ণ, ⅛ ইঞ্চি লম্বা ; কাঁটা ৩-৪ ইঞ্চি। ফুল শ্বেতবর্ণ ; ফল ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা, ½-¾ ইঞ্চি চওড়া, বীজ শুঁটিতে ৬-৮টি থাকে। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বাবলার ন্যায়। (Fig. 165.)

166. A. tomentosa Willd. (সালশাঁই বাবলা)

Fig.—Beddome, Fl. Sylv., t. 95.

Ref.—F. B. I., ii, 294 ; B. P., i, 458 ; Prain, H. H., 208 ; Voigt, H. S., 262.

জন্মস্থান—দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম ভাগ, মধ্যবাঙ্গালা, সুন্দরবন, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা. সালাশহি বাবলা, সালশাঁই বাবলা।

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল, পাতা, শুঁটী, বীজ ও শিকড়ের ছাল।

বর্ণনা—মাঝারি বা ছোট গাছ। পত্র ধূসরবর্ণ ও সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, ১-২ ইঞ্চি লম্বা; পত্রিকা ⅛-⅙ ইঞ্চি, ধূসর বা সবুজবর্ণ। কাঁটা বড়গুলি ১-২ ইঞ্চি লম্বা, বিস্তৃত ও ধূসরবর্ণ, কাঁটার অগ্রভাগ বেগুনে রং-বিশিষ্ট। শুঁটী বক্র, ধনুকের ন্যায়, ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা এবং ½ ইঞ্চি চওড়া, বোঁটা ছোট। ফলে ৬-১০টি বীজ আছে। বীজ বাবলা-বীজ অপেক্ষা ক্ষুদ্র। ফল গাঢ় ধূসরবর্ণ। উপরের কাষ্ঠ ফিকে ধূসরবর্ণ, ভিতরের কাষ্ঠ একটু গাঢ় ধূসরবর্ণ, গাছে প্রায়ই সার হয় না। কাষ্ঠ জ্বালানিতে ব্যবহার হয়। গ্রীষ্মকালে ফুল ও বর্ষাকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বাবলার ন্যায়। (Fig. 166.)

Genus—ALBIZZIA Duraz.

167. A. Lebbek Benth. (শিরীষ)

Fig.—Beddome, Fl. Syl., t. 53; Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., t. i. 53; Jacq., Ic., t. 195.

Ref.—F. B. I., ii, 298; Roxb., F. I., ii, 544; B. P., i, 461; Prain, H. H., 208; Voigt, H. S., 268.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র জন্মে; বঙ্গদেশ, বর্ম্মা, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগনা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুরে বহু পরিমাণে আছে।

বিভিন্ন নাম—স. কপিতন, শুকপ্রিয়; বা. শিরীষ; তা. দিরাসন বেথি; তে. দির্শন; হি. তাস্তিয়া।

ব্যবহার্য্য অংশ—ত্বক, পত্র, ফুল ও বীজ।

বর্ণনা—কাঁটাশূন্য বড় গাছ, ৫০।৬০ ফুট উচ্চ হয়। পত্র মসৃণ, লোমযুক্ত, অবনত। একটি বড় পত্রদণ্ড বোঁটা হইতে বাহির হয়। পত্রিকা ৪-৮টি, পাতার বোঁটা ঘনসন্নিবিষ্ট ও ছোট। ডালের মস্তকে ৩।৪টি ফুল হয়, ফুল ১½ ইঞ্চি লম্বা, পুষ্পস্তবক পীতবর্ণ, ফুলের মস্তক বৃহৎ, শ্বেতবর্ণ ও সৌগন্ধময়। ফুলের বোঁটা ছোট, বহির্ব্বাস ⅙ ইঞ্চি। শুঁটী লম্বা, শক্ত ও চেপ্টা, ধূসরবর্ণ, ½-১ ফুট লম্বা, ½-¾ ইঞ্চি চওড়া। শুঁটীতে ৬-১০টি বীজ থাকে। ইহার পত্র কতকটা আমলকী পত্রের ন্যায়; শীতে গাছে প্রায় পাতা থাকে না। পুষ্প পীতের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পাতার রস চক্ষে দিলে এবং ক্বাথ খাইলে রাতকানা আরাম হয়। ছালের ক্বাথ দাঁতের মাড়ী শক্ত করিবার জন্য ব্যবহার হয়, মাত্রা ৪ তোলা। শিরীষের ফুল বীর্য্যস্তম্ভনের মহৌষধ। ১ ভাগ বীজের গুঁড়া, ২ ভাগ মিছরী, এক গ্লাস গরম দুগ্ধের সহিত পান করিলে বীর্য্য ঘন হয়। মান্দ্রাজ দেশে ইহার ছাল মৎস্যধরা-জাল রং করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহার ভিতরের কাষ্ঠ অনেক আবশ্যকীয় কার্য্যে ব্যবহার হয় (Dymock)। চক্ষু উঠিলে ইহার বীজের অঞ্জন দেয় (Stewart)। শিরীষের বীজের তৈল কুষ্ঠরোগে হিতকর। ইহার ছাল ও বীজ ধারক, ইহা অর্শ ও উদরাময় রোগনাশক। ফুল স্নিগ্ধকর, ইহা বাহ্য প্রয়োগ করিলে ফোড়া, উদ্ভেদ এবং শোথ আরাম হয়। শিরীষের পত্র চোখ উঠার মহৌষধ (Baden-Powell)। বীজ জলের সহিত বাটিয়া লাগাইলে গলা ফোলা আরাম হয়। শিরীষ-পুষ্প সর্পবিষনাশক। শ্বেত সজিনার পক্ক বীজ শিরীষফুলের রসে ঘষিয়া চক্ষে অঞ্জন দিলে অথবা পান করিলে সর্পবিষ নষ্ট হয়।

রসে শিরীষপুষ্পস্য সপ্তাহং মরিচং সিতম্।
ভাবিতং সর্পদষ্টানাং নস্য পানাঞ্জনেহিতম্॥

কফে, পিত্তে, শ্বাসে—

শিরীষপুষ্পসরসঃ সপ্তপর্ণস্য বা পুনঃ।
পিপ্পলী মধুসংযুক্তঃ কফপিত্তানুগেমতঃ॥ ।চঃ প্রকাশঃ

শিরীষফুলের রস, পিপুল চূর্ণ ও মধুর সহিত সেবন করিলে কফ, পিত্ত ও শ্বাস আরাম হয় শিরীষফুলের রসে হরিদ্রা চূর্ণ ও কিছু ঘৃত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে চাতুর্থক জ্বর আরাম হয় (চক্রদত্ত)। (Fig. 167.)

168. A. amara Baw. (কৃষ্ণশিরীষ)

Fig.—Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., t. 385A ; Beddome, Fl. Sylv., t. 61 ; Roxb., Cor. Pl., t. 122.

Ref.—F. B. I., ii, 301 ; Roxb., F. I., ii, 548 ; B. P., i, 460.

জন্মস্থান—উড়িষ্যা, ভারতের বিভিন্ন স্থানে রোপণ করা হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. কৃষ্ণশিরীষ ; তা-থরিঙ্গি ; তে. নাধালিঙ্গি।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ, পত্র ও ফুল।

বর্ণনা—মাঝারী কাঁটাশূন্য গাছ, শাখা ঘন ও নরম লোমযুক্ত। পত্র ৮-২০টি, ১-৩ ইঞ্চি লম্বা, পত্রিকা ⅛-⅙ ইঞ্চি লম্বা, বোঁটা কোমল লোমযুক্ত। ফুলের বোঁটা নরম, পীতবর্ণ ও সূক্ষ্ম

লোমযুক্ত। শুঁটী ৬-৯ ইঞ্চি লম্বা, ⅛-১ ইঞ্চি চওড়া, বীজ শুঁটীতে ১০।১১টি জন্মে, দেখিতে ধূসর বর্ণ। কাষ্ঠ শক্ত, ছালের ভিতরের কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ। গ্রীষ্মকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বীজ ধারক, ইহা অর্শ, উদরাময় ও গণোরিয়া রোগ নাশক : বীজের তৈল শ্বেতকুষ্ঠ রোগে হিতকর। ফুল স্নিগ্ধকর। ইহা ফোড়ায় প্রয়োগ করিলে ফোড়া ফাটিয়া যায়। ইহার পত্র চক্ষু উঠিলে দেওয়া হয় ও গোমহিষাদির খাদ্য (Beadan Powel)।

সংস্কৃত লেখকদিগের মতে ইহা স্নিগ্ধকর, চক্ষূরোগ ও ক্ষতরোগে হিতকর (Dutt)। (Fig. 168.)

Genus—ALHAGI Tourn cix Adans.

169. A. Maurorum Desv. (যবসা, দুরালভা)

Fig.—Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., 307.

Ref.—F. B. I., ii, 145 ; আধুনিক নামকরণানুসারে ইহাকে Alhagi Camelorum Fisch. বলা হয়। Roxb., F. I., iii, 344 ; B. P., i, 416 ; Dymock, i, 417 ; Chopra, 459 ; Prain, Journ As. Soc. Bengal, Vol. 66, Pt. II, 377 ; Brandis, For. Fl., 144.

জন্মস্থান—বেহার, কঙ্কন দেশ, এবং মধ্যভারতবর্ষ, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া, পারস্য।

বিভিন্ন নাম—স. দুরালভা, গিরিকর্ণিকা ; বা. যবসা, দুরালভা ; তা. তুলগনরি ; হি. যবসা ; তে. গিলারেগাত্তি ; Eng. Khorasan Thorn.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফুল, শাখা ; মাত্রা ½-১ আউন্স।

বর্ণনা—কাঁটাযুক্ত গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্ ; কাঁটা ½-১ ইঞ্চি লম্বা। পত্র অবনত ; কাঁটার গোড়া হইতে বাহির হয় ; লম্বাকৃতি স্থূলকোণী, সূক্ষ্মলোমযুক্ত। কাঁটার গোড়া হইতে ফুল বাহির হয় ; ফুলের বহির্ব্বাস ১/১২-⅛ ইঞ্চি, ফুলের পাপড়ি ঈষৎ লালবর্ণ, ইহা বহির্ব্বাসের ৩ গুণ। ইহার প্রাচীন নাম খোরাসানী কাঁটা। গ্রীষ্মকালে যখন অপরাপর গাছ মরিয়া যায় তখন ইহার পাতা ও ফুল হয়। যবসা ক্ষুপ হইতে যে আঠা বাহির হয় উহাকে মান্না বলে। কর্ত্তিত যবসা ক্ষুপ কাপড়ে ফেলিয়া নাড়িলে উহা হইতে মান্না বাহির হয়। বঙ্গের কোন কোন আর্দ্র ভূমিতে দুরালভা জন্মে, কিন্তু উহা উৎকৃষ্ট নহে। এই গাছে ফুল না ধরিলে উহা ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইতে পারে না। গ্রীষ্মকালে ফুল, শীতের সময় ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—দুরালভার টাটকা রস বিরেচক ও উগ্র ঔষধের সহিত ব্যবহার হয় (চক্রদত্ত)। ইহার পত্র হইতে যে তৈল প্রস্তুত হয় উহা বাতের মহৌষধ এবং ইহার ফুল

অর্শের বলি নাশক। মুসলমান লেখক মীর মহম্মদ হোসেন বলেন যে কুরদিস্থান ও হামাদানের লোকে গাছগুলি কাপড়ে রাখিয়া ঝাড়িয়া লয়, এইগুলিকে মান্না বলে। এই মান্না মূত্রকর ও রসায়ন। ইহার মান্না সমেত পাকা ফলকে "তারানজবীন" বলে, ইহা কালধুতুরা এবং তামাকের সহিত মিশাইয়া ধূম পান করিলে হাঁপানি আরাম হয়। ইহার মান্না পারস্য দেশ হইতে ভারতে আসে ও দশ আনা পাউণ্ড দরে বিক্রয় হয়। কোষ্ঠবদ্ধ ও মূত্ররোধে শার্ঙ্গধর দুরালভা, হরীতকী, সোঁদালের আঠা, গোক্ষুরের ফল এবং পাষাণভেদীর (Colius aromaticus) শিকড় মিলিত ক্বাথের সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া খাইবার ব্যবস্থা আছে। যথা—

হরিতকী দুরালভা কৃতমালক গোক্ষুরৈঃ।
পাষাণভেদসহিতৈঃ ক্বাথৈ মাক্ষিক সংযুক্তঃ
বিবন্ধ মূত্রকৃচ্ছ্রেচ সদাহে সরুজে হিত। শার্ঙ্গধরঃ

ইহার ক্বাথ জাল দিয়া যবশর্করা হয়, ইহা বালকদিগের সর্দ্দিরোগে হিতকর। দুরালভা ও চন্দন সমপরিমাণ লইয়া তণ্ডুলোদকে পেষণ করিয়া পান করিলে রক্তপিত্ত আরাম হয়।

সর্দ্দিজনিত বমন রোগে দুরালভা চূর্ণ মধু সহ পান করিবে।

কৃষ্ণধুতুরা, যোয়ান, তামাক ও দুরালভা গাছ একত্র কল্কেতে সাজিয়া ধূমপান করিলে শ্বাস রোগীর শ্বাসকষ্ট নিবারিত হয়। (Fig. 169.)

Genus—ARACHIS Linn.

170. A. hypogaea Linn. (চিনেবাদাম)

Fig.—Bentl. & Trim., Med. Pl., t. 75 ; Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., t. 387.

Ref.—F. B. I., ii, 161 ; B. P., i, 415.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র চাষ হয়, আমেরিকা দেশীয় গাছ। বঙ্গদেশের হাওড়া, হুগলী, ২৪-পরগনায় চাষ হয়। দক্ষিণ ভারত, উত্তর ভারতবর্ষে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—স. বুকানক ; বা. চীনেবাদাম, মাটকলাই ; হি. চিনাবাদাম, মুঙ্গফলি ; তা. বার্কদলাই ; তে. বার্ণসানা গা-কায়া ; Eng. Ground-nut.

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ ও তৈল।

বর্ণনা—আমেরিকা দেশীয় উদ্ভিদ, বৎসরজীবী জড়ানে লতা। লতার গায়ে পত্রগুলি ২ ৪ ফুট লম্বা। পত্রিকা ২ জোড়া, ডিম্বাকৃতি, পাতার ডাঁটা পাতা অপেক্ষা লম্বা। ফল একস্থানে ২।৩টি পর পর জন্মে। ফুল মাটির উপরে হয়, পরে ফল মাটির ভিতর প্রবেশ করিয়া বড় হয় ও পাকে। পুংপুষ্প হরিদ্রাবর্ণ, পাপড়ির কিনারা গাঢ় হরিদ্রাবর্ণ, ফুল

দেখিতে অনেকটা শণ ফুলের মত। পুষ্পদণ্ড ১-½ লম্বা। লতার ডাঁটা লোমযুক্ত। প্রত্যেক শুঁটীতে ২।৩টি বাদাম থাকে। শুঁটী ১-১½ ইঞ্চি লম্বা। হাকিমীশাস্ত্রে অথবা আয়ুর্ব্বেদে চীনাবাদামের উল্লেখ নাই; পোর্টুগীজেরা ব্রাজীল হইতে ইহা ভারতে আনিয়াছেন। ইহার তৈল অলিভ তৈলের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কাঁচা বাদাম মিষ্ট। ইহা খাওয়াইলে স্ত্রীলোকদিগের স্তন্যদুগ্ধ বৃদ্ধি হয় (Subba Rao)। চীনাবাদাম পেটের পীড়া ও ক্ষত রোগে হিতকর। ইহাতে প্রচুর পরিমাণে Tannic এবং Gallic Acid আছে বলিয়া ইহা ধারক ঔষধরূপে ব্যবহার হয়। বাদাম পোড়াইয়া গুঁড়া করিয়া দাঁতে দিলে দাঁত বেদনা আরাম হয়। J. Shortt বলেন যে বাদাম গুঁড়া করিয়া ১০ হইতে ১৫ গ্রেন মাত্রায় ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিলে দৌর্ব্বল্য জনিত উদরাময় আরাম হয়। ইহা মূত্রযন্ত্রের রোগে হিতকর এবং একটী রসায়ন বলিয়া লিখিত আছে। শুষ্ক বাদাম চিবাইয়া খাইলে শরীরে উত্তেজনা আনয়ন করে। বাদাম স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য নিবারক, চক্ষুরোগে হিতকর ও স্তন্যবৃদ্ধিকারক বলিয়া কথিত আছে। (Fig. 170.)

Genus—BUTEA Roxb.

171. B. frondosa Roxb. (পলাশ)

Fig.—Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., 319 ; Roxb., Cor. Pl., t. 21 ; Beldome, Fl. Sylv., v, t. 176 ; Rheede, Hort. Mal., vi, t. 16 and 17.

Ref.—F. B. I., ii, 94 ; Roxb., F. I., iii, 244 ; B. P., i, 401 ; Prain, H. H., 199.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ, বর্ম্মা, পশ্চিমবঙ্গ, বেহার, ছোটনাগপুর, বাঁকুড়া, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা।

বিভিন্ন নাম—স. কিংশুক; বা. পলাশ; তে. পলাহ্লু; তা. পলাশম্; Eng. Gum-butea, Bengal Kino.

ব্যবহার্য্য অংশ—ত্বক্, পত্র, পুষ্প, বীজ, নির্য্যাস। মাত্রা, বীজ ১-৩টা।

বর্ণনা—মাঝারী সরল গাছ, ৪০-৫০ ফুট উচ্চ; কাণ্ড ফাটা ফাটা। পত্র বসন্তকালে পড়িয়া যায় ও বর্ষা কালে নূতন পত্র জন্মে। ছাল ¼ ইঞ্চি পুরু, ধূসরবর্ণ। পত্র বৃহৎ, একটী বৃন্তে ৩টী পত্র হয় যেমন তেপল্তে গাছের হয়। ছোট ফেকড়িগুলি নরম লোমযুক্ত, গোড়ার দিকে বিস্তৃত। পত্রিকা ৪-৮ ইঞ্চি, অসমান, ৩দিকে ৩টী হয়। ফল বড় ১½-২ ইঞ্চি, অবনত ডাঁটায় থাকে, লেবু রং বিশিষ্ট লালবর্ণ, ফুলের কুঁড়ি শ্বেতবর্ণ। ডাঁটা ¼-১ ইঞ্চি লম্বা;

দুইদিকে দুইটী পাতা লম্বা ডাঁটায় থাকে। শুঁটী লম্বিত, ৫-৪ ইঞ্চি লম্বা, ¾ ইঞ্চি চওড়া। ফল ঈষৎ বক্র; বীজ ১½ ইঞ্চি, চেপ্টা, ডিম্বাকৃতি, লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ, বোঁটার দিকে একটু বসা। মার্চ-এপ্রেল মাসে ফুল ও মে-জুনে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার আঠাকে বাঙ্গালা দেশে পলাশ Kino বলে। ইহা ধারক। আঠার গুঁড়া ১০-৩০ গ্রেন এবং কয়েক গ্রেন দারুচিনির সহিত বালক ও রুগ্ন স্ত্রীলোকদিগকে খাওয়ান যাইতে পারে। ইহার টাট্‌কা রস ঘায়ে কিংবা গলার ঘায়ে প্রযুক্ত হয়।

পলাশের বীজ কৃমিনাশক, ডাক্তারেরা ইহাকে কৃমিনাশে Santonineএর তুল্য বিবেচনা করেন। ইহা ভেদক বলিয়া কেঁচোর মত ও ফিতার ন্যায় ক্রিমি সত্বর বাহির করে। বীজগুলি প্রথমতঃ জলে ভিজাইয়া খোলা ছাড়াইয়া ফেলিতে হয়। বীজগুলি রৌদ্রে শুষ্ক হইলে গুঁড়া করিতে হয়, এই গুঁড়া ২০ গ্রেন পরিমাণ দিবসে ৩ বার ৩ দিন খাইবার পর ৪র্থ দিনে ১ মাত্রা রেড়ির তৈলের সহিত খাওয়াইলে সকল রকমের ক্রিমি সত্বর আরাম হয়। ভাবপ্রকাশে পলাশ বীজের ব্যবহার কৃমিনাশক বলিয়া লিখিত আছে। বীজ পেষণ পূর্ব্বক মধুর সহিত খাইতে উপদেশ দেন। শার্ঙ্গধর ইহাকে কৃমিনাশক বলিয়াছেন (Dymock)।

পলাশ বীজ গুঁড়াইয়া লেবুর রসের সহিত চামড়ায় লাগাইলে চামড়া লাল বর্ণ হয়। চর্ম্মের উপর পুলটিস দিলে ফুলা কমিয়া যায়। ইহা মূত্র বৃদ্ধি ও ঋতু বৃদ্ধি করিয়া দেয়। ইহার পত্র কামোত্তেজক ও জ্বরনাশক। পলাশ বীজ পেটফাঁপা নিবারক, কৃমি ও অর্শরোগনাশক।

ইহার ছাল আদার সহিত খাইলে সর্পবিষ নষ্ট করে (Rheede)। কৃমিনাশে ইহার বীজ পূর্ণবয়স্কের পক্ষে ৩০ গ্রেন হইতে ১ ড্রাম। ৪ বৎসরের বালকের পক্ষে ৪ গ্রেন প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে ২-৩ দিন সেব্য (Moodeen Sheriff)। পলাশ বীজ Santonine অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। গুঁড়া বীজ ১৫-৩০ গ্রেন দিবসে ২।৩ বার সেব্য। ইহার পত্র অতিশয় উগ্র। দেশীয় লোকেরা কোন স্থানে রক্তসঞ্চয়, আব ও বাগি হইলে পুলটিস দিয়া থাকে (মাত্রা ২০ গ্রেন)। ইহার আঠা ৫ গ্রেন পরিমাণ সেবন করিলে উদরাময় আরাম হয়। কোন স্থান মচকাইয়া অথবা ভাঙ্গিয়া গেলে কিংবা কোন স্থান ফুলিয়া রক্তবর্ণ হইলে ইহা প্রয়োগ করে।

পলাশ বীজ, ত্রিবৃৎ (Ipomoea Turpethum) এবং পারসীক যমানী (Hyoscyamus niger), কমলাগুঁড়ি ও বিড়ঙ্গ (Barberong) বীজ, এইগুলি একত্রে গুঁড়াইয়া পিষ্টক প্রস্তত করতঃ জল অথবা ঘোলের সহিত খাইলে কৃমিনাশ হয়।

ত্রিবৃৎ পলাসবীজানি পারসিকযমানিকা।
কম্পিল্লকং বিড়ঙ্গশ্চ গুড়শ্চসমভাগকঃ॥
তক্রেণকল্পএতেষাং পীতক্রিমিগণাপহঃ। শার্ঙ্গধর।

বিছা কামড়াইলে আকন্দ আঠার সহিত পলাশবীজ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে যন্ত্রণা আরাম হয়।

গর্ভসঞ্চারের ১।২ মাসের মধ্যে গর্ভিণী দুগ্ধপিষ্ট একটী পলাশ পত্র পান করিলে বীর্য্যবান পুত্র লাভ হয়। রাত্রে শয়ন করিবার কালে পলাশের বীজ জল দিয়া পান করিলে বড় বড় কৃমি নির্গত হইয়া যায় (মাত্রা ১০-২০ গ্রেন)।

পলাশ ফুলের পাপড়ি বস্তিদেশে বাঁধিয়া রাখিলে মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত নিবৃত্তি পায় ও আর্ত্তবস্রাব বর্দ্ধিত হয় (R. N. Khori)।

পলাসের পত্র রসায়ন। রক্তপ্রদর ও শূলবেদনা রোগে ব্যবহার হয়। পলাশ বীজ ও যজ্ঞডুমুর তিল তৈল সহ উত্তমরূপে পেষণ করিয়া মধুযোগে যোনিদেশে প্রলেপ দিলে উহার শিথিলতা নষ্ট হয়। পলাশ বীজের ক্বাথ ঘৃতে পাক করিয়া সেই ঘৃত মধুসহ পান করিলে রক্তপিত্ত আরাম হয়। ইহার বীজের রস চাউল ধোয়া জলের সহিত পান করিলে কৃমি আরাম হয়।

পলাশের পাপড়িতে বস্ত্রাদি রঞ্জিত হয়। ডহরকরঞ্জার বীজ চূর্ণ করিয়া পলাশ পুষ্পের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে, এই বর্ত্তি মধুতে পেষণ করিয়া চক্ষে দিলে চক্ষূরোগ আরাম হয়।

পলাশের বীজ জোলাপের কাজ করে এবং জ্বরে ব্যবহার হয়; টাটকা রস ক্ষয়রোগ ও রক্তস্রাবে ব্যবহার হয়। পলাশের পত্র সঙ্কোচক (astringent), ইহা উদরাময় ও অজীর্ণ রোগে ব্যবহার হয়। পলাশের ফুল সঙ্কোচক, মূত্রকর এবং রসায়ন। ইহার বীজ গুঁড়া করিয়া লেবুর রসের সহিত চর্ম্মের উপর প্রয়োগ করিলে চর্ম্ম আরক্ত হয়। ইহার আঠা সঙ্কোচক বলিয়া অনেক ঔষধে ব্যবহার হয়। (Fig. 171.)

172. B. superba Roxb. (লতাপলাশ)

Fig.—Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., t. 320 ; Roxb., Cor. Pl., 23, t. 22.

Ref.—F. B. I., ii, 195 ; Roxb., F. I., iii, 297 ; B. P., i, 401 ; Brandis, For. Fl., 143.

জন্মস্থান—উড়িষ্যা, কঙ্কনদেশ, বর্ম্মা, চট্টগ্রাম, নাগপুর, মধ্যভারত, পশ্চিমবঙ্গ।

বিভিন্ন নাম—স. লতাপলাশ ; বা. লতাপলাশ, হস্তিকর্ণ পলাশ।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—এই গাছ পলাশেরই মত, কেবল মাত্র লতাইয়া অপর গাছে উঠিয়া থাকে, গাছের কাণ্ড মানুষের উরুদেশের মত মোটা। পত্র এবং ফুল প্রায় সমান লম্বা। পত্রিকাগুলি

কখন কখন পলাশ অপেক্ষা বৃহৎ। ফল কাণ্ডে থাকে, পত্রিকা ২০ ইঞ্চি লম্বা, পুষ্পদণ্ড ১ ফুট লম্বা। বহির্ব্বাস অপেক্ষা ফুলের পাপড়ি ৩ গুণ লম্বা। পত্র হস্তীর কানের ন্যায় বলিয়া ইহাকে হস্তিকর্ণ পলাশ বলে। মার্চ্চ মাসে ফুল ও অক্টোবর মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কঙ্কনদেশীয় কবিরাজেরা ইহার শিকড়ের সহিত সমপরিমাণ শিউলী ফুলের শিকড়, ধাতকী (Woodfordia floribunda), কাল কেসেন্দার বীজ, সোমরাজ বীজ, মাকালের (Tricosanthes palmata) ডাঁটার রস, গোরচনার সহিত মিশ্রিত করিয়া স্থানীয় প্রলেপ দিলে এবং ঈশের মূলের রস খাওয়াইলে বালকদিগের বক্ষঃপ্রদাহ আরাম হয়। ইহার আঠা ধারক এবং দেশীয় কবিরাজেরা অনেক ঔষধে ব্যবহার করেন। অহিফেনের কারখানায় ইহার কয়লা Morphia প্রস্তুত কার্য্যে ব্যবহার হয়; এই কয়লায় লবণের ভাগ না থাকায় এই কার্য্যে অঙ্গার কয়লা অপেক্ষা বিশেষ উপযোগী। (Fig. 172.)

Genus—BAUHINIA Linn.

173. B. variegata Linn. (রক্তকাঞ্চন)

Fig.—Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., t. 367; Rheede, Hort. Mal., i, t. 32.

Ref.—F. B. I., ii, 284; Roxb., F. I., ii, 319; B. P., i, 442; Prain, H. H., 205; Voigt, H. S., 253.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, বেহার, ত্রিহুত, উত্তরবঙ্গ, চট্টগ্রাম, সিকিম এবং সমগ্র ভারতবর্ষ। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. কোবিদার, কাঞ্চনার; বা. রক্তকাঞ্চন; হি. কাঁচনার; তা. সেগাপুমুন্থারি।

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল ও শিকড়, মূল, পত্র, পুষ্প। মাত্রা মূলত্বক্ ১-৪ আনা।

বর্ণনা—মধ্যমাকৃতি উদ্ভিদ, অতিশয় সরল। ছাল ধূসরবর্ণ ও ফাটাফাটা। পত্রের অগ্রভাগ খণ্ডিত, হৃৎপিণ্ডাকৃতি, মোটা অংশটি ¼-⅓ ইঞ্চি, অবনত, ১১-১৫টি শিরা আছে, নরম লোমদ্বারা আচ্ছাদিত। পুষ্পদণ্ড ¼-১ ইঞ্চি; পাপড়ি ১½-২ ইঞ্চি লম্বা, চওড়া ১ ইঞ্চি; লাল ও পীত বর্ণ মিশ্রিত, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। পুংকেসর ৩-৫টি। শুঁটী ¼-১ ইঞ্চি, শক্ত ও চেপ্টা; শুঁটীতে ১০-১৫টি বীজ থাকে। ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে (মার্চ্চ মাসে) ফুল ও বর্ষাকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এই কাঞ্চনের দুইপ্রকার ফুল আছে—একটির ফুল বেগুনে কিংবা গাঢ় গোলাপী, অপরটি শ্বেত, পীত এবং সবুজবর্ণ। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার দুইটিকেই কোবিদার এবং কাঞ্চনার বলে, দুইটীই সমগুণ-বিশিষ্ট। কাঞ্চন বলকারক, ধারক, চক্ষুরোগ

ও ক্ষতরোগ নিবারক। চক্রদত্ত গালগলা ফুলা রোগে চাউল ধোয়া জলের সহিত প্রথমোক্তটির ছাল ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। ইহার ছাল ৮০ তোলা; হরিতকী, বহেড়া ও আমলকী ৬০ তোলা; আদা, গোলমরিচ, পিপুল ও বরুণছাল প্রত্যেকে ৮ তোলা হিসাবে; লবঙ্গ, দারুচিনি ও তেজপাতা প্রত্যেক ২ তোলা; এইগুলি গুড়া করিয়া সমস্ত মসলাগুলির সহিত গুগ্গুল মিশাইতে হইবে, ইহাকে কাঞ্চনার গুগ্গুল্ বলে, মাত্রা প্রত্যহ ½ তোলা খয়েরএর ক্বাথ অথবা মুণ্ডী (Sphaeranthus indicus) ক্বাথের সহিত সেব্য। ইহা উদারময় ও কৃমি নাশক এবং কুষ্ঠরোগে হিতকর।

ইহার ছাল, বাবলার ফল, দাড়িম্ব ফুলের ক্বাথ গলার ঘা আরাম করে। ফুলের কুঁড়ির ক্বাথ, সর্দ্দি, রক্তঅর্শ ও অতিরজঃ রোগ আরাম করে। ইহার শিকড় উদরাময় ও পেটফাঁপা নিবারক। ছাল, ফুল ও শিকড়ের গুঁড়ার পুলটিস দিলে ফোড়ায় পুঁজ সঞ্চার হয় (Watt)। কাঞ্চন মূলের ছালের ক্বাথে স্বর্ণমাক্ষিক ভস্ম প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বসা হাম প্রকাশ পায়। ইহার মূলের ক্বাথ গ্রহণী ও উদরাধ্মানে ব্যবহার হয়। ফুল চিনির সহিত খাইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। শুষ্ক ফুলের মুকুল রক্ত অতিসার ও অর্শে হিতকর। (Fig. 173.)

174. B. purpurea Linn. (দেবকাঞ্চন, রক্তকাঞ্চন)

Fig.—Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., t. 366.

Ref.—F. B. I., ii, 284; Roxb., F. I., ii, 320; B. P., i, 442, Watt, i, Pt. II, 421; Prain, H. H., 205; Voitg, H. S., 254.

জন্মস্থান—দক্ষিণ ভারত, বর্ম্মা, ছোটনাগপুর, বেহার; উত্তরপূর্ব্ব বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা. দেবকাঞ্চন, রক্তকাঞ্চন; হি. সোনা; তা. পেদ্দাআরি; বর্ম্মা—মহালে-কানি; সাঁওতাল—সিঙ্গেরা।

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল, শিকড় এবং ফুল।

বর্ণনা—মাঝারী গাছ। ফুলের রং দুইপ্রকার—একটি বেগুনের আভাযুক্ত লাল এবং অপরটি ফিকে বেগুনে। গাছের ত্বক ½ ইঞ্চি পুরু, ধূসরবর্ণ। কাষ্ঠ লালের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, কাটিয়া রাখিলে গাঢ় ধূসরবর্ণ হয়। পত্র ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, বোঁটা ১-১½ ইঞ্চি লম্বা। কুঁড়ি লম্বা, তীক্ষ্ণ ও ৫টি শিরাবিশিষ্ট; পাপড়ি ঈষৎ লাল, ১½-২ ইঞ্চি লম্বা। পুংকেসর ৩টি, ইহা পাপড়ি অপেক্ষা কিছু ছোট। শুঁটি ৬-১০ ইঞ্চি লম্বা, ½-⅝ ইঞ্চি চওড়া, শক্ত লোমযুক্ত বোঁটায় আবদ্ধ। বীজ ১২-১৫টি থাকে। পীতকাঞ্চনের বৃক্ষ পার্ব্বত্য অরণ্যে দেখা যায়, এইজন্য ইহাকে গিরিজ কহে। ইহার পত্র অপরাপর কাঞ্চন অপেক্ষা বৃহৎ, এই কারণে ইহাকে মহাপুষ্পও বলিয়া থাকে। শীতকালে ফুল ও গ্রীষ্মকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় কিংবা শিকড় ও ফুল চাউল ধোয়া জলের সহিত ফোড়ায় পুলটিস দিলে ফোড়া ফাটিয়া যায়। ছালের কাথ ক্ষত ধোয়ার পক্ষে হিতকর (U. C. Dutt)। ইহার ছাল উদরাময়ে ধারক এবং শিকড় পেটফাঁপা নিবারক ও ফুল মৃদু বিরেচক (Watt.)। (Fig. 174.)

175. B. racemosa Lamk. (শ্বেতকাঞ্চন)

Fig.—Hooker, Ic., t. 141 ; Beddome, Fl. Syl., t. 182 ; Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., t. 363.

Ref.—F. B. I., ii, 279 ; Roxb., F. I., ii, 325 ; Watt, i, Pt. II, 424 ; B. P., i, 441 ; Prain, H. H., 205 ; Voigt, H. S., 253.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, পঞ্জাব, অযোধ্যা, বর্ম্মা, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতবর্ষ ; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. কোবিদার ; বা. বনরাজ, শ্বেতকাঞ্চন ; হি. মাখুনা ; তা. আরচি ; তে. আড্ডা ; বর্ম্মা—হ্পালান।

ব্যবহার্য্য অংশ—আঠা ও পত্র।

বর্ণনা—বক্র ও ছোট ঝোপযুক্ত গাছ ; ডালগুলি অবনত, পাতা লম্বা অপেক্ষা চওড়ার দিকে বিস্তৃত ; ১½-২ ইঞ্চি লম্বা। ফুল ছোট ও শ্বেতবর্ণ, পাপড়ি পীতবর্ণ ; পুংকেসর ১০টি, ওঁটী পুরু, সাধারণতঃ বক্র। ফল ½-১ ফুট লম্বা, ½-১ ইঞ্চি বিস্তৃত, উজ্জ্বল, লোমযুক্ত ; বীজ ১২-২০টি থাকে। বর্ষা, শীত ও শরৎকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পাতার কাথ ম্যালেরিয়া জ্বর ও মাথাধরা নিবারক (Dymock)। ইহার আঠা দক্ষিণ ভারতে অনেক ঔষধে ব্যবহার হয় (Stewart)। (Fig. 175.)

176. B. Vahlii W. & A. (চেহুর)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 365.

Ref.—F. B. I., ii, 279 ; Watt, i, Pt. II, 424 ; B. P., i, 441 ; Roxb., F. I., ii, 325.

জন্মস্থান—পশ্চিমবঙ্গ, ছোটনাগপুর, হিমালয় প্রদেশ, চেনাব, উত্তর ও মধ্য ভারতবর্ষ, বর্ম্মা-টেনাসরিম, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা. চেহুর ; হি. সালজান ; তা. আড্ডা ; উড়িয়া—শিওলী।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ।

বর্ণনা—ইহা একটি লতানে গাছ। কাণ্ড ঘন গাঁইটযুক্ত, ইহা কখন ১০০ ফুট লম্বা হয় এবং ২ ফুট গোলাকার। ছাল ধূসরবর্ণ ও ছিদ্রযুক্ত। ইহার আঁকড়ী পাতার নিম্নদিকে থাকে। পত্র হৃৎপিণ্ডাকৃতি। পুষ্পদণ্ড ঘন, ধূসরবর্ণ, শক্ত লোমযুক্ত। ফুল শ্বেতবর্ণ, লম্বা ও অবনত বোঁটায় আবদ্ধ, পাপড়ি ১-১½ ইঞ্চি লম্বা, পুংকেসর ৩টি। শুঁটী চেপ্টা, কাষ্ঠের মত শক্ত, ৯-১৮ ইঞ্চি লম্বা, ২-৩ ইঞ্চি চওড়া, পাকিলে উচ্চ শব্দ করিয়া ফাটিয়া যায়। এপ্রেল মাসে ফুল ও শীতের সময় ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার বীজ বলকারক ও ইন্দ্রিয়ের উত্তেজক; পত্র স্নিগ্ধকর (Watt)। (Fig. 176.)

177. B. tomentosa Linn. (কাঞ্চনার)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 262.

Ref.—F. B. I., ii, 275 : B. P., i, 441 ; Voigt, H. S., 253 ; Prain, H. H., 205 ; Roxb., Fl. I, ii, 323.

জন্মস্থান—দক্ষিণ ভারত, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হইতে সিংহল পর্য্যন্ত ভূভাগ।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. কাঞ্চনার ; তে. তা. কঞ্চিনী।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফুল, ফুলের কুঁড়ি এবং শিকড়।

বর্ণনা—সরল গুল্মজাতীয় বড় উদ্ভিদ্। পত্র নরম, লম্বা অপেক্ষা চওড়ায় বেশী, হৃৎপিণ্ডাকৃতি, ১-৩ ইঞ্চি লম্বা, পত্রের শিরা ৭টি। ফুল ছোট বোঁটায় জোড়া জোড়া হয়, বহির্ব্বাস ১ ইঞ্চি লম্বা, অগ্রভাগ দ্বিখণ্ডিত, কোমল লোমাবৃত। পাপড়ি গন্ধকের ন্যায় পীতবর্ণ, ১¾ ইঞ্চি লম্বা। পুংকেসর ১০টি ; গর্ভকেসর দণ্ড ½-⅛ ইঞ্চি। শুঁটী ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা, ½-⅛ ইঞ্চি চওড়া। বীজ ছোট, ৬-১০টি। বর্ষাকালে ফুল ও শীত কালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এই গাছ রক্ত আমাশয় ও ক্রিমিনাশক এবং যকৃৎরোগে হিতকর। Ainslie বলেন যে, ইহার শুষ্ক ফুলের কুঁড়ি এবং ছোট ফুল রক্ত আমাশয়ে হিতকর। Rheede বলেন যে, ইহার শিকড়ের কাথ যকৃৎ প্রদাহে হিতকর ও পোকা নাশ করিবার শক্তি আছে। (Fig. 177.)

Genus—CAJANUS DC.

178. C. indicus Spreng. (অড়হর)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 328 ; Rheede, Hort. Mal., vi, t. 13.

Ref.—F. B. I., ii, 217 ; Roxb., F. I., iii, 325 ; B. P., i, 383 ; Watt, ii, Pt. I, 12.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র চায হয়, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা।

বিভিন্ন নাম—স. আধকি ; বা. হি. অড়হর ; তা. খবারয়।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র এবং কলাই।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্ ; শাখা পশমের ন্যায় নরম ও ধূসরবর্ণ। পত্রিকা ৩টি, লম্বাকৃতি। ফুল ছোট বোঁটায় থাকে, পীতবর্ণ কিংবা শিরাগুলি লালবর্ণ। শুঁটী ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, ¼-⅓ ইঞ্চি চওড়া, প্রত্যেক শুটীতে ৩-৫টি বীজ থাকে। এই কলাই ভারতের সকল স্থানেই জন্মে বলিয়া ইহার বিশেষ বর্ণনার আবশ্যক নাই। জুলাই মাসে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—অড়হরের কচি অগ্রভাগ সহজে পরিপাক হয়। ইহা রুগ্ন ব্যক্তিদিগের পক্ষে হিতকর। অড়হরের পত্র মুখের ঘায়ে ব্যবহার হয় ; পাতার রস অল্প লবণের সহিত পান করিলে যকৃৎ বৃদ্ধি আরাম হয় ও কামলারোগে হিতকর। ইহার ডাল ও পাতা একত্রে পেষণ করিয়া গরম গরম স্তনে প্রলেপ দিলে স্তন-দুগ্ধ কমিয়া যায়। অড়হরের পুলটিস ফুলার উপর দিলে ফুলা কমিয়া যায়। (Fig. 178.)

Genus—CASSIA Linn.

179. C. Fistula Linn. (সোঁন্দাল)

Fig.—Kirttikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 350.

Ref.—F. B. I., ii, 261 ; Roxb., F. I., iii, 333 ; B. P., i, 437 ; Prain, H. H., 204 ; Voigt, H. S., 247.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ ও বর্ম্মা, বঙ্গদেশের সকল স্থানে দেখা যায়। আদিম জন্মস্থান দক্ষিণপূর্ব্ব এসিয়া। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. সুবর্ণক, আরগ্বধ, সম্পাক, রাজবৃক্ষ ; বা. সোঁন্দাল, বান্দরলাঠি ; হি. আমলতাস ; তা. কউ ; তে. সুবর্ণম্, রেয়াকায়ালু ; Eng. Indian Laburnum.

ব্যবহার্য্য অংশ—আঠা, শিকড়ের ছাল, ফুল, পত্র। মাত্রা—মূলের ক্বাথ ৫-১০ গ্রেণ ; ফলের শাঁস ২-৪ আনা, জোলাপের জন্য ½-১ তোলা।

বর্ণনা—মধ্যমাকার গাছ, ২৫-৩০ ফুট উচ্চ ; কাণ্ড সরল। গাছের ছাল ¼ ইঞ্চি পুরু, সবুজের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ কিম্বা ইষ্টকের ন্যায় লালবর্ণ। গাছের ডাল নরম ও অবনত। পত্র ১ ফুট কিংবা অধিক লম্বা, পত্রিকা ২-৬ ইঞ্চি লম্বা, ৮-১৬টি, জোড়াজোড়া, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু। পুষ্পদণ্ড পত্রের ন্যায় লম্বা। ফুল সুগন্ধযুক্ত, বিস্তৃত, ১½-২ ইঞ্চি লম্বা ; পাপড়ি ¾-১ ইঞ্চি, উজ্জ্বল পীতবর্ণ, শণফুলের ন্যায়। পুংকেসর ১০টি, ৩টি সর্ব্বাপেক্ষা বড়, ৩টি সর্ব্বাপেক্ষা ছোট। ফল ১-২ ফুট লম্বা, এক ইঞ্চি মোটা, পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ। ফলে

বীজ অনেক থাকে, ইহা কৃষ্ণবর্ণ শাঁসের মধ্যে থাকে। বীজ ছোট, চেপ্টা, মসৃণ, উজ্জ্বল পীতের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ। ফুল গ্রীষ্মকালে জন্মে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহার ছালের শাঁস সর্দ্দিতে ব্যবহার হয়। ইহার শিকড় মৃদুবিরেচক ; জ্বর, হৃদযন্ত্রের পীড়া ও পিত্তপ্রকোপে ব্যবহার হয় (Dutt)।

ফলের শাঁস বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে বাত ও গেঁটে বাত আরাম হয়। ইহার ফুল হইতে গুলখন্দ প্রস্তুত হয়, ইহা জ্বর রোগে হিতকর। ৫টি কিংবা ৭টি বীজের গুঁড়া emetic ; উহা জাফরাণ, চিনি ও গোলাপজলে মাড়িয়া খাইলে কষ্টকর প্রসবযন্ত্রণা আরাম হয় ও সুখে প্রসব হয়। কঙ্কণদেশে ইহার কচি পাতার রস কৃমি নিবারক বলিয়া ব্যবহৃত হয় (Dymock)। সোঁন্দালের শিকড় জ্বরনাশক ও বলকর ; ইহা জোলাপের কাজ করে। পাতার পুলটিস মুখের পক্ষাবাত রোগে হিতকর এবং পাতার রস পক্ষাঘাত ও মস্তিষ্কের উত্তেজনা নিবারক।

সোঁন্দালের ক্বাথ—ফটকিরি, হরিতকী, পিপুলের শিকড় এবং মুথা প্রত্যেক ৬৪ গ্রেন, জল ৩২ তোলা অবশেষ ৮ তোলা, ইহার অর্দ্ধেক অথবা বলবান ব্যক্তিদের পক্ষে সমস্তটা একবারে পান করিলে জোলাপের কাজ করে। বৈদ্যশাস্ত্রে ইহাকে আরগ্বধাদি ক্বাথ কহে। যথা—

আরগ্বধকণামূলমুস্ততিক্তাভয়াকৃতঃ।
ক্বাথঃ শময়তি ক্ষিপ্রং জ্বরং বাতকফোত্তরম্॥
আমশূলপ্রশমনো ভেদী-দীপন-পাচনঃ॥ শার্ঙ্গধর।

জ্বরে কোষ্ঠ পরিষ্কার করিবার জন্য অল্প গরম গব্যঘৃত বা কিস্‌মিসের ক্বাথের সহিত ইহার আঠা সেবন করিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় (চরক)। কামলারোগীকে সোঁন্দালের আঠা, ইক্ষু, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও কাঁচা আমলকীর রসের সহিত সেবন করাইবে। আমবাতে সোঁন্দাল পাতা সরিষার তৈলে ভাজিয়া সন্ধ্যাকালে সেবন করাইয়া অল্প ভোজন করাইবে (ভাবপ্রকাশ)। ইহার বীজ বমনকারক ও তীব্র বিরেচক। ফলের আঠা ৩০-৮০ গ্রেন মৃদুবিরেচক। সর্দ্দিজনিত অরুচি হইলে যমানী ও ইহার ফলের আঠার ক্বাথ পান করিলে অরুচি আরাম হয়। তিলতৈল মিশ্রিত জলে ইহার পাতা সিদ্ধ করিয়া বিনা লবণে উরুস্তম্ভ রোগীকে সেবন করাইলে উহা সত্বর আরাম হয়।

আরগ্বধস্য পত্রাণি ভৃষ্টানি কটু তৈলতঃ।
আমঘ্নানি নরঃ কুর্য্যাৎ সায়ং ভক্তবৃতানি চ॥ ভাবপ্রকাশ।

সোঁন্দালের আঠা বালক ও গর্ভবতী স্ত্রীলোকের পক্ষে একটি উৎকৃষ্ট জোলাপ। সোঁন্দালের পত্র এবং ছাল চর্ম্মরোগে হিতকর। (Fig. 179.)

180. C. occidentalis Roxb. (বড় কালকেসেন্দা)

Fig.—Bot. Reg., t. 83 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 351.

Ref.—F. B. I., ii, 262 ; Roxb., F. I., ii, 343 ; B. P., i, 437 ; Watt, ii, Pt. 1, 223 ; Prain, H. H., 204 ; Voigt, H. S., 250.

জন্মস্থান—হিমালয় হইতে সিংহল পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষ, দক্ষিণ ভারত, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগনা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. কাশমার ; বা. বড় কালকেসেন্দা ; হি. কাসন্দি ; তা. পেয়াবেরী ; তে. কাসিন্দ।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, বীজ ও শিকড়। সমগ্র গাছ বিরেচক ; মাত্রা ৯০ গ্রেণ।

বর্ণনা—ঘনসন্নিবদ্ধ গুল্ম, কয়েক ফুট উচ্চ হয়। উদ্ভিদগুলি প্রায়ই বর্ষজীবী। পত্র ১½ ইঞ্চি লম্বা, পত্রিকা দুর্গন্ধযুক্ত, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, ১-৩ ইঞ্চি লম্বা, উজ্জ্বল ও নরম লোমযুক্ত। মূল পত্রদণ্ড হইতে পত্রিকাগুলি দুইদিকে ৬-১০টি জন্মে। পুষ্পবৃন্ত ছোট, এক সঙ্গে কয়েকটী ফুল হয়। ফুল ½-¾ ইঞ্চি বিস্তৃত, ফুলের পাপড়ি ½ ইঞ্চি লম্বা, পীতবর্ণ ও লালের আভাযুক্ত। শুঁটী ৪।৫টী একসঙ্গে জন্মে, ½ ইঞ্চি লম্বা, ঈষৎ বক্র, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, চেপ্টা, প্রত্যেক শুটীতে ২৫।৩০টী বীজ থাকে। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত লেখকদের মতে ছোট কালকেসেন্দার (C. Sophera) যে গুণ আছে ইহারও সেই গুণ বর্ত্তমান আছে। মুসলমান বৈদ্যগণ ইহাকে কফনিবারক বলিয়া বর্ণনা করেন। কঙ্কণদেশে ২-৬ রতি ওজনের বীজ গুঁড়াইয়া ১ তোলা স্তন্যদুগ্ধ কিংবা গোদুগ্ধে গরম করে, পরে উহা ছাঁকিয়া বালকদিগের তড়কা হইলে দিনে একবার প্রয়োগ করে অথবা ৬ মাষা মাত্রায় শিশুর মাতাকে খাইতে দেয়। ইহার বীজ পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ও ফ্রান্সদেশে জ্বরনাশক ঔষধরূপে ব্যবহার করে।

শিকড়ের অরিষ্ট আমেরিকা দেশীয় আদিম অধিবাসীগণ নানাবিধ বিষের প্রতিষেধক বলিয়া মনে করে (Dymock)।

ইহার বীজ ও পত্র চর্ম্মরোগে ব্যবহৃত হয়। শিকড় মূত্রকর ও পেটের পীড়ায় হিতকর; পত্র চুলকানি ও অপরাপর চর্ম্মরোগে বাহ্যিক প্রয়োগ হয়।

Porto Rico দেশীয় লোকেরা ইহার পত্র, শিকড় ও ফুলের ক্বাথ হিষ্টিরিয়া রোগের অব্যর্থ ঔষধ বলিয়া ব্যবহার করে। ইহা অতিশয় আক্ষেপ নিবারক। অম্লরোগগ্রস্ত ক্ষীণকায় স্ত্রীলোকদিগের জননযন্ত্রে বায়ু সঞ্চারিত হইলে ইহা দ্বারা নিবারিত হয়।

ইহা বলকারক ঔষধ এবং ইহার জ্বর নাশ করিবার শক্তি আছে। মোটকথা সমগ্র গাছটীই বিরেচক। (Fig. 180.)

181. C. Sophera Linn. (ছোট কালকেসেন্দা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 352.

Ref.—F. B. I., ii, 262 ; Roxb., F. I., 346-347 ; B. P., i, 438 ; Prain, H. H., 204 ; Voigt, H. S., 248.

জন্মস্থান—বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্র, রাস্তা ও জঙ্গলের কিনারায় ও পতিত জমিতে দেখা যায়। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. কাশমর্দ্দ ; বা. ছোট কালকেসেন্দা ; তা. পেরা-বিরাই ; তে. কাশমর্দ্দকাম্ ; Eng. Senna Sophera.

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ্।

বর্ণনা—এই গাছ বড় কালকেসেন্দারই মত, ইহা বেশী ঝোপযুক্ত, অনেক সরু ও ছোট ছোট পত্রিকা থাকে, ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী গাছ অপেক্ষা অধিকতর ক্ষুদ্র ও মোটা। ইহার আর একটী variety আছে, উহার নাম C. purpuria (Roxb., Hort. Beng., 31); ইহার পত্রিকাগুলি আরও ক্ষুদ্র, অধিকতর স্থূলকোণী, পত্র ১ ইঞ্চির অধিক লম্বা হয় না, ডাল অবনত ও বেগুনে রংবিশিষ্ট (Bot. Reg., t. 856 ; Senna purpuria, Roxb., Fl. Ind., ii, 342 ; F. B. I., ii, 342)। এই কালকেসেন্দার পত্রিকা ৬-৭ জোড়া, অগ্রভাগ সরু। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত লেখকদের মতে ইহা সর্দ্দিনিবারক বলিয়া ইহাকে কাশমর্দ্দ বলে ; গোলমরিচের সহিত ইহার শিকড় খাওয়াইলে সর্পবিষ নিবারিত হয় বলিয়া মুসলমান বৈদ্যেরা বর্ণনা করিয়াছেন। ছালের রস এবং বীজের গুঁড়া বহুমূত্র রোগে ব্যবহার হয় (Drury).

ইহার পাতার রস গনোরিয়া নাশক বলিয়া মান্দ্রাজ দেশীয় কবিরাজেরা বর্ণনা করেন এবং ইহা বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে উপদংশ আরাম হয়।

ইহার পত্র, বীজ ও গাছের ছাল সর্দ্দিনিবারক এবং পাতার রস চন্দন কাষ্ঠের সহিত পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া খাইলে বড় বড় কৃমিনাশ হয়। বীজের গুঁড়া কৃমি রোগের এবং পাঁচড়ার ঔষধ বলিয়া কথিত আছে। ইহার বীজের সহিত, মূলাবীজ এবং গন্ধক প্রত্যেকটী সমপরিমাণ মিশ্রিত করিয়া জলের সহিত মিশাইয়া ক্ষতে প্রয়োগ করিলে খোস পাঁচড়া ও নানাবিধ চর্ম্মরোগ নাশ হয়।

কাশমর্দ্দকবীজানি মূলকানাং তথৈব চ।
গন্ধপাষাণমিশ্রাণি সিধ্মানং পরমৌষধম্। চক্রদত্ত। (Fig. 181.)

182. C. Tora Linn. (চাকুন্দে)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ii, t. 53.

Ref.—F. B. I., ii, 263 ; Roxb., F. I., ii, 340 ; B. P., i, 438 ; Prain, H. H., 204 ; Voigt, H. S., 250.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র পতিত স্থানে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—স. চক্রমর্দ্দ ; বা. চাকুন্দে ; হি. চকুন্দ ; তে. তাগারিমাচেট্টু ; তা তাগারাই।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র ও বীজ।

বর্ণনা—বৎসরজীবী ছোট ছোট ও ঝোপযুক্ত উদ্ভিদ। পত্রিকা ১-১½ ইঞ্চি, কোমল লোমযুক্ত কাণ্ডের দুই দিকে পত্র হয়। পত্রের অগ্রভাগ প্রায় গোলাকার এবং একবৃন্তে ৫টি পত্রিকা জন্মে। পুষ্পের বৃন্ত ছোট ও জোড়া জোড়া, পত্রের গোড়া হইতে ফুল বাহির হয়, ফুল ছোট পীতবর্ণ। শুঁটী ½-¾ ইঞ্চি, উহাতে অনেক চেপ্টা বীজ থাকে; কালকেসেন্দার শুঁটী অপেক্ষা ইহার শুঁটী ছোট। এই গাছ দাদের ঔষধ বলিয়া সংস্কৃত লেখকেরা ইহাকে চক্রমর্দ্দ বা দাদনাশক বলে। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা সকলপ্রকার চর্ম্মরোগের মহৌষধ। চক্রদত্ত বলেন ইহার বীজ মনসার রসে (আঠায়) ভিজাইয়া গোমূত্রে মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়।

চক্রাহ্বয়ং স্নূহীক্ষীরভাবিতং মূত্রসংযুতম্।
রবিতপ্তং হি কিঞ্চিত্তু লেপনাৎ কিটিমাপহং। চক্রদত্ত। (fig. 182.)

ইহার বীজ, করঞ্জাবীজ (Pongamia glabra) সমপরিমাণ এবং গোলঞ্চের শিকড় ¼ অংশ এইগুলি একত্র করিয়া পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া দাদে দিলে দাদ আরাম হয়।

চক্রমর্দ্দকবীজানি করঞ্জঞ্চ সমাংশকং।
স্তোকং সুদর্শনামূলং দদ্রুকুষ্ঠবিনাশনম্॥ চক্রদত্ত। (Fig. 182.)

183. C. alata Linn. (দাদমর্দ্দন)

Fig.—Wight, I. C., t. 253 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 355.

Ref.—F. B. I., ii, 264 ; Roxb., F. I., ii, 349 ; B. P., i, 438 ; Prain, H. H., 205 ; Voigt, H. S., 249.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশ, বর্ম্মা, দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম ভাগে। ইহা ভারতীয় গাছ নহে, আমেরিকা দেশীয় উদ্ভিদ্।

বিভিন্ন নাম—স. দদ্রুঘ্ন ; বা. দাদমর্দ্দন ; তা. সিমাইআগত্তি ; তে. সিমা-অবিশি। Eng. Ringworm shrub.

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, শাখাগুলি মোটা, নরম, অবনত ; এই গাছ পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে ভারতে আসিয়াছে। পত্র ১-২ ফুট লম্বা ; পত্রিকা লম্বাকৃতি, মস্তক মোটা, ২-৬ ইঞ্চি লম্বা, ঘন ঘন নরম লোমদ্বারা আবৃত, ২-২½ ইঞ্চি চওড়া, ঈষৎ গোলাকার, ডিম্বাকৃতি। পুষ্পদণ্ড ½-১ ফুট। ফুল বড়, পীতবর্ণ, পুংকেসর সমস্তগুলি সমান নহে। শুঁটী সোজা, মসৃণ লোমাবৃত, ৪-৮ ইঞ্চি লম্বা, ½-⅗ ইঞ্চি চওড়া। বীজ শুঁটীতে ৫০টী কিংবা অধিক থাকে। অক্টোবর মাসে ফুল ও ফেব্রুয়ারী মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পাতা ছেঁচিয়া লেবুর রস মিশ্রিত করিয়া দাদে লাগাইলে দাদ আরাম হয়। পত্র ভেদক ও সর্পবিষনাশক বলিয়া বিবেচিত হয়। (Fig. 183.)

184. C. angustifolia Vahl. (সোনামুখী)

Fig.—Royle, Ill., ii, t. 37 ; Bentl. & Trim., t. 91.

Ref.—F. B. I., ii, 264 ; Roxb., F. I., ii, 336 ; Dymock, i, 526.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে চাষ হয় ; বিশেষতঃ দক্ষিণ ভারতের টিনেভেলীতে বহু-পরিমাণে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—স. আমর্ত্তকী ; বা. সোনামুখী ; তা. নিলাবিরাই ; তে. নেলাগানা ; Eng. Indian Senna.

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—সরল গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, ২-৩ ফুট উচ্চ হয়। পত্রদণ্ডের উভয় দিকে ৭-৮ জোড়া পত্রিকা জন্মে ; পত্রিকা মধ্যমাকৃতি, ১-২ ইঞ্চি লম্বা, অগ্রভাগ সরু, বৃন্তদেশ সরু ও ছোট। পুষ্পদণ্ড পত্রের গোড়া হইতে বাহির হয়, দেখিতে শণফুলের মত, প্রত্যেক দণ্ডের উভয় দিকে ফুল হয়, ফুল দেখিতে সোঁদালের মত হরিদ্রাবর্ণ, পাপড়ি ৫টি, পুংকেসর ১০টি। শুঁটী চেপ্টা, পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ, প্রত্যেক শুঁটীতে ৫।৬টি বীজ থাকে। এই গাছকে টিনেভেলী সিনা বলে। ভারতীয় সোনামুখীকে Indian Senna বলে। সোনামুখী গাছ আরব দেশের বনজঙ্গলে বিস্তর জন্মে। ইহার পাতাগুলি টিপিলে ভাঙ্গিয়া যায়, বর্ণ ফিকে-সবুজ ও পীতবর্ণ, সৌগন্ধযুক্ত। ভারতের তিনেভেলীতে ইহার চাষ হয়, তথা হইতে ইউরোপে রপ্তানি হয়। বর্ষাকালে ফুল ও শীত কালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পাতার গুঁড়া ভিনিগারের সহিত মিশ্রিত করিয়া চর্ম্মরোগে লেপন করিলে সত্বর আরাম হয়। ইহা Hennaর সহিত মিশ্রিত করিয়া কেশে

লাগাইলে কেশ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। ইহার বীজ সোঁদাল (Cassia Fistula) বীজের সহিত মিশ্রিত করিয়া দাদে লাগাইলে দাদ আরাম হয়। সোনামুখী রক্তস্রাব ও বালকদিগের কোষ্ঠবদ্ধতায় হিতকর। ইহা উত্তম বিরেচক, ইহার সহিত শুঁঠ ও লবঙ্গ মিশাইয়া খাইলে অতি শীঘ্র উপকার হয়; মাত্রা লবঙ্গ সিকি তোলা, শুঁঠ সিকি তোলা ও সোনামুখী দুই তোলা।

সোনামুখী জলে ভিজাইয়া পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি অর্দ্ধেক পরিমাণ খাইবে, বালকের পক্ষে আরও কম। সোনামুখীর জলের সহিত দুগ্ধ ও চিনি মিশ্রিত করিয়া ছোট ছোট ছেলেদিগকে খাওয়াইলে কৃমি ভাল হয়। ইহা তিক্ত, ভেদক, শুক্রবর্দ্ধক, রসায়ন, শোথ ও মেহনাশক। (Fig. 184.)

Genus—CICER Linn.

185. C. arietinum Linn. (ছোলা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 313B.; Wight, I. C., t. 20; Bot. Mag., t. 2274.

Ref.—F. B. I., ii, 176; Roxb., Fl. Ind., iii, 324; B. P., i, 366; Watt, ii, Pt. 1, 274; Prain, H. H., 191; Voigt, H. S., 226.

জন্মস্থান—শীতকালীন ফসল; সাধারণতঃ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে, বঙ্গদেশ, বিহার ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে জন্মে। হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগনায় স্থানে স্থানে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—স. চনক; বা. ছোলা; হি. চানা; তা. কাদালয়; তে. সেনেগা; বর্ম্মা—কুলাপাই।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র এবং ডাউল।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গাছ; বহু শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট। পত্র পক্ষাকার ও যোজা, ১-২ ইঞ্চি লম্বা, পত্রের অগ্রভাগে ১টি পত্রিকা থাকে; পত্র দাঁতযুক্ত। পুষ্পদণ্ড ½-¾ ইঞ্চি। ফুল পত্রের গোড়া হইতে বাহির হয়; পুষ্পের বহির্চ্ছদ ¼-⅓ ইঞ্চি। শুঁটী ছোট ও বেঁটে, একটু লম্বাকৃতি, ¾-১ ইঞ্চি লম্বা, শুঁটীর অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু। প্রত্যেক শুঁটীতে সাধারণতঃ ১টি বীজ থাকে, কখন কখন ২টিও দেখা যায়। মার্চ্চ মাসে ফুল ও জুন মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—টাট্‌কা পত্র গরম জলে সিদ্ধ করিয়া তাহার বাষ্প (vapour) গ্রহণ করিলে বাধক ও কষ্টরজঃ আরাম হয় (Dymock)। রাত্রিকালে ছোলাগাছের উপর কাপড় বিছাইয়া দিলে তাহার উপর যে শিশির পড়ে সেই শিশির ছোলাগাছের সংস্পর্শে লবণাক্ত হয়, উক্ত লবণাক্ত জলীয় পদার্থ কাপড় হইতে নিংড়াইয়া সেবন করিলে অম্ল, অজীর্ণ ও কোষ্ঠবদ্ধ রোগে হিতকর। ছোলা পিত্তনাশক। (Fig. 185.)

Genus—CLITORIA Linn.

186. C. Ternatea Linn. (অপরাজিতা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 326 ; Bot. Mag., t. 1542.

Ref.—F. B. I., 208 ; Roxb., F. I., iii, 321 ; B. P., i, 402 ; Watt, ii, Pt. II, 12 ; Prain, H. H., 199 ; Voigt, H. S., 213.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশে অনেক বাগানে ও জঙ্গলের ধারে রোপণ করে। ইহা মালয় উপদ্বীপ হইতে ভারতে আসিয়াছে। হুগলী, হাওড়া ২৪-পরগনা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. অশ্বভরা, অস্ফোত; বা. অপরাজিতা; তে. নীলদিনতানা; তা. কফেকানম্ কদিঃ; হি. বিষ্ণুক্রান্তি।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়, বীজ, পত্র এবং রস। মাত্রা, মূলের ছাল ২-৪ আনা।

বর্ণনা—ইহা একটি লতানে গাছ। মূলপত্র ২½-৩ ইঞ্চি, বোঁটা ছোট। পত্রিকা ডিম্বাকৃতি লম্বা ও মাথা মোটা, ১-২ ইঞ্চি লম্বা। পত্রদণ্ডের অগ্রভাগে ১টি অযুগ্ম পত্র থাকে। পত্রিকা ২-৪ জোড়া হয়। ফুল ১ ইঞ্চি, নীলবর্ণ, মধ্যস্থল ফিকে শ্বেতবর্ণ, কখন কখন একেবারে শ্বেতবর্ণ হয়, এক একটি হয়। শুঁটী ১-৪ ইঞ্চি লম্বা, মোটা; বীজ কৃষ্ণবর্ণ, শুঁটীতে ৬-১০টি থাকে। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় মৃদুবিরেচক, মূত্রকর এবং জ্বরে হিতকর (Dutt)। ইহার শিকড়ের ২ তোলা পরিমাণ রস শীতল দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে কাশি এবং কফ নষ্ট করে। শ্বেত অপরাজিতার শিকড়ের রস নাসারন্ধ্রে দিলে আধ-কপালে আরাম হয় (Dymock)। ইহার শিকড়ের ক্বাথ মূত্রযন্ত্রের জ্বালায় হিতকর; ইহা মূত্রকর ও মৃদুবিরেচক (Moodeen Sheriff)।

ইহার বীজ ভেদক এবং পাতার ক্বাথ উদ্বেগ নষ্ট করে (Watt)। পাতার রস লবণের সহিত গরম করিয়া কানের বেদনায় দিলে বেদনা এবং কানের চতুর্দ্দিকে ফুলায় দিলে ফুলা আরাম হয়। শ্বেত অপরাজিতার মূলের রস চাউল-ধোয়া জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া গব্যঘৃত-যোগে পান করিলে ভূতজনিত উন্মাদ কমিয়া যায়। ইহার মূলের ছাল এবং নিশিন্দা গাছের (Vitex Negundo) মূলের ছাল জলে বাটিয়া পান করিলে সর্পবিষ আরাম হয়।

চিনি, গব্যঘৃত ও মধুর সহিত নীল অপরাজিতার মূলের ছাল ৭ দিন সেবন করিলে শূলবেদনা আরাম হয়। শ্লীপদ রোগে অপরাজিতা মূলের প্রলেপ দিলে উহা আরাম হয় (হারীত)।

অপরাজিতার মূল গব্যঘৃত-যোগে পেষণ করিয়া পান করিলে গলগণ্ড আরাম হয়।

অপরাজিতা মূলের ত্বক্ গরম জলে পেষণ করিয়া পান করিলে শোথ বিনষ্ট হয়। (Fig. 186.)

Genus—DALBERGIA Linn.

187. D. Sissoo Roxb. (শিশু)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 334 ; Beddome, Fl. Sylv., t. 25.

Ref.—F. B. I., ii, 231 ; Roxb., F. I., iii, 223 ; B. P., i, 411 ; Prain, H. H., 200, Voigt, H. S., 241.

জন্মস্থান -ইহা সচরাচর হিমালয় প্রদেশ ও সিন্ধুদেশ হইতে আসাম পর্যান্ত ভূভাগে ৩০০০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চে জন্মিয়া থাকে। বঙ্গদেশের হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়া জেলায় বাগানে রোপণ করে ও জঙ্গলের ধারে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. শিশুগাছ; হি. শিশাই; তা. হুব্বু কাটাই; তে. শিশুকারা; Eng. Rose-wood.

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল, শিকড়, পত্র এবং আঠা।

বর্ণনা—৫০।৬০ ফুট উচ্চ গাছ, পত্র বসন্তকালে পড়িয়া যায়। গাছের কাষ্ঠ অতিশয় শক্ত, ইহা গরুর গাড়ী নির্ম্মাণ ও অপরাপর কাজে ব্যবহার হয়। গাছের শাখা ধূসরবর্ণ ও অবনত, চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত। পাতার ডাঁটা বক্র; পত্রিকা শক্ত মসৃণ লোমাবৃত, ১-৩ ইঞ্চি লম্বা, ৩-৫ জোড়া, কতকটা গোলাকার। পুষ্পদণ্ড পত্রদণ্ড অপেক্ষা ক্ষুদ্র। ফুল পীতাভ; পুংকেসর ৯টি আছে। শুঁটী পাতলা, ফিকে ধূসরবর্ণ, লোমযুক্ত, ১½-৪ ইঞ্চি লম্বা, ¼-½ ইঞ্চি চওড়া; ছোট বোঁটায় থাকে। বীজ ⅙ ইঞ্চি লম্বা, চেপ্টা, কতকটা '৫'এর আকৃতি। গ্রীষ্মকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় ধারক। তৈল চর্ম্মরোগে ব্যবহার হয় (Atkinson)। পাতার ক্বাথ তীব্র গনোরিয়া রোগে সেব্য। কাষ্ঠের গুঁড়া ত্রিদোষের সংশোধক। শুষ্ক বল্কল এবং টাট্‌কা পাতা সঙ্কোচক এবং ইহা শোণিতস্রাব, রক্ত উৎকাশি, অতিরজঃ, রক্তঅর্শ রোগে ব্যবহার হয়। কাষ্ঠের গুঁড়া কুষ্ঠরোগ, ফোড়া, উদ্ভেদ ও বমন রোগ নিবারক। (Fig. 187.)

Genus—DERRIS Lour.

188. D. uliginosa Benth. (পানলতা)

Fig.—Wight, Hook, Bot. Misc., iii, Suppl., t. 41. ; Miquel, Fl. Ned. Ind., i, t. 3.

Ref.—F. B. I., ii, 241 ; Roxb., F. I., iii, 229 ; B. P., i, 408 ; Prain, H H., 200 ; Voigt, H. S., 239.

জন্মস্থান—সুন্দরবন, চট্টগ্রাম, মধ্য বঙ্গদেশ, গঙ্গানদীর তীরবর্ত্তী স্থান, হাবড়া হইতে চুঁচুড়া পর্য্যন্ত স্থান; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর। দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমভাগ ও সিংহল।

বিভিন্ন নাম—বা. পানলতা; মা. কাজর বেল; মারহাট্টা—কীরতন।

ব্যবহার্য্য অংশ—ত্বক্। মাত্রা ২-৮ ড্রাম।

বর্ণনা—বিস্তৃত লতা গাছ, ইহার শাখা ও পাতা চিক্কণ লোমযুক্ত। কাণ্ডের ছাল গাঢ় ধূসরবর্ণ, শিকড়ের ছাল ফিকে ধূসরবর্ণ। পত্রিকা সাধারণতঃ ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, নীচের জোড়া ছোট ও ডিম্বাকৃতি, পত্রের শিরা স্পষ্ট দেখা যায় না। পুষ্পদণ্ড ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, ছোট ডালের গোড়া হইতে বাহির হয়। বহির্ব্বাস ½ ইঞ্চি, দাঁতগুলি অস্পষ্ট। ফুল গোলাপ ফুলের ন্যায় লাল, ⅛ ইঞ্চি লম্বা। শুঁটীর বৃন্ত ছোট, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, ১-২টি বীজবিশিষ্ট, বীজ ঈষৎ গোলাকার ও ১-১½ ইঞ্চি লম্বা, ১½ ইঞ্চি চওড়া, পাতলা ও চেপ্টা। বর্ষাকালে ফুল হয় ও শীতকালে ফল জন্মে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার স্বাদ কষায় ও ইহা ধারক, ছালের গুঁড়া নাকে দিলে হাঁচি হয়। ছাল পুকুরে দিলে পুকুরের মৎস্য মরিয়া যায়। ভারতীয় চাষীদের শস্যের পোকা মারিবার জন্য সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এইজন্য মারহাট্টা ভাষায় ইহাকে "কীরতন" (worm creeper) বলে। তাঞ্জোর দেশীয় লোকেরা এই গাছ হইতে এক প্রকার তৈল প্রস্তুত করে, উহা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগে বাত, বাধক, কষ্টরজঃ ও পক্ষাঘাত আরাম হয়; এই তৈলে চিতামূল, হিঙ্গু ও হরিদ্রা মিশ্রিত থাকে, সুতরাং এই তৈলের যে কি গুণ তাহা ঠিক বলা কঠিন। (Fig. 188.)

Genus—DESMODIUM Desv.

189. D. gangeticum DC. (শালপাণি)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 300.

Ref.—F. B. I., ii, 168; Roxb., F. I., iii, 349; B. P., i, 425; Watt, iii, Pt. I, 82; Prain, H. H., 203, Voigt, H. S., 223.

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, জঙ্গলের ধারে ও পতিত জমিতে দেখা যায়; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. শালপর্ণী; বা. শালপানি; হি. সরিবান; সাঁওতাল—তান্দ্রি।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড় ও পত্র।

বর্ণনা—ছোট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্; কাণ্ড সরল ও খাড়াভাবে জন্মে; গাছ ৩।৪ ফুট উচ্চ হয়। পত্র লম্বাকৃতি, সাধারণতঃ ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, ২-৩ ইঞ্চি চওড়া, গোড়ার দিক

গোলাকার, মাথার দিক ক্রমশঃ সরু হইয়া অগ্রভাগ সূচল হইয়াছে। পত্রের নিম্ন দিকে ধূসরবর্ণ লোম আছে; বোঁটা ½-১ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা, অনেক শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট। ফুল ⅛-⅙ ইঞ্চি, বহির্ব্বাস ⅟₁₂ ইঞ্চি, অবনত। শুঁটী ½-⅔ ইঞ্চি লম্বা, ⅟₁₂-⅛ ইঞ্চি চওড়া; ৬-৮টি একসঙ্গে থাকে, আঠাযুক্ত ও বক্র লোমযুক্ত।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এই গাছটি দশমূল পাচনের একটি অঙ্গ; নিম্নলিখিত দশটি গাছ লইয়া দশমূল পাঁচন হয়। যথা—

> শালিপর্ণী-পৃশ্নিপর্ণী-বৃহতীদ্বয়-গোক্ষুরৈঃ।
> বিল্বাগ্নিমন্থশ্যোনাক-কাশ্মরী-পাটলাযুতৈঃ॥
> দশমূলমিতি খ্যাতং ক্বথিতং তজ্জলং পিবেৎ।
> পিপ্পলীচূর্ণসংযুক্তং বাতশ্লেষ্মহরং পরম্॥
> সন্নিপাতজ্বরহরং সূতিকাদোষনাশনম্।
> শোষ-শৈত্যভ্রম-স্বেদকাশশ্বাসবিকারনুৎ।
> হৃৎকণ্ঠগ্রহপার্শ্বার্তিতন্দ্রামস্তকশূলনুৎ॥ শার্ঙ্গধরঃ।

ইহার পঞ্চমূল সর্দ্দিজ্বর প্রভৃতিতে ব্যবহার হয় এবং দশমূল সবিরাম জ্বর, সূতিকাজ্বর, প্রাদাহিক জ্বর, বক্ষ ও মস্তক প্রদাহ, ও পার্শ্বশূলের একটি উৎকৃষ্ট মহৌষধ। ইহার শিকড় বলকারক, এবং বমন, হাঁপানি ও রক্ত আমাশয় রোগে হিতকর। (Fig. 189.)

Genus—DOLICHOS Linn.

190. D. biflorus Linn. (কুর্ত্তিকলাই)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 327; Duthie & Fuller, Field Crops, t. 81 (1893).

Ref.—F. B. I., ii, 210; B. P., i, 391; Prain, H. H., 197.

জন্মস্থান—বেহার, ছোটনাগপুর, বঙ্গদেশ, জমিতে চাষ হয়; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর। হিমালয় হইতে সিংহল ও বর্ম্মা প্রভৃতি ভূভাগে ৩০০০ ফুট উচ্চ স্থান পর্য্যন্ত এবং সিকিমেও দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—স. কুলত্থকলাই; বা. কুর্ত্তিকলাই; হি. কুল্‌থি; সাঁওতাল—হোরেক; তে. পুলাবা।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ।

বর্ণনা—চক্রপাণি মতে কুলত্থ ৪ প্রকার, যথা—লোহিত, কৃষ্ণ, শ্বেত ও চিত্র। এইগুলি ত্রিপত্র-বিশিষ্ট উদ্ভিদ্। ইহা হইতে কুলত্থগুড়, কুলত্থঘৃত প্রভৃতি অনেক কবিরাজী ঔষধ

প্রস্তুত হয়। বর্ষজীবী উদ্ভিদ, পত্র ঝিল্লিযুক্ত, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু, ১-২ ইঞ্চি লম্বা। ফুল ১-৩টি একসঙ্গে জন্মে, সচরাচর পত্রের গোড়া হইতে বাহির হয়, বহির্ব্বাস ¼ ইঞ্চি, অবনত, দাঁত লম্বা। ফুল ½-⅔ ইঞ্চি লম্বা, পীতবর্ণ। শুঁটি ১½-২ ইঞ্চি লম্বা, ও বক্র। শুঁটিতে বীজ ৫-৬টি থাকে। Dr. Voigt ইহার D. uniflorus নাম দিয়াছেন (H. S. 232)। অগষ্ট মাসে ফুল ও সেপ্টেম্বর মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ক্বাথ স্ত্রীলোকদিগের প্রদররোগে ও ঋতুর বিশৃঙ্খলা ঘটিলে ব্যবহৃত হয়। ইহা ব্যবহার করিলে প্রসবাস্তিকস্রাব নির্গত হইয়া রোগিণী সত্বর আরোগ্য লাভ করেন।

সংস্কৃত লেখকেরা ইহাকে সর্দ্দি-নিবারক ও স্নিগ্ধকর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই কলাই সচরাচর বনে আপনা আপনি জন্মে। ইহা চক্ষূরোগে হিতকর ও ব্যবহার করিলে চর্ব্বিবিশিষ্ট মোটাদেহ কমিয়া যায় (Dutt)।

বন্য কুলত্থকলাই কাপড়ে বাঁধিয়া টাট্‌কা-গোবরজলে ফুটাইয়া নখদ্বারা খোসা ছাড়াইয়া লইবে, অতঃপর রৌদ্রে শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লইলে, সেই গুঁড়া রাত্রিকালে চক্ষে প্রলেপ দিলে চক্ষুওঠা-রোগ আরাম হয়।

সান্নিপাতিক জ্বরে রোগীর অতিশয়-ঘর্ম্ম-নিবারণের জন্য ভাজা-কলাই-চূর্ণ গায়ে মাখাইলে ঘর্ম্ম নিবারিত হয় (চক্রদত্ত)। কুলত্থকলাই খাইলে ঘর্ম্ম নির্গত হয় এবং চূর্ণ গায়ে মাখিলে ঘর্ম্ম নিবারিত হয়—ইহার দুইপ্রকার গুণ আছে (চরক)। ইহার ঝোল অর্শ রোগীর পক্ষে হিতকর (চরক)। (Fig. 190.)

191. D. Lablab Linn. (শিম)

Fig.—Bot. Mag., t. 896; Bot. Reg., t. 830.

Ref.—F. B. I., ii. 209; Roxb., F. I., iii. 307; B. P., i. 391; Prain, H. H., 197.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে চাষ হয়; বঙ্গদেশে ও হুগলী-হাবড়া জেলার জমিতে ও বাটীর নিকটস্থ জমিতে চাষ করে।

বিভিন্ন নাম—স. শিম্বি; বা. হি. শিম; তে. আলসান্দি; Eng. Goabcan.

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ ও ফল।

বর্ণনা—লতানে গাছ, জড়াইয়া অপর গাছে উঠে বা ভারা বাঁধিয়া দিলে উহার উপর জন্মে। পত্রের বৃন্ত লম্বা উহাতে ত্রিপত্র-বিশিষ্ট পাতা হয়। পত্র দেখিতে তেপল্‌তে কিংবা শাঁক আলু গাছের পাতার মত। পুষ্পদণ্ডে অনেক ফুল হয় উহা শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট।

পুষ্পের বহির্ব্বাস ১/৮-১/৪ ইঞ্চি। ফুল রক্তাভ কিংবা শ্বেতবর্ণ। শুঁটি ১১/২-২ ইঞ্চি লম্বা, চেপ্টা। শুঁটিতে ৫-৭টি বীজ জন্মে, বীজ কৃষ্ণবর্ণ ও হরিদ্রাভ, মুখ শ্বেতবর্ণ। নভেম্বর মাসে ফুল ও ডিসেম্বর মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—শিম শ্লেষ্মা-নাশক। ইহার বীজ কামোত্তেজক এবং নাসিকা হইতে রক্তস্রাব-নিবারক। (Fig. 191.)

Genus—GLYCINE.

192. G. Soja Sieb. & Zucc. (গাড়ীকলাই)

Fig.—Basu, Ind. Med. Pl., I, t. 314 ; Tropenfl. l, ii. 235.

Ref.—F. B. I., ii. 184 ; Roxb., F. I., iii. 314 ; Journ. Linn. Soc., viii. 266.

জন্মস্থান—কমায়ুন, সিকিম, খাসিয়া পাহাড়, বঙ্গদেশ, নাগাপাহাড়, হিমালয় পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী উষ্ণপ্রধান স্থান।

বিভিন্ন নাম—বা. গাড়ীকলাই ; হি. ভাটনান ; কমায়ুন ভূট ; Eng. Soy Bean.

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—বৃক্ষারোহী বর্ষজীবী উদ্ভিদ্। পত্রের বোঁটা লম্বা, পত্রিকা ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু, ২-৪ ইঞ্চি লম্বা। বহির্ব্বাস ১/৪ ইঞ্চি, ঘন, লোমাবৃত, পাপড়ীগুচ্ছ রক্তাভ। শুঁটি পত্রের গোড়া হইতে বাহির হয়, লম্বা, বক্র, কোমল লোমযুক্ত, ১১/২-২ ইঞ্চি লম্বা, ১/৬-১/৮ ইঞ্চি চওড়া; ৩-৪টি বীজবিশিষ্ট। নভেম্বর মাসে ফুল ও ডিসেম্বর মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড়ের ক্বাথ ধারক। (Fig. 192.)

Genus—ENTADA.

193. E. scandens Benth. (গিলাগাছ)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., viii, t. 32-34 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 369.

Ref.—F. B. I., ii. 287 ; Roxb., F. I., ii. 554 ; B. P., i. 452 ; Brandis, For. Fl., 167.

জন্মস্থান—চট্টগ্রাম, ছোট-নাগপুর, উড়িষ্যা, দক্ষিণ ভারতবর্ষ, বর্ম্মা এবং আণ্ডামান ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ।

বিভিন্ন নাম—বা. গিলা ; উড়িয়া—গেরেদী ; বম্বে—গারদল।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজের শাঁস, বল্কল ও বীজ।

বর্ণনা—কাষ্ঠের ন্যায় শক্ত লতা, ইহার কাণ্ড মোচড়ান ও বক্রাকৃতি, ধূসরবর্ণ ও খসখসে, শুষ্ক হইলে গাঢ় ধূসরবর্ণ হয়। পত্রদণ্ড লম্বা, ইহার অগ্রভাগ আঁকড়িতে পরিণত হয়। পত্র লম্বা ডিম্বাকৃতি, মস্তকদেশ মোটা ১-২ ইঞ্চি লম্বা। ফুল ½-⅙ ইঞ্চি লম্বা, বোঁটাগুলি ছোট। পাপড়ী ৫টি; পুংকেসর ১০টি। ফলের বোঁটা ½ ইঞ্চি লম্বা, এইগুলি পুরাতন পত্রহীন শাখা হইতে বাহির হয়। ফল শক্ত, ১-২ ফুট লম্বা, ৩-৪ ইঞ্চি চওড়া, বক্রাকৃতি। বীজ চেপ্টা, উজ্জ্বল ও শক্ত, ২ ইঞ্চি চওড়া। ইহার বীজ সিদ্ধ করিয়া খায়। এপ্রিল মাসে ফুল ও মে মাসে ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বীজের শাঁস পাহাড়ী লোকেরা জ্বরে ব্যবহার করে। কাষ্ঠের ক্বাথ চর্ম্মরোগে হিতকর। ফিলিপাইন দ্বীপের লোকেরা ইহাকে Gogo (গো গো) বলে। লেপ্চা ও অপরাপর পাহাড়ীরা ইহার বীজ সাবানের ন্যায় মস্তক ধুইবার জন্য ব্যবহার করে এবং ফলের শাঁস ভাজিয়া খায় (Dymock)।

শাঁসের গুঁড়ার সহিত মসলা মিশ্রিত করিয়া দেশীয় স্ত্রীলোকেরা প্রসবের পর কয়েক দিন ধরিয়া শরীরের কষ্ট ও বেদনা-নিবারণের জন্য ব্যবহার করে (Watt)। (Fig. 193.)

Genus—LENS Gren & Godr.

194. L. esculenta Mœnch. (মসূরি)

Fig.—Bentl. & Trim., Med. Pl., ii, t. 76.

Ref.—F. B. I., 179; Roxb., F. I., iii. 323; B. P., i. 367; Prain, H. H., 192; Voigt, H. S., 226.

জন্মস্থান—ভারতে সর্ব্বত্র জন্মে; শীতকালীন ফসল; হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগনা ও বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—স. মসূর; বা. মসূরি; হি. মসূর; তা. মিসূর-পুরুপু; তে. মিসূরপাপ্প।

ব্যবহার্য্য অংশ—কলাই।

বর্ণনা—নরম গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, শীতকালে চাষ হয়, ১-২ ফুট উচ্চ। পত্র দুই দিকে জোড়া জোড়া জন্মে। পত্রিকা ৪-৬ জোড়া হয়, ইহা সরু এবং নরম; পত্রবৃন্ত ছোট, পুষ্পদণ্ড পত্রের দৈর্ঘ্যের সমান। প্রত্যেক দণ্ডে ২টি ছোট ও শ্বেতবর্ণ ফুল হয়। শুঁটী বিষম চতুর্ভুজের ন্যায় ও মসৃণ, প্রত্যেকটিতে ২টি গোলাকার, চেপ্টা, ধূসরবর্ণ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগ-বিশিষ্ট বীজ থাকে। প্রত্যেক বীজে ২টি ডাউল হয়। মাঘ মাসে ফুল ও চৈত্র মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—মসূরের ঝোল ধারক। চক্ষু উঠিয়া রক্তবর্ণ হইলে মসুর কলাই বাটিয়া কপালে প্রলেপ দিলে চক্ষু উঠা আরাম হয়। মসুর অতিশয় পুষ্টিকর। মসুর কলাই অপামার্গের শিকড়সহ বাটিয়া স্তনে প্রলেপ দিলে দুগ্ধ বন্ধ হয় এবং স্তনের স্ফীতি কমিয়া যায়।

বসন্তের ঘায়ে মসুরের পুলটিস দিলে উহা শীঘ্র সারিয়া যায়। মসুর অতিশয় বলকারক ও শারীরিক দৌর্ব্বল্যনাশক। (Fig. 194.)

Genus—ERYTHRINA Linn.

195. E. indica Lamk. (পাল্‌তেমাদার)

Fig.—Wight, Ic., t. 58; Rheede, Hort. Mal., vi, t. 7; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 318.

Ref.—F. B. I., ii. 188; Roxb., F. I., iii. 249; B. P., i. 398; Watt, iii, pt. i, 269; Prain, H. H., 198; Voigt, H. S., 237.

জন্মস্থান—সুন্দরবন, সমগ্র ভারতবর্ষ ও বর্ম্মা—বঙ্গদেশ, দক্ষিণভারত ও অযোধ্যা হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগনা, বাঁকুড়া, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর। [বেড়ার জন্য রোপণ করে]।

বিভিন্ন নাম—সং. পারিজাত, পারিভদ্র; বা. পালতেমাদার; তা. কালিয়ান; তে. বাদাচিপা চেট্টু; হিঃ মান্দার, Eng. Indian Coral Tree.

ব্যবহার্য্য অংশ—ত্বক্‌, রস এবং পত্র। মাত্রা, ত্বক্‌ ক্বাথ ৫-১০ তোলা; পত্ররস ১-২ তোলা।

বর্ণনা—উচ্চ বৃক্ষ ১০-২০ ফুট উচ্চ, ত্বক্‌ ধূসরবর্ণ ও পাত্‌লা, গায়ে ছোট ছোট কাঁটা আছে, কাঁটা দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ। পত্রদণ্ড হইতে দুইদিকে দুইটি ও অগ্রভাগে একটি পত্র হয়। পত্র ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা, চওড়া দিকে বিষম চতুর্ভুজের ন্যায়, দেখিতে অনেকটা পলাস পত্রের ন্যায়। পুষ্পদণ্ড ½ ইঞ্চি লম্বা ও বিস্তৃত। ফুলের রং লালবর্ণ। বহির্ব্বাস ১-১½ ইঞ্চি লম্বা, গোড়ায় ছোট ছোট পাঁচটি দাঁত আছে; পাপড়ী ২-২½ ইঞ্চি লম্বা, অবনত; ১½ ইঞ্চি চওড়া। শুঁটী ½-১ ইঞ্চি লম্বা; বীজ ৩-৮টি থাকে, দেখিতে সীম বীজের ন্যায়, ১ ইঞ্চি লম্বা ঈষৎ লালবর্ণ। ফেব্রুয়ারী-মার্চ্চ মাসে ফুল ও জুন-জুলাই মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ডাক্তার Rheede বলেন ইহার পাতার রস উপদংশ রোগে হিতকর; Dr. Rumphius বলেন যে ইহার পাতার রস ক্ষত রোগের প্রক্ষালনে ব্যবহৃত

হয়। পাতার রস নারিকেল দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে ও বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে স্ত্রীলোকদিগের স্তন্য বাড়িয়া থাকে ও ঋতু আনয়ন করে। ছাল রক্ত আমাশয় রোগে হিতকর। Dr. Wight বলেন ইহার ত্বক্ জ্বর ও কৃমিনাশক এবং চক্ষু উঠা রোগে হিতকর। ইহার পত্র বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে বাগি বসিয়া যায় এবং যন্ত্রণার লাঘব হয় (Kanai Lal De)।

Concan দেশে ইহার ছাল এবং কচি পাতার রস ক্ষত রোগের পোকা নষ্ট করিবার জন্য ব্যবহার করে। যে গাছে শ্বেতবর্ণ ফুল হয় উহার শিকড় গুঁড়া করিয়া শীতল দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা হয়। ছাল সর্দ্দিনাশক এবং জ্বরঘ্ন। পত্র মৃদুবিরেচক এবং মূত্রকর, শিকড় নিদ্রাকর বলিয়া কথিত আছে। ইহার টাট্‌কা রস কর্ণে দিলে কর্ণবেদনা আরাম হয় এবং দাঁতের বেদনা নিবারণ করে (Watt).

Dr. Allamirans বলেন যে ইহা Nox Vomicaর প্রতিষেধক ঔষধ। ইহা কৃমিনাশক, চক্ষুউঠা নিবারক এবং গেঁটে বাতের মহৌষধ (K. L. Dey)। শিশুকে পেঁচোয় পাইলে ইহার মূলের কাথে স্নান করাইলে পেঁচোয় পাওয়া আরাম হয়। পালিতা পত্র রসায়ন, মূত্রকর, স্তন্য ও আর্ত্তবকারক, এইজন্য যে সকল স্ত্রীলোকের ঋতুনাশ হইয়াছে তাহাদিগকে সেবন করাইলে পুনরায় ঋতু হইয়া থাকে। (Fig. 195.)

Genus—INDIGOFERA Linn.

196. I. linifolia Retz. (ভাঙ্গাড়া)

Fig.—Roxb., Cor. Pl., t. 196 ; Wight, Ic., t. 313.

Ref.—F. B. I., ii. 92 ; Roxb., F. I., iii. 370 ; B. P., i. 431 ; Prain, H. H., 203 ; Voigt, H. S., 211.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাবড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, রাস্তার ধারে ও জঙ্গলের পার্শ্বে। ভারতের হিমালয় হইতে সিংহল পর্য্যন্ত ভূভাগে পাওয়া যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. ভাঙ্গারা ; হি. তরকী ; সামতাল—তৌদিখদিবাহা।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গাছ, দেখিতে শ্বেতবর্ণ ; কাণ্ড নরম ও বহু-শাখাবিশিষ্ট, ½-১ ফুট লম্বা। পাতার বোঁটা ক্ষুদ্র, ½-১ ইঞ্চি লম্বা ও সরু, বোঁটার দিক্ ক্রমশঃ সরু, অগ্রভাগ মোটা, মাথাটি ঠিক টেনিসের ব্যাটের মত। ফুল এক ডাঁটায় ৬-১২টি হয়, খুব ঘন ও উহার বোঁটা ছোট। বহির্ব্বাস $\frac{1}{১২}$ ইঞ্চি, শ্বেতবর্ণ ও দাঁতযুক্ত। ফুল উজ্জ্বল লালবর্ণ, উহা বহির্ব্বাসের ২-৩ গুণ। ফল শক্ত ও শ্বেতবর্ণ, $\frac{1}{১২}$ ইঞ্চি পুরু। বৎসরের প্রায় সকল সময়েই ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এই গাছ স্ফোটক জ্বরের শান্তিকর। সামতালেরা এই গাছ ধাতুনাশ রোগে শ্বেতকেরুই (Euphorbia thymifolia) গাছের সহিত মিলিত করিয়া প্রয়োগ করে (Rev. A. Campbell)। (Fig. 196.)

197. I. tinctorin Linn. (নীল)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., i, t. 54 ; Wight, Ic., t. 365 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 297A.

Ref.—F. B. I., ii. 99 ; Roxb., F. I., iii. 379 ; B. P., i. 432 ; Watt, iv, Pt. ii. 387.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, বেহার, বর্দ্ধমান, হুগলীতে চাষ হয়। দক্ষিণ ভারতে (কনকান) স্থানে স্থানে জঙ্গলে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—স. নীল ; বা. নীল ; তা. আবেরী ; তে. নীলী।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড় ও গাছ।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্, ৬-৭ ফুট উচ্চ, ছাল শ্বেতবর্ণ। পত্র ১-২ ইঞ্চি লম্বা; পত্রিকা উভয়দিকে বিস্তৃত, পত্র শুষ্ক হইলে ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ হয়। বোঁটা ½-১ ইঞ্চি ; পুষ্পদণ্ড ২-৪ ইঞ্চি লম্বা। বহির্ব্বাস ১/১৬ ইঞ্চি, শ্বেতবর্ণ ; ফুল ⅛-⅙ ইঞ্চি, লালের আভাযুক্ত পীতবর্ণ। শুঁটী ¾-১ ইঞ্চি লম্বা, ১/১২ ইঞ্চি মোটা ; সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। বীজ শুঁটীতে ৪-৬টি হয়। বর্ষায় ফুল ও শীতে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—হিন্দু ও মুসলমান বৈদ্যেরা গাছকে হুপিং-কফনিবারক, বক্ষ ও মূত্রাশয়ের রোগে, বুক ধড়ফড়ানি, প্লীহা, যকৃৎ-বৃদ্ধি ও শোথ রোগে ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। নীল বাটিয়া বালকদিগের নাভিদেশে প্রলেপ দিলে পাকস্থলীর উপর কার্য্য করে। ইহা মূত্র বৃদ্ধি করে। পাতার পুলটিশ দিলে চর্ম্মরোগ, ক্ষত, রক্তঅর্শ আরাম হয়। মৌমাছি কামড়াইলে পাতার রস লাগাইলে যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

নীলের অরিষ্ট বক্ষঃপ্রদাহে হিতকর। শিকড়ের ক্বাথ আর্সেনিক বিষের প্রতিষেধক (Watt)। নীলের সুরাসার স্নায়বিক রোগ ও কাশি-নিবারক। ইহা ক্ষতের মলমরূপে ব্যবহৃত হয়। (Fig. 197.)

Genus—LATHYRUS Linn.

198. L. sativus Linn. (খেসারী)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 314A ; Royle, Ill. 200.

Ref.—F. B. I., ii. 179 ; Watt, vi. pt. ii, 590 ; B. P., i. 368 ; Prain, H. H., 192 ; Voigt, H. S., 227.

জন্মস্থান—ভারতের সকল স্থানেই চাষ হয়, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাবড়া, বৰ্দ্ধমান, বেহার প্রভৃতি স্থানে শীতকালে চাষ হয়। হাজারা, কাশ্মীর এবং কমায়ুন প্রভৃতি স্থানেও জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. খেসারী।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী উদ্ভিদ, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। পত্র পক্ষাকার, গাছের অগ্রভাগে আঁকড়ী আছে। পত্রিকা লম্বাকৃতি; বৃন্ত পক্ষযুক্ত; ফুল এক একটি হয়। বহির্ব্বাস ⅙-½ ইঞ্চি, দাঁতযুক্ত। ফুল ⅔ ইঞ্চি, লাল ও নীলের আভাযুক্ত কিংবা শ্বেতবর্ণ। শুঁটি ½ ইঞ্চি লম্বা, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত; প্রত্যেক শুঁটিতে ৪।৫টি বীজ থাকে। মাঘ মাসে ফুল ও ফাল্গুন মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কথিত আছে খেসারী কলাই অধিক দিন ব্যবহার করিলে পক্ষাঘাত হয়, ইহার কুফল শরীরের পেশীতে এবং হাঁটুর নিম্নে প্রকাশ পায়। ঘোড়ায় খেসারী খাইলে পশ্চাৎ দিকের পায়ে পক্ষাঘাত হয় এমন কি মরিয়া যায়। মানুষের শরীরে ইহা এখনও বিশেষ পরীক্ষা হয় নাই (Irvi. Ind. Am. Med. Science, vii. 127). (Fig. 193.)

Genus—MELILOTUS Linn.

199. M. indica All. (বনমেথি)

Fig.—Lamk, Ill., iii, t. 613, fig. 4; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 291B.

Ref.—F. B. I. M. parviflora Desf. ii. 89; Roxb., Fl. Ind. iii. 388, Trifolium indicum Roxb.; B. P., i. 413; Prain, H. H., 201; Voigt, H. S., 209.

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গদেশ, হুগলী, হাবড়া, বৰ্দ্ধমান, বাঁকুড়া। একপ্রকার আগাছা।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. বনমেথি।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী আগাছা; ২-৩ ফুট উচ্চ হয়; ডালগুলি শক্ত; পাতায় ধূসরবর্ণ লোম আছে। পত্র ½-¾ ইঞ্চি; পত্রিকা ৩টি দুই পার্শ্বে ২টি ও সম্মুখে ১টি থাকে। পুষ্পদণ্ড ঘন সন্নিবদ্ধ, প্রত্যেক দণ্ডে ৬-১২টি ফুল হয়; বৃন্ত ছোট, পুষ্প বেগুনের আভাযুক্ত লালবর্ণ। শুটি সোজা, ৬-১০টি বীজ হয়। এই প্রকার আর এক জাতীয় গাছ আছে যাহা শস্যক্ষেত্রে সচরাচর দেখা যায়—ইহাকে M. alba বলে, ইহার ফুল শ্বেতবর্ণ, ইহাকে শ্বেত বনমেথি বলে। শীতের সময়ে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার বীজ পাকস্থলীর রোগে ও ছোট ছেলেদের উদরাময়ে ব্যবহৃত হয় (Murray)। শ্বেতবর্ণ মেথির পত্র গরু-বাছুরে খাইলে পেট ফুলিয়া যায়। (Fig. 199.)

Genus—OUGEINIA Benth.

200. O. dalbergioides Benth. (তিনিস)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 309 ; Wight, Ic., t. 391; Beddome, Fl. Sylv. t. 36.

Ref.—F. B. I., ii. 161 ; Roxb., F. I., iii. 220 ; B. P., i. 421.

জন্মস্থান—বেহার, ছোট নাগপুর, উড়িষ্যা ; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. বা. তিনিস।

ব্যবহার্য্য অংশ—ত্বক্।

বর্ণনা—লম্বা গাছ, ২০-৪০ ফুট উচ্চ। গাছের ছাল ½ ইঞ্চি মোটা; কাষ্ঠ শক্ত, উপরের কাষ্ঠ ধূসরবর্ণ কিংবা লালের আভাযুক্ত। শাখা লোমযুক্ত, ধূসরবর্ণ। পত্র পক্ষাকার, ত্রিপত্রিকা-বিশিষ্ট, পত্রিকা ঈষৎ গোলাকার কিংবা ডিম্বাকৃতি, ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, পত্রের মস্তকদেশ মোটা, একদিক্ একটু ছোট অপর দিক্ বক্র, প্রায় অশ্বত্থ পত্রের ন্যায়। পুষ্প ছোট, পুরাতন ডালের গাত্র হইতে গুচ্ছবদ্ধ পুষ্পদণ্ড বাহির হয়। ফুল ঈষৎ লালবর্ণ কিংবা ফিকে গোলাপী। শুঁটি ২-৩ ইঞ্চি লম্বা। প্রত্যেক ফলে বীজ ২-৫টি হয়; বীজ চেপ্টা; শুঁটি চিনাবাদামের মত সরু ও মোটা, ইহাতে ২।৩টি গাঁইট আছে। মার্চ্চ মাসে ফুল ও এপ্রেল মাসে ফল হয়

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ছাল রক্ত আমাশয় ও উদরাময় নিবারক; ছালের ক্বাথ ছোটনাগপুর দেশের পাহাড়ী জাতিরা ব্যবহার করে (Rev. Campbell)। ইহার ছাল জ্বরনাশক বলিয়া মধ্যভারতের লোকে ব্যবহার করে। (Fig. 200.)

Genus—MIMOSA Linn.

201. M. pudica Linn. (লজ্জাবতী)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 373 B ; Roxb., Hort. Beng., 41.

Ref.—F. B. I., ii. 291 ; Roxb., Fl. Ind., ii. 565. ; B. P., i. 456; Watt, v., Pt. i, 348 ; Prain, H. H., 207.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সকল স্থানে রাস্তার ধারে দেখা যায়; হুগলী, হাবড়া, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগনা, বাঁকুড়া; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর এবং ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানে।

বিভিন্ন নাম—স. বরাহকান্তা; বা. লাজক, লজ্জাবতী; তা. তোত্তালবাদী; Eng. Sensitive plant.

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ ও মূল।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, গাছে কাঁটা আছে, ইহার গায়ে হাত দিলে পাতাগুলি গুটাইয়া যায়; লতার গায়ের কাঁটাগুলি নিম্নে অবনত। পত্রের বৃন্ত ১-১½ ইঞ্চি লম্বা, ডাঁটার দুইদিকে পত্র বাহির হয়। পত্র ২-৩ ইঞ্চি লম্বা; ২০-২৪টী জন্মে। ফুল তুলার ন্যায় নরম, ফিকে লালবর্ণ। ফুলের বোঁটা ২ ইঞ্চি লম্বা, পত্রের গোড়া হইতে ফুল বাহির হয়। শুঁটি ½-¾ ইঞ্চি লম্বা। ফুল ও ফল বৎসরের সকল সময়েই হয়। সাধারণতঃ জুলাই মাস হইতে ডিসেম্বরের মধ্যে ফুল ও ফল হয়। প্রত্যেক শুঁটিতে ৩-৪টি বীজ থাকে। ফলে ধূসরবর্ণ ছোট ছোট কাঁটা আছে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—রক্তদুষ্টি ও পিত্তদোষে লজ্জাবতী ব্যবহার হয় (Mir Mahammad)। ইহার রস বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে ভগন্দর রোগ আরাম হয় (Dymock).

ইহার শিকড়ের ক্বাথ পাথরী রোগে ব্যবহার করে; পত্র এবং শিকড় অর্শ ও ভগন্দর নিবারক; মাত্রা—পাতার গুঁড়া, অল্প দুগ্ধের সহিত ১০৮ গ্রেণ পরিমাণ সেব্য, দিবসে একবার (Ainslie, Mat. Med. Ind., 432)।

কঙ্কন-দেশীয় লোকেরা ইহার পাতার মণ্ড কুরণ্ডে লাগাইয়া উহা আরাম করে (Dymock)। ঘায়ে শোষ হইলে ইহার পাতার রসে তূলা ভিজাইয়া ব্যবহার করে। (Fig. 201.)

202. M. rubicaulis Lam. (কুঁচিকাঁটা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 373 A; Roxb., Cor. Pl., t. 200.

Ref.—F. B. I., ii. 291; Roxb., F. I., ii. 564; B. P., i. 456; Watt, v, Pt. I, 248; Prain, H. H., 207; Voigt, H. S. 257.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, কমায়ুন, সিকিম, পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যবঙ্গ, হুগলী গোঘাট, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা. কুঁচিকাঁটা, শাঁইকাঁটা; সাঁওতাল—সেগাজামুম্; হি. কাচিএটা; নেপাল—আরাদ্দি।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র ও শিকড়।

বর্ণনা—ছোট কাঁটাযুক্ত উদ্ভিদ, শাখাগুলি ধূসরবর্ণ ও বহুসংখ্যক ছোট কাঁটাদ্বারা আবদ্ধ; শাখাগুলি অবনত। কাষ্ঠ শক্ত, বাহিরের কাষ্ঠ পীতের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, ভিতরের কাষ্ঠ লালবর্ণ। শাখায় বক্র, ধারাল ও পীতের আভাযুক্ত ছোট ছোট কাঁটা আছে। পত্রবৃন্ত ৫-৭ ইঞ্চি লম্বা, পত্রিকা ১২-২৪টি, ⅛-½ ইঞ্চি লম্বা, নিম্নে অবনত। বোঁটা ক্ষুদ্র। ইহার ফুল বর্ষাকালে জন্মে, ফুল প্রথমে বেগুনে তৎপরে শ্বেতবর্ণ হয়। পুষ্প ⅓ ইঞ্চি; পুংকেসর ৮টি। শুঁটি ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা, ⅝-⅞ ইঞ্চি চওড়া, প্রত্যেক শুঁটিতে ৬-১০টি বীজ থাকে। গ্রীষ্ম ও শীতের মধ্যে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কোন স্থান অগ্নিতে দগ্ধ হইলে ইহার পাতা থেঁতলাইয়া চাম্বাদেশীয় লোকেরা উক্ত দগ্ধস্থানে প্রয়োগ করে (Stewart)। ইহার পাতার রস অর্শরোগে হিতকর (Atkinson)। ছোটনাগপুরে ইহার শিকড়ের গুঁড়া বমন-রোগে প্রযুক্ত হয়। ইহার ফল ও পত্র অনেক ঔষধে ব্যবহৃত হয় (Rev. Campbell). (Fig. 202.)

Genus—MUCUNA Adans.

203. M. pruriens Dc. (আলকুশী)

Fig.—Bot. Mag., Vol. 82, t. 4945.

Ref.—F. B. I., ii. 187; Roxb., F. I., iii. 83; B. P., i. 400; Watt, vi. Pt. 1, 286; Prain, H. H., 198; Voigt, H. S. 235.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র বনের কিনারায় ও রাস্তার ধারে দেখা যায়; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানে; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. আত্মগুপ্তা, কপিকচ্ছু, বানরী; বা. আলকুশী; হি. গুঙ্কা; তা. পুনাইক-কালী; তে. নয়িক কোরান; বম্বে—কুহিলা; Eng. Cowhage plant.

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ ও শিকড়। মাত্রা—সরস মূল ১ তোলা।

বর্ণনা—সাধারণতঃ বর্ষজীবী লতা, কখন কখন বহুদিন বাঁচিয়া থাকে। ইহার লতা ও পত্র সিমগাছের ন্যায় এবং ছোট ছোট লোমদ্বারা আবৃত। পত্র ৩-৫ ইঞ্চি, পত্রিকাগুলি ত্রিপত্র-বিশিষ্ট ও মসৃণ লোমদ্বারা আবৃত। পুষ্পদণ্ড অবনত, ½-১ ফুট লম্বা। ফুল ঈষৎ বেগুনে, ১⅛-১½ ইঞ্চি লম্বা। শুঁটি ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, একটু বক্র; বীজ শুঁটিতে ৫-৬টি থাকে, ধূসরবর্ণ; শুঁটি দেখিতে শাঁকআলুর শুঁটির ন্যায় কিন্তু গোলাকার, বীজ চেপ্টা, ঈষৎ পীতবর্ণ, মুখটি কৃষ্ণবর্ণ। ইহার শুঁয়া গায়ে লাগিলে সেইস্থান ফুলিয়া উঠে ও চুলকায়। প্রায় সমস্ত বৎসরই ফুল ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সুশ্রুতের মতে ইহার বীজ রসায়ন ও শিকড় বলকারক, ইহা স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে প্রযুক্ত হয় (Dutt) ; ইহার শিকড়ের রসে মধু মিশ্রিত করিয়া কলেরায় প্রদত্ত হয় (Ainslie)। ভারতীয় Pharmacopœaতে ইহার শুঁটি কৃমি-রোগে ব্যবহৃত হয়।

ইহার শিকড়ের ক্বাথ, মূত্রকর ও মূত্রযন্ত্রের রোগ-নিবারক, ইহার মলম শ্লীপদ রোগে ব্যবহৃত হয়, শুঁটির রস শোথে হিতকর (Drury)। শিকড় জ্বরের delirium নিবারণ করে এবং শিকড়ের মণ্ড শোথ-নিবারক ও একখণ্ড শিকড় পায়ের গোড়ালিতে কিংবা হস্তে বন্ধন করিলে শোথ আরাম হয় (Dymock)।

কোন স্থানে বিছা কামড়াইলে ইহার বীজ গুড়া করিয়া লাগাইলে বিষ নষ্ট হয় (Rev. Campbell)। আলকুশীর মূলের রস পান করিলে ১ মাসের মধ্যে রোগীর বাহুর বাত আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

ইহার মূলের ক্বাথে বস্ত্র ভিজাইয়া যোনিদেশে ধারণ করিলে উহা সংকীর্ণ হয়।

কপিকচ্ছুভবং মূলং ক্বাথয়েৎ বিধিনা ভিষক্।
যোনিসংকীর্ণতাং যাতি ক্বাথেনানেন ধারয়েৎ। ভাবপ্রকাশঃ

আলকুশীর সুপক্ক বীজ চূর্ণ করিয়া ঘৃত, চিনি ও দুগ্ধের সহিত মোহনভোগ প্রস্তত করিয়া মধু মিশাইয়া সেবন করিলে বেশ বাজীকরণ হয় (চরক)।

ইহার বীজ ঋতুস্রাবকারী এবং বলকারক, প্রদর প্রভৃতি স্ত্রীরোগে ব্যবহৃত হয়।

আলকুশী-বীজের পায়স বাতব্যাধি ও ক্ষীণ-শুক্র ব্যক্তির পক্ষে হিতকর।

আলকুশী-শুঁটির লোম চূর্ণ করিয়া সেবন করিলে অতিবৃহৎ কৃমি মরিয়া বাহির হইয়া যায়। লোমের মাত্রা ১-৩ গ্রেণ, যদি ভক্ষিত লোম অন্ত্রে থাকিয়া যায় তবে জোলাপদ্বারা বিরেচন করা উচিত।

ইহার বীজ মাষকলায়ের তুল্য ; যথা :—

কাকাণ্ডোলাত্মগুপ্তানাং মাষবৎ ফলমাদিশেৎ। চরক

কাকাণ্ড ও আলকুশী মাষকলায়ের তুল্যগুণবিশিষ্ট। কাকাণ্ড যুক্তপ্রদেশে চাষ হয়, ইহার লতা ও শুঁটি আলকুশীর মত, কেবল শুঁটিতে লোম নাই। (Fig. 203.)

Genus—PHASEOLUS Linn.

204. P. trilobus Ait. (মুগানী)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 322 ; Wight, IC., t. 94 ; Burm, Fl. Ind., t. 50. Fig. 1.

Ref.—F. B. I., ii. 201 ; Roxb., F. I., iii. 298 ; B. P., i. 387 ; Watt, vi, Pt. 1, 194.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে চাষ হয় ; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বৰ্দ্ধমান।

বিভিন্ন নাম—স. মুদ্গপর্ণী ; বা. মুগানী ; হি. রাখালকলাই।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ্। মাত্রা ২-৪ আনা।

বর্ণনা—বর্ষজীবী কিংবা অধিক দিন স্থায়ী উদ্ভিদ্। ডাঁটা ১-২ ইঞ্চি লম্বা, মসৃণ লোমযুক্ত, পুষ্পবৃন্ত ¼-¾ ইঞ্চি, কাণ্ডের প্রত্যেক গাঁইট হইতে বাহির হয়। পত্রিকা ৩ ভাগে বিভক্ত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোমযুক্ত, বিষম চতুর্ভুজের ন্যায় কিংবা ডিম্বাকৃতি। যেগুলি জমিতে চাষ হয় তাহার পত্রের বিভাগগুলি ছোট ; যেগুলি সচরাচর জঙ্গলে আপনা আপনি জন্মে তাহাদের পত্রের বিভাগগুলি বড় এবং মধ্যস্থলের অংশটি চামচের ন্যায় চওড়া। ফুল ¼ ইঞ্চি লম্বা ; শুঁটি ১-২ ইঞ্চি লম্বা, একটু বক্র ও চেপ্টা। বীজ প্রত্যেক শুঁটিতে ৬-১২টি জন্মে; ফুল ঈষৎ রক্তবর্ণ ও বেগুনে রং-বিশিষ্ট ; ফুলের বোঁটা প্রায়ই থাকে না। শীতের সময় ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার- ইহার ক্বাথে তিল-তৈল পাক করিয়া, উক্ত তৈলে বস্ত্র ভিজাইয়া যোনিদেশে ধারণ করিলে রক্তপ্রস্রাব নিবারণ হয়।

ইহার মূলচূর্ণ মূষিক-বিষ নষ্ট করে (সুশ্রুত)। পত্র বলকারক এবং ইহার পুলটিস চক্ষুরোগে হিতকর (O'Shaughnessy)। ইহার ক্বাথ অনিয়মিত জ্বরে ব্যবহৃত হয় (Murray)। (Fig. 204.)

205. P. Mungo Linn. (মুগ)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 323.

Ref—F. B. I., ii. 203 ; Roxb., F. I., iii. 292 ; B. P., i. 387 ; Prain, H. H., 195.

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গদেশে চাষ হয় ; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া।

বিভিন্ন নাম—বা. মুগ ; হি. হরিমুগ।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ ও কলাই।

বর্ণনা—Var. P. aurea. Prain—ইহাকে সোনামুগ বলে ; P. radiatus Linn—ইহাকে হালিমুগ বলে ; P. sublobatus Roxb.—ইহাকে ঘোড়ামুগ বলে ; এবং P. grandis—কালমুগ। বাঙ্গলার বহুস্থানে এই কলাইর চাষ হয়, সুতরাং ইহার গাছের বর্ণনা আর বিশেষ করিয়া দিবার আবশ্যক নাই। সোনামুগের রং দেখিতে সোনার ন্যায়, ইহা মুগের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ; হালি মুগ একটু সবুজের আভাযুক্ত স্বর্ণবর্ণ ; ঘোড়ামুগ আকৃতিতে একটু বড়,

সোনামুগ অপেক্ষা ফিকে রং-বিশিষ্ট; কৃষ্ণমুগ দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ, সোনামুগ অপেক্ষা বড়। শীতের সময় ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সোনামুগের ডাল ও ঝোল জ্বরে পথ্যস্বরূপ ব্যবহৃত হয়, ইহা স্নিগ্ধকর, ধারক ও চক্ষের শক্তি বাড়াইয়া দেয় (Watt)। (Fig. 205.)

206. Phaseolus Mungo Linn.

Var. *Roxburghii* (মাষকলাই)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 324.

Ref.—F. B. I., ii, 203; Roxb., F. I., iii, 29; B. P., i, 387; Prain, H. H., 196; Voigt, H. S., 221.

জন্মস্থান—হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলার বহু স্থানে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. মাষকলাই; সিন্ধু—মাগা।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ ও কলাই।

বর্ণনা—ইহা বাঙ্গালার বহু স্থানে চাষ হয় বলিয়া ইহার আর বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া গেল না। ফিকে সবুজবর্ণ গাছগুলি ১-২ ফুট লম্বা হয়; গাছের কাণ্ডে ও পাতায় লোম আছে; পাতা খসখসে। ফুল হরিদ্রাবর্ণ; শুঁটি ১-২ ইঞ্চি লম্বা, গোলাকার; কার্ত্তিক মাসে ফুল হয় এবং পৌষ-মাঘ মাসে শুঁটি পাকিয়া থাকে।

ইহার আর এক প্রকার জাতি আছে, উহার গাছ ৩-৪ হাত লম্বা হয়। পাতার ডাঁটায় ও শুঁটিতে লোম আছে; শুঁটি ও কলাই কৃষ্ণবর্ণ। পশ্চিমবঙ্গে আষাঢ় মাসে উচ্চ জমিতে চাষ হয়, শ্রাবণ মাসে ফুল হয় ও আশ্বিন মাসে ফল পাকিয়া থাকে। এই কলাই মাষকলাই অপেক্ষা নিকৃষ্ট; ইহাকে কোন কোন স্থানে কালীকলাই বা ঘেসো মাষকলাই বলে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কলাই বাত, পক্ষাঘাত প্রভৃতি রোগে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগে ব্যবহার হয়। ইহা জ্বরে বলকারক, অর্শ, সর্দ্দি ও যকৃৎদোষে হিতকর। উহার শিকড় সাঁওতালেরা হাড়ের বেদনায় ব্যবহার করে (Campbell)।

মাষকলাই, রেড়ি, আলকুশী এবং বেড়েলার শিকড় প্রত্যেক ½ তোলা পরিমাণ লইয়া যে ক্বাথ প্রস্তুত হয়, সেই ক্বাথে সৈন্ধব লবণ ও হিং মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, বাত, পক্ষাঘাত ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য রোগ আরাম হয়। যথা—

মাষাত্মগুপ্তৈরণ্ড বাট্যালক শতং পিবেৎ।
হিঙ্গুসৈন্ধবসংযুক্তং পক্ষাঘাত নিবারণম্॥ চক্রদত্তঃ

সরিষার তৈলে মাষকলাই ভাজিয়া সেই তৈল বক্ষে মালিশ করিলে সর্দ্দি আরাম হয়।

মাষকলাই অর্শ, বাত ও যকৃৎরোগে বিশেষ হিতকর। (Fig. 206.)

Genus—PISUM Linn.

207. P. sativum Linn. (কাবুলী মটর)

Fig.—Lamarck, Ill, iii, t. 633 ; Journ. Linn. Soc. Bot., xli, t. 1 ; Fig. 10.

Ref.—F. B. I., ii, 203 ; Roxb., F. I.. iii, 321 ; B. P., i, 369 ; Prain, H. H., 192 ; Voigt, H. S., 226.

জন্মস্থান—হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় শীতকালে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. কাবুলী মটর।

ব্যবহার্য্য অংশ—কলাই।

বর্ণনা—দুই জাতীয় মটর আছে—কাবুলী মটর এবং ছোট মটর (Pisum arvense Linn). কাবুলী মটর শ্বেতবর্ণ ; ছোট মটর বা দেশী মটর আকারে ক্ষুদ্র, ইহার দানা ছোট এবং গাত্র ফিকে সবুজবর্ণ ; কেহ কেহ ইহাকে পায়রা মটর বলে। কাবুলী মটরের পত্রিকা ৪-৬টী এবং ছোট মটরের পত্রিকা ২-৪টী হয় ; এইগুলি প্রকৃত এদেশীয় মটর ; কার্ত্তিক মাসে ফুল হয় এবং পৌষ মাসে শুঁটি পাকিয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—মটরের ছাল রুক্ষ ; ইহা অধিক ব্যবহার করিলে পেটের পীড়া হয়। (Fig. 207.)

Genus—PONGAMIA Vent.

208. P. glabra Vent. (ডহর করঞ্জা)

Fig—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 341 ; Rheede, Hort. Mal., vi, t. 3 ; Bedd., Fl. Syl., t. 177.

Ref.—F. B. I., ii, 240 ; Roxb., Fl. Ind., iii, 239 ; B. P., i, 407 ; Prain, H. H., 200 ; Voigt, H. S., 239.

জন্মস্থান—মধ্য এবং পশ্চিম হিমালয় প্রদেশ হইতে সিংহল পর্য্যন্ত স্থানে, কঙ্কনদেশে প্রচুর দেখা যায় ; পশ্চিমবঙ্গ, সুন্দরবন এবং গঙ্গানদীর উভয় তীরে বিস্তর গাছ আছে ; বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলী, ছোটনাগপুর জেলায় জঙ্গলের ধারে ও নদীর ধারে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—স. নক্তমাল, চিরবিল্ব ; বা. ডহর করঞ্জা ; হি. করঞ্জা ; তে. কানুগাচেটু ; তা. পাঙ্গান মারম ; মালাবার, উন্নামারাম্ ; Eng. Indian beech.

ব্যবহার্য্য অংশ—মূলত্বক, পত্র, বীজের শাঁস, কাণ্ডত্বক।

বর্ণনা—মাঝারী গাছ, প্রায় বৎসরের সকল সময়ে পত্র থাকে ; পত্র উজ্জ্বল লোমযুক্ত, মসৃণ, পাকুড়ের পাতার ন্যায়, সবুজবর্ণ, পক্ষাকার। পত্রিকা ৫-৭টী, পত্রদণ্ডের উভয় দিকে থাকে, ২-৫ ইঞ্চি লম্বা ; পত্রের শিরা উভয় দিকে সমান্তরাল। পুষ্পদণ্ড পত্রদণ্ডের সমান, শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট ; এক একটী দণ্ডে বিস্তর ফুল থাকে। পুষ্প শ্বেতবর্ণ, নীলবর্ণ এবং বেগুনে রংয়ের, ½ ইঞ্চি লম্বা, পশ্চাৎ দিক্ রেশমের ন্যায়। পুংকেসর ১৭টী, দশম কেসরটী ফুলের ঠিক মধ্যভাগে থাকে। ফুল শক্ত ও চিক্কণ লোমযুক্ত, ফুলের পশ্চাৎ দিকে নাক আছে ; বোঁটা একটু বক্র। ফল ১½-২ ইঞ্চি লম্বা ও চেপ্টা ডিম্বাকৃতি, অতিশয় শক্ত, ফলের পশ্চাৎভাগ ঈষৎ বক্র ; বীজ ১½-২ ইঞ্চি লম্বা, তৈলে পরিপূর্ণ। করঞ্জার পুষ্পদণ্ড গুচ্ছাকারে সজ্জিত ; চৈত্র-বৈশাখে ফুল হয়। প্রত্যেক ফলে একটী বীজ থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—আয়ুর্ব্বেদমতে ইহার তৈল চর্ম্মরোগে হিতকর ও বাতে বিশেষ ফলপ্রদ। ক্ষতস্থানে পোকা হইলে, ইহার পাতার পুলটিস দিলে পোকা মরিয়া যায় (Dutt)। ছালের রস গণোরিয়া নিবারক। করঞ্জার পাতার ক্বাথ বাতে সেঁক দিলে ও ধোয়াইলে উহা আরাম হয়।

শিকড়ের রস সাধারণ ক্ষত ও অর্শের ক্ষত আরাম করে (Ainsle)। করঞ্জার তৈল চর্ম্মরোগে হিতকর (Pharm. Ind., 79)। ডাক্তার Gibson বলেন, ইহার তৈল পাঁচড়া ও নানাবিধ চর্ম্মরোগের মহৌষধ। ইহার তৈলে চূণ ও লেবুর রস সমভাগে মিশাইয়া যখন পীতবর্ণ হয় তখন ক্ষতে লাগাইতে হয়। ক্ষত যদি পুরাতন হয় তবে উহাতে চাউলমুগরার তৈল, কর্পূর ও গন্ধকযোগে প্রস্তুত করিতে হইবে। ঘায়ের পোকা নষ্ট করিবার জন্য করঞ্জার রস, নিম এবং নিশিন্দা (Vitex negundo) ব্যবহার করিতে হয়। করঞ্জার পত্র, চিত্রা ও গোলমরিচ গুঁড়া করিয়া দধির সহিত মিশ্রিত করিয়া কুষ্ঠে লাগাইলে কুষ্ঠ আরাম হয় (Dymock)।

করঞ্জা হুপিং কাশি ও পুরাতন সর্দ্দিজনিত ফুস্ফুস-প্রদাহে হিতকর (Surg. B. Eers)।

করঞ্জার বীজ, চাকুন্দে এবং কুষ্ঠ বীজ (Aplotaxis auriculata = Sassurea hypoleuca) গোমূত্রে মিশ্রিত করিয়া যে মণ্ড হইবে উহা চর্ম্মরোগে লাগাইলে শীঘ্র আরাম হয়।

ডহর করঞ্জার পত্র-দ্বারা সিদ্ধ যবের যূষ বমন নিবারণ করে ; ইহার বীজ সরিষা ও গোমূত্রে পেষণ করিয়া উরুস্তম্ভে লাগাইলে উরুস্তম্ভ আরাম হয়। পেটের ক্রিমিতে করঞ্জার মূলের রস পান করিলে ক্রিমি নষ্ট হয়। ইহার মূলের ত্বক্ পাকা ফোড়ায় প্রলেপ দিলে উহা বিদীর্ণ হয় (চক্রদত্ত)। হামের প্রাবল্যের সময় ইহার মূলের ত্বক্ জলে পেষণ করিয়া

পান করিলে, হাম আক্রমণ করিতে পারে না। ইহার বীজের শাঁস কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে জলোদর নিবৃত্তি পায়।

অম্লপিত্ত রোগীকে ভোজনের পূর্ব্বে করঞ্জার পত্রের মুকুল গব্যঘৃতে ভাজিয়া সেবন করাইবার পরে অল্প গরম জল পান করাইয়া বমন করাইলে অম্লপিত্ত আরাম হয়। করঞ্জার পত্র ও সরস মূল, আমলকীর রস, মধু ও চিনি মিশাইয়া পান করিলে শোথ, কফ ও পিত্ত জনিত হাম বিনষ্ট হয়।

করঞ্জার বীজ, ঘৃত ও মধু একত্রে সেবন করিলে রক্তপিত্ত নিবারণ হয়। করঞ্জার ছাল পিষিয়া গরম করিয়া গাত্রে লেপন করিলে বিসর্প রোগ নষ্ট হয়। পত্রের রস সরিষার তৈলে প্রক্ষেপপূর্ব্বক পান করিলে শ্লীপদ (গোদ) রোগ নষ্ট হয়।

ডহর করঞ্জা ত্বকের প্রলেপ দিলে অতি কঠিন বিসর্প বসিয়া যায় ও পক্ব স্ফোটক ফাটিয়া পূঁজ বাহির হয়।

ডহর করঞ্জার বীজ, গোমূত্র ও সরিষার সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে উরুস্তম্ভ আরাম হয়।

করঞ্জার শিকড়, নারিকেল দুগ্ধ ও চূণের জল একত্র পান করিলে গনোরিয়া রোগ আরাম হয়। করঞ্জার পাতা পেটফাঁপা, অজীর্ণ ও উদরাময়ে হিতকর। ইহার ফুল বহুমূত্র রোগনাশক এবং ইহার ফল সূতায় বাঁধিয়া গলদেশে ধারণ করিলে ঘুংড়িকাশি আরাম হয় (Ind. Med. Gaz., 1888)। করঞ্জা-পাতার ক্বাথে স্নান করিলে বাতের বেদনা আরাম হয় (Rheede)। (Fig. 208.)

Genus—PROSOPIS Linn.

209. P. specigera Linn. (শমী)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 371 ; Roxb., Cor. Pl., i, t. 63 ; Bedd., Fl. Sylv., t. 56.

Ref.—F. B. I., ii, 288 ; B. P., i, 452 ; Watt, vi, Pt. 1 B, 340 ; Roxb, F. I., ii, 371.

জন্মস্থান—বিহার, পঞ্জাব, সিন্ধুদেশ, রাজপুতনা, গুজরাট, দাক্ষিণাত্য, বঙ্গদেশ।

বিভিন্ন নাম—বা. শমী ; সিন্ধু—কান্দি, শমী ; গুজরাট—সেমরু ; তা. জাম্বু।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল ও ত্বক্।

বর্ণনা—কাঁটাযুক্ত মাঝারী আকারের উদ্ভিদ ; শাখাপ্রশাখা অবনত ও ধূসরবর্ণ। কাষ্ঠ শক্ত, বাহিরের কাষ্ঠ ঈষৎ শ্বেতবর্ণ, ভিতরের কাষ্ঠ পীতের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ। কাঁটা অধিক বা

অল্প পরিমাণ, আবার স্থানে স্থানে থাকে না; কাঁটা ⅛-⅙ ইঞ্চি, সরল ও ধূসরবর্ণ। পত্রিকা ১৬-২৪টী, বোঁটা ছোট, ⅛-½ ইঞ্চি লম্বা, ধূসরবর্ণ ও মসৃণ লোমযুক্ত। ফুল ছোট বোঁটায় থাকে। শীতকালে ফুল ও বর্ষাকালে ফল হয়। ফল ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা, ½ ইঞ্চি মোটা, বোঁটার দিক্ ক্রমশঃ সরু। বীজ ১০-১৫টী, ফিকে ধূসরবর্ণ।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার বীজ ধারক (Stewart)। মধ্যভারতে ইহার ছাল বাতের ঔষধরূপে ব্যবহার হয় (Watt)। (Fig. 209.)

Genus—PSORALEA Linn.

210. P. corylifolia Linn. (হাকুচ)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 300A; Burm. Fl. Ind., t. 49.

Ref.—F. B. I., ii, 103; Roxb., F. I., iii, 387; B. P., i, 429; Prain, H. H., 203; Voigt, H. S., 211.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষের হিমালয় প্রদেশ হইতে সিংহল পর্য্যন্ত ভূভাগে, বঙ্গদেশের হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগনা, বাঁকুড়ায় পতিত জমিতে, রাস্তার ধারে, জঙ্গলের কিনারায়, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. কুষ্ঠনাশিনী; বা. বুচকিদানা (?), হাকুচ, লতাকস্তুরী; উড়িয়া, হি. বাকুচি; তে. কর্পকরিশি; তা. বগিবিট্টুলু।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ—মাত্রা বীজচূর্ণ ১-২ আনা।

বর্ণনা—সরল বর্ষজীবী গুল্ম, গাছ ১-৩ ফুট উচ্চ; শাখা দৃঢ়। পত্র ঈষৎ গোলাকার, হৃৎপিণ্ডাকৃতি, কিনারায় দাঁতযুক্ত, ১-৩ ইঞ্চি লম্বা, পত্রের উপরিভাগে কৃষ্ণবর্ণ দাগ আছে; লম্বা পুষ্পদণ্ডে গুচ্ছবদ্ধ ১-৩০টী ফুল হয়; ফুল পীতবর্ণ। শীতকালে ফুল ও গ্রীষ্মকালে ফল হয়। শুঁটী ছোট, কৃষ্ণবর্ণ ও মসৃণ লোমযুক্ত। যত্ন করিয়া রাখিলে গাছ ৫-৭ বৎসর জীবিত থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—দেশীয় বৈদ্যশাস্ত্রে ইহার বীজ মৃদুবিরেচক এবং রসায়ন, কুষ্ঠ ও চর্ম্মরোগে ইহার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগ হয়; ইহা কৃমিনাশক (Dymock)। কঙ্কনদেশে ইহার বীজ হইতে নিষ্কাশিত তৈল চর্ম্মরোগে ব্যবহৃত হয় (Dymock)। ইহার বীজের তৈল কুষ্ঠে প্রয়োগ হয়, তাহাতে শ্বেতবর্ণ দাগগুলি অন্তর্হিত হয়। ইহার বীজ মৃদুবিরেচক, উত্তেজক, কামোত্তেজক ও কৃমিনাশক। ইহার বীজ পাকস্থলীর সংশোধক ও কুষ্ঠনাশক (K. L. Dey)। (Fig. 210.)

Genus—PTEROCARPUS Linn.

211. P. santalinus Linn. (রক্তচন্দন)

Fig.—Bedd., Fl. Sylv., t. 22 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 339.

Ref.—F. B. I., ii. 239 ; Roxb., F. I., iii. 234 ; Watt, VI, Pt. 1 B., 357.

জন্মস্থান—দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাংশে এবং উত্তর আর্কট নামক স্থানে দেখা যায়, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. বা. রক্তচন্দন ; তে. কুচন্দন ; বম্বে—রতনজিলি ; তা. সেনসান্দানাম্ ; Eng. Red Sandalwood.

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ।

বর্ণনা—বড় গাছ ২৫-৩০ ফুট উচ্চ। বল্কল কৃষ্ণবর্ণের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ। কাষ্ঠ শক্ত, বাহিরের কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ, ভিতরের কাষ্ঠ রক্তবর্ণ। পত্রিকার মস্তকভাগ কিঞ্চিৎ চাপা, ৩-৫ ইঞ্চি পর্য্যন্ত জন্মে, চামড়ার ন্যায় শক্ত, পত্রিকার উভয় দিকই গোলাকার ; নিম্নে মসৃণ অস্পষ্ট লোম আছে। পুষ্পদণ্ড লম্বা, উহার চতুর্দ্দিকে ফুল হয়। পুংকেসর ২-৩টি। শুঁটি পশমময়। গ্রীষ্মকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত লেখকদের মতে তিন প্রকার চন্দন গাছ আছে—শ্বেত, পীত ও রক্ত চন্দন। রক্তচন্দন ধারক, বলকারক। ইহা মাথাধরা ও প্রদাহ নিবারণ করে এবং চর্ম্মরোগ, জর ও ফোঁড়ার শান্তিকর এবং চক্ষুর দীপ্তিবর্দ্ধক। মাথা ধরিলে কপালে লাগাইলে মাথাধরা আরাম হয় (Beadon-Powell)।

চন্দনের কাষ্ঠ জলে রগড়াইয়া লিঙ্গ ধৌত করিলে উহার ফুলা কমিয়া যায় (Surg. Gray)।

চন্দন কাষ্ঠের ক্বাথ ধারক এবং পুরাতন রক্তআমাশয় নিবারণ করে (Dutt)। মাত্রা—কাষ্ঠ ½-১ তোলা, তৈল ৫-১৫ ফোঁটা। (Fig. 211.)

212. P. marsupium Roxb. (পীতশাল)

Fig.—Bedd., Fl. Syl. t. 21 ; Roxb., Cor. Pl., t. 116 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 340.

Ref.—F. B. I., ii. 239 ; Roxb., Fl. I., iii. 234 ; B. P., 412.

জন্মস্থান—মধ্য এবং দক্ষিণ ভারতবর্ষ, মান্দ্রাজ, রাজমহলের পাহাড়, বেহার ; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা. পীতশাল ; হি. বিজাসর ; তা. ভেঙ্গাই ; তে. পেদ্দাগী।

ব্যবহার্য্য অংশ—আঠা ও ত্বক্।

বর্ণনা—বৃহৎকায় বৃক্ষ, ৩০-৪০ ফুট উচ্চ, শরৎকালে পাতা পড়িয়া যায়। ত্বক ১ ইঞ্চি, ধূসরবর্ণ, গাছের গাত্রে লম্বাদিকে কাটা ; কাষ্ঠ শক্ত। ইহার আঠা লালবর্ণ। পত্রে নরম লোম আছে। পত্রিকা ৫-৭টি, লম্বাকৃতি ও স্থূলাগ্র, পাতা বড় হইলে মসৃণ লোমদ্বারা আবৃত। পত্রের শিরা ১৫-২০ জোড়া। ফুল পীতবর্ণ কিংবা শ্বেতবর্ণ। ফুলের পাপড়ি সবুজবর্ণ, ½-⅓ ইঞ্চি। শুঁটি ১½-২ ইঞ্চি চওড়া, ইহাতে ২টি বীজ থাকে ; শুঁটির পক্ষ ½-⅔ ইঞ্চি। বর্ষাকালে ফুল ও গ্রীষ্মকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—হিন্দু ও মুসলমান বৈদ্যেরা ইহার আঠা দাঁতের বেদনা নিবারক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন (Ainslie)।

গোয়া দেশে গাছের ছাল ধারক ঔষধরূপে ব্যবহার করে (Dymock)। ইহার আঠা উদরাময়, অম্ল ও দম্‌কা ভেদ নিবারণ করে ; ছোট ছোট বালকদের ও রুগ্ন স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে বিশেষ হিতকর (Pharm. Ind.)। Dr. Rumphius বলেন যে ইহার আঠা উদরাময় নিবারণ করে এবং পাতা ছেঁচিয়া বাহিক প্রলেপ দিলে ফোড়া, সকল প্রকার ক্ষত এবং চর্ম্মরোগ নিবারিত হয়। (Fig. 212.)

Genus—SARACA Linn.

213. S. indica Linn. (অশোক)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., v, t. 59 ; Wight, I. C., t. 206 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 360.

Ref.—F. B. I., ii. 271 ; Roxb., F. I., ii. 280 ; B. P., i, 444 ; Prain, H. H., 206 ; Voigt, H. S., 246.

জন্মস্থান—পূর্ব্ববঙ্গ, দক্ষিণ ভারত, আরাকান, টেনাসরিম, বঙ্গদেশের বাগানে বসান হয়, চট্টগ্রামে বহু পরিমাণে দেখা যায় ; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়ায় অনেক বাগানে যত্নে বসাইয়া থাকে ; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুরে অনেক গাছ আছে।

বিভিন্ন নাম—স. বা. হি. অশোক ; কঙ্কন—আস্থনকার ; বম্বে—অশোক।

ব্যবহার্য্য অংশ—ত্বক্ ও বীজ।

বর্ণনা—শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট বৃক্ষ, ২৫-৩০ ফুট উচ্চ। পত্রবৃন্ত ছোট ; পত্রিকা লম্বা, পত্রের অগ্রভাগ সরু। পত্র ৩-৯ ইঞ্চি লম্বা, ঘন-সন্নিবদ্ধ। ফুল লাল, গুচ্ছবদ্ধ হয়, পাপড়ি ⅓-½ ইঞ্চি লম্বা, পুংকেসর পাপড়ির ৩ গুণ। শুঁটি ৩-১০ ইঞ্চি লম্বা এবং ১½-২ ইঞ্চি

চওড়া। বীজ ৪-৮টি হয়, লম্বাকৃতি ও চেপ্টা। ফুলের গন্ধ রাত্রিকালে বাহির হয়। মার্চ্চ ও এপ্রেল মাসে ফুল এবং আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে ফল হয়। ফুল ফুটিলে গাছের অতিশয় বাহার হয়। এই গাছ দেখিতে কতকটা Amherstia nobilis এবং আমেরিকা দেশীয় Brownea গাছের তুল্য। বাগানের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য এই গাছ বাগানে বসান যাইতে পারে। ভাবপ্রকাশে অশোককে অঙ্গনাপ্রিয় বলিয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—হিন্দু কবিরাজগণ ইহার ত্বক্‌কে স্ত্রীলোকদিগের যাবতীয় ঋতু-কালীন পীড়ায়, বিশেষতঃ রক্তপ্রদর রোগে অতি মূল্যবান্ ঔষধ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ইহা বাধকরোগের পক্ষেও বিশেষ ফলপ্রদ। অশোক গাছের ছাল ১ তোলা, দুগ্ধ ৮ তোলা এবং জল ৩২ তোলা, এইগুলি একত্রে অগ্নিতে সিদ্ধ করিয়া, যে পর্য্যন্ত না মাত্র ৯ তোলা অবশিষ্ট থাকে ততক্ষণ জ্বাল দিতে হইবে; অনন্তর সেই ক্বাথ বাধকের বেদনার সময় দিবসে ২।৩ বার সেবন করিতে হইবে। বৈদ্যকে লিখিত আছে :—

অশোকবল্কলক্বাথশৃতং দুগ্ধং সুশীতলম্।
যথাবলং পিবেৎপ্রাতস্তীব্রাসৃগ্‌দর নাশনম্॥ চক্রদত্তঃ

অশোক বীজ পেষণ করিয়া পান করিলে মূত্রাঘাত ও অশ্মরী আরাম হয়। রক্তপ্রদরে অশোক ছাল কুট্টিত ২ তোলা, দুগ্ধ ½ পোয়া এবং জল দেড়পোয়া, দুগ্ধাবশেষ থাকিতে ইহার ক্বাথ পান করিবে; কিন্তু প্রদর রোগে অনেক সময় রক্তস্রাব কম হইলে মন্দ ফল হয় এবং প্রদর রোগীর যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়। অতএব প্রদরে অশোক বিশেষ কার্য্যকর বলিয়া বোধ হয় না। অশোকের ক্বাথ দুগ্ধের সহিত পান করিলে জরায়ু-সম্বন্ধীয় রোগে বিশেষ উপকার হয়। ফুলের গুঁড়া জলের সহিত পান করিলে রক্তআমাশয় আরাম হয়। চৈত্র মাসে অশোক-অষ্টমী (শুক্ল পক্ষের) দিনে স্ত্রীলোকেরা ফুলের কুঁড়ি জলে ভিজাইয়া পান করে। কথিত আছে যে এই গাছে লুক্কায়িত মদনকে মহাদেব ভস্ম করিয়াছিলেন। (Fig. 213.)

Genus – SESBANIA Scop.

214. S. ægyptiaca Pers. (জয়ন্তী)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 303.

Ref.—F. B. I., ii, 114; B. P., i, 403; Watt, vi, Pt. 2, 543; Prain, H. H., 199; Voigt, H. S., 216.

জন্মস্থান—ইহা আফ্রিকাদেশীয় গাছ, বঙ্গদেশে বাগানে চাষ হয়, হুগলী, হাওড়া ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া; হিমালয় প্রদেশ হইতে সিংহল পর্য্যন্ত ভূভাগে এবং শ্যামদেশে জন্মে। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. জয়ন্তী, কেশরুহা; বা. জয়ন্তী; তা. চম্পাই; তে. সোমান্তি; মারহাট্টা—সেনারী।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, ফুল, মূল ও বীজ।

বর্ণনা—এই গাছ ৬-১০ ফুট উচ্চ। পত্র দেখিতে তেঁতুল পত্রের ন্যায়, ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা; পত্রিকা ২১-২৪টী, মসৃণ লোমযুক্ত। ফুল ½-¾ ইঞ্চি, পীতবর্ণ। এই গাছ আরও দুই জাতীয় আছে—Sesbania picta Pers. এবং S. bi-color W. & A. (Bot. Reg., t. 873). ইহাদের ফুলে গাঢ় লালবর্ণ টিপ টিপ দাগ আছে। প্রত্যেক পুষ্পদণ্ডে ৩-১২টী ফুল থাকে। শুঁটি ৬-৯ ইঞ্চি লম্বা ও সরু। শুঁটির ভিতর দুইটী বীজের মধ্যস্থল সঙ্কুচিত। বর্ষাকালে এবং শীতকালে ফুল এবং ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ফুল মস্তকে ধারণ করিলে জ্বর আরাম হয়। মূলের ক্বাথ মধুসহ পান করিলে মধুমেহ আরাম হয়। যখন বসন্ত আরম্ভ হয় তখন ২০।২৫টি জয়ন্তী বীজ গব্যঘৃতসহ পান করিলে আর বসন্ত হইবার ভয় থাকে না। সর্দ্দি হইলে জয়ন্তী পাতা পিষ্ট করিয়া কলাপাতার মধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক অগ্নিতে সেঁকিয়া সৈন্ধব লবণ ও সরিষার তৈলের সহিত পান করিলে আর সর্দ্দি নির্গত হয় না এবং উহা একেবারে সারিয়া যায়।

পুরাতন গুড়ের সহিত পিষ্ট জয়ন্তী ফুল ঋতুর ৩ দিন সেবন করিলে আর গর্ভ হয় না, বন্ধ হইয়া যায়।

যে সকল লোকের সকল ঋতুতেই সর্দ্দি হয় এবং প্রচুর স্রাব নির্গত হয়, জয়ন্তী পাতা ভাজিয়া খাইলে তাহাদের বিশেষ উপকার হয়। জয়ন্তী পাতা পিষ্ট করিয়া ময়দার সহিত রুটি প্রস্তুত করিয়া খাইলে মধুমেহ আরাম হয়, প্রস্রাবের পরিমাণ কমিয়া যায়, মূত্রে শর্করা থাকে না।

জয়ন্তীর বীজ ব্যবহার করিলে প্লীহা কমিয়া যায় (Dymock). কোন স্থানে উদ্ভেদ হইলে, ইহার তৈলের বীজ প্রয়োগ করিলে এবং ইহার ছালের রস পান করিলে, উদ্ভেদ কমিয়া যায় (Watt)। পাতার পুলটিস দিলে বাতের ফুলা এবং অণ্ডকোষ বৃদ্ধি কমিয়া যায় এবং ফোড়া বসিয়া যায়। ইহার শিকড় ছেঁচিয়া বৃশ্চিকদষ্ট স্থানে লাগাইলে যন্ত্রণা নিবারণ হয় (Watt)। জয়ন্তীর বীজ উত্তেজক ও ঋতুকর। (Fig. 214.)

215. S. grandiflora Pers. (বাসনা, বক)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., i, t. 51 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 305.

Ref.—F. B. I., ii. 115 ; Roxb., F. I., iii, 331 ; B. P., i. 404 ; Watt, vi, Pt. 2, 544 ; Prain, H. H., 200 ; Voigt, H. S., 216.

জন্মস্থান—দক্ষিণ ভারত, বর্ম্মা, গঙ্গার তীরবর্ত্তী ভূভাগ, বঙ্গদেশে বাগানে ফুলের জন্য রোপণ করে; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর। মালয় দেশীয় গাছ।

বিভিন্ন নাম—স. অগতি, অগস্তি; বা. বক, বাসনা ফুল; তা. অগতি; তে. অবিষি।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, ত্বক্, ফুল ও শিকড়।

বর্ণনা—২০-৩০ ফুট উচ্চ উদ্ভিদ্; শাখা ফাঁক ফাঁক হয়। পত্র ½-১ ফুট। পত্রিকা ৪১-৬১টি, লম্বাকৃতি, ফিকে সবুজবর্ণ। ফুল ২-৪ ইঞ্চি, ছোট বোঁটায় থাকে, শ্বেত ও রক্তবর্ণ। ফুলের অগ্রভাগ বক্র; পাপড়ি ৫টি, সবগুলি সমান নহে। কোনটি বেশী চওড়া কোনটি কম চওড়া। শুঁটি ১ ফুট লম্বা, ঈষৎ বক্র, গোলাকার ও লম্বা। ফুল ও শুটি মানুষে খায়। প্রায় সারা বৎসর ধরিয়া ফুল থাকে এবং শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—অগস্তির পত্র রাতকাণাদিগের পক্ষে হিতকর। ইহা শিলায় পেষণ করিয়া গব্যঘৃতসহ পাক করিয়া সেই ঘৃত পান করিলে রাতকাণা আরাম হয়। পাক করিবার প্রণালী: গব্যঘৃত ১ সের এবং শিলাপিষ্ট অগস্তির পত্র ১ পোয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে, তৎপরে কাপড়ে ছাঁকিয়া সেই ঘৃত ¼-½ তোলা মাত্রায় সেবন করিবে (চক্রদত্ত)।

যাহাদের ২ দিন অন্তর জর হয়, অগস্তির পাতার রস জরের দিন নস্য লইলে উহা আরাম হইয়া যায় (চক্রদত্ত)।

বকফুলচূর্ণ মহিষের দুগ্ধে মিশাইয়া দধি প্রস্তুত করিয়া তাহা হইতে মাখন তুলিয়া গায়ে মাখিলে বাতরক্তজনিত গায়ের ফাটা আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)। বকফুলের পাতার রস সর্দ্দি, মাথাধরা আরাম করে এবং নাক দিয়া সর্দ্দি নির্গত করাইয়া দেয়। লাল বকফুলের শিকড় জলে বাটিয়া বাতে লাগাইলে বাত আরাম হয়। ইহার শিকড়ের রস ১ কিংবা ২ তোলা পরিমাণ মধুমিশ্রিত করিয়া খাইলে সর্দ্দিস্রাব নির্গত হয়।

ধুতুরার মূল এবং ইহার মূল বাটিয়া সমপরিমাণ লইয়া ফুলায় লাগাইলে ফুলা আরাম হয় (Dymock)। কোন স্থান মোচড়াইয়া গেলে পাতার পুলটিস দিলে এবং ফুলের রস বাহির করিয়া চক্ষে দিলে চক্ষুর তিমির-দৃষ্টি আরাম হয় (Murray)।

ইহার ছাল সঙ্কোচক এবং বলকারক। ছালের কাঁচা রস বসন্ত রোগে হিতকর এবং শিম্বি (শুঁটি) অতিশয় রেচক।

অগস্তি পত্রং মরিচং মূত্রেণ পরিপেষিতম্।
নস্যে শস্তমপস্মারং হন্তি শীঘ্রং নরস্যতু॥

মরিচচূর্ণ যোগে অগস্তি পত্রের রস নস্য লইলে অপস্মার আরাম হয়। (Fig. 215.)

Cenus—TEPHROSIA Pers.

216. T. purpurea Pers. (বননীল)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., i, t. 55 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 302 B.

Ref.—F. B. I., ii. 112 ; Roxb., F. I., iii. 386 ; B. P., i. 405 ; Prain, H. H., 200 ; Voigt, H. S., 215.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র, রাস্তার ধারে ও পতিত জমিতে বহু পরিমাণে জন্মে ; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বোটানিক গার্ডেন ও উহার নিকটবর্ত্তী স্থানে বহু জন্মে।

বিভিন্ন নাম—স. শরপুঙ্খা, রক্ত শরপুঙ্খা ; বা. বননীল ; তা. কমুক-কি-বেলাই ; তে. বেম্পালি।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়, শিকড়ের ছাল, ছাল, পাতা ও বীজ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী বহুশাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। পাতার বোঁটা ছোট, ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা। পত্রিকা ১৩-২১টি থাকে, সরু, অগ্রভাগ মোটা ও সবুজবর্ণ ; উপরিভাগ সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, অধোদেশ পশমের মত লোমযুক্ত। পুষ্পদণ্ড ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, নিম্নে ফুল হয় ; পুষ্পবৃন্ত ⅛-⅙ ইঞ্চি, বহির্ব্বাস ⅛-⅙ ইঞ্চি, লালবর্ণ। শুঁটি ১½-২ ইঞ্চি, ঈষৎ বক্র ; ইহাতে ৬-১০টি বীজ থাকে। বর্ষাকালে ফুল এবং শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—দেশীয় চিকিৎসকগণ ইহাকে মূত্রকর, সর্দ্দিনিবারক ও পৈত্তিক জ্বর নাশক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বক্ষে সর্দ্দি বসিয়া যাইলে ইহার দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। ইহা যকৃৎ, প্লীহা ও মূত্রযন্ত্রের উপর কাজ করে। ইহার রক্ত পরিষ্কার করিবার শক্তি আছে এবং ইহা ফোড়া ও চুলকানি নাশক। পাতার রস ২ ভাগ, সিদ্ধ পাতার রস ১ ভাগ, রক্ত-অর্শ নিবারক বলিয়া কথিত আছে ; ইহার সহিত গোল-মরিচ দিলে মূত্রকর, বিশেষতঃ গণোরিয়া নিবারক (Dymock)। ইহার শিকড় পুরাতন গণোরিয়া নিবারক (O'Shaughnessy)।

বননীলের রস পান করিলে রক্ত পরিষ্কার হয় এবং বীজের কাথ স্নিগ্ধকর (Dr. Stewart)। এই গাছ বলকারক ও ধারক ; টাটকা শিকড়ের ছাল হইতে বটিকা প্রস্তুত করিয়া গোলমরিচযোগে সেবন করিলে দারুণ পেটবেদনা আরাম হয় (Watt)। (Fig. 116.)

217. T. villosa Pers. (শ্বেত বননীল)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 302.

Ref.—F. B. I., ii. 113 ; B. P., i. 405 ; Roxb., F. I., iii. 385.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ, বঙ্গদেশ, হুগলী জেলার বহুস্থানে রাস্তার ধারে জন্মে; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. শ্বেত শরপুঙ্খা; বা. শ্বেত বননীল।

ব্যবহার্য্য অংশ—পাতার রস।

বর্ণনা—ইহা উপরোক্ত গাছের মত, তবে ডাঁটা একটু শক্ত এবং শ্বেতবর্ণ লোম দ্বারা আবৃত। পত্রদণ্ড ক্ষুদ্র, ২-৩ ইঞ্চি লম্বা ও বিস্তৃত। পত্রিকা ১৩-১৯টি, ধূসরবর্ণ, সবুজ; পাতার নিম্নদিক রেশমের ন্যায়। ফুল অবনত, ফিকে লালবর্ণ, পুং ও স্ত্রী কেসর দণ্ড লোমযুক্ত। শুঁটি ১-১½ ইঞ্চি লম্বা, ⅙-⅛ ইঞ্চি চওড়া। সারাবৎসর ধরিয়া ফুল ও ফল থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পাতুকোটা নামক স্থানে ইহার পাতার রস শোথ রোগে ব্যবহৃত হয় (Pharm. Ind.)। (Fig. 217.)

Genus—TERAMNUS Sw.

218. T. labialis Spr. (মাষানী)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 315.

Ref.—F. B. I., ii. 184; Roxb., F. I., iii. 318; B. P., i. 393; Prain, H. H., 197; Voigt, H. S., 214.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র জঙ্গলের ধারে ও পতিত জমিতে দেখা যায়; হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. মাষপর্ণী, সিংহমুখী; বা. মাষানী, বনকলাই।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ। মাত্রা ২-৪ আনা।

বর্ণনা—লতানে উদ্ভিদ, লতা অপর গাছে জড়াইয়া উঠে; শরৎকালে পত্র পড়িয়া যায়। পত্র ½-১½ ইঞ্চি; পত্রিকা ৩টি, সবুজবর্ণ, উপরে লোমযুক্ত, নিম্নভাগ ধূসরবর্ণ ও অধিক লোমযুক্ত, ডিম্বাকৃতি, ১-২ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পদণ্ড ১-৪ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্প ঈষৎ লালবর্ণ, বহির্ব্বাস ⅛-⅙ ইঞ্চি, দাঁতযুক্ত। শুঁটি লম্বা, লোমযুক্ত এবং ঈষৎ বক্র, ১½-২ ইঞ্চি লম্বা; শুঁটিতে ৮-১০টি বীজ আছে। কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে ফুল এবং পৌষ ও মাঘ মাসে ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—নির্ঘণ্টুকারের মতে ইহা স্নিগ্ধকর, মিষ্ট এবং ধারক, শুক্রবর্দ্ধক ও শারীরিক বল বৃদ্ধিকর। মাষানী ক্ষয়কাশ, জ্বর এবং বায়ু, পিত্ত ও রক্তের দোষ নিবারক। (Fig. 218.)

Genus—TRIGONELLA Linn.

219. T. foenum-graecum Linn. (বড় মেথি)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 290 B.

Ref.—F. B. I., ii. 87 ; Roxb., F. I., iii. 389 ; B. P., i. 414 ; Prain, H. H., 201 ; Voigt, H. S., 209.

জন্মস্থান—ভারতের বহু স্থানে চাষ হয়, পঞ্জাব ও কাশ্মীরের অরণ্যে আপনা আপনি জন্মে ; বঙ্গদেশে হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়ায় অল্প পরিমাণে চাষ হয়। আদি জন্মস্থান দক্ষিণ ইউরোপ।

বিভিন্ন নাম—স. মেথি ; বা. মেথি, বড় মেথি ; তে. মেনতুলা ; তা. তেনদায়াম্ ; হি. মেথি ; Eng. Indian sweet fennel.

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ ও গাছ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গাছ, লম্বা ও সূক্ষ্ম লোমযুক্ত ; পত্রিকা ১ ইঞ্চি লম্বা, অগ্রভাগ কাটা কাটা ও ৩ অংশে বিভক্ত। ফুল ১টি কিংবা ২টি একত্রে হয় ; ইহার বোঁটা ছোট, পাতার গোড়া হইতে বাহির হয়। শুঁটি ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, প্রত্যেক শুঁটিতে ১০-২০টি বীজ থাকে। পৌষ ও মাঘ মাসে চাষ হয়। মাঘ ও চৈত্র মাসে ফুল ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা হইতে কয়েকটি শাস্ত্রীয় ঔষধ প্রস্তুত হয় ; যথা, মেথিমোদক, স্বল্প মেথিমোদক ; এগুলি অম্ল, ক্ষুধাহীনতা, প্রসূতিদিগের উদরাময় এবং বাতরোগে ব্যবহার হয়।

হাকিমেরা ইহার গাছ ও বীজকে মূত্রকর, শোথ নিবারক, পুরাতন সর্দ্দি এবং বর্দ্ধিত প্লীহা ও যকৃৎ রোগে ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। ইহার পাতার পুলটিস দিলে ফুলা এবং অগ্নিদাহজনিত ক্ষত আরাম হয়। ইহাতে কেশপতন আরাম হয়। মেথি ভাজিয়া গুঁড়া করিয়া সেবন করিলে রক্তআমাশয় রোগের নিবৃত্তি হয়। মেথি গাছ ভাজিয়া খাইতে বেশ মিষ্ট, ইহার দ্বারা প্রকুপিত পিত্ত দমন হয়। বীজের গুঁড়া পশুদিগের ঔষধরূপে ব্যবহার হয়। (Fig. 219.)

Genus—TAMARINDUS Linn.

220. T. indicus Linn. (তেঁতুল)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 361.

Ref.—F. B. I., ii, 273 ; Roxb., F. I., ii, 215 ; B. P., i, 444 ; Watt, vi, Pt. 3B, 404 ; Prain, H. H., 206 ; Voigt, H. S., 247.

1034B—24

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে, বর্ম্মা প্রভৃতি স্থানে জন্মে; বঙ্গদেশে, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, যশোহর প্রভৃতি জেলায় বহু পরিমাণে রোপিত হয়। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর ও উহার নিকটবর্ত্তী অনেক স্থানে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—স. তিন্তিড়ী; বা. তেঁতুল; হি. ইমলি; তা. পুলি; তে. চিন্তা।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফুল, বীজ, শাঁস ও পত্র।

বর্ণনা—পত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষ; ২০-২৫ ফুট উচ্চ হয়। পত্র পক্ষাকার, পত্রিকা ২০-৪০টী হয়, অগ্রভাগ গোলাকার ঈষৎ মোটা। ফুল একস্থানে অনেকগুলি জন্মে। ফুলের পাপড়ি নৌকার ন্যায় ফুলটীকে ঘেরিয়া থাকে; নীচের পাপড়ি ½ ইঞ্চি লম্বা, পীতবর্ণ, লাল দাগবিশিষ্ট। শুঁটি ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, এক ইঞ্চি কিংবা অধিক গোলাকার। প্রত্যেক শুঁটিতে ৩-১০টী বীজ থাকে। তেঁতুল গাছের তলায় কোন গাছ জন্মে না। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে ফুল এবং পৌষ ও মাঘ মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পাকা তেঁতুল হজমী, ক্রিমিনাশক এবং ধারক; পিত্তপ্রকোপে গা-হাত জ্বালা করিলে তেঁতুল খাইলে উপশম হয়। তেঁতুলের শাঁস খাইলে ধুতুরা, মদ্য প্রভৃতির মাদকতা শক্তি নষ্ট করে। তেঁতুল খোলার ভস্ম অনেক ঔষধে ব্যবহার হয়। তেঁতুলের শাঁস এবং পাতার পুল্টিস আঘাতজনিত বেদনার উপশম করে (Dutta)। হাকিমদের মতে তেঁতুলের শাঁস ধারক, এবং দারুণ পৈত্তিক বমনে ও পিত্তপ্রকোপে ব্যবহার হয়।

তেঁতুলের বীজ ধারক, ইহা সিদ্ধ করিয়া ফোড়ায় পুল্টিস দিলে ফোড়া ফাটিয়া যায়। তেঁতুলের বীজ গুঁড়া করিয়া মণ্ড প্রস্তুত করিয়া কপালে লাগাইলে সর্দ্দিজনিত মাথাধরা আরাম হয়। তেঁতুলের পাতা ছেঁচিয়া জলের সহিত খাইলে পৈত্তিক জ্বর ও মূত্রত্যাগের জ্বালা কমিয়া যায়। পাতার প্রলেপ দিলে আঘাতজনিত বেদনা ও ফুলা কমিয়া যায়। তেঁতুল পাতার রস রক্ত-অর্শ নিবারক; ছাল ধারক ও জ্বরনাশক (Dymock)।

তেঁতুল পাতা সিদ্ধ গরম জলে কাপড় ভিজাইয়া কিংবা পিষ্টপত্র গরম করিয়া শোথে দিলে শোথ আরাম হয়।

হরিদ্রা ও তেঁতুল পাতা শীতল জলে পেষণ করিয়া সেবন করিলে বসন্ত আরাম হয়। তেঁতুল পাতার রস নূতন সর্দ্দির পক্ষে হিতকর। তেঁতুল গাছের স্বতঃপতিত ত্বক অল্প অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া পান করিলে গুল্ম ও অজীর্ণ আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)। তালের তাড়ির সহিত তেঁতুল পাতা সিদ্ধ করিয়া অল্প গরম থাকিতে বাতে প্রলেপ দিলে বাত আরাম হয়।

পুরাতন তেঁতুল বীজের শাঁস সেবন করিলে কোষ্ঠবদ্ধতা আরাম হয়। তেঁতুল পাতা সিদ্ধ জল গলার ঘায়ে হিতকর, এবং ছাল সঙ্কোচক ও বলকারক। তেঁতুলের হাওয়া

অস্বাস্থ্যকর বলিয়া হিন্দুরা নির্দ্দেশ করেন। কোন কোন স্থানে তেঁতুল তামাকের সহিত ভেজাল দিয়া থাকে। (Fig. 220.)

Genus—GLYCYRRHIZA Tourn ex Linn.

221. G. glabra Linn. (যষ্টিমধু)

Fig.—Bentley, Trim., Med. Pl., ii, t. 74; Woodville, Med. Bot., iii, t. 152 (1832); Lamarck, Ill., iii, t. 625, Fig. 2 (1797); Baillon, Dict. Bot., ii, t. 712.

Ref.—Lindley, Med. & Oecon. Bot., 171 (1849); Pflanzenfam., iii, 111, 300 (1894); Pammel, Man. Poison. Pl., 528 (1911).

জন্মস্থান—উত্তর আফ্রিকা, গ্রীস, সিরিয়া, এসিয়া মাইনর, পারস্য, আফগানিস্থান, দক্ষিণ রুশিয়া, চীন, তুরস্ক। এক্ষণে পঞ্জাব, সিন্ধুদেশ এবং পেশোয়ারে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—স. বা. ক্লীতনক, যষ্টিমধু; হি. মিঠিলাকদী; তে. যষ্টিমধুকম্; তা. অতিমধুরম্; আরবী—আসলুসি-ইসা; Eng. Liquorice.

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল। মাত্রা—মূল চূর্ণ ২-৪ আনা।

বর্ণনা—বহুবর্ষজীবী গুল্ম; মূল মোটা, গোলাকার ও লম্বাভাবে মাটীতে প্রবেশ করে। মূলে বহু শাখাপ্রশাখা হয়। ইহার মূল লম্বা, লাল অথবা নেবু রঙবিশিষ্ট; মূলের অভ্যন্তর ফিকে পীত বা হরিদ্রাবর্ণ। কাণ্ড ২-৪ ফুট উচ্চ হয়, বহু শাখাবিশিষ্ট, সরল ও নরম। পত্র পত্রদণ্ডের উভয় দিকে সমান্তরালভাবে জন্মে। পত্রিকা পক্ষাকার ৪-৭ জোড়া এবং অগ্রভাগে একটি পত্রিকা হয়। পত্রবৃন্ত ক্ষুদ্র, পত্র দেখিতে ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সোজা, মসৃণ, পত্রের উভয় দিক গাঢ় সবুজবর্ণ। পুষ্পবৃন্ত ক্ষুদ্র, ১-৩ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্প পুষ্পদণ্ডের উভয় পার্শ্বে জন্মে। পাপড়ি ফিকে গোলাপী রঙবিশিষ্ট। শুঁটি ১ ইঞ্চি লম্বা ও চেপ্টা; বীজদ্বয়ের মধ্যস্থিত স্থান সঙ্কুচিত, ফিকে ধূসরবর্ণ; শুঁটিতে ২-৫টী বীজ থাকে, বীজ দেখিতে ঈষৎ গোলাকার, চেপ্টা, চতুষ্কোণ, ⅛ ইঞ্চি, গাঢ় ধূসরবর্ণ। মার্চ্চ মাসে ফুল এবং আগষ্ট মাসে ফল হয়।

ইহার অনেকগুলি উপজাতি আছে তন্মধ্যে G. echinata Linn. নামক যষ্টিমধু দক্ষিণ রুশিয়া ও এসিয়া মাইনরে জন্মে (Hayne, vi, t. 41)। গাছের মৃত্তিকা অভ্যন্তরস্থ মূল শিকড় ও সরু সরু শিকড়গুলি তুলিয়া জলে ধৌত করে, তৎপরে উহা লম্বা লম্বা করিয়া কাটিয়া টাট্কা অথবা শুষ্ক অবস্থায় বাজারে বিক্রয় হয়। আমাদের দেশে যে যষ্টিমধু বিক্রয় হয় উহা জার্ম্মানী, রুশিয়া, মিশর, তুরস্ক প্রভৃতি স্থান হইতে আমদানি হয়।

যষ্টিমধুর সাধারণ সংস্কৃত নাম ক্লীতনক। সাধারণত ক্লীতনক দুই প্রকার—মরুদেশজাত ক্লীতনককে স্থলজ ক্লীতনক এবং জলবহুল দেশজাত যষ্টিমধুকে আনূপ ক্লীতনক বলে। মুসলমান

বৈদ্যেরা তিন প্রকার যষ্টিমধুর উল্লেখ করিয়াছেন—মিশরীয়, আরবীয় ও তুরস্কীয়। ইহার মধ্যে মিসর দেশজাত যষ্টিমধু শ্রেষ্ঠ, আরব দেশজাত মধ্যম ও তুরস্ক দেশজাত অধম। মিসর ও আরব দেশজাত যষ্টিমধু মিষ্ট। আজকাল বাজারে যে যষ্টিমধু পাওয়া যায় উহা পঞ্জাব ও সিন্ধুদেশজাত ; উহা উৎকৃষ্ট নহে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—উৎকৃষ্ট যষ্টিমধু দুগ্ধের সহিত পান করিলে বেশ রসায়নের কাজ করে। যষ্টিমধু এবং কিসমিস দুগ্ধসহ পান করিলে মূত্ররোগ আরাম হয়। শ্বেতচন্দন ও যষ্টিমধু দুগ্ধে পেষণ করিয়া পান করিলে রক্তবমন নিবৃত্ত হয়। মধুর সহিত যষ্টিমধু চূর্ণ সেবন করিলে পাণ্ডুরোগ আরাম হয়। ইহা চিনি ও জলের সহিত পান করিলে হৃদ্‌রোগ আরাম হয়। ক্ষীণকায় বা ভগ্নস্বাস্থ্য ব্যক্তি দুগ্ধ ও শুণ্ঠীযোগে এক মাস পান করিলে বলবান্ হয় ও শরীরের পুষ্টিলাভ হয়। ইহা স্নিগ্ধকর, কফনাশক ও উত্তেজক। যষ্টিমধুর গুঁড়া সেবন করিলে কাশ, স্বরভঙ্গ ও শ্বাস আরাম হয়।

যষ্টিমধু চূর্ণ নেবুর রসের সহিত পান করিলে সর্দ্দি আরাম হয়। যষ্টিমধুর ক্বাথ, পিষ্টক এবং অরিষ্ট, শ্বাসযন্ত্র, মূত্রযন্ত্র ও পাকস্থলীর রোগে বিশেষ হিতকর; ইহা হাঁপানি, স্বরভঙ্গ ও মূত্ররোগনাশক ও মূত্রের সংশোধক। যষ্টিমধুর অরিষ্ট এবং রসে ঘৃত, লজেঞ্জুস প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। যষ্টিমধু, ধনে, মুথা, এবং গোলঞ্চের ক্বাথ সেবন করিলে পিত্তজ্বর আরাম হয়।

৮ তোলা যষ্টিমধু, ৪৮ তোলা শুষ্ক আঙ্গুর, ৩২ তোলা চিনি, ২ তোলা হরীতকী, ২ তোলা বহেড়া, ২ তোলা লবঙ্গ, ২ তোলা জায়ফল, ২ তোলা হরিদ্রা, ২ তোলা দারুচিনি, ২ তোলা আমলকী লও। প্রথমে যষ্টিমধুর ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া, অপরগুলি চূর্ণ কর ; ইহাতে চিনি ও উপরোক্ত শুষ্ক আঙ্গুর দিয়া মোদক তৈয়ারী কর। ইহা ½-১ তোলা দিবসে ২ বার ১ মাস সেবন করিলে সর্দ্দি, কাশি, ম্যালেরিয়া জ্বর এবং বৰ্দ্ধিত প্লীহা ও যকৃৎ আরাম হয়। (Fig. 221.)

Genus—CAESALPINIA Linn.

222. C. Bonducella Flem. (নাটা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 343 ; Bentl. & Trim., Med. Pl., t. 85.

Ref.—F. B. I., ii, 254 ; Roxb., F. I., ii, 357 ; B. P., i, 449 ; Watt, ii, Pt. i, 3. আধুনিক নামকরণ নিয়মানুসারে ইহার নাম C. crispa Linn. বলা বিধেয়।

জন্মস্থান—উত্তর, মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গ, ছোটনাগপুর, সুন্দরবন, বর্ম্মা, দক্ষিণ ভারত, হুগলী, হাওড়া, বৰ্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. পুতিকরঞ্জা ; বা. নাটা, নাটাকরঞ্জা, কাঁটাকরঞ্জা ; হি. কাঠকালেজা ; তা. গাচ চাককাই ; তে. গাচ চাককয়া ; Eng. Fever plant.

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ, শিকড় ও পত্র।

বর্ণনা—বিস্তৃত লতানে উদ্ভিদ, শাখাগুলি ধূসরবর্ণ ও অবনত ; ইহার কাণ্ড ছোট, শক্ত, পীতবর্ণ ও নিম্নে অবনত কাঁটা দ্বারা আবৃত। পত্র ১ ইঞ্চি কিংবা অধিক লম্বা, পক্ষাকার ; পত্রিকা ১২-১৬টি থাকে, দেখিতে লম্বা ও অগ্রভাগ মোটা। পুষ্পদণ্ড লম্বা, মাথায় ঘন ঘন পুষ্প থাকে ; ফুল নিম্নে অবনত। বহির্ব্বাস ¼-⅓ ইঞ্চি ; পাপড়ি লম্বাকৃতি, পীতবর্ণ। ফল ছোট বোঁটায় থাকে, ২-৩ ইঞ্চি লম্বা ; বীজ ১-২টি, বড় বড় ও লম্বা, সীসার ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট ; ফলের গায়ে বিস্তর ধারাল কাঁটা আছে ; ফলের অগ্রভাগ সরু ও সামান্য বক্র, বোঁটার দিক সরু, মধ্যস্থল মোটা ও ঈষৎ চেপ্টা। ফল দেখিতে লটকনের ন্যায় (Bixa Orellana)। সাধারণত ইহার বীজকে "কুন্দূলে বীজ" বলে। বর্ষাকালে ফুল এবং শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—নাটার বীজ কৃমি নিবারক, পত্র, শিকড় ও বীজ জ্বর নাশক। বীজ ফুলা নিবারক, অর্শঘ্ন ও অনেক সংক্রামক রোগ নিবারক। আধখানা বীজ লবঙ্গের সহিত বাটিয়া খাইলে পেট বেদনা আরাম হয় এবং পিপুলের সহিত খাইলে ম্যালেরিয়া জ্বর নাশ হয়। ইহার বীজ ভাজিয়া খাইলে এবং রেড়ির পাতার সহিত প্রলেপ দিলে একশিরা ও Hydrocele রোগ আরাম হয়। নাটা কুষ্ঠ ও কৃমি নিবারক, বীজের তৈল লাগাইলে চড়া আরাম হয়। লাল রেশমের সুতায় নাটার বীজের মালা গাঁথিয়া ধারণ করিলে গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের গর্ভপাত নিবারণ হয় এবং এই মালা গাছে ঝুলাইয়া দিলে গাছ হইতে ফল পতিত হয় না।

নাটার ৪ তোলা রস পান করিলে পালাজ্বর আরাম হয়। ইহার বীজ গুড়ের সহিত খাইলে হিষ্টিরিয়া আরাম হয় (Ainslie)।

ইহা একটি বলকারক ঔষধ এবং পালাজ্বর নিবারক (Pharm. Indica)।

নাটার বীজের তৈল কানের পূঁজ নিবারণ করে এবং ভাজা বীজের ক্বাথ ক্ষয়কাশ ও হাঁপানি নিবারণ করে।

ইহার কচি পাতা যকৃৎ দোষে হিতকর ও ফলপ্রদ (T. N. Mukerjee)। কৃমিরোগে ইহার পাতা ও মূলের রস মধুযোগে পান করিবে। নাটার বীজের শাস কাঁজিতে পেষণ করিয়া খাইলে জলোদর আরাম হয়।

নাটা করঞ্জার পত্র ও মূলের রস, আমলকীর রস, চিনি ও মধুসহ পান করিলে, কফ, পৈত্তিক হাম ও শোথ নাশ হয়।

ইহার পত্র হইতে নিষ্কাশিত তৈল বাত ও পক্ষাঘাত নিবারক। ইহার বীজ কুষ্ঠ ও কৃমি নাশক। ইহা কুইনাইনের কাজ করে, ইহাকে দেশী কুইনাইন বলে। (Fig. 222.)

223. C. Sappan Linn. (বকম)

Fig.—Roxb., Cor. Pl., i, 17, t. 16 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 344 B.

Ref.—F. B. I., ii, 255 ; Roxb., F. I., ii, 357 ; B. P., i. 449 ; Prain, H. H., 207 ; Voigt, H. S., 244.

জন্মস্থান—দক্ষিণ ভারত, বঙ্গদেশ, বর্ম্মা, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর। আদি জন্মস্থান দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়া।

বিভিন্ন নাম—স. পাটঙ্গ ; বা. হি. বকম ; তা. বারতঙ্গী ; তে. গুকান্নু-কাট্ট ; Eng. Sappan wood.

ব্যবহার্য্য অংশ—কাষ্ঠ।

বর্ণনা—অল্প কাঁটাযুক্ত ছোট বৃক্ষ ; বকমের কাষ্ঠ অতিশয় শক্ত ; বাহিরের কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ, ভিতরের কাষ্ঠ নেবু রং বিশিষ্ট ও পীতবর্ণ (Gamble)। কাঁটাগুলি ছোট, ফাঁক ফাঁক; পত্রদণ্ড ½-১ ফুট লম্বা। পত্রিকার বোঁটা ছোট। ফুল হরিদ্রা বর্ণ, পুষ্পদণ্ড পত্রদণ্ডের সমান লম্বা। বহির্ব্বাস ⅛ ইঞ্চি ; পুংকেসর নরম, গর্ভাশয় ধূসরবর্ণ ও নরম। ফল ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা, ১½ ইঞ্চি চওড়া, ঈষৎ চেপ্টা। ফলের বোঁটা অল্প বক্র, প্রান্তদেশ বক্র। ফলের গায়ে কাঁটা আছে। গ্রীষ্মকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—অল্প কাঁটাযুক্ত ইহার ফল ও অভ্যন্তরের কাষ্ঠ রেশম রং করিবার জন্য ব্যবহার হয়। বকমের ক্বাথ চর্ম্মরোগে হিতকর এবং ধারক ও উদরাময় নিবারক (Watt)। বকম লাল রং করিবার জন্যই অধিক পরিমাণে ব্যবহার হয়। দোলের সময় যে আবীর প্রস্তুত হয় তাহা এই বৃক্ষের রংএ তৈয়ারী করে ; এই কাষ্ঠের গুঁড়া জলে মিশাইলে জল লালবর্ণ হয়, সেই জলে এরারুট অথবা টিকুর (Curcuma angustifolia) অথবা মাটী মিশাইয়া পায়ে থেঁৎলাইতে হয়, তৎপরে ইহাতে ফটকিরি মিশ্রিত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলেই আবীর প্রস্তুত হয়। কেহ কেহ ইহাতে carbonate of soda মিশাইয়া থাকে। Indian Pharmacopœia মতে ইহা Logwoodএর স্থানে ব্যবহৃত হইতে পারে। (Fig. 223.)

224. C. pulcherrima Swartz. (কৃষ্ণচূড়া)

Fig.—Bot. Mag., t. 995 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 346 ; Rheede, Hort. Mal., vi, t. 1.

Ref.—F. B. I., ii, 255 ; Roxb., F. I., ii, 364 ; B. P. i, 449 ; Watt, ii, Pt. 1, 10 ; Prain, H. H., 206.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে বাগানে রোপণ করে ; হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগনা, বাঁকুড়া, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—কৃষ্ণচূড়া ; Eng. Goldmohur.

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, ফুল ও বীজ।

বর্ণনা—Ainslie বলেন যে, ইহা শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে প্রথম আনীত হয়। এই গাছ দেখিতে অতি সুন্দর, ১২-১৪ ফুট উচ্চ। ডালে পাতলা কাঁটা আছে। ত্বক ধূসর বর্ণ। পত্রিকা ১২-১৮ জোড়া হয়, ½-⅔ ইঞ্চি লম্বা। ফুলের বোঁটা ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা, ফুলের পাপড়ি গোলাকার, মস্তক কোঁকড়ান, লালের আভাযুক্ত হরিদ্রাবর্ণ। ফুলের গন্ধ মনোহর। শুঁটি সোজা, প্রায় ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, সরু ও পাতলা। আশ্বিন মাস হইতে পৌষ মাস অবধি ফুল হয় এবং চৈত্র মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এই গাছের সকল অংশই জোলাপের কাজ করে। ইহার পত্র, ফুল ও বীজ বহু পরিমাণে দেশীয় ঔষধে ব্যবহার হয়। (Fig. 224.)

225. C. digyna Rottl. (অমলকুঁচি)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 384.

Ref.—F. B. I., ii, 256 ; Roxb., F. I., ii, 256 ; B. P., i, 449 ; Watt, ii, Pt. 1, 9.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, বেহার, উত্তর বঙ্গ, চট্টগ্রাম, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা. অমলকুঁচি ; হি. বাকেরি মল।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—কাঁটাযুক্ত গুল্ম ; শাখা মসৃণ লোমযুক্ত, বেগুণে ও ধূসরবর্ণ কণ্টকাবৃত। পত্র সরু, পত্রদণ্ড ৬-৮ ইঞ্চি লম্বা, প্রত্যেক দণ্ডে ৯-১২ জোড়া পত্রিকা থাকে ; বোঁটা ছোট। ফুল ১ ইঞ্চি, পীতবর্ণ ; পুষ্পদণ্ড ৬-৮ ইঞ্চি ; রহির্ব্বাস লোমযুক্ত, ৫ ভাগে বিভক্ত ; ফুলের পাপড়ি গোলাকার, পীতবর্ণ, উপরের পাপড়ি লালবর্ণ (Brandis)। পুংকেসর ঘনসন্নিবদ্ধ ; শুঁটি লম্বাকৃতি, লোমযুক্ত, ১½-২ ইঞ্চি লম্বা ; বীজ প্রত্যেক শুঁটিতে ২-৪টি থাকে। বর্ষাকালে ফুল এবং শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় ধারক ; ৬ মাষা পরিমাণ দুগ্ধ, ঘৃত, জীরা এবং চিনি মিশ্রিত করিয়া খাইলে ক্ষয়কাশ নিবারণ হয়। মূলের মোটা স্ফীত অংশগুলি ঔষধে ব্যবহার হয়। শিকড়ের গুঁড়া জলের সহিত সেবন করিলে জ্বর আরাম হয়। ইহার মাদকতা শক্তি আছে। (Fig. 225.)

226. C. coriaria Willd. (টৌরী)

Fig.—Rock, For. Trees Howaii, t. 47 (1917); Berg, Charakt, t. 71, Fig. 577.

Ref.—Rock, For. Trees Howaii, t. 47 (1917); Berg, Charakt, t. 71, Fig. 577.

জন্মস্থান—দক্ষিণ আমেরিকায়, বঙ্গদেশের অনেক স্থানে বাগানে রোপিত হইয়াছে; ছোটনাগপুর, নেপাল, অযোধ্যা প্রভৃতি স্থানে চাষ করা হয়। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর; এই বাগান হইতে Dr. Roxburgh সাহেব বহুপরিমাণ বীজ মান্দ্রাজ, খান্দেশ, ও কাণপুর প্রভৃতি স্থানে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

বিভিন্ন নাম—বা. টৌরী; আমেরিকা দেশীয় নাম—দিবিদিবি। Eng. American Sumach.

বর্ণনা—এই গাছের বীজ দক্ষিণ আমেরিকা হইতে ১৮০৫ খৃঃ বোটানিক গার্ডেনে রোপিত হয়; ১৮৪৫ খৃঃ উক্ত স্থান হইতে ভারতের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। গাছ ২৫।৩০ ফুট উচ্চ, পত্র বাবলার পত্রের ন্যায়, গাছে কাঁটা নাই। পুষ্পদণ্ডে অনেক ফুল হয়। ফলগুলি ১-৩ ইঞ্চি লম্বা, কিন্তু সোজা নহে, বক্র ও গুটান; ফলের বিস্তার ১/৪-১/২ ইঞ্চি; ফল এক একটি অথবা একসঙ্গে ৩-৪টি হয়। আশ্বিন হইতে পৌষ মাস পর্য্যন্ত ফুল হয় এবং চৈত্র মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শুঁটি চামড়া পরিষ্কার করিবার জন্য বহু পরিমাণে ব্যবহার হয়; টৌরী হইতে অতি উৎকৃষ্ট কালি প্রস্তুত হয়। ফল অতিশয় সঙ্কোচক ঔষধ। ফলের গুঁড়া ফিকে পীতবর্ণ। ইহা অবিরাম জ্বর নাশক; Dr. Cornish ২৪টি রোগীকে প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ রোগীর জ্বর আরাম হইয়াছিল। মাত্রা ৪০-৬০ গ্রেণ পরিমাণ। (Fig. 226.)

Genus—URAIA Desv.

227. U. lagopoides DC. (চাকুলিয়া)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 308 B; Burm., Fl. Ind., 68, t. 53, Fig. 2.

Ref.—F. B. I., ii, 156; Roxb., F. I., iii, 366; B. P., i, 420; Prain, H. H., 202; Voigt, H. S., 220.

জন্মস্থান—নেপাল, বঙ্গদেশ, বর্ম্মা, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া,

প্রভৃতি স্থানে তৃণময় বাগানে অথবা মাঠের কিনারায় প্রচুর দেখা যায়। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. পৃশ্নিপর্ণী ; বা. চাকুলে, গোরক্ষ চাকুলে ; হি. পীতবন ; তে. ফোলা, পুন্না।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ ও শিকড়। মাত্রা ক্বাথ, ৫-১০ তোলা, মূল চূর্ণ, ২-৪ আনা।

বর্ণনা—নরম লোমযুক্ত গুল্ম, ৩-৫ ফুট উচ্চ। পত্র ½-১ ইঞ্চি, পত্রিকার মস্তক মোটা, বোঁটার দিকে গোলাকার। ত্রিপত্র বিশিষ্ট, দুইদিকে দুইটি ও মধ্যে একটি বড় পত্রিকা আছে ; পত্রিকার শিরাগুলি উভয়দিকে সমান্তরাল। ফুলের মাথা ছোট, ঘন-সন্নিবদ্ধ, ১-৩ ইঞ্চি লম্বা, ১ ইঞ্চি পুরু। পুষ্পদণ্ড শৃগালের লেজের ন্যায়। এই গাছ বর্ষাকালে জন্মে ও শীতকালে বর্দ্ধিত হয় ; গাছগুলি একটু উচ্চ ভূমিতে জন্মে। বর্ষাকালে এবং শীতকালে ফুল হয় ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এই গুল্ম দশমূল পাচনের একটি মশলা এবং দেশীয় অনেক ঔষধে ব্যবহার হয়। চাকুলে সর্দ্দিনাশক ও বলকারক (Dutta)।

ইহা দুগ্ধের সহিত স্ত্রীলোকদিগকে ৭ মাসে খাওয়াইলে গর্ভস্রাব নিবারণ হয় (সুশ্রুত)। চাকুলে বাতনাশক, অগ্নি-উদ্দীপক ও বলকারক (চরক)। পুষ্পিতগুল্মের মূল লাল সূতায় বাঁধিয়া মস্তকে ধারণ করিলে একাহিক জ্বর আরাম হয় (চক্রদত্ত)। পৃশ্নিপর্ণী যাবতীয় বাতনাশক, ধারক ও বৃষ্য দ্রব্যের মধ্যে উৎকৃষ্ট (চরক)।

ইহার ক্বাথ ছাগ দুগ্ধের সহিত পান করিলে রক্ত আমাশয় আরাম হয়। (Fig. 227.)

228. U. picta Desv. (শঙ্কর জটা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 308 A ; Jacq., I. C., t. 567.

Ref.—F. B. I., ii, 155 ; Roxb., F. I., iii, 368 ; B. P., i, 420 ; Prain, H. H., 202 ; Voigt, H. S., 220 ; Dymock, i, 427.

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গদেশ, হিমালয় প্রদেশের ৬০০০ ফুট উচ্চ হইতে সিংহল পর্য্যন্ত ভূভাগে ; হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে সাধারণ তৃণময় স্থানে নদীর কিনারায় দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. শঙ্কর জটা ; হি. দাবরা ; মারহাট্টা—পৃশ্নিপর্ণী ; গুজরাটী—পীতবান।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ ও ফল।

1034B—25

বর্ণনা—বহুবর্ষজীবী, সোজা শাখাযুক্ত, ৩-৬ ফুট উচ্চ গুল্ম। শাখা নিম্নে অবনত। পত্র ১-২ ইঞ্চি লম্বা, পত্রিকা ১·৬টি, কখন কখন ২-৯টি হয়; পত্রিকা ১-৮ ইঞ্চি লম্বা, ১/৪-১ ইঞ্চি চওড়া, বর্ষাকৃতি, অগ্রভাগ মোটা। ফুল ঘনসন্নিবদ্ধ, ১/২-১ ফুট পুষ্পদণ্ডে অবস্থিত; পুষ্পবৃন্ত ১/৪-১/৮ ইঞ্চি, কিঞ্চিৎ বক্র। ফুল অনেক বেগুনে রং বিশিষ্ট অথবা লালবর্ণ হয়; অল্প বিস্তৃত। গ্রন্থিগুলি চিক্কণ লোমযুক্ত, মসৃণ ও শ্বেতবর্ণ। ফল ধরিবার সময় বোঁটা বক্র হইয়া যায়। বীজ মূত্রাশয়াকৃতি, ১-১২টি হয়, ফিকে পীতবর্ণ। বর্ষাকালে এবং শীতকালে ফুল হয় ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বোম্বাই প্রদেশে এই গাছ সর্পবিষের প্রতিষেধক বলিয়া ব্যবহৃত হয় (Dymock)। ইহার ফল বালকদিগের মুখের ক্ষতে ব্যবহার হয় (Stewart)। (Fig. 228.)

Genus—ASTRAGALUS Tourn, ex Linn.

229. A. gummifer Labill. (কটিলা)

Fig.—Bentl. & Trim., Med. Pl., ii, t. 73 ; Lindley, Med. & Oecon. Bot., 173 (1849).

Ref.—Pflanzenfamil, iii, 111, 295 ; Bull. Soc. Nat. Mosc., xxvi, No. 4 (1853) ; Plenck., Ic. Pl. Med., vi, 563.

জন্মস্থান—এশিয়া মাইনর, আর্ম্মিনিয়া, পারস্য, কুর্দ্দিস্থান, সিরিয়া এবং হিমালয় প্রদেশ।

বিভিন্ন নাম—বা. কটিলা; হি. আনগিরা; Eng. Tragacanth.

ব্যবহার্য্য অংশ—আঠা।

বর্ণনা—ছোট গুল্মজাতীয়, ২ ফুট উচ্চ, বহু শাখাযুক্ত গাছ। শাখায় লম্বা লম্বা সরু কাঁটা আছে। ছাল লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ, ইহাতে গোলাকার দাগ আছে। ছোট শাখাগুলি শ্বেতবর্ণ, পশমে আবৃত। পত্র পক্ষাকার, ১১/৪ ইঞ্চি লম্বা ও চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত, পীতবর্ণ, অগ্রভাগ অতিশয় সরু ও ধারাল। পত্রিকা ৪-৬ জোড়া হয়, ইহার বৃন্ত ক্ষুদ্র। ফুল ক্ষুদ্র, এক একটি অথবা ২-৩টি একত্র হয়, ফিকে পীতবর্ণ। বীজকোষ ছোট, গোলাকার এবং একটু লম্বা, শ্বেতবর্ণ ঘন লোমে আবৃত। ফলে একটী বীজ থাকে, বীজ ফিকে ধূসরবর্ণ ও মসৃণ। A. verus Oliver এবং এই গণভুক্ত অপরাপর গাছের আঠা হইতে Tragacanth পাওয়া যায়। জুলাই-আগষ্ট মাসে লোকে গাছের ছাল লম্বাভাবে চিরিয়া দেয় এবং যথাসময়ে আঠা বাহির হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার আঠা ঔষধের বটিকা প্রস্তুত করিবার জন্য বহু পরিমাণে ব্যবহার হয়। ইহা মূত্রযন্ত্র-সম্বন্ধীয় রোগে ও অপরাপর আমাশয়িক রোগে ব্যবহার হয়।

ইহা প্রধানতঃ ঔষধের অনুপানরূপেই ব্যবহার হয়। এই আঠা দেখিতে মটরের ন্যায়, ঈষৎ ধূসরবর্ণ ও পীতাভ, প্রায় গোলাকার। ইংলণ্ডের বাজারে ইহার আঠাকে "বসোরা-গাম্" বলে। সময়ে সময়ে এই গাছের আঠার সহিত Sterculia urens গাছের আঠা ভেজাল দেয়। এই আঠা শান্তিকর। Calomelএর সহিত এই আঠা মিশাইয়া সেবন করাইলে Calomelএর শক্তি বাড়ে, বিশেষত বালকদিগকে উহা খাওয়াইতে কষ্ট পাইতে হয় না। (Fig. 229.)

XL. ROSACEAE

Genus—PRUNUS Linn.

230. P. communis Huds. (আলুবোখরা)

var. insititia Hookf.

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 391B.; Hogg. & Johnson, Wild Pl. Gr. Britain, vii, t. 566.

Ref.—F. B. I., ii, 315.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশ, গারোয়াল হইতে কাশ্মীর, ৫০০০ হইতে ৭০০০ ফুট উচ্চে। বোটানিক্ গার্ডেন, দার্জ্জিলিং।

বিভিন্ন নাম—স. বা. আরুক; হি., বম্বে, পারস্য—আলুবোখরা; তা. অল্লাগাদা-পাঙ্কাম; তে. অল্লাগাদা-পান্দুলু।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়, পত্র ও ফল।

বর্ণনা—ইহাকে বাখরাকুল বলে; গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্; গাছে কখনও কাঁটা থাকে, কখনও কাঁটা থাকে না; পত্র ডিম্বাকৃতি, কিনারা কাটা কাটা; ফল গোলাকার, একস্থানে একটি, কখনও জোড়া জোড়া ফল থাকে। পৌষ মাসে ফুল এবং ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—আলুবোখরা বাজারে শুষ্ক অবস্থায় বিক্রয় হয়, ইহা অল্প অল্প হজমিকারক। শরীরের ক্লান্তি ও অবসাদ অবস্থায় খাইলে বেশ প্রীতিপ্রদ হয়। ইহার শিকড় ধারক ও সঙ্কোচক এবং গাছের আঠা বাবলার গঁদের পরিবর্ত্তে ব্যবহার হয় (Dymock)। আলুবোখরা অল্প চিনি সংযোগে খাইলে শরীরের অবসাদ দূর করে।

কাঁচা আলুবোখরা মেহগুল্ম ও মেহ নাশক; পত্র ধাতুবর্দ্ধক (নির্ঘণ্টুরত্নাকর)। (Fig. 230.)

231. P. Puddum Roxb. (পদ্মক)

Fig.—Wall, Pl. As. Rar., ii, 37, t. 143 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 389A.

Ref.—F. B. I., ii, 314 ; Brandis, For. Fl., 194 ; Roxb., F. I., ii, 501.

জন্মস্থান—সিকিম, ভূটান এবং বর্ম্মাদেশে উহার চাষ হয় ; হিমালয় ও কেদার পর্ব্বতে জন্মে ; বোটানিক গার্ডেন, দার্জ্জিলিং।

বিভিন্ন নাম—স. পদ্মক ; বা. পদ্মকাষ্ঠ ; হি. পদ্ম ; Eng. Bird cherry.

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজের শাঁস, ত্বক্‌, কাষ্ঠ। কাষ্ঠের মাত্রা ½-২½ আনা।

বর্ণনা—বড় গাছ, ফুল হইলে অতি সুন্দর দেখায়। পত্র ৩-৫ ইঞ্চি লম্বা, কখনও কখনও ইহার বড় বা ছোট হয় ; পত্রের কিনারা দাঁতযুক্ত ও চিক্কণ লোমদ্বারা আবৃত; পত্রবৃন্ত ½-⅗ ইঞ্চি ; পুষ্পবৃন্ত লম্বা, ফুল লাল কিংবা শ্বেতবর্ণ। ফল গোলাকার, ½-১ ইঞ্চি পরিমাণ ; ফলের শাঁস অংশ অতি অল্প, দেখিতে পীতবর্ণ কিংবা ঈষৎ লালবর্ণ। আঁঠি শক্ত। কাষ্ঠের গন্ধ পদ্মফুলের ন্যায়। ইহার কাষ্ঠের বর্ণ পারুল ফুলের মত। পৌষ মাসে ফুল এবং ফাল্গুন মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শাঁস পাথরী রোগে হিতকর এবং ছাল ও ছোট ছোট শাখাগুলি বাজারে বিক্রয় হয়। ইহা Hydrocyanic acidএর কাজ করে। ঘৃতসংযুক্ত পদ্মক কাষ্ঠের ধূম গ্রহণ করিলে হিক্কা ও শ্বাস নিবৃত্তি পায়। কথিত আছে যে, যে সকল নারীর সচরাচর গর্ভস্রাব হয়, তাহাদিগকে পদ্মক কাষ্ঠ জলে পেষণ করিয়া পান করাইলে গর্ভপাত হইবার আশঙ্কা থাকে না। (Fig. 231.)

Genus—ROSA Linn,

232. R. damascena Mill. (গোলাপ)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 317 ; Hayer, Hub. Pharm., t. 192.

Ref.—F. B. I., ii, 364 ; B. P., i, 466.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—গোলাপ বহু জাতীয়। অধিকাংশ গোলাপই বিদেশ হইতে আনিয়া এদেশে চাষ করা হইয়াছে। এখনও ধনী, রাজা, মহারাজারা বহু অর্থ ব্যয় করিয়া ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে তোলা চারা আনয়ন করিয়া স্ব স্ব বাগানে চাষ করিয়া থাকেন। ভারতের

উত্তর পশ্চিমাংশে, সাঁওতাল পরগণায় এবং পার্ব্বত্য প্রদেশে (প্রায় ৩০০০ ফুট উচ্চে) উৎকৃষ্ট ও প্রচুর গোলাপের চাষ হয়। আধুনিক গোলাপের চাষের বিশেষ পরিপাটির প্রয়োজন। বাঙ্গালায়, বিশেষতঃ দক্ষিণ বাঙ্গালায়, ভাল গোলাপ হয় না। বিদেশীয় গোলাপ আনিয়া বসাইলে ১।২ বৎসর পরে খারাপ হইয়া যায়। মাত্র ১২ জাতীয় গোলাপের আদি জন্মস্থান ভারতের বিভিন্ন পার্ব্বত্য প্রদেশে বলিয়া অনুমিত হয়। জঙ্গলী গোলাপ বহু বিস্তৃত শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট লতা বা গুল্ম বিশেষ এবং প্রায়ই ইহাদের ফুল সাদা হয়। সচরাচর যে সব গোলাপের চাষ হয় তাহা R. alba Linn (ককেশাস পর্ব্বত), R. centifolia Linn (ককেশাস ও আসিরিয়া), R. damescena Mill (পশ্চিম এশিয়া), R. gallica Linn (য়ুরোপ), R. indica Linn (চীন), R. rubiginosa Linn (য়ুরোপ ও পশ্চিম এশিয়া), R. sinica Ait (চীন ও জাপান) জাতীয় গোলাপের বিভিন্ন উপজাতি বিশেষ বা রূপান্তর মাত্র।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফুল।

বর্ণনা—ঘন ডালবিশিষ্ট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্, ডালে কাঁটা আছে। পত্র পক্ষাকার; পত্রিকাগুলি দাঁতযুক্ত। ফুল এক একটি জন্মে। ফুলের বোঁটা ছোট। ফুল শ্বেত, পীত, লাল ও হরিদ্রা প্রভৃতি রংবিশিষ্ট। পাপড়ি ৫টি, বড়; পুংকেসর অনেক আছে। ফল কতকটা টোপা কুলের মত। গোলাপ সকলেই বাগানে চাষ করে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—গোলাপ ফুলের পাপড়ি সরিষার তৈল অথবা নারিকেল তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া রৌদ্রে দিলে বা অগ্নিতে গরম করিলে যে তৈল হয় তাহা উগ্র ও মৃদুবিরেচক।

সমপরিমাণ গোলাপ ফুলের পাপড়ি চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া উহা বেশ পেষণ করিলে যে গুলখন্দ (gulkand) প্রস্তুত হয় উহা বলকারক ও শরীরের পুষ্টিকারক; ইহা স্ত্রীলোক ও বৃদ্ধদিগের পক্ষে হিতকর। Dr. Ibn Sina বলেন যে তিনি ক্ষয়কাশগ্রস্ত একটী যুবতী স্ত্রীলোককে ইহা দ্বারা আরোগ্য করিয়াছেন; গোলাপের পাপড়ির সহিত চিনি কিংবা মধু মিশ্রিত করিয়া এই ঔষধ প্রস্তুত হয় (Dymock)। গোলাপের পাপড়ি জ্বরনাশক।

গোলাপ জল:—এই জল প্রস্তুত করিতে হইলে এক মণ কিংবা দেড় মণ জল ধরে এমন একটি তামা কিংবা লোহার পাত্র আবশ্যক; পাত্রটির গলার ব্যাস ৮ ইঞ্চি হইবে। উক্ত পাত্রে প্রথমে গোলাপ ফুলের পাপড়ি দিয়া ভরিয়া তাহাতে জল ঢালিয়া দিবে। তাহার পর একটি নলযুক্ত ঢাকনি দ্বারা পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া নলটি অপর আর একটি পাত্রের সহিত যোগ করিয়া দিতে হইবে; এই পাত্রটি শীতল জলে ডুবাইয়া রাখিলে ভাল হয়, অথবা যখন জ্বাল দেওয়া পাত্রের বাষ্প উক্ত পাত্রে আসিয়া পড়িবে তখন উহাতে শীতল জলের ছিট'

দিতে হইবে; এরূপ করিলে পাত্রের অভ্যন্তরস্থ বাষ্প জলীয় আকার ধারণ করিবে। এই জলীয় দ্রব্যই উৎকৃষ্ট গোলাপ জল।

চোলাই করিবার যন্ত্রে যেরূপে মদ চোয়াইয়া থাকে, এই প্রক্রিয়াও ঠিক সেই প্রকার। ১০০০ গোলাপ ফুল হইতে প্রায় দেড় সের গোলাপ জল প্রস্তুত হয়; ৮ হাজার গোলাপ ফুলে ১০-১২ সের জল দিতে হইবে, ইহাতে ৮ সের গোলাপ জল প্রস্তুত হইবে।

আতর প্রস্তুত-প্রণালী:—গোলাপ জল প্রস্তুত হইলে উহা একটি পাত্রে রাখিয়া পাত্রের মুখ বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করিতে হইবে, যেন উহাতে কোনরূপ ধূলা প্রভৃতি পতিত না হয়। পাত্রটি ২ ফুট মাটির নীচে পুঁতিয়া সমস্ত রাত্রি রাখিলে প্রাতঃকালে গোলাপ জলের উপর আতর ভাসিবে, উহা পালকে করিয়া উঠাইয়া একটি শিশিতে তুলিতে হইবে; এইরূপে ২।১ দিন তুলিবার পর উহাকে কিছু সময়ের জন্য রৌদ্রে দিতে হইবে; এইরূপে তোলা হইলে আতর একটি শিশিতে রাখিতে হইবে। এই আতর ৩।৪ দিন দেখিতে ফিকে সবুজবর্ণ তৎপরে ফিকে পীতবর্ণ হয়।

এক লক্ষ গোলাপ ফুল হইতে এক তোলা আতর প্রস্তুত হয়। খাঁটি আতরের মূল্য ৮০ টাকা তোলা। বাজারে যে আতর বিক্রয় হয় উহাতে চন্দন তৈল অথবা অপর কোন তৈল মিশ্রিত করে (Beng. Dispensatory)। গোলাপ জল ও আতর তৈয়ারের জন্য সাধারণতঃ R. damascenaর ফুল ব্যবহৃত হয়। (Fig.232.)

Genus—CYDONIA Town.

233. C. vulgaris Pers. (বিহিদানা)

Fig.—Bailey, Stand. Encyclo. Hort., p. 2892; Wagner, Pharm. Med. Bot., i, t. 81 (1828); Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., t. 339.

Ref.—F. B. I., ii, 369; Roxb., F. I., ii, 511; Brandis, For. Fl., 205.

জন্মস্থান—আদি জন্মস্থান ইউরোপ; দক্ষিণ ও পশ্চিম ইউরোপে ও আমেরিকায় বহু পরিমাণে বাগানে চাষ করে; ভারতের উত্তর-পশ্চিম হিমালয় প্রদেশের ৫৫০০ ফুট উচ্চে চাষ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. বিহিদানা; কাশ্মীর—বামসুতু; তা. সিমাই-মাদালা-বিরাই; Eng. Quince.

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ।

বর্ণনা—বড় গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্; বহু বক্রাকৃতি শাখাপ্রশাখা হয়, সেগুলি প্রায় পত্রে আচ্ছাদিত হইয়া থাকে। গাছের ছাল কৃষ্ণবর্ণ, পত্র ডিম্বাকৃতি, কিনারাগুলি অসমান কিন্তু কর্ত্তিত নহে, বৃন্ত ক্ষুদ্র। ফুল শ্বেতবর্ণ, ২ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট, বহির্ব্বাস করাতের ন্যায়

কর্ত্তিত। ফল বৃহৎ, দেখিতে আপেলের মত এবং উহার গায়ে শক্ত লোম আছে। ফলের অভ্যন্তরে ৫টি বিভাগ আছে। ফলে অনেক বীজ হয়। গাছে মার্চ্চ ও এপ্রেল মাসে ফুল হয়। Quince গাছ ছাঁটিয়া না দিলে ভাল ফল হয় না। ফল খাইতে মিষ্ট ও ঈষৎ অম্ল।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ফল শান্তিকর, শিরঃপীড়ানাশক ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াবর্দ্ধক। অনেক বলকারক ঔষধ প্রস্তুত কার্য্যে আরব ও পারস্য দেশীয় লোকেরা ইহা ব্যবহার করে। ইহার পত্র, ফুলের কুঁড়ি এবং ত্বক্ ধারক বলিয়া অনেক গার্হস্থ্য ঔষধ প্রস্তুত হয়। ইহার বীজ শান্তিকর এবং মৃদু ধারক। বীজের আঠা অংশ সর্দ্দি ও পেট বেদনায় ব্যবহার হয়। দগ্ধস্থানে ইহা বেলেস্তারায় প্রলেপ-স্বরূপ ব্যবহার হয় (Dymock)।

বীজ অতিশয় শান্তিকারক, এইজন্য দেশীয় বৈদ্যগণ পেট বেদনা, রক্তআমাশয়, গলার ঘা এবং জ্বরে ব্যবহার করেন। ইহার শুষ্ক ফল অতিশয় জ্বরপ্রশামক ও শরীরের উত্তাপ নিবারক (Watt)। (Fig. 233.)

XLI. CRASULACEAE

Genus—BRYOPHYLLUM Salisb.

234. B. calycinum Salisb. (পাথরকুঁচি)

Fig.—Bot. Mag., t. 1409 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 404.

Ref.—F. B. I., ii, 413 ; Roxb., F. I., ii, 456 ; B. P., i, 470 ; Prain, H. H., 210 ; Voigt, H. S., 268.

জন্মস্থান—ভারতের উষ্ণপ্রধান স্থানে, বঙ্গদেশের হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানে সাধারণতঃ পতিত জমিতে দেখা যায়, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. কপপাটা ; বা. পাথরকুঁচি ; তে. সিমাজামুলু।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—চিক্কণ লোমযুক্ত গুল্ম ; কাণ্ড ১-৪ ফুট উচ্চ। পত্রিকা ৩টি, মাংসল, ডিম্বাকৃতি, পত্রিকার কিনারা অসমান খাঁজ কাটা কাটা, ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা। ফুল ঝুলিয়া থাকে, ২ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পাধার বাটীর ন্যায় ; সবুজ, লাল ও শ্বেতবর্ণের দাগবিশিষ্ট ; কিনারায় দাঁত আছে। পাপড়ি লাল পুষ্পাধারের ২ গুণ ; পুংকেসর ৮টি, দুই সারিতে ফুলের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত। শুঁটি ৪ ভাগে বিভক্ত ; একটি ফলে অনেক বীজ থাকে। ইহার পাতা মাটিতে পড়িয়া থাকিলে উহার কিনারা হইতে নূতন গাছ উৎপন্ন হয়। শীতকালে ফুল ও গ্রীষ্মকালে ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—শরীরের কোন স্থান ভাঙ্গিয়া অথবা কাটিয়া গেলে এবং ক্ষতস্থানে ইহার পাতা অগ্নিতে ঝলসাইয়া উক্ত স্থানে দিয়া থাকে।

কঙ্কনপ্রদেশে ইহার পাতার রস ¼-½ তোলা, ২ গুণ ঘৃতের সহিত মিশাইয়া রক্তআমাশয় রোগে সেবন করে।

ইহার রস বিষাক্ত পোকার কামড়ে ব্যবহার হয়।

ক্ষতে, ফুলায় ও হাড় সরিয়া যাওয়ায় এই গাছের কর্ত্তিত ছাল ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে (Dymock)। (Fig. 234.)

Genus—KALANCHOE Adones.

235. K. laciniata DC. (হিমসাগর)

Fig.—Wight, Ic., t. 1158 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 406.

Ref.—F. B. I., ii, 45 ; Roxb., F. I., ii, 456 ; B. P., i, 471 ; Prain H. H., 210 ; Voigt, H. S., 268.

জন্মস্থান—দাক্ষিণাত্য, বঙ্গদেশ ; পাটনা, ঢাকা, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় সাধারণ পতিত জমিতে দেখা যায় ; হুগলী জেলায় স্থানে স্থানে দেখা যায়, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. হিমসাগর ; বা. হি. তা. মালাকুল্লি ; মারহাট্টা আরান-সারাম্।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—মাংসল উদ্ভিদ্ ; পত্রগুলি কাণ্ডের দুই দিকে পক্ষাকারে থাকে। পত্র পুরু ও করাতের ন্যায় দাঁতবিশিষ্ট ; ফুল পুষ্পদণ্ডে গুচ্ছবদ্ধভাবে থাকে। ফুল ফুটিলে গাছ ফুলে ঢাকিয়া পড়ে ও সুন্দর দেখায়। ফুলের বহির্ব্বাস ৪টি, পাপড়ি ৪টি, পাপড়ির গোড়াটি নলের ন্যায়, যেমন কলমী শাকের ফুলের দেখা যায়। পুংকেসর সমস্তগুলি প্রায় সমান। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কোন স্থানে আঘাত লাগিয়া ব্যথা হইলে ইহা অতিশয় ফলপ্রদ ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। কঙ্কন প্রদেশে ইহার পাতার রস পৈত্তিক উদরাময়ে ব্যবহার করে (Dymock)।

ক্ষত পরিষ্কার করিতে ও প্রদাহ দমন করিতে ইহা একটি মূল্যবান্ ঔষধ (Ainslie)। (Fig. 235.)
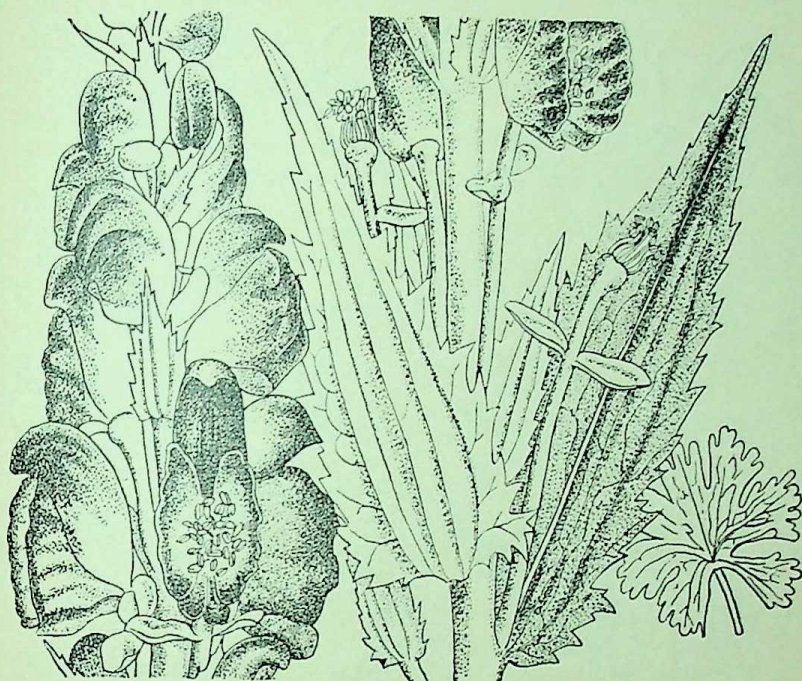
1. Aconitum heterophyllum Wall. (অতিবিষা)
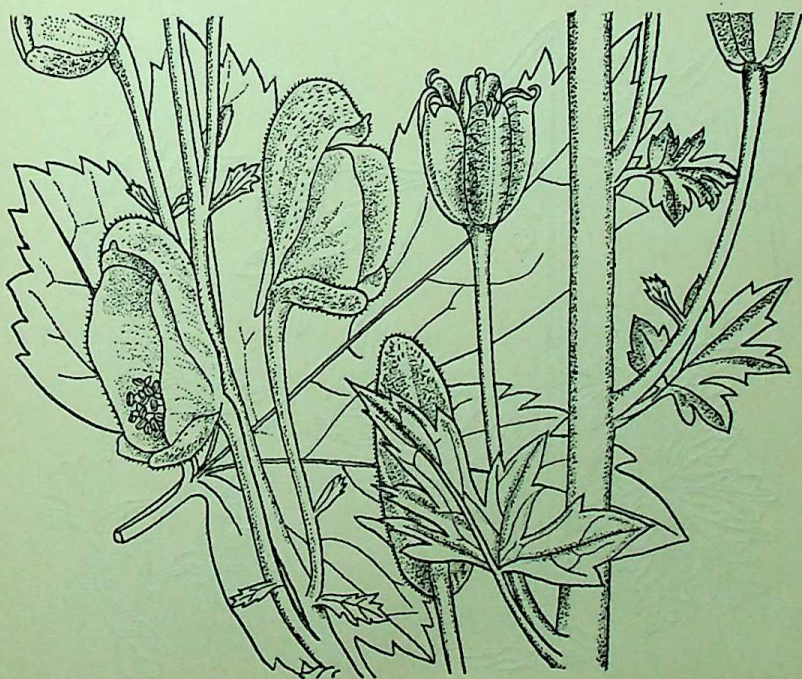
2. Aconitum ferox Wall. (কাঠবিষ)
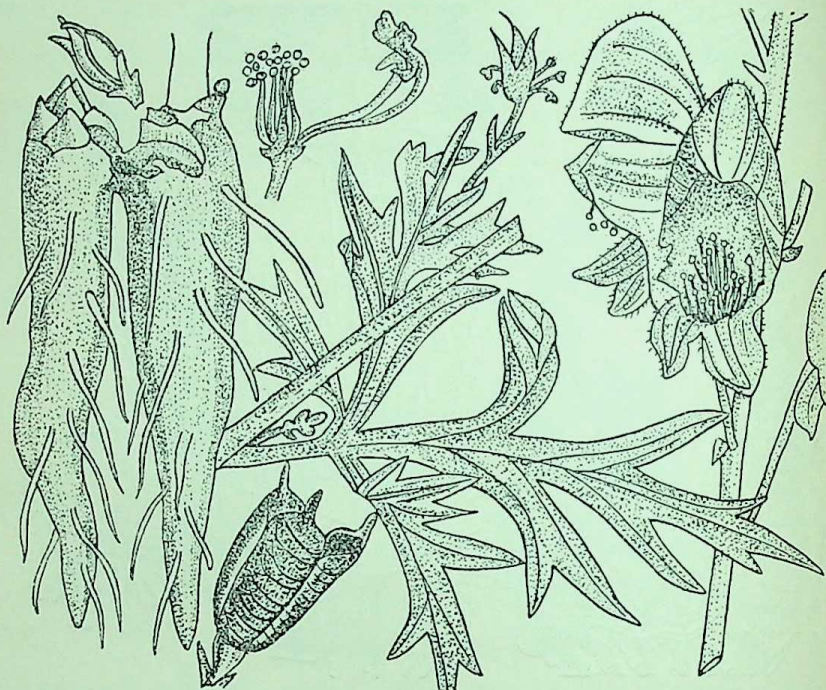
3. Aconitum Napellus Linn. (কাঠবিষ)
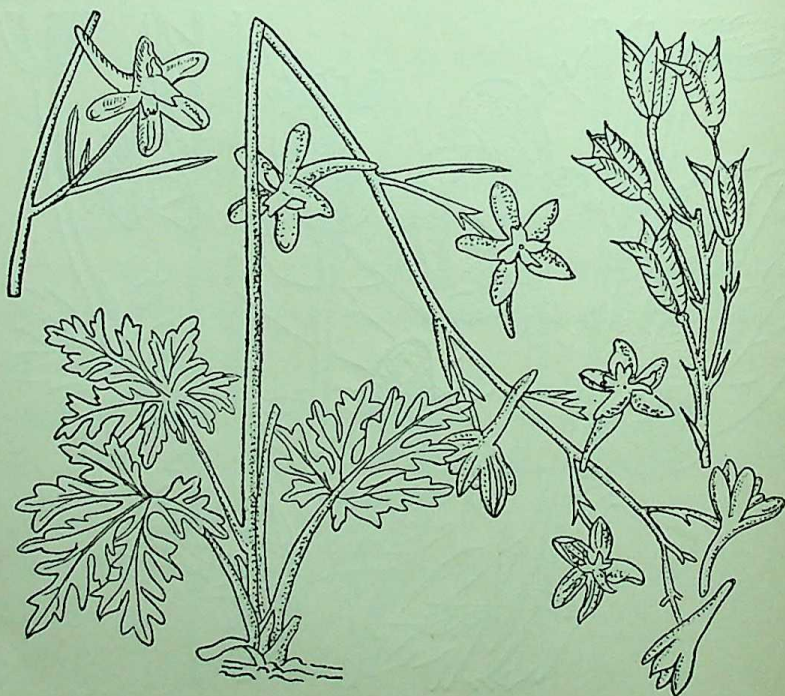
4. Delphinium denudatum Wall. (নির্ব্বিষ)
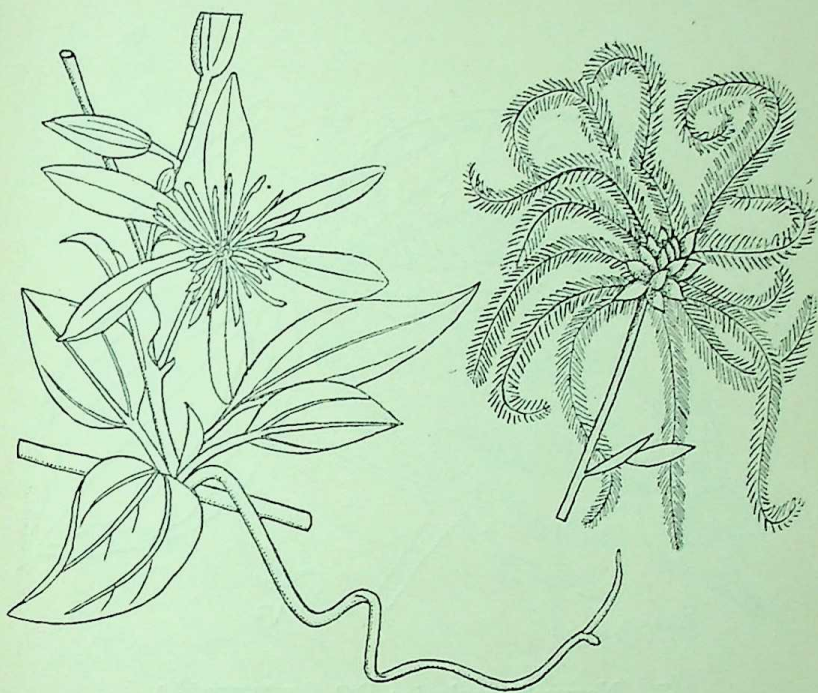
5. Clematis triloba Heyne. (লঘুকর্ণী)

6. Ranunculus sceleratus Linn. (জলপিপুল)
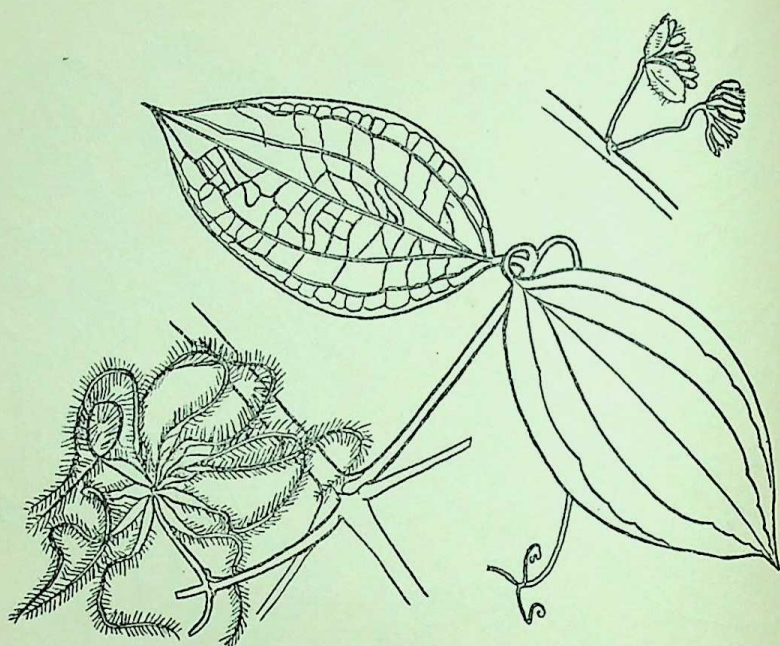
7. Naravelia zeylanica DC. (ছাগলবাটি)
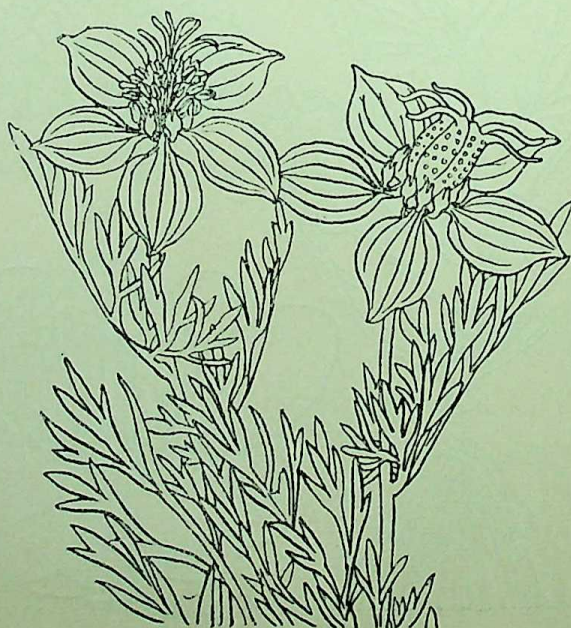
8. Nigella sativa Linn. (কালজীরা)
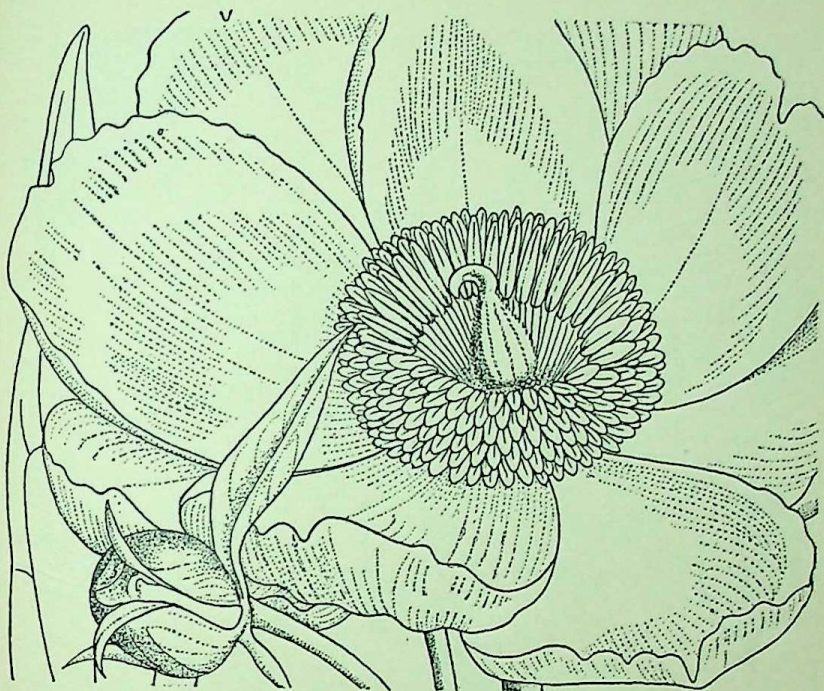
9. Paeonia Emodi Wall. (চন্দ্রা)

10. Dillenia indica Linn. (চাল্‌তা)
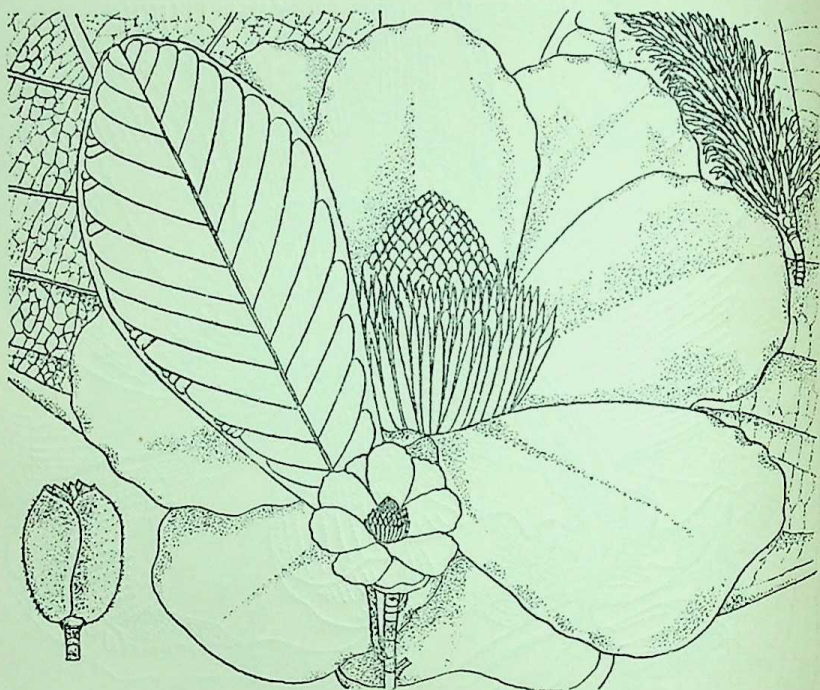
11. Magnolia pterocarpa Roxb. (ডুলিচাঁপা)
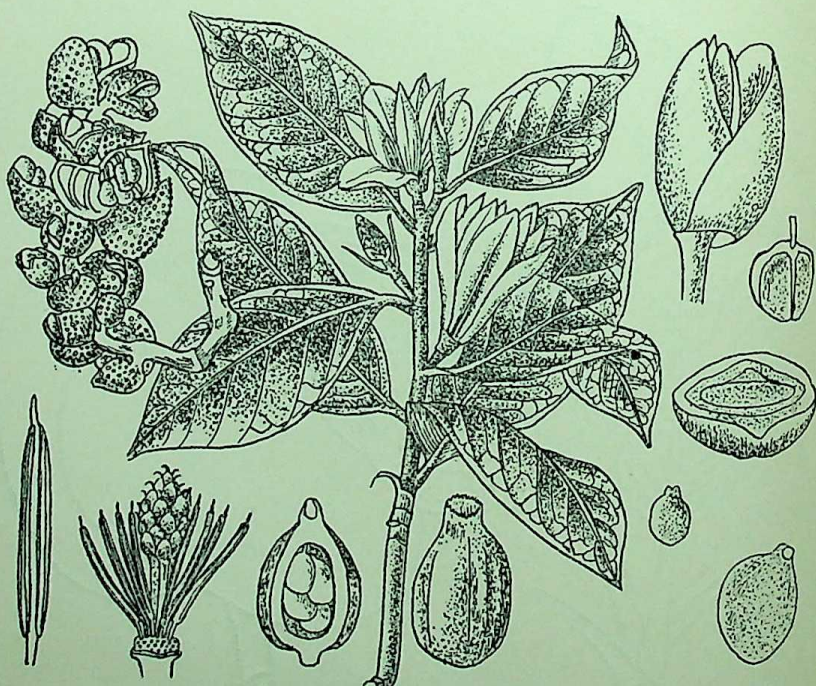
12. Michelia Champaca Linn. (চম্পক, চাঁপা)

13. Anona squamosa Linn. (আতা)

14. Anona reticulata Linn. (নোনা)
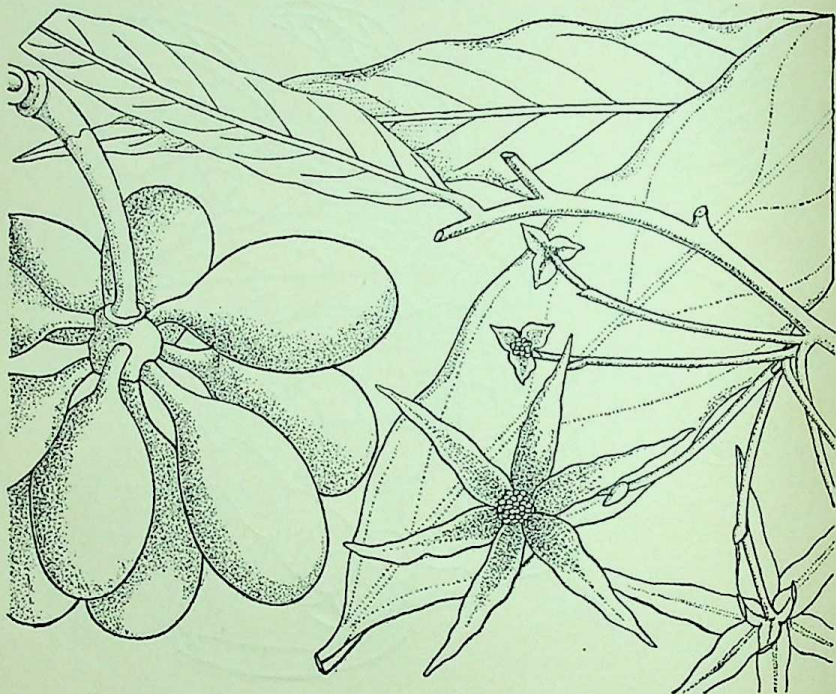
15. Polyalthia longifolia Benth. (দেবদারু)

16. Anamirta Cocculus W. & A. (কাকমারি)
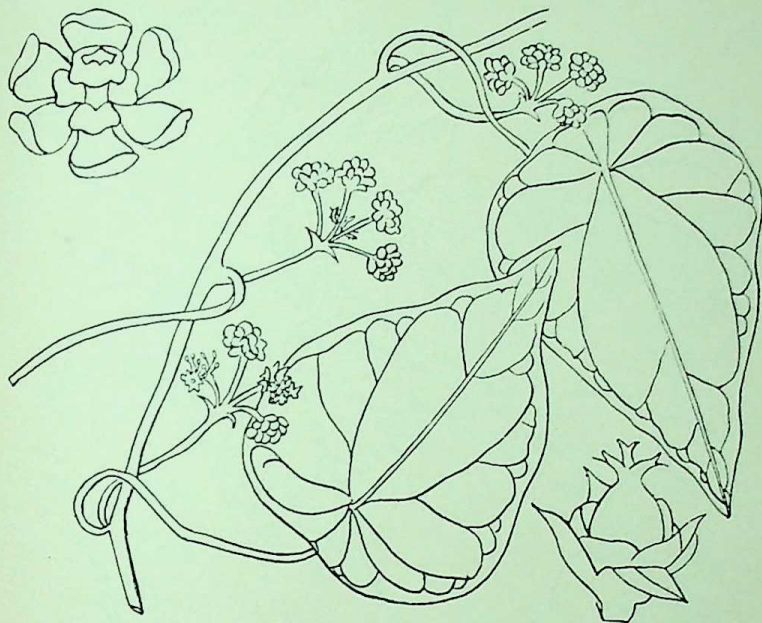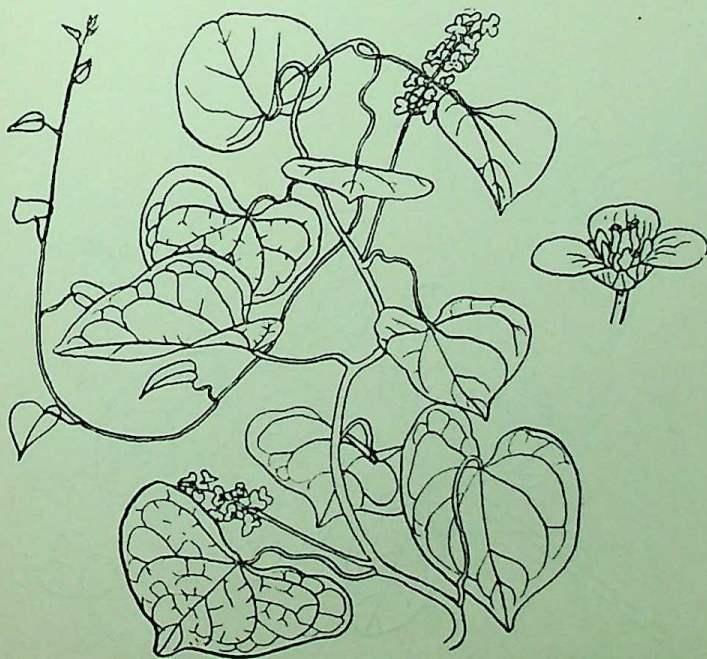
17. Stephania hernandifolia Walp. (নিমুখা)

18. Tinospora cordifolia Miers. (গোলঞ্চ)

19. Tinospora tomentosa Miers. (পদ্মগোলঞ্চ)
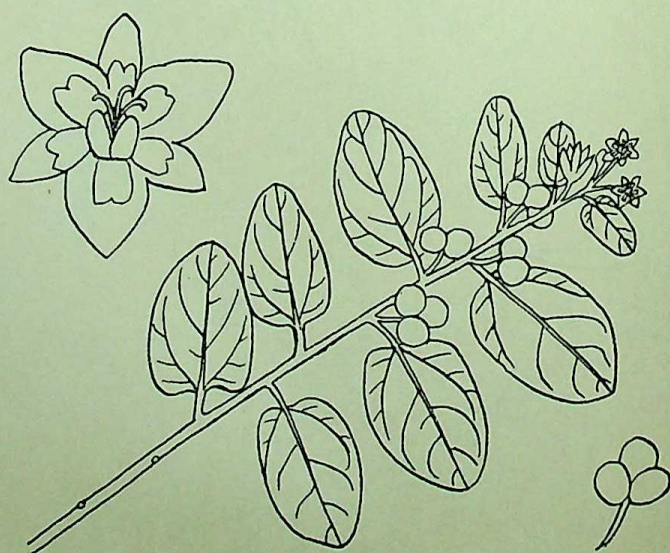
20. Cocculus villosus DC. (হয়ের)
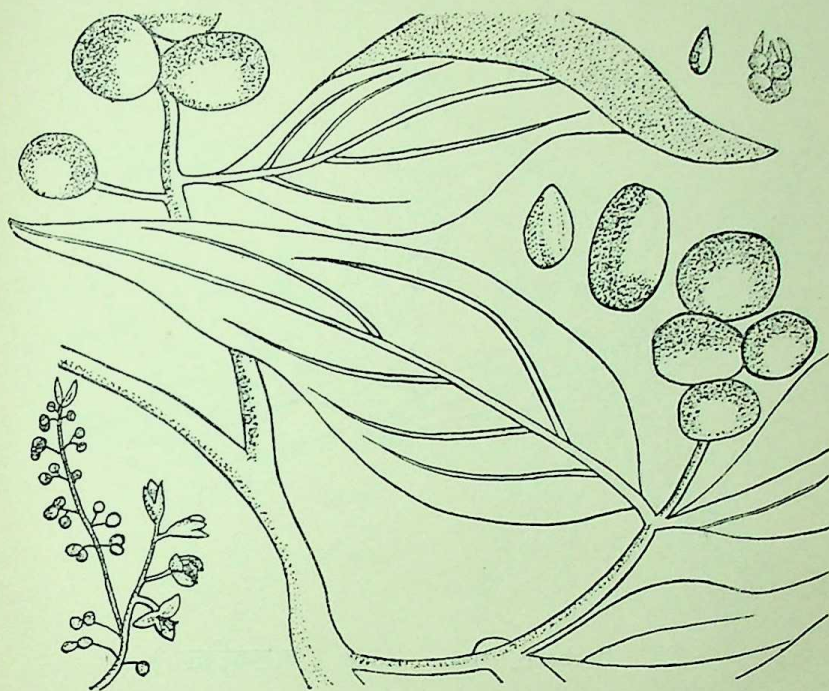
21. Tiliacora racemosa Colebr. (তিলিয়াকরা)
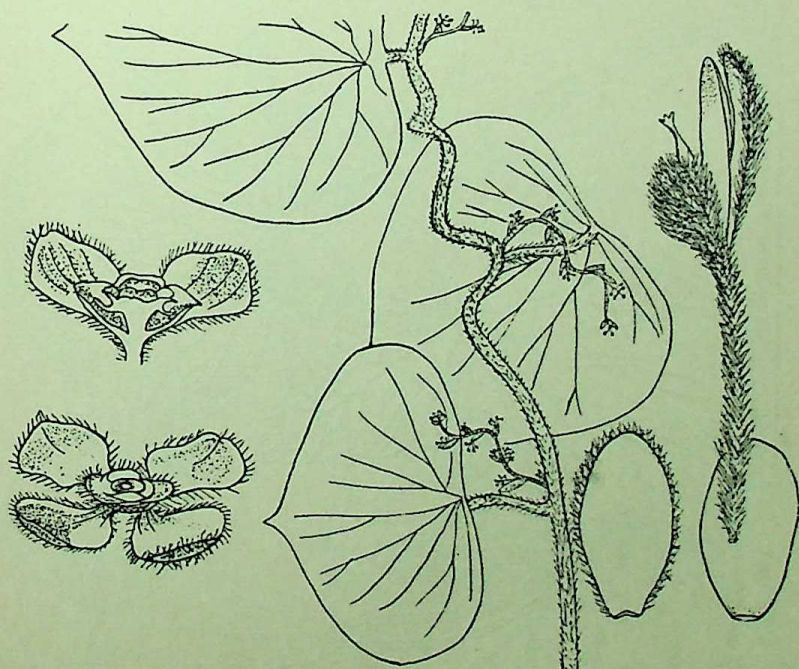
22. Cissampelos Pareira Linn. (একলেজা)

23. Berberis asiatica Roxb. (দারুহরিদ্রা)

24. Podophyllum Emodi Wall. (পাপরা)
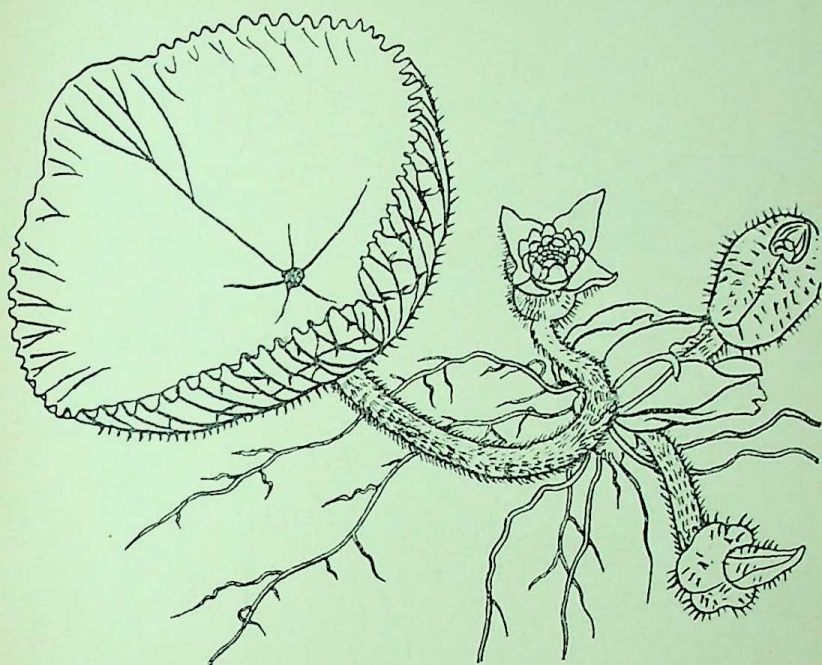
25. Euryale ferox Salisb. (মাখনা)
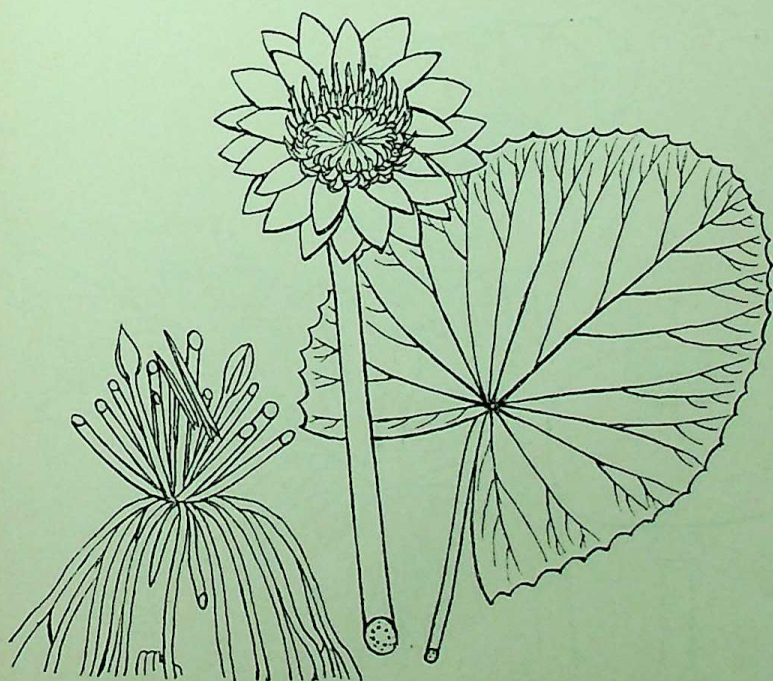
26. Nymphaea Lotus Linn. (কুমুদ, শালুক)
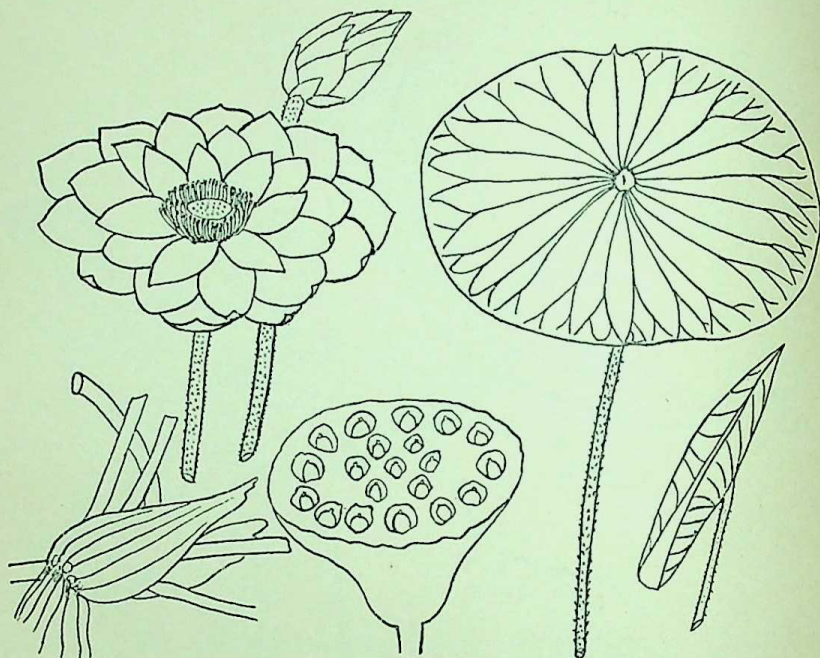
27. Nelumbium speciosum Willd. (পদ্ম)
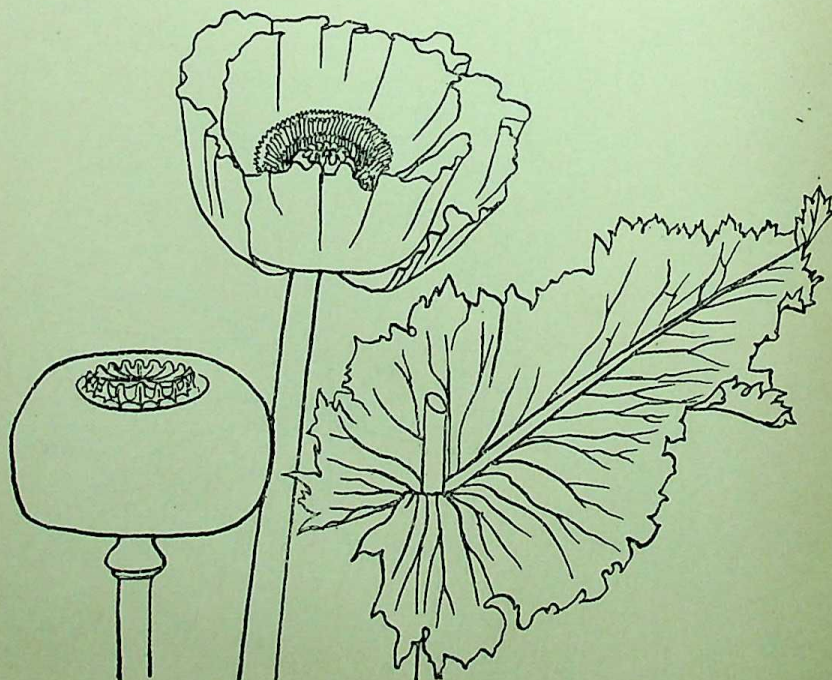
28. Papaver somniferum Linn. (অহিফেন)
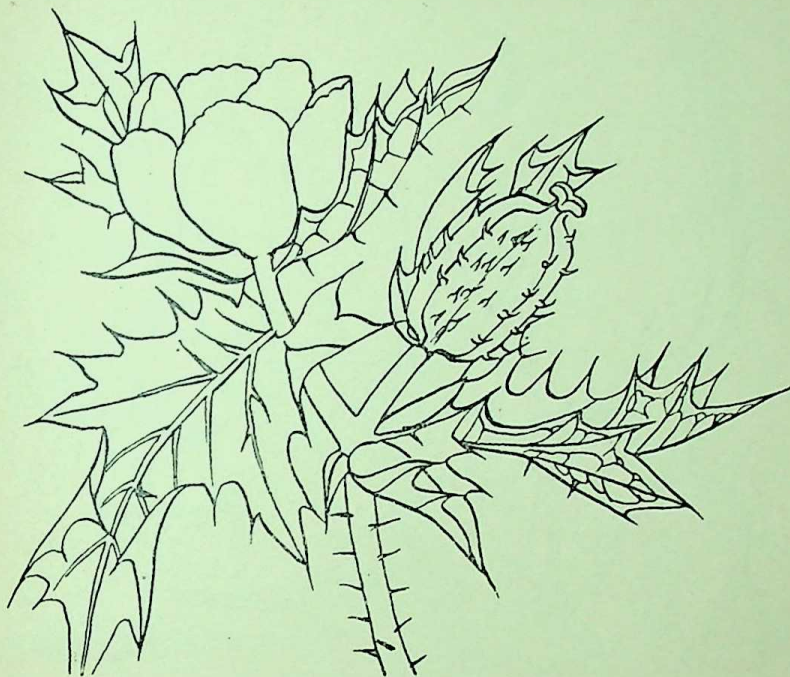
29. Argemone mexicana Linn. (শেয়ালকাঁটা)
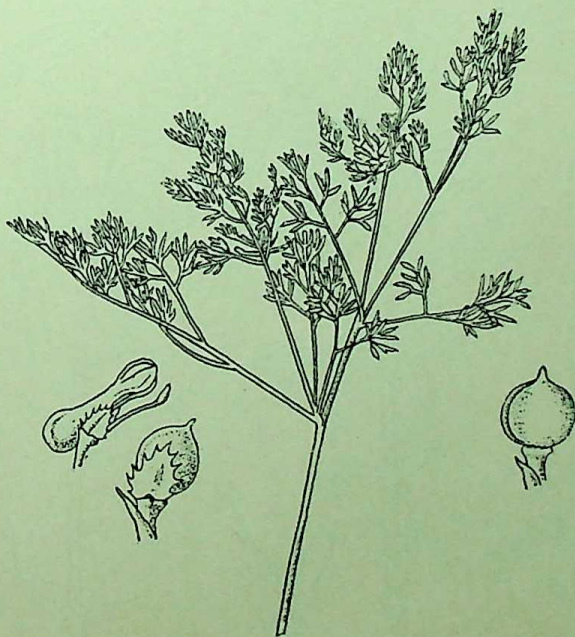
30. Fumaria parviflora Lamk. (বনশুল্‌ফা)
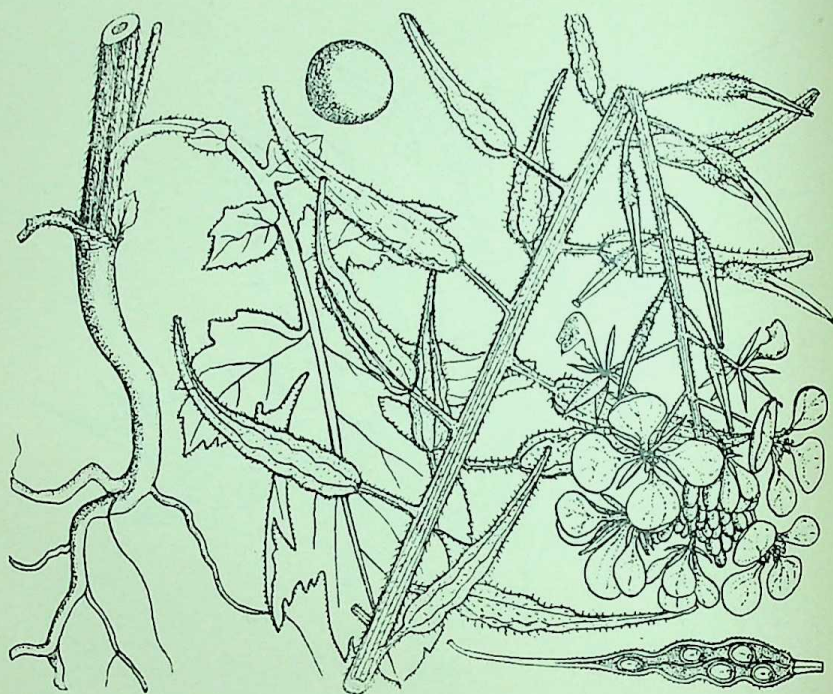
31. Brassica campestris Linn. Var. Sarson. (শ্বেতসরিষা)

32. Raphanus sativus Linn. (মূলা)
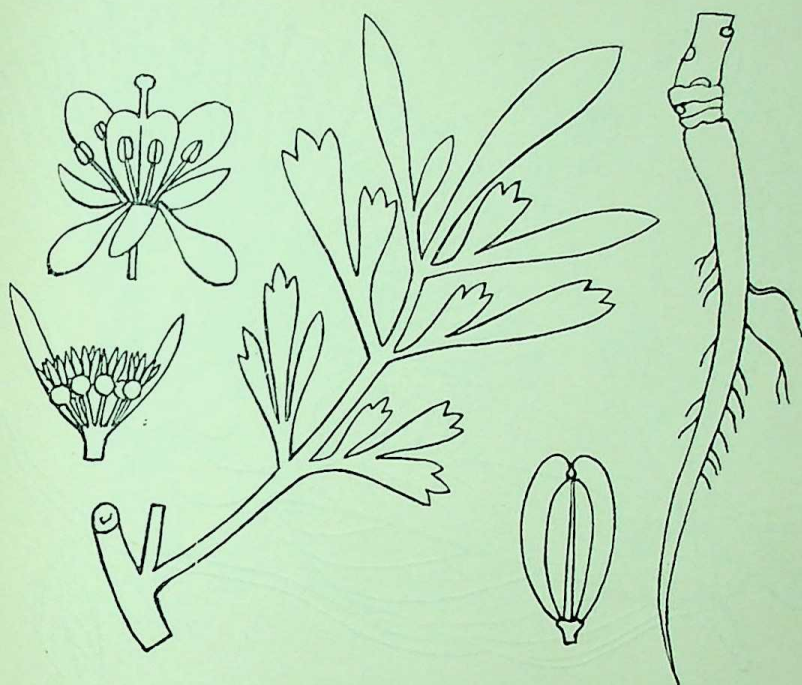
33. Lepidium sativum Linn. (হালিম)
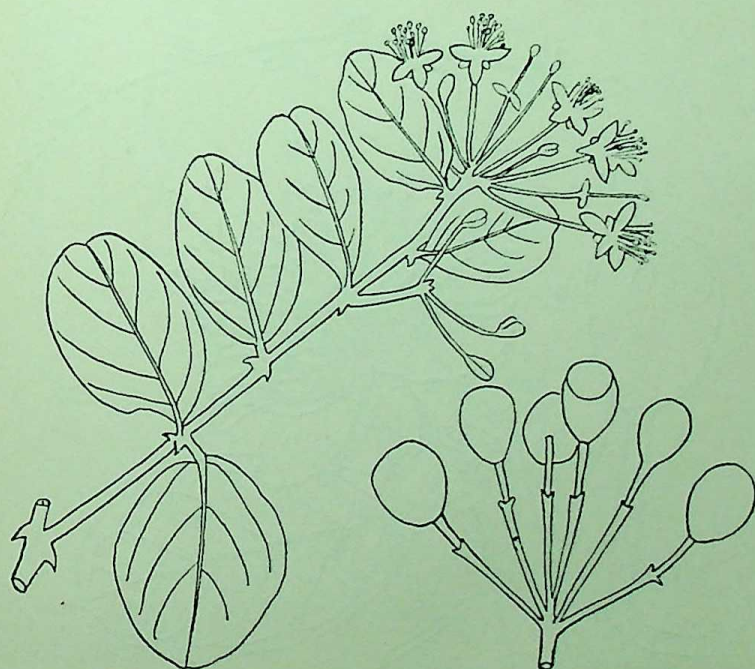
34. Capparis sepiaria Linn, (কাঁটা গুড়কামাই)
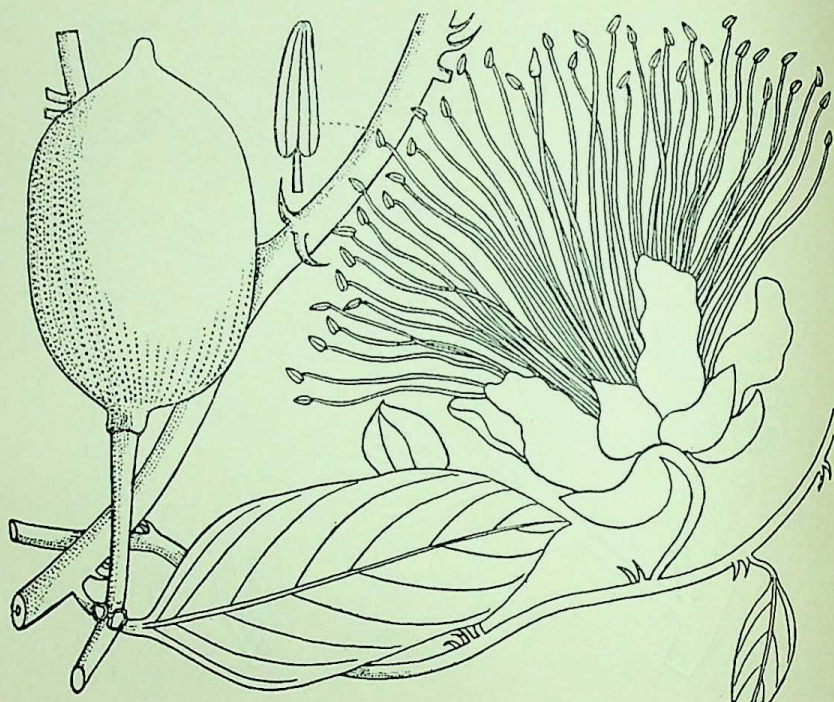
35. Capparis horrida Linn. (বাখনাই)

36. Capparis zeylanica Linn. (কালকেরা)

37. Cleome viscosa Linn. (হুড়হুড়িয়া)

38. Crataeva religiosa Forst. (বরুণ)
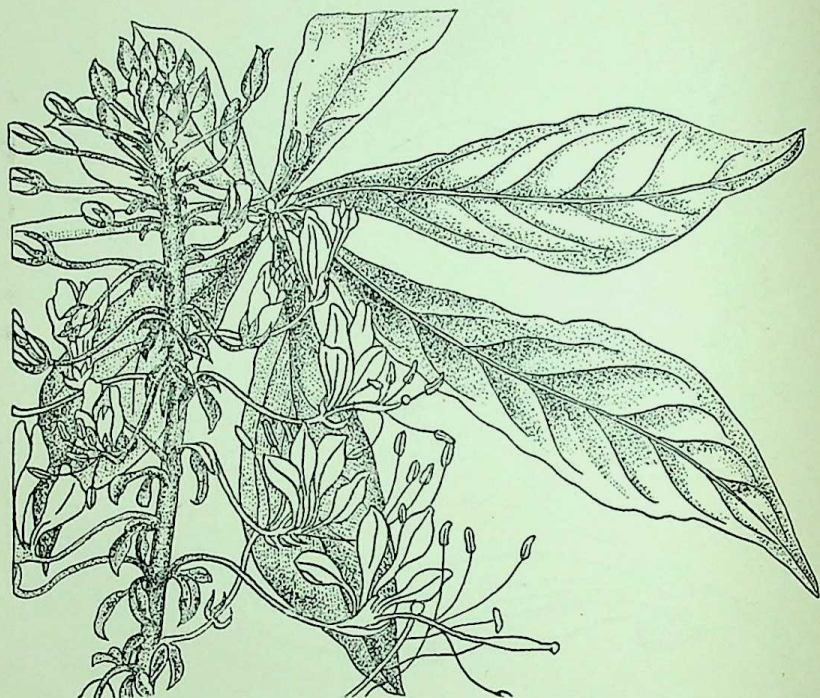
39. Gynandropsis pentaphylla DC. (শ্বেত হুড়হুড়িয়া)
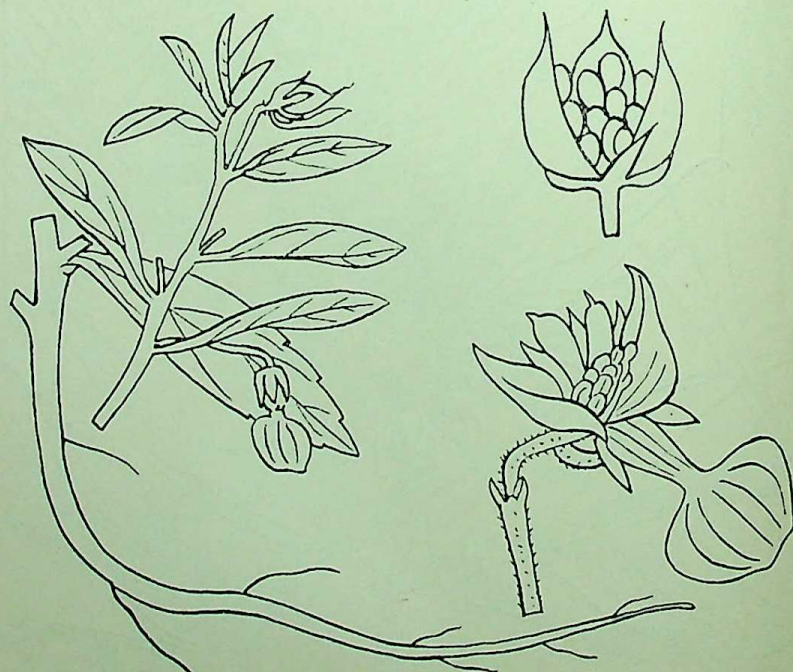
40. Ionidium suffruticosum Ging. (নুনবোড়া)
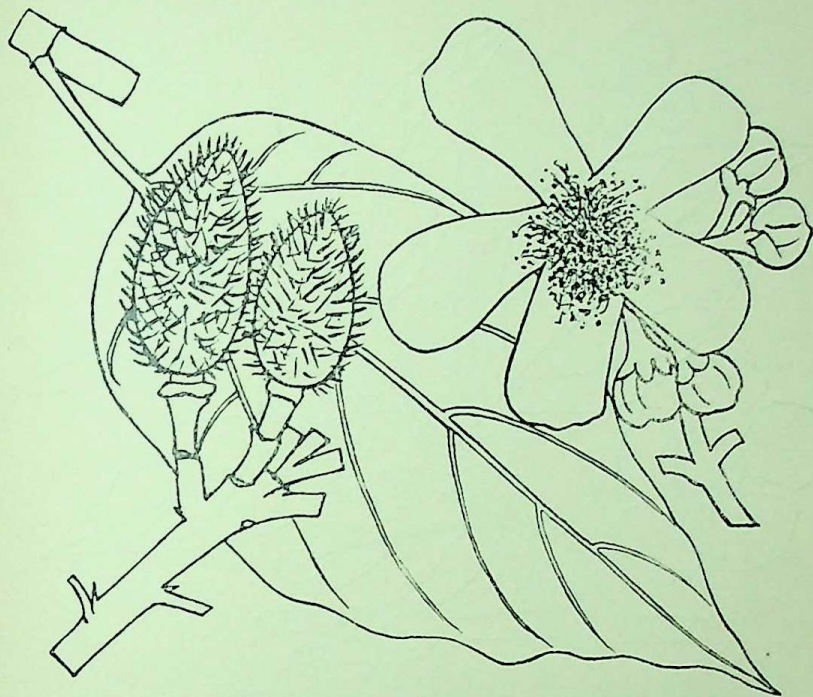
41. Bixa Orellana Linn. (লটকন)
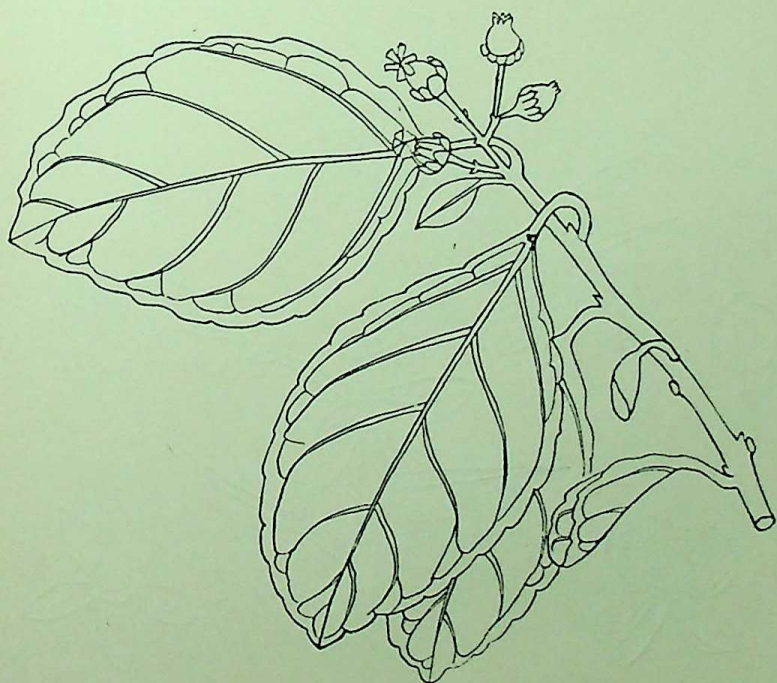
42. Flacourtia Ramontchi L' Herit. (বৈঁচ)
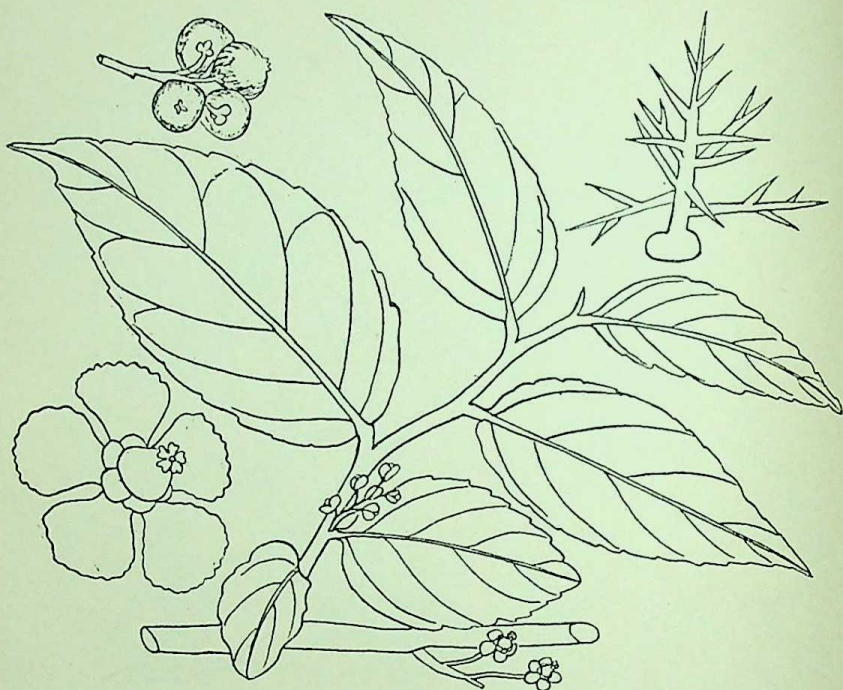
43. Flacourtia Cataphracta Roxb. (পানিয়ালা)
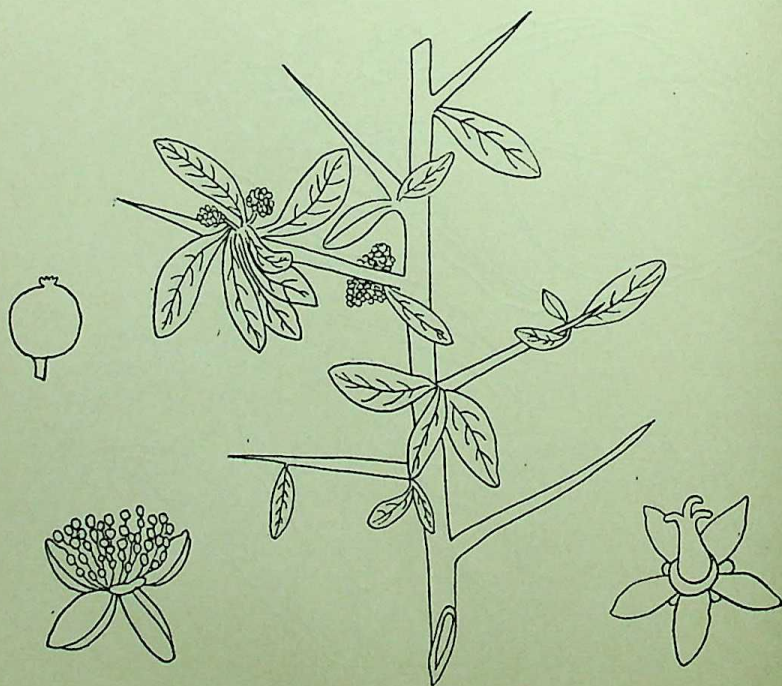
44. Flacourtia sepiaria Roxb. (বৈঁচ)
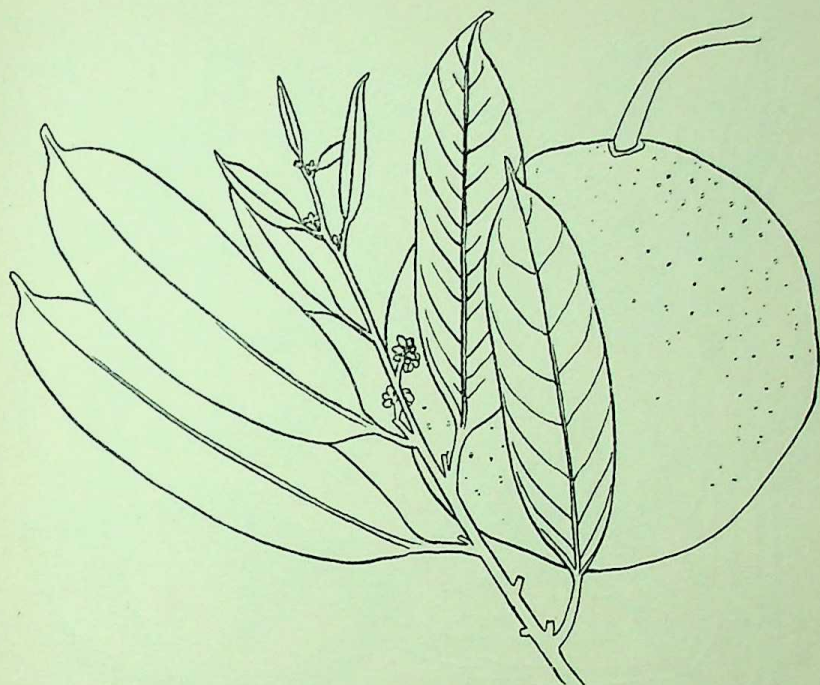
45. Taractogenos Kurzii King. (চাউলমুগরা)

46. Gynocardia odorata R. Br. (চাউলমুগরা)
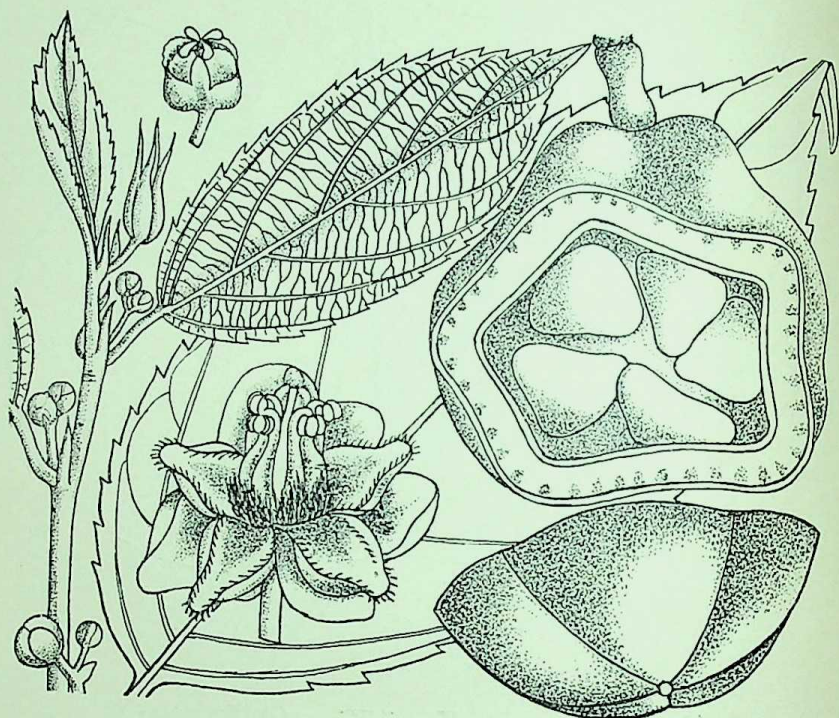
47. Hydnocarpus Wightianum Blume. (চাউলমুগরা)

48. Polygala chinensis Linn. (মেরাড়ু)
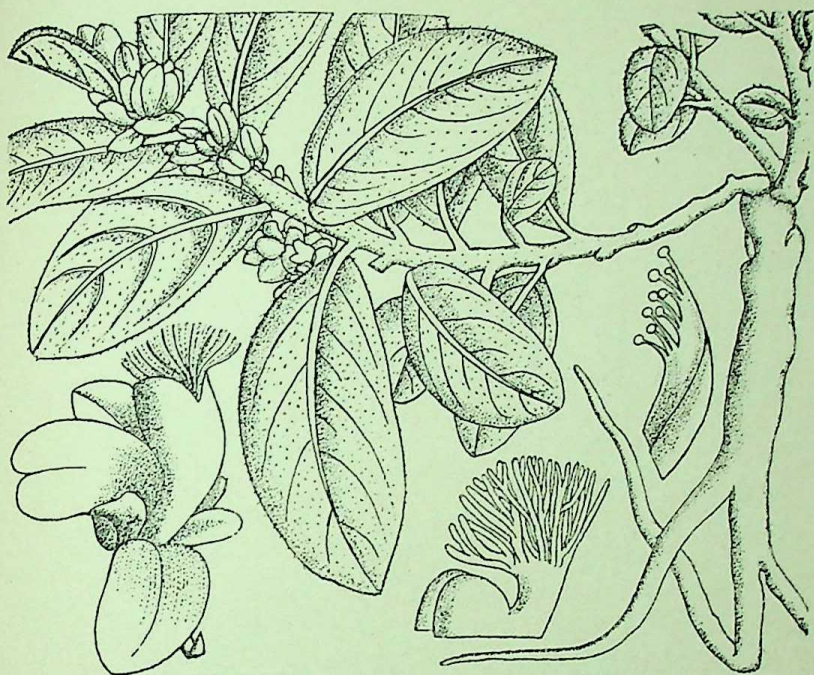
49. Polygala crotalarioides Ham. (নীলকণ্ঠী)
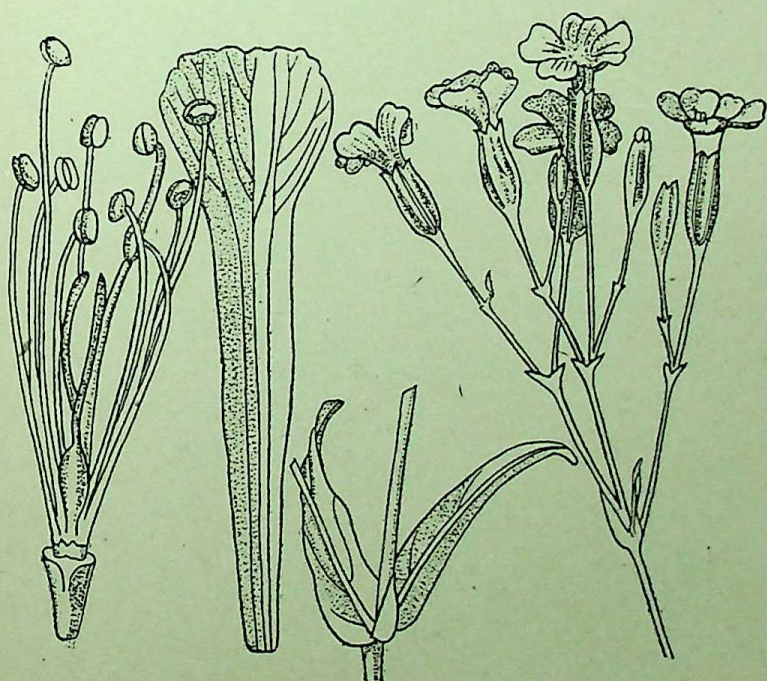
50. Saponaria Vaccaria Linn. (সাবুনী)

4—1754B.
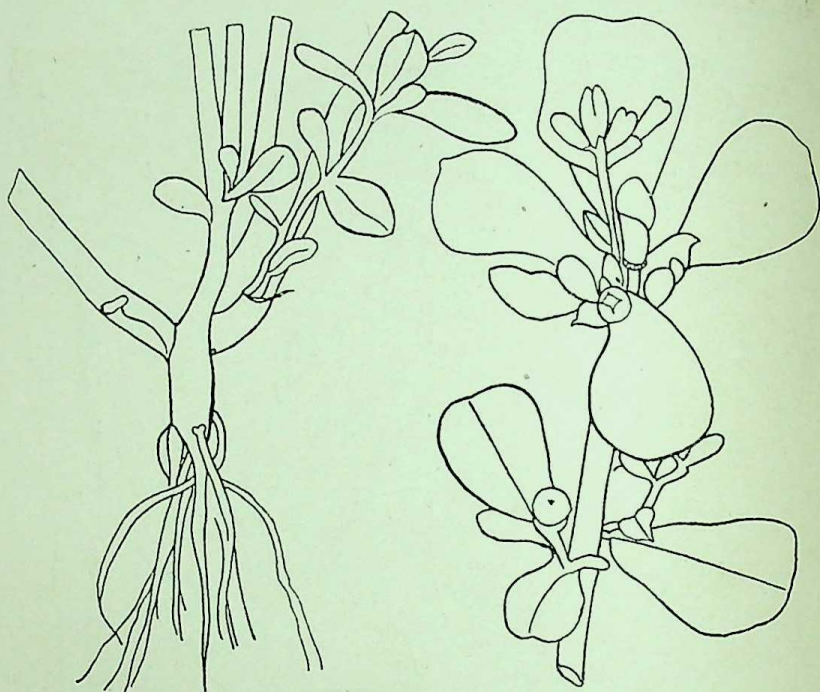
51. Portulaca oleracea Linn. (বড় নুনিয়া)
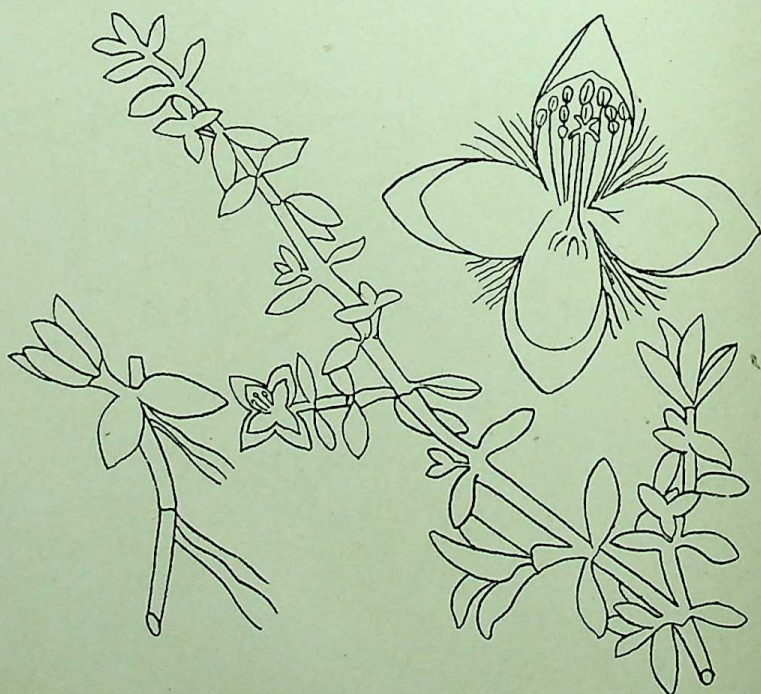
52. Portulaca quadrifida Linn. (ছোট নুনিয়া)
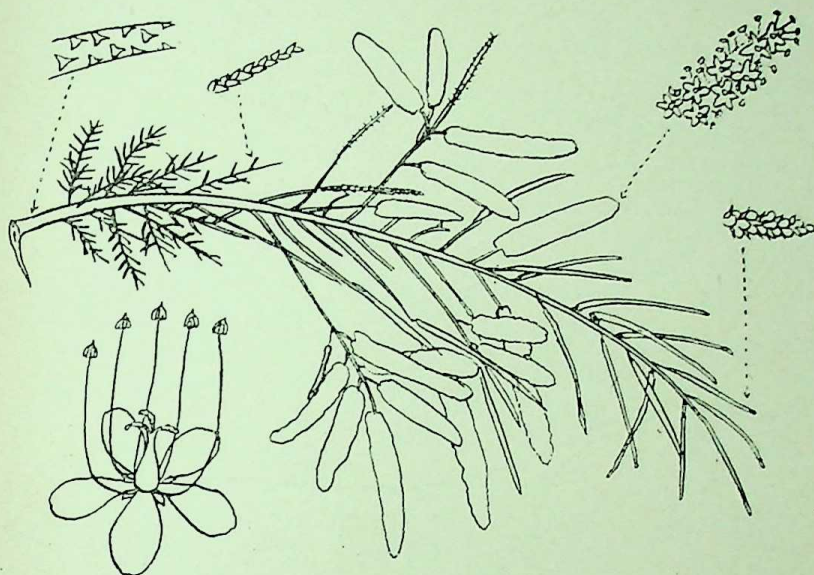
53. Tamarix gallica Linn. (বন্য ঝাউ)
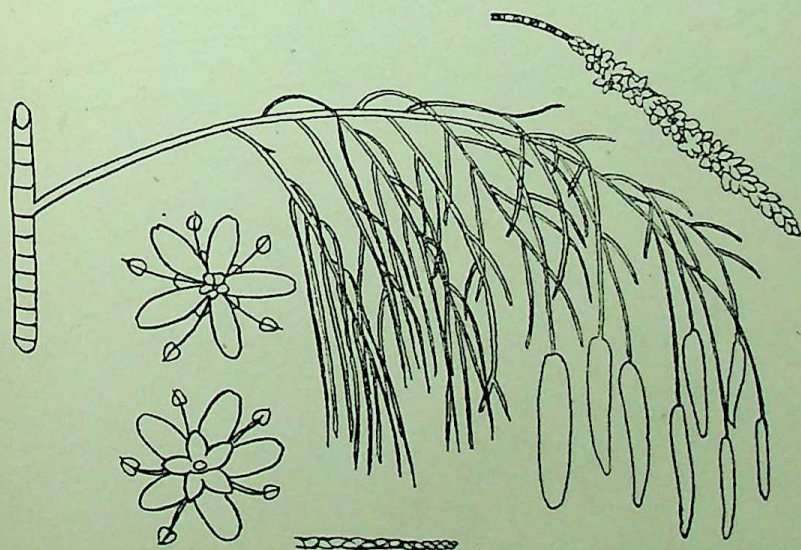
54. Tamarix dioica Roxb. (লাল ঝাউ)
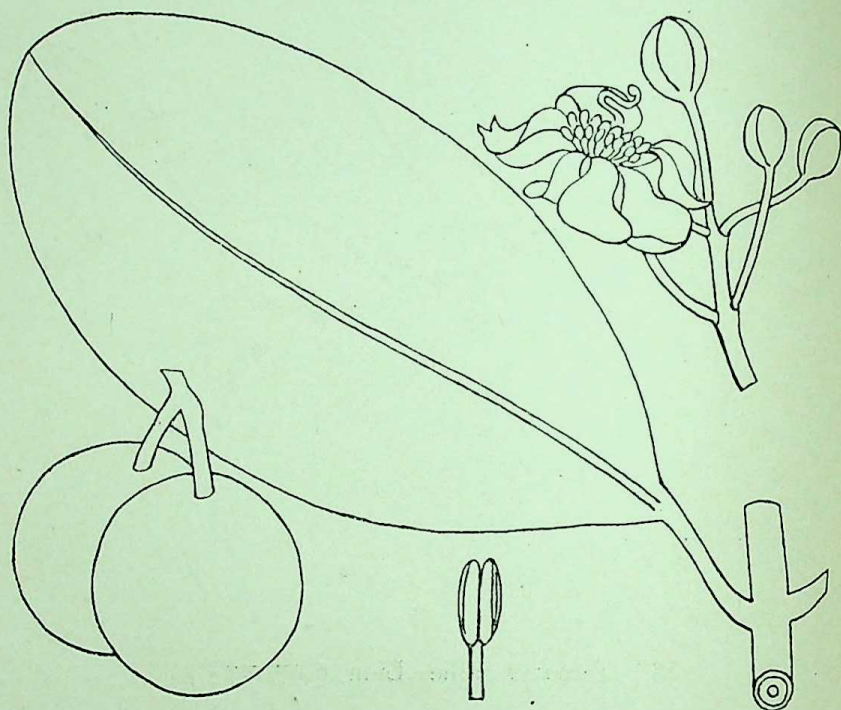
55. Calophyllum inophyllum Linn. (পুন্নাগ বা সুলতান চাঁপা)
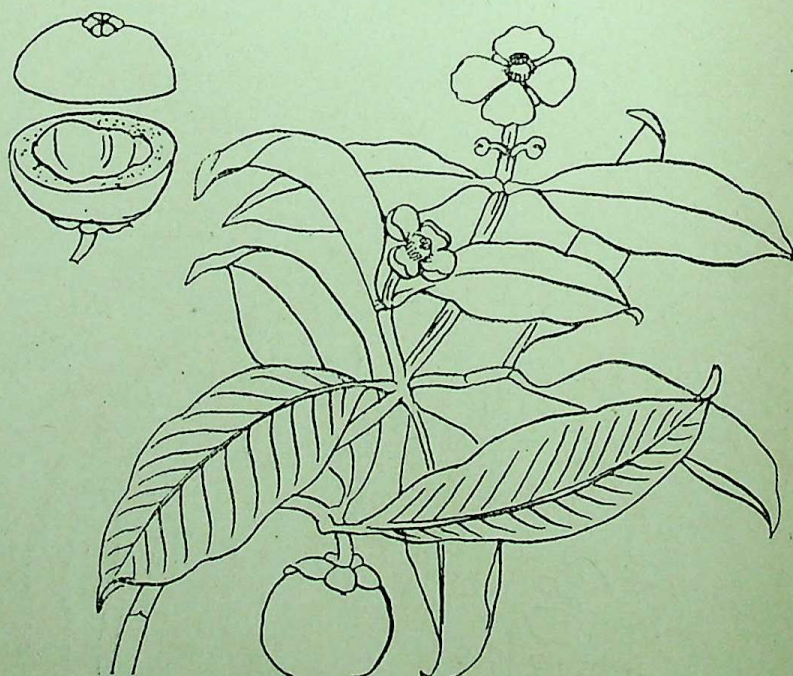
56. Garcinia Mangostana Linn. (ম্যাঙ্গোষ্টিন)

57. Garcinia Xanthochymus Hook. f. (তমাল)
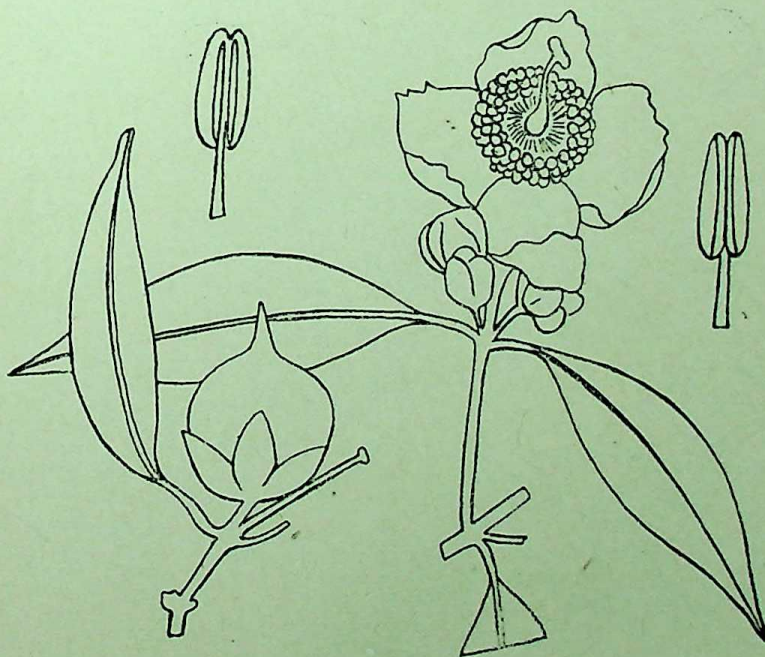
58. Mesua ferrea Linn. (নাগেশ্বর)
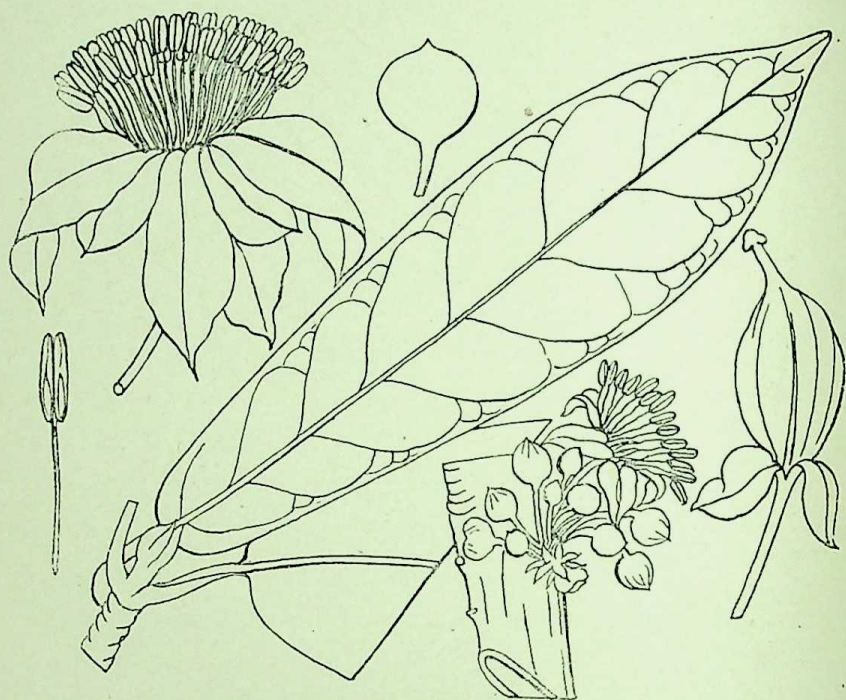
59. Ochrocarpus longifolius Benth. & Hook. (নাগকেশর)

60. Schima Wallichii Choisy. (মাকড়ীশাল)

61. Dipterocarpus turbinatus Gærtn. (ধুলিয়া গর্জ্জন)
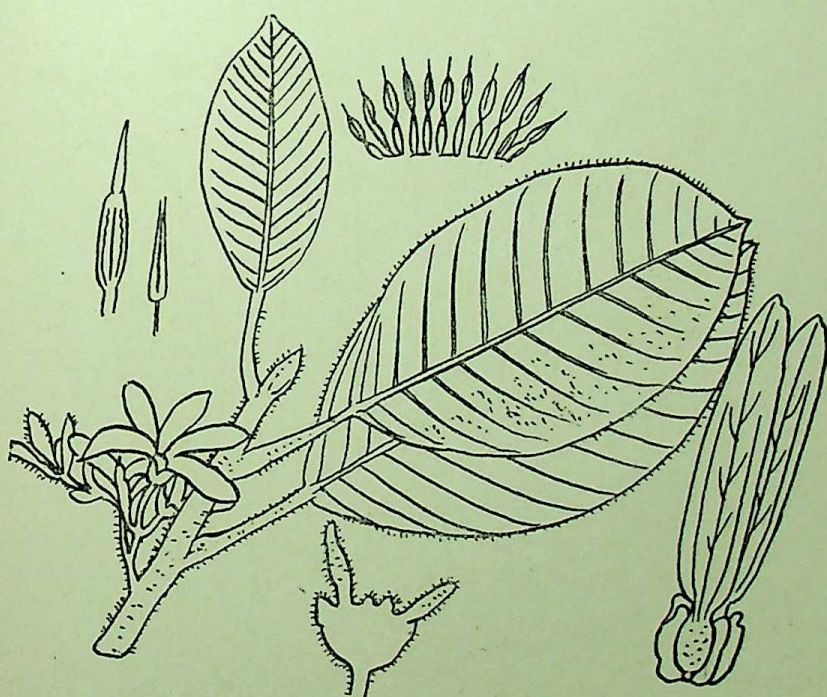
62. Dipterocarpus incanus Roxb. (গর্জ্জন)
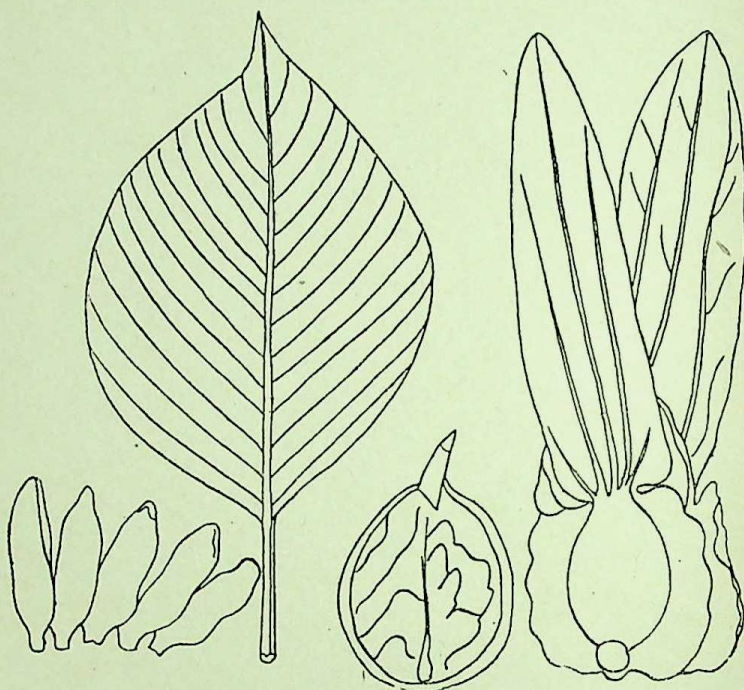
63. Dipterocarpus alatus Roxb. (তেলিয়া গর্জ্জন)
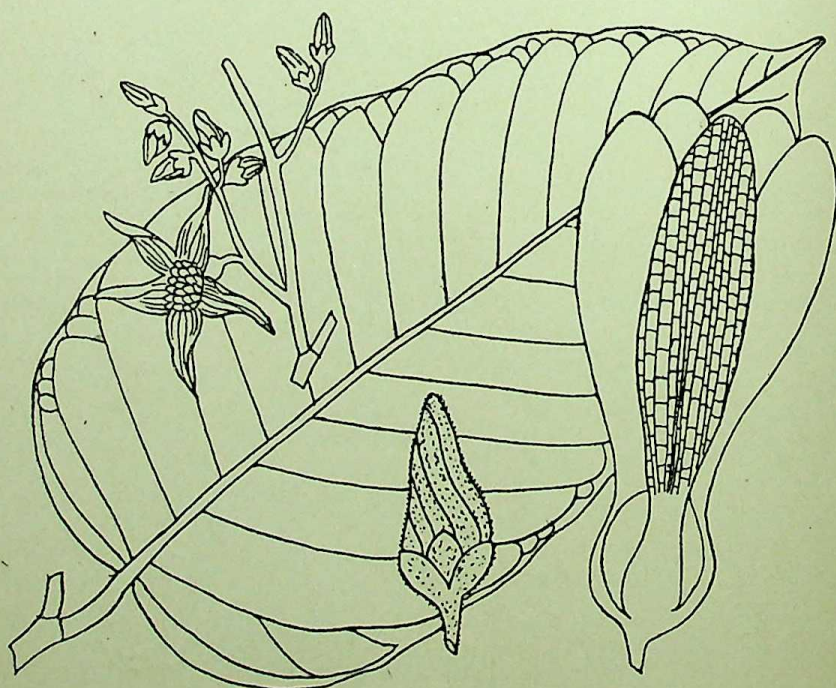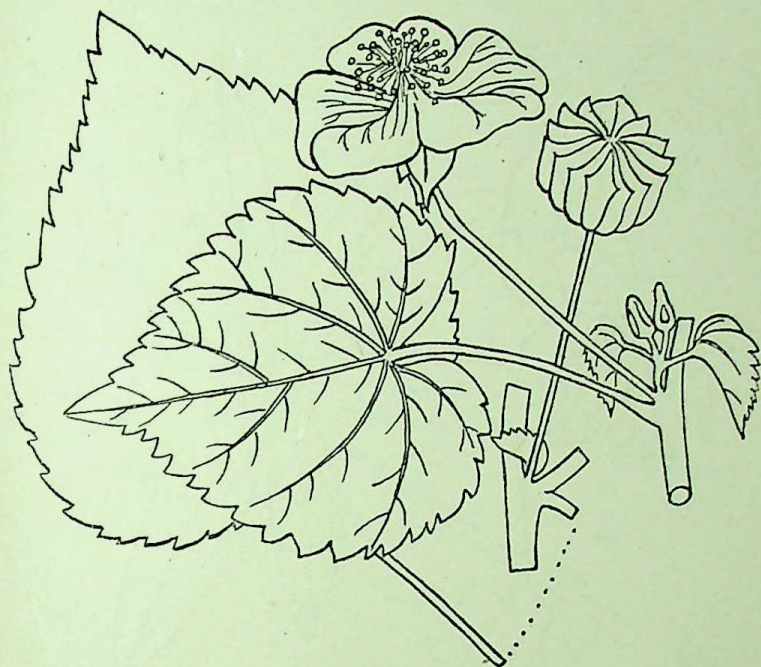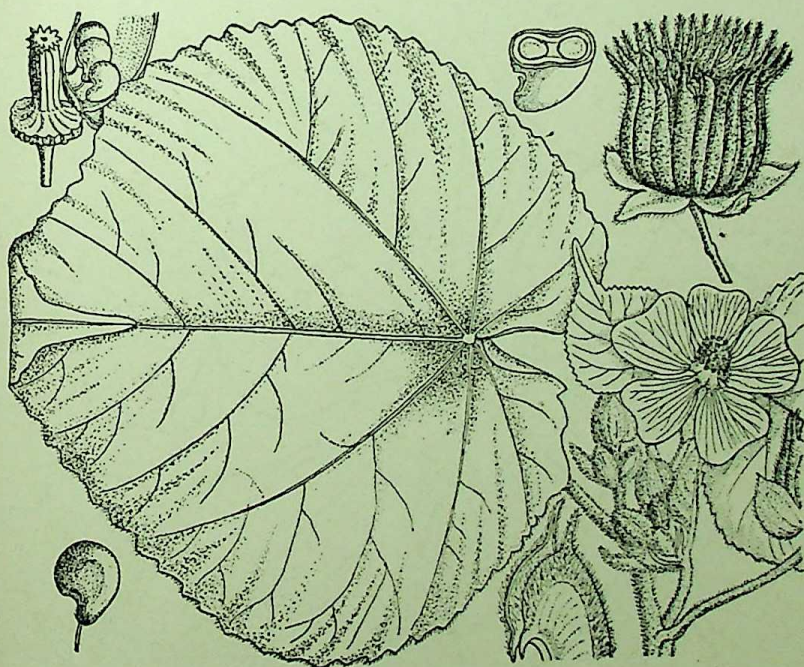
64. Shorea robusta Gaertn. (শাল)

65. Abutilon indicum G. Don. (পেটারী)

66. Abutilon Avicennae Gaertn. (জয়া)

67. Eriodendron anfractuosum DC. (শ্বেত শিমুল)

68. Bombax malabaricum DC. (শিমুল)

69. Gossypium herbaceum Linn. (কার্পাষ)
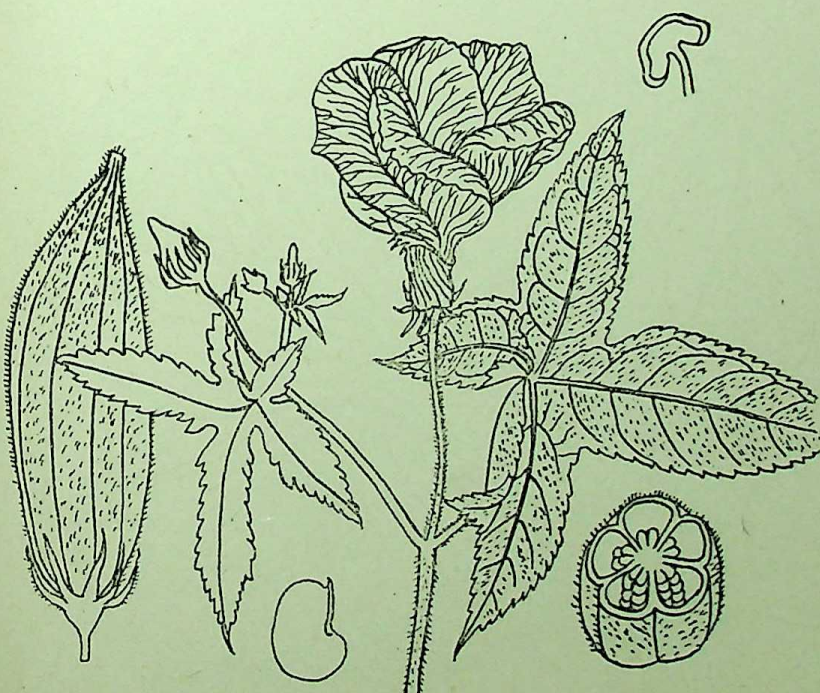
70. Hibiscus Abelmoschus Linn. (কালকস্তুরী)
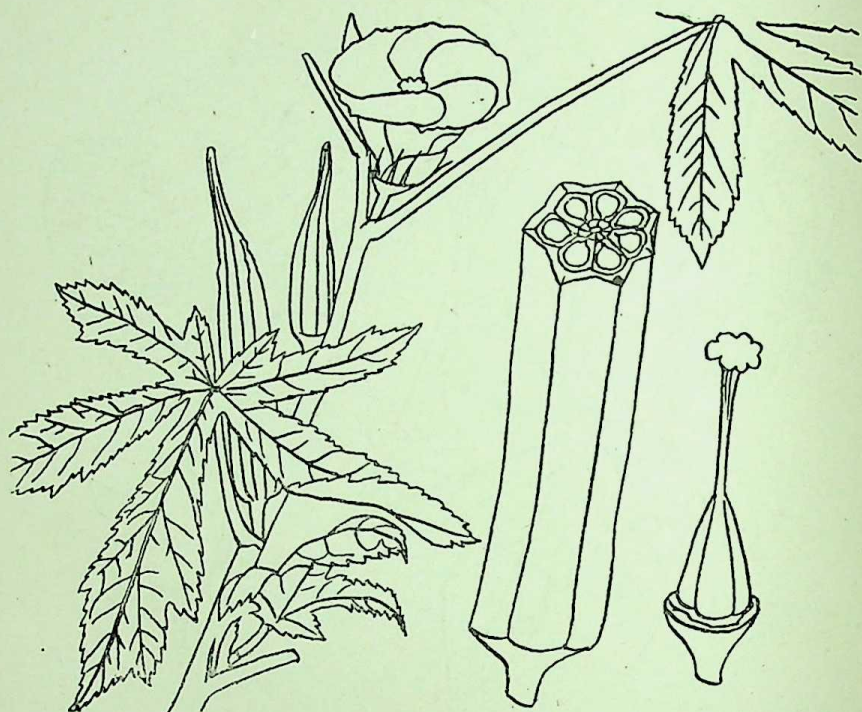
71. Hibiscus esculentus Linn. (ঢেঁড়স)
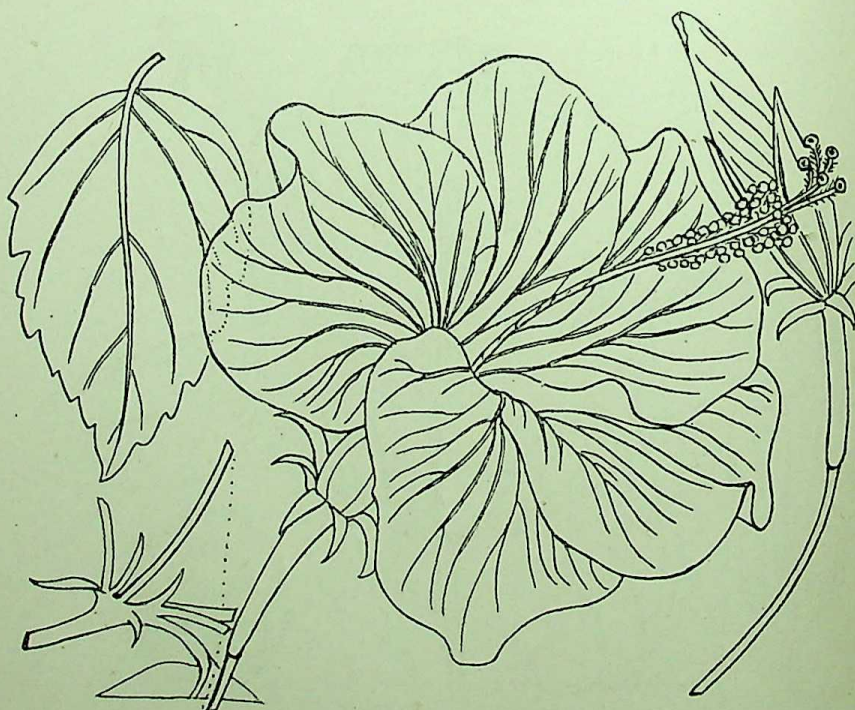
72. Hibiscus rosa-sinensis Linn. (জবা)
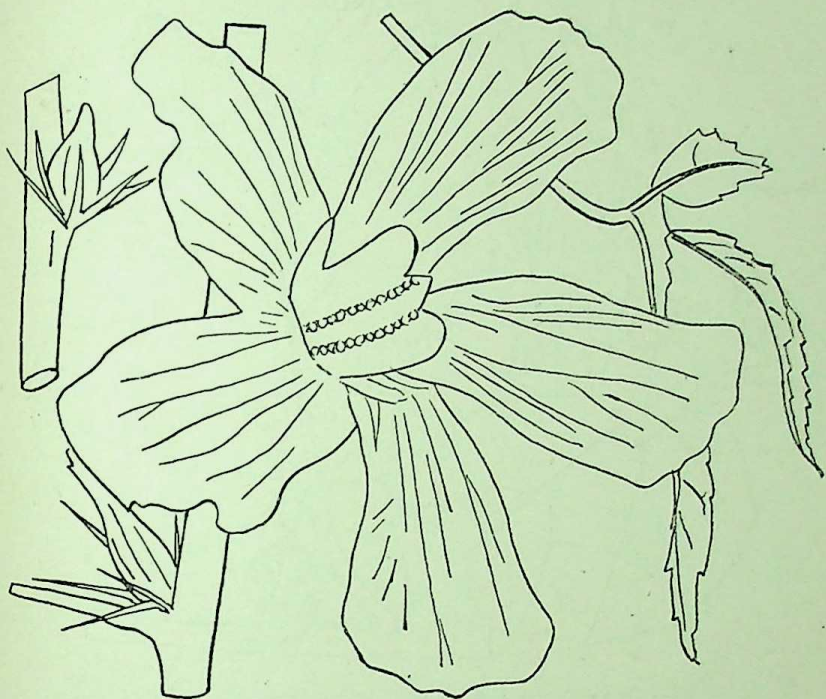
73. Hibiscus cannabinus Linn. (মেস্তাপাট)
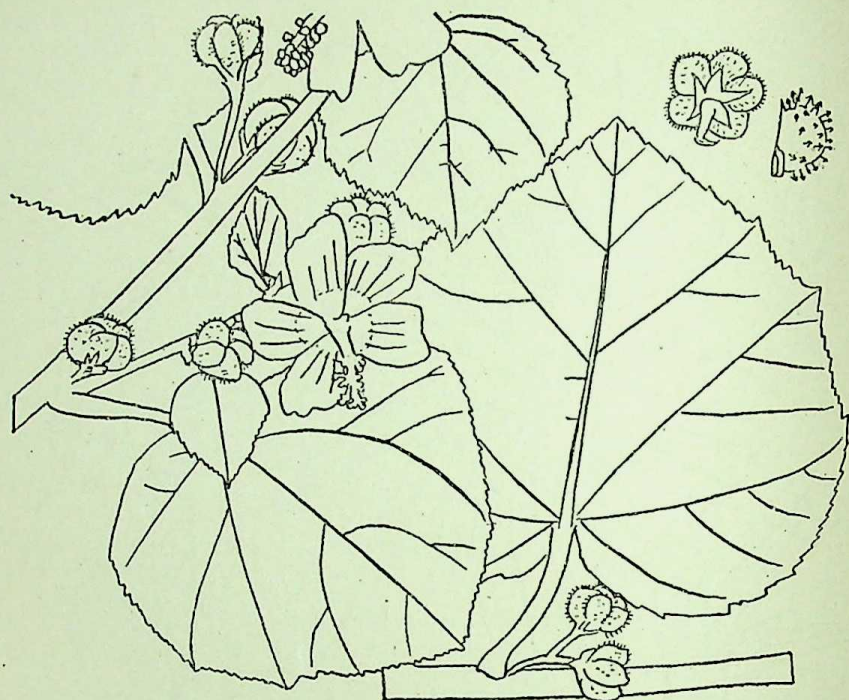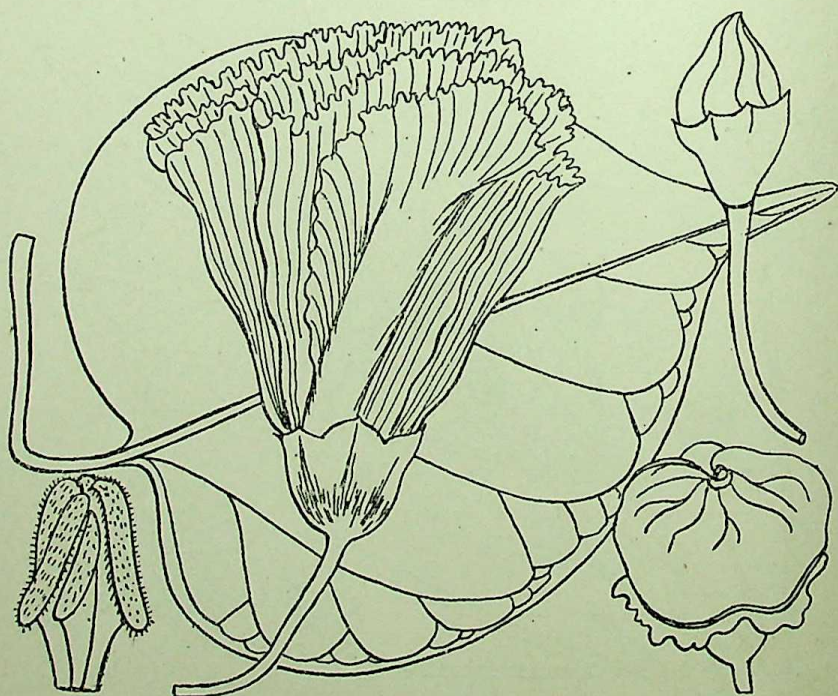
74. Pavonia odorata Willd. (বালা)

75. Urena lobata Linn. (বন ওকড়া)

76. Thespesia populnea Corr. (পরাশ পিপুল)
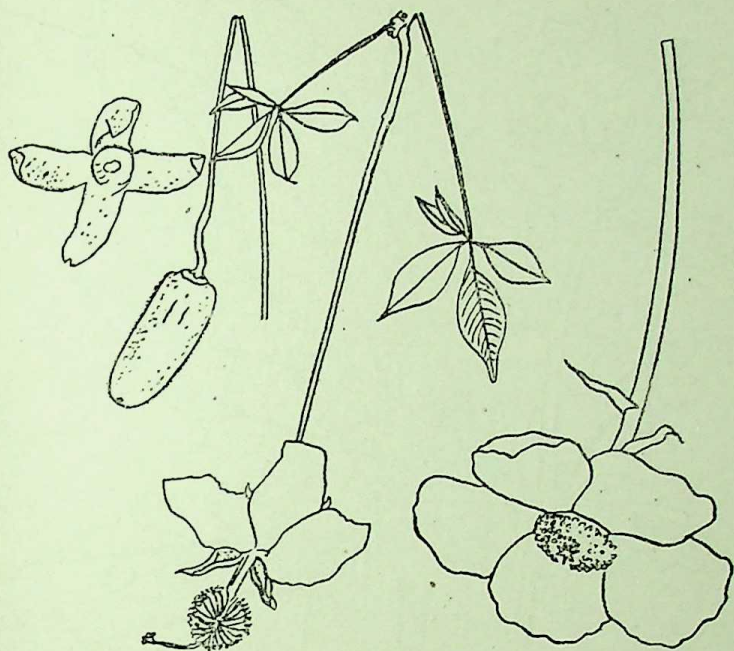
77. Adansonia digitata Linn. (গোরখ আমলি)
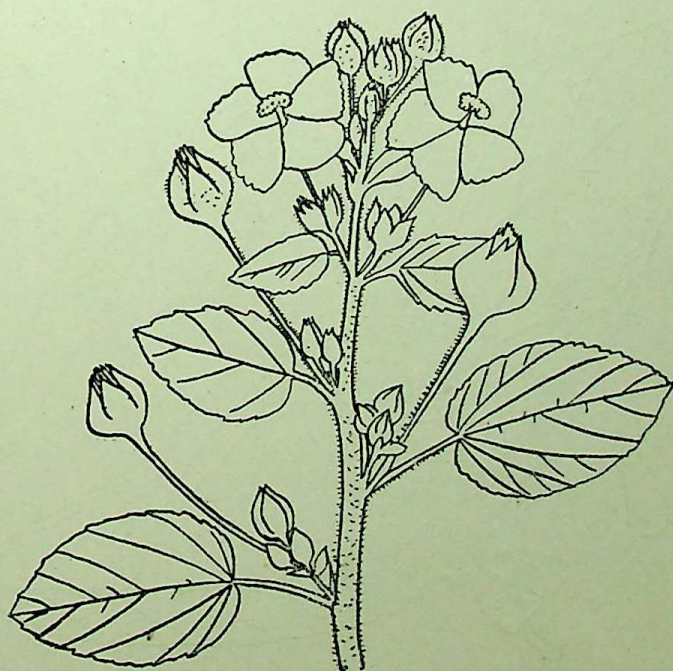
78. Sida cordifolia Linn. (বেড়েলা বা বলা)

79. Sida rhombifolia Linn. (পীত বেড়েলা)

80. S. rhombifolia Linn. var. rhomboidea Roxb. (শ্বেত বেড়েলা)
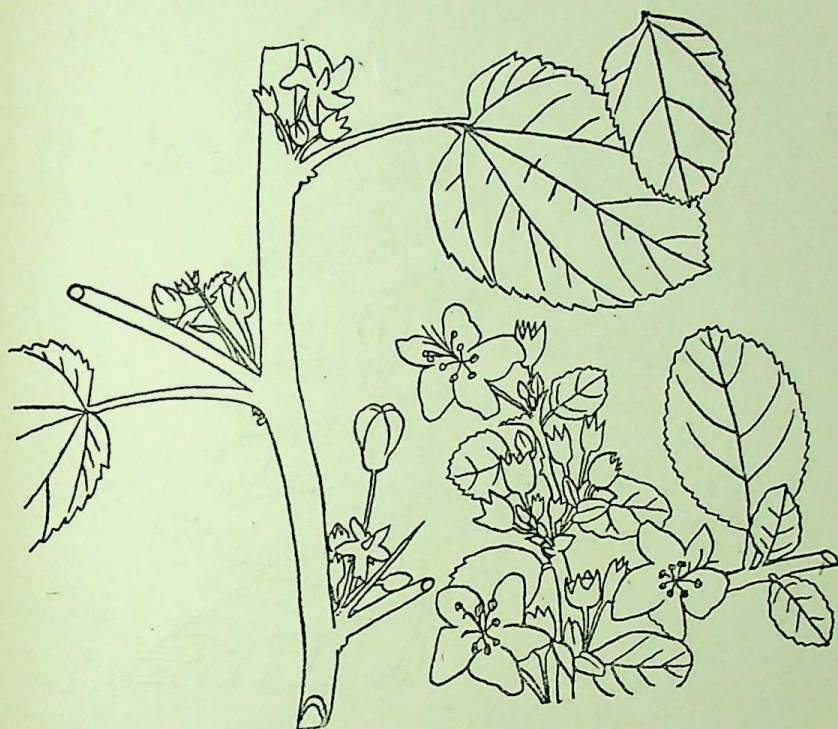
81. Sida veronicaefolia Lamk (জোঁকা)
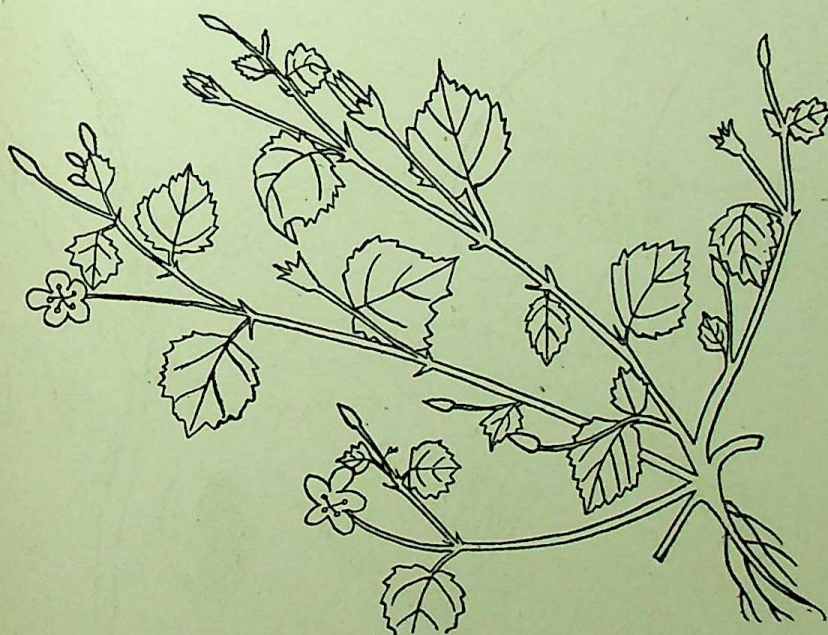
82. Sida spinosa Linn. (গোরক্ষচাকুলে)
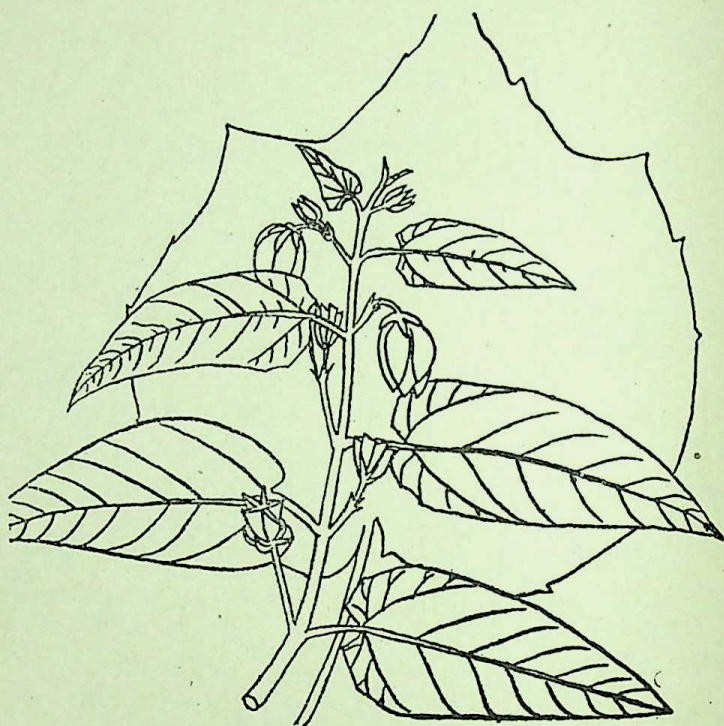
83. Abroma augusta Linn. (ওলটকম্বল)

84. Pentapetes phoenicea Linn. (দুপুরে মণি)
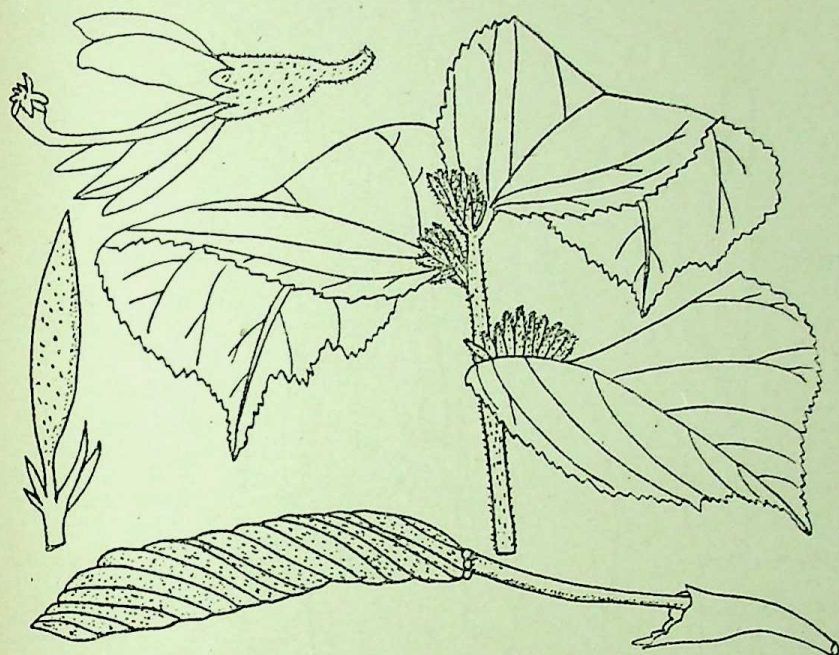
85. Helicteres Isora Linn. (আঁতমোরা)
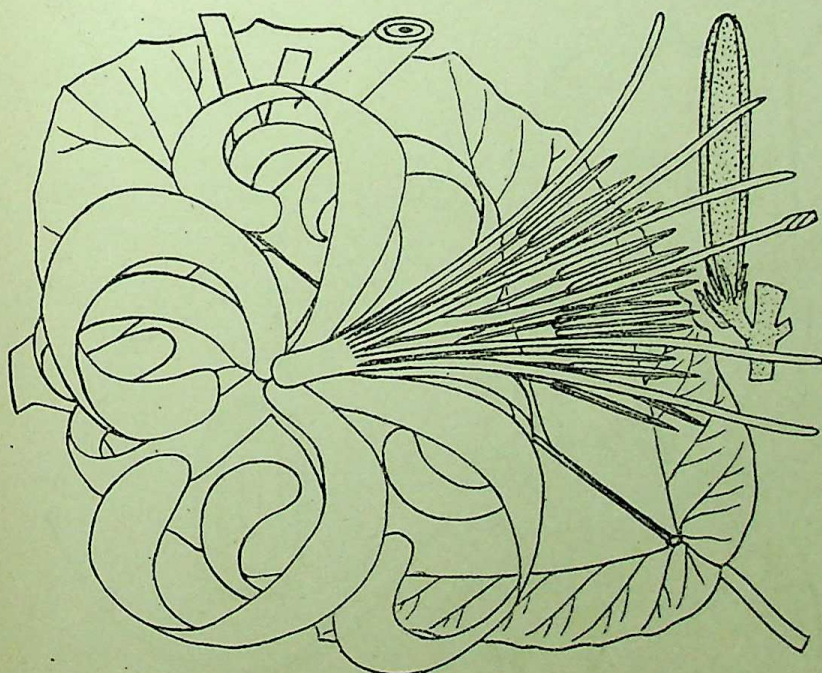
86. Pterospermum acerfolium Willd. (কনক চাঁপা)
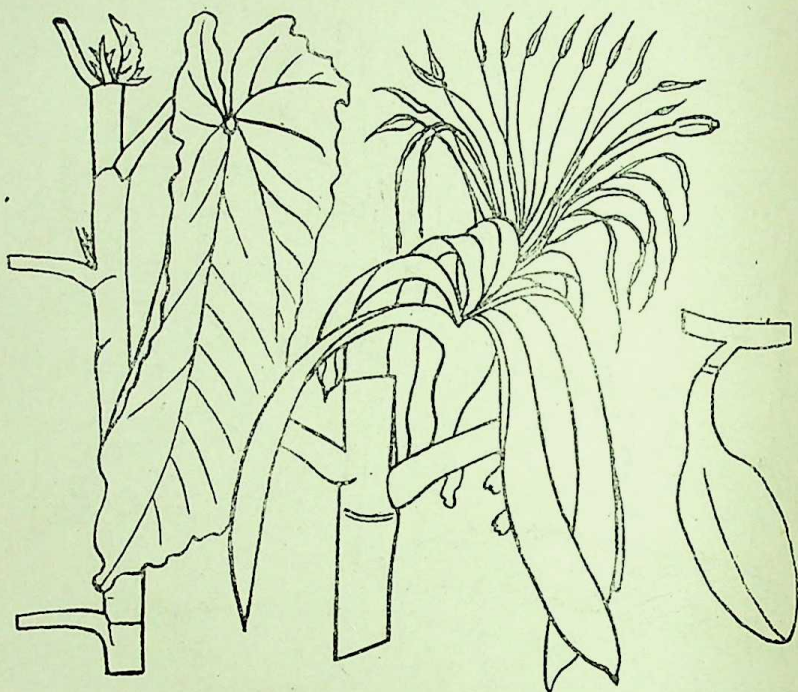
87. Pterospermum suberifolium Lamk. (মুচকুন্দ চাঁপা)
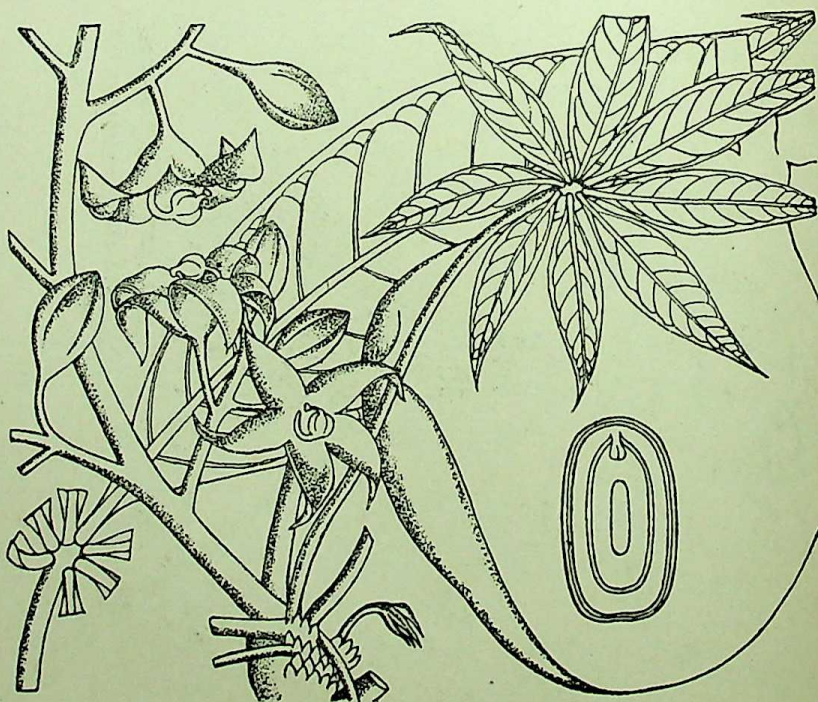
88. Sterculia foetida Linn. (জঙ্গলী বাদাম)

89. Corchorus capsularis Linn. (পাট)

90. Corchorus olitorius Linn. (নালতা পাট)

91. Grewia asiatica Linn. (ফল্সা)

92. Triumfetta rhomboidea Jacq. (বনওকরা)

93. Linum usitatissimum Linn. (তিসি)

94. Hiptage madablota Gaertn. (মাধবীলতা)
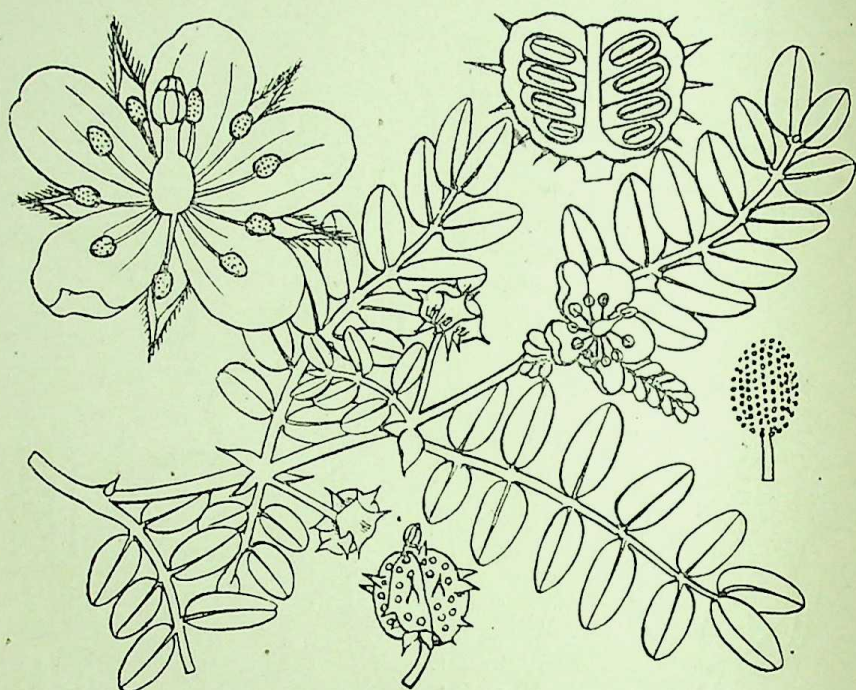
95. Tribulus terrestris Linn. (গোক্ষুর)

96. Averrhoa Bilimbi Linn. (বিলিম্বি)

97. Averrhoa Carambola Linn. (কামরাঙ্গা)
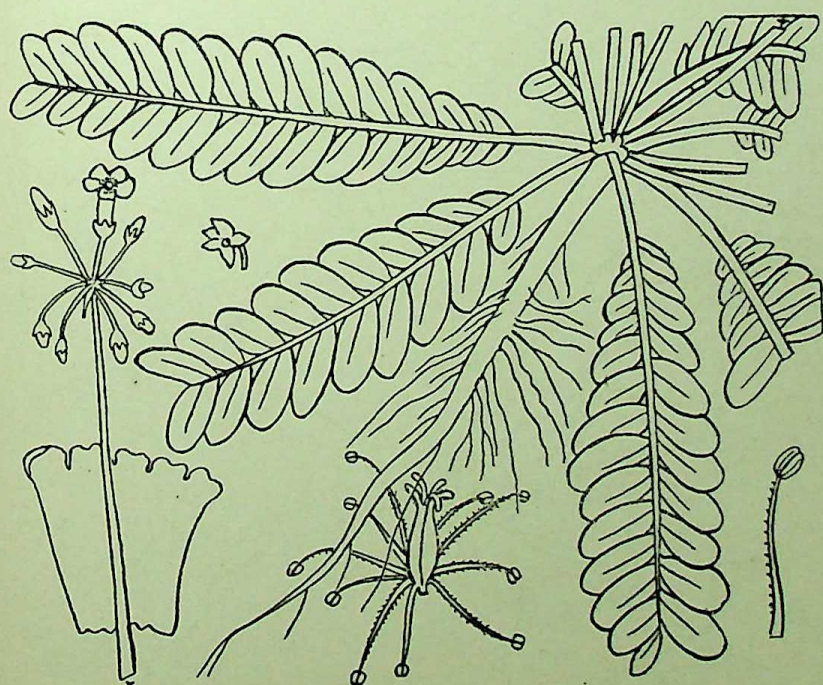
98. Biophytum sensitivum DC. (বন-নারাঙ্গা)

7—1754B.

99. Oxalis corniculata Linn. (আমরুল)
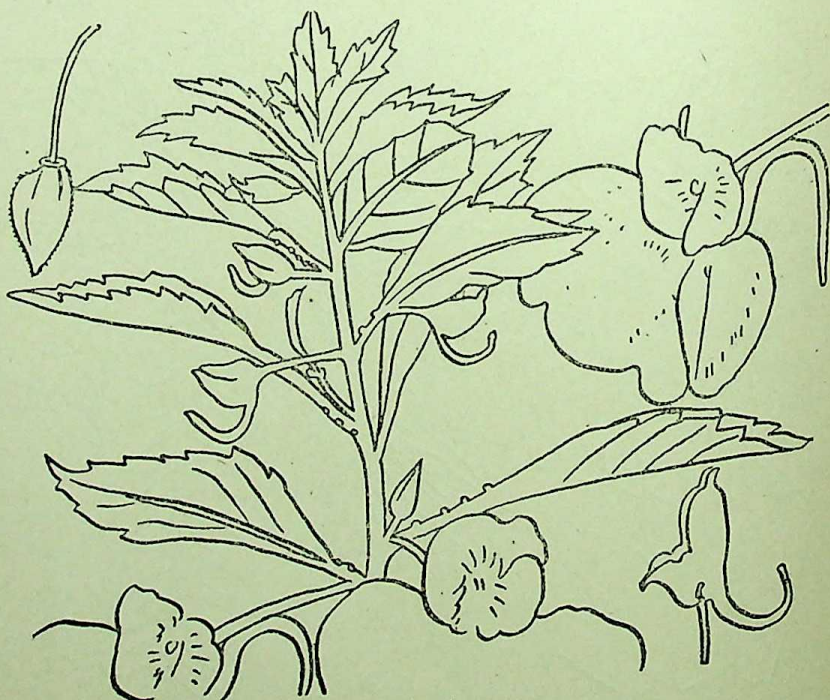
100. Impatiens Balsamina Linn. (দোপাটী)
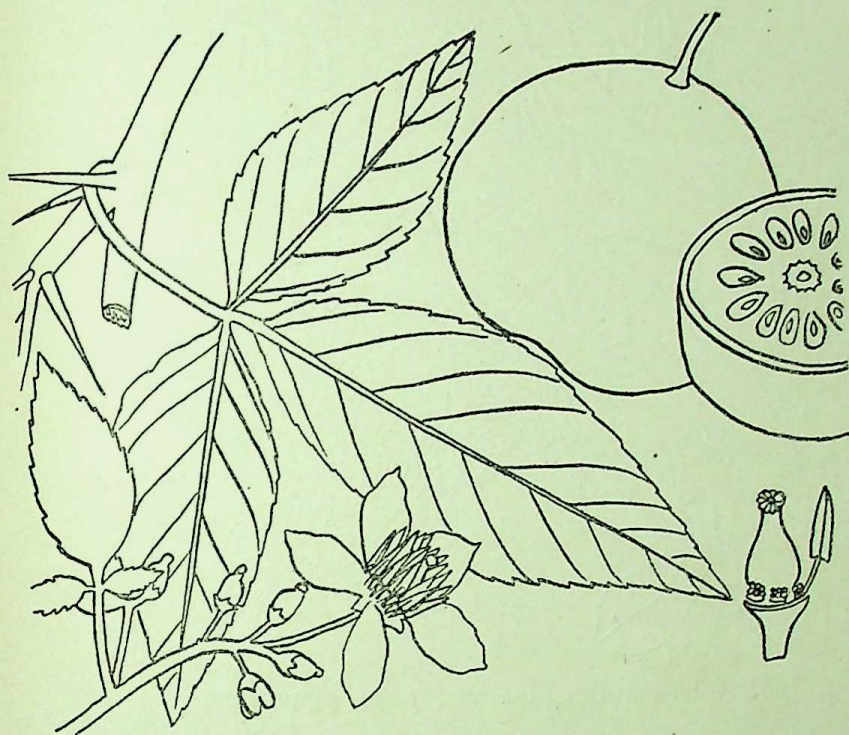
101. Aegle Marmelos Corr. (বেল)

102. Atlantia monophylla Corr. (আতবী জাম্বীর)
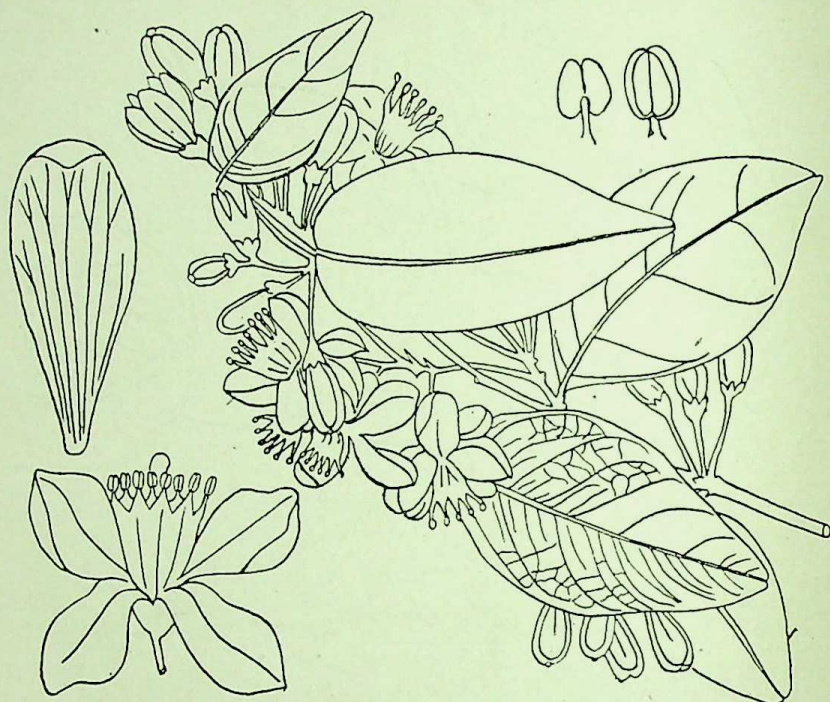
103. Citrus medica Linn. var. *typica*. (বেগপূরা)

104. Citrus medica Linn. var. *Limonum*. (কর্ণনেবু)
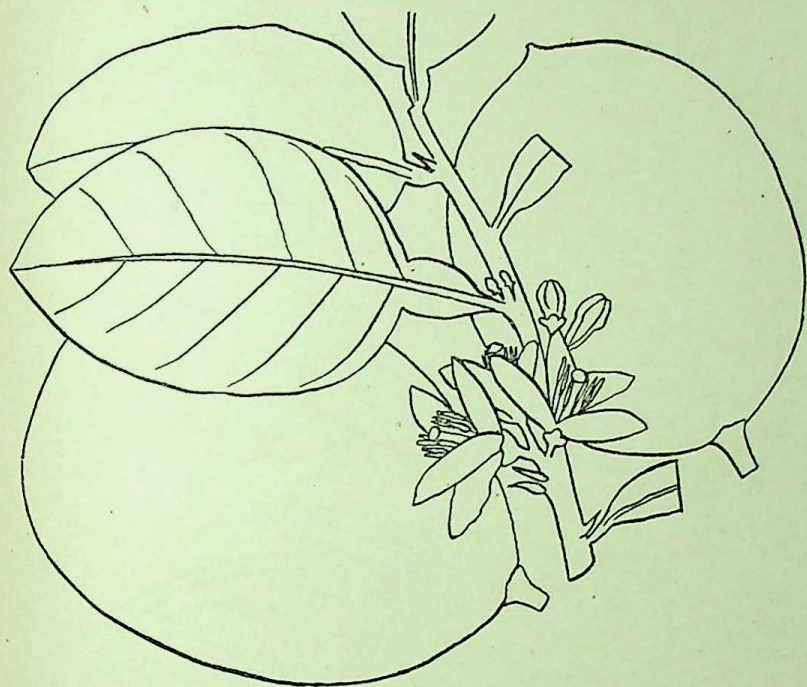
105. Citrus medica Linn. var. *acida*. (কাগজী ও পাতিলেবু)

106. Citrus medica Liun. var. *Limetta*. (মিঠালেবু)

107. Citrus Aurantium Linn. (কমলালেবু)

108. Citrus decumana Linn. (বাতাবিলেবু)
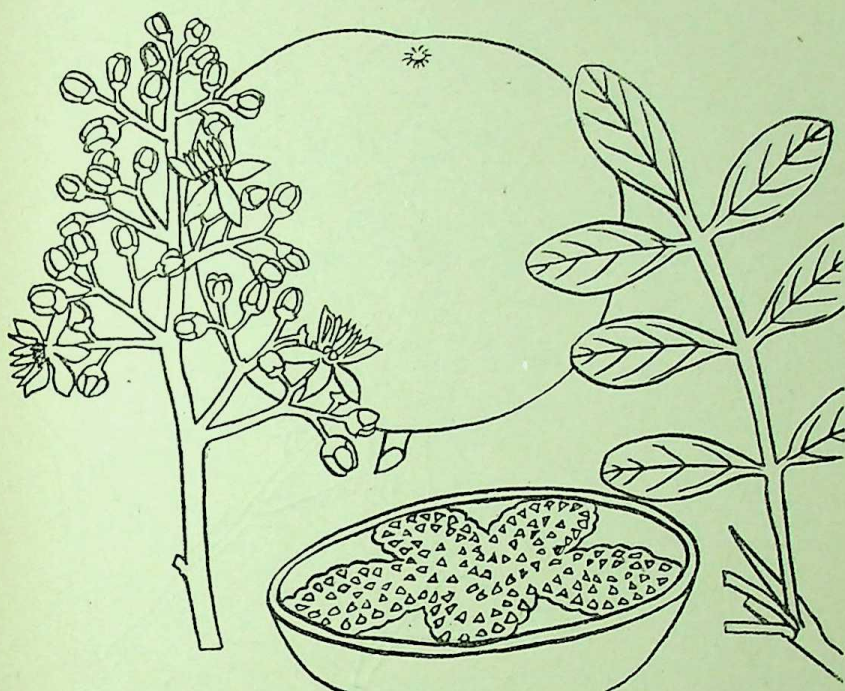
109. Feronia Elephantum Corr. (কয়েতবেল)

110. Glycosmis pentaphylla Corr. (আসশেওড়া)
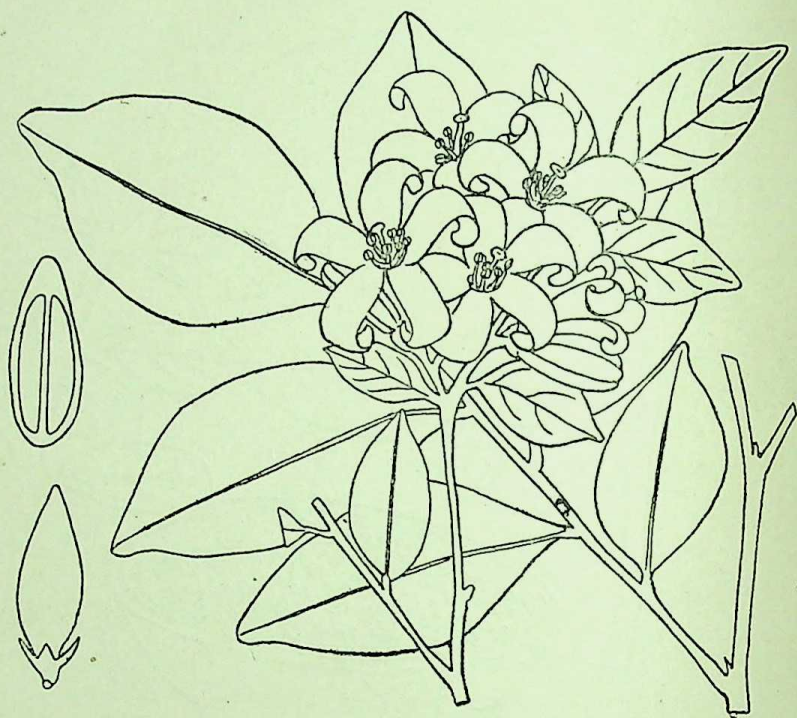
111. Murraya exotica Linn. (কামিনী)

112. Murraya Koenigii Spreng. (বারসঙ্গ)
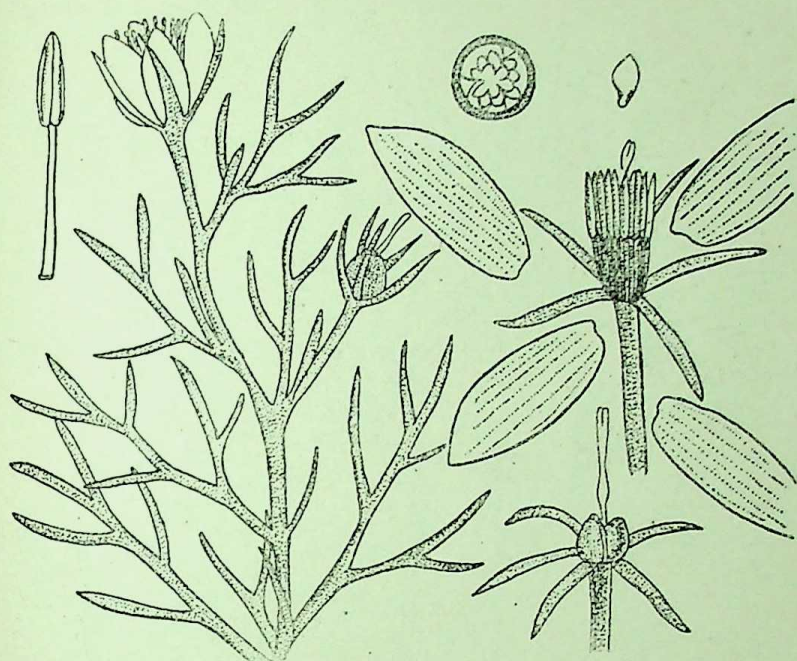
113. Peganum Harmala Linn. (ইশবাঁধ).
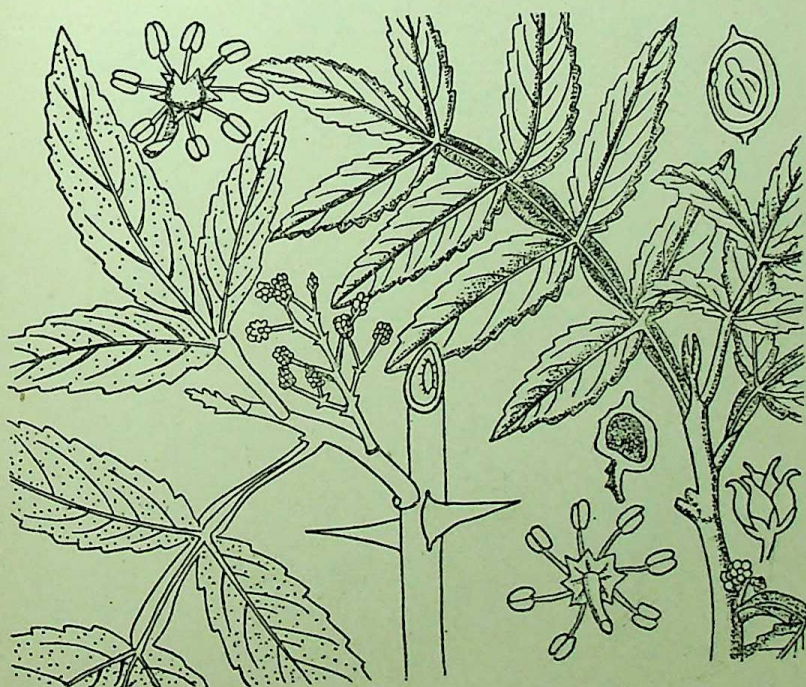
114. Zanthoxylon alatum Roxb. (নেপালী ধনে)

115. Toddalia aculeata Pers. (দাহন বা কাঞ্চন)
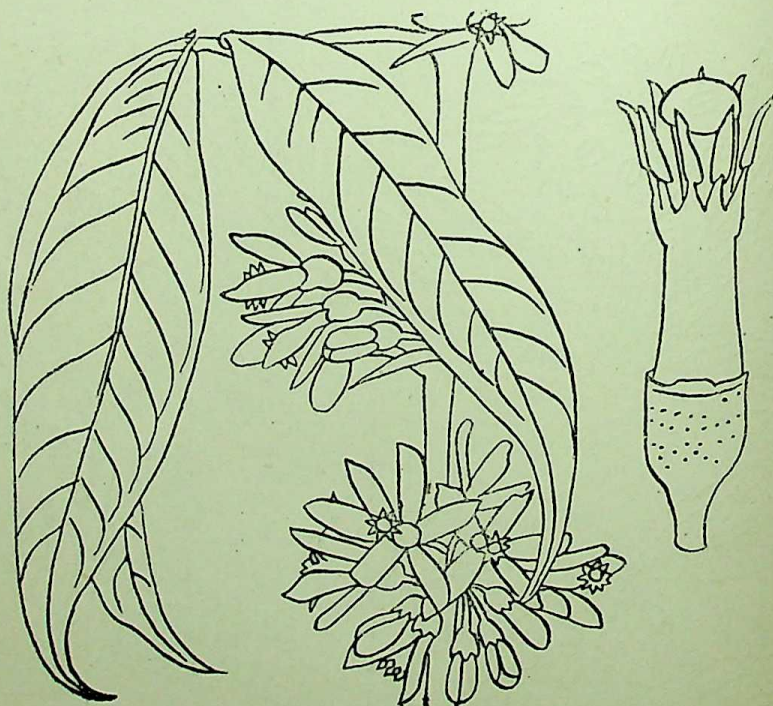
116. Luvunga scandens Ham. (লবঙ্গলতা)
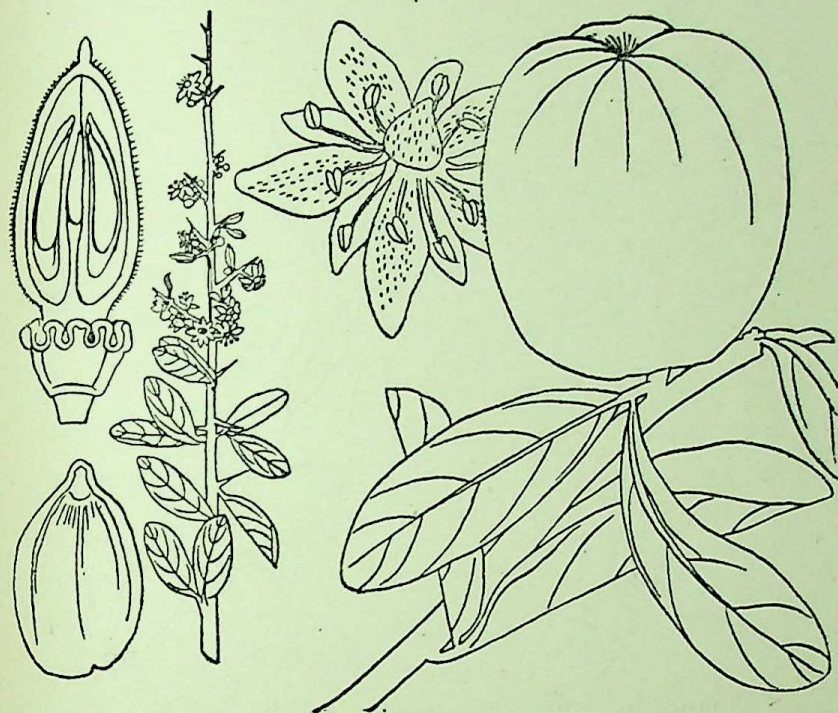
117. Balanites Roxburghii Planch. (ইঙ্গুদী)
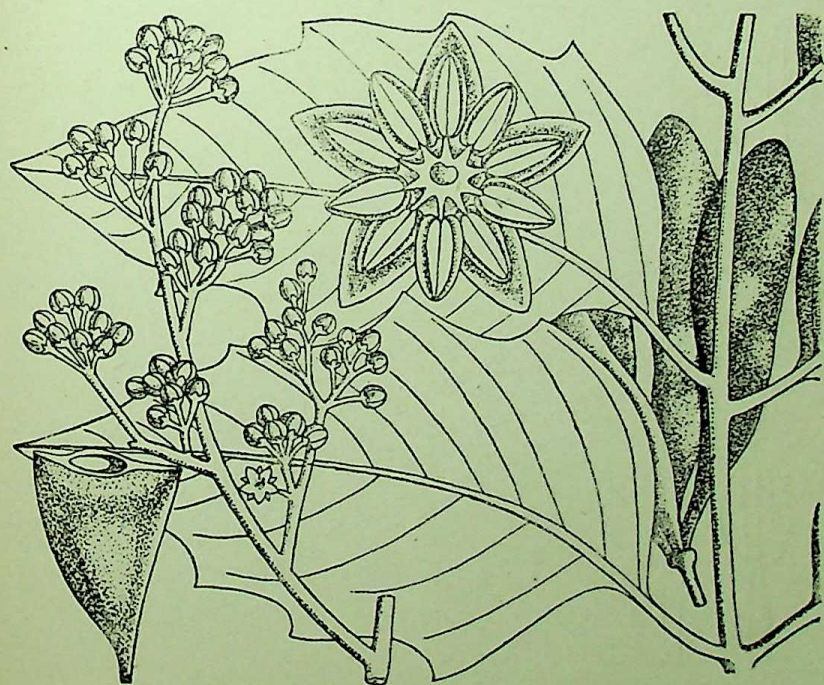
118. Ailanthus excelsa Roxb. (মহানিম্ব)

119. Boswellia serrata Roxb. (সালই, লুবান)

120. Garuga pinnata Roxb. (জুম)
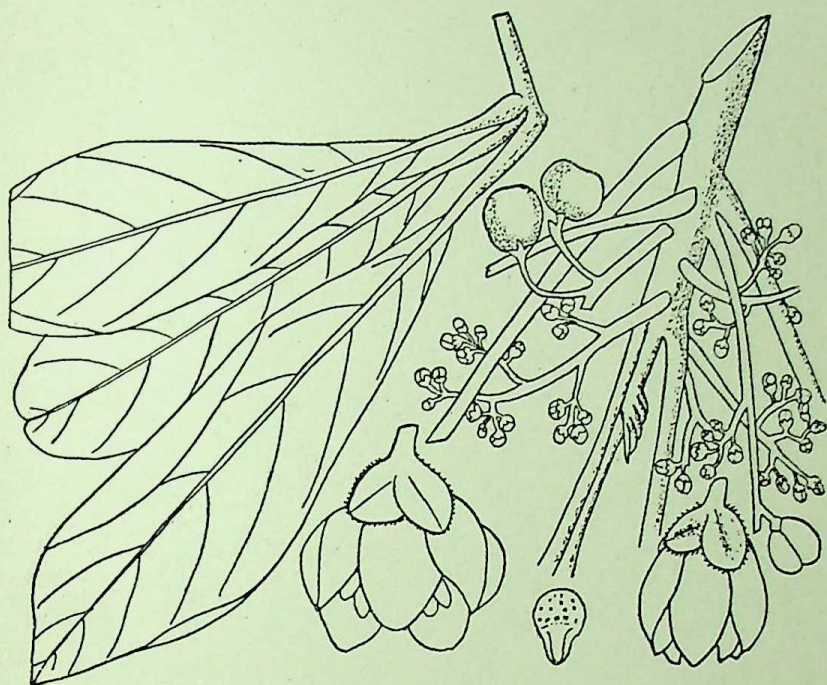
121. Aglaia Roxburghiana Miq. (প্রিয়ঙ্গু)

122. Melia Azadirachta Linn. (নিম্ব)
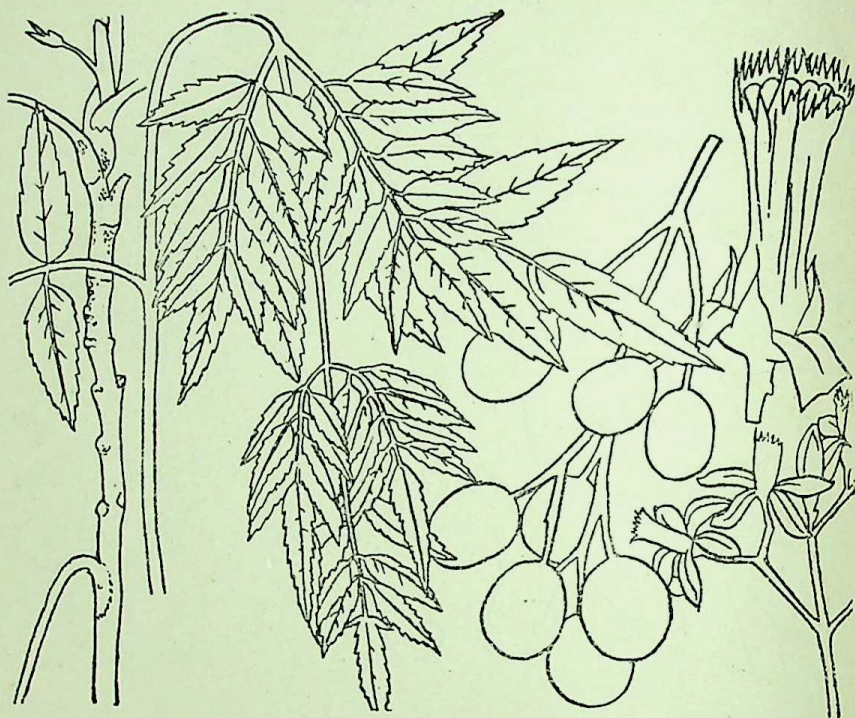
123. Melia Azedarach Linn. (ঘোড়ানিম)

124. Amoora cucullata Roxb. (আমুর-লাতমী)
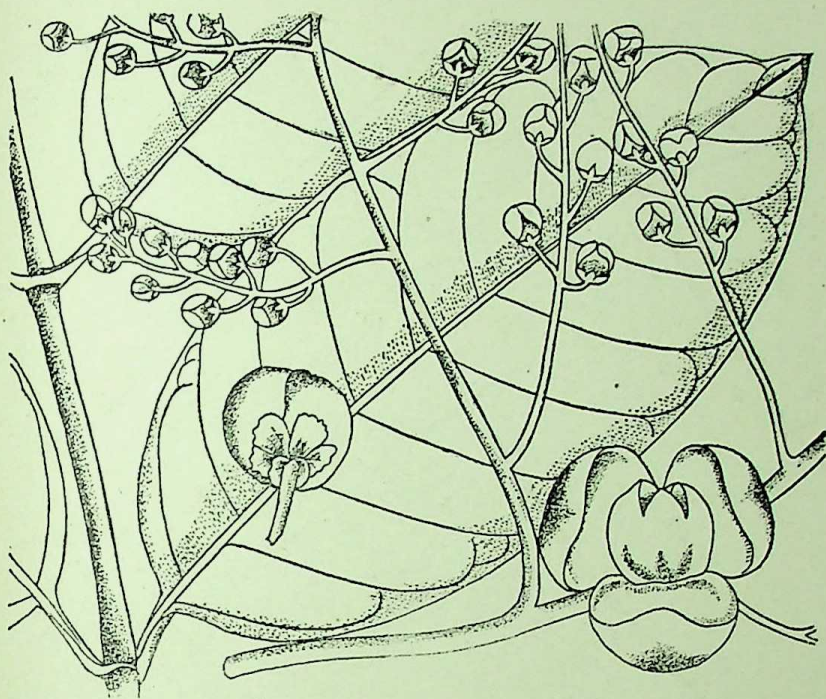
125. Amoora Rohituka W & A. (রোহিতক)
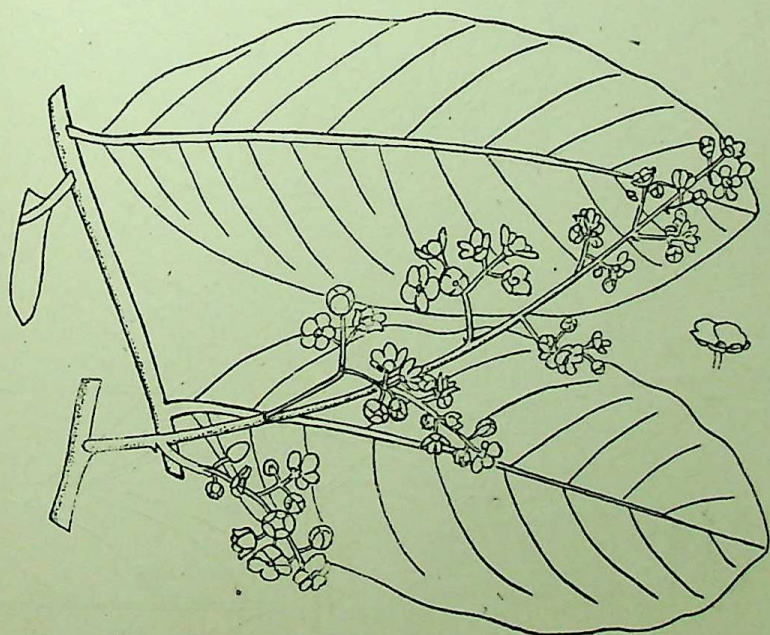
126. Soymida febrifuga Juss. (রোহণ)

127. Cedrela Toona Roxb. (তুন)
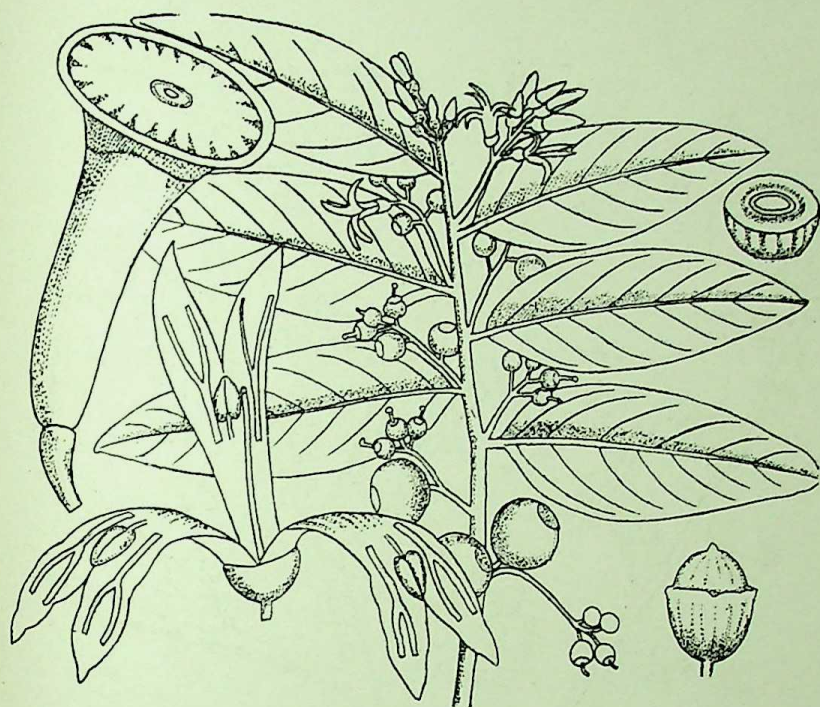
128. Chickrassia tabularis Juss. (চিক্রাশি)

129. Olax scandens Roxb. (ককো আরু)
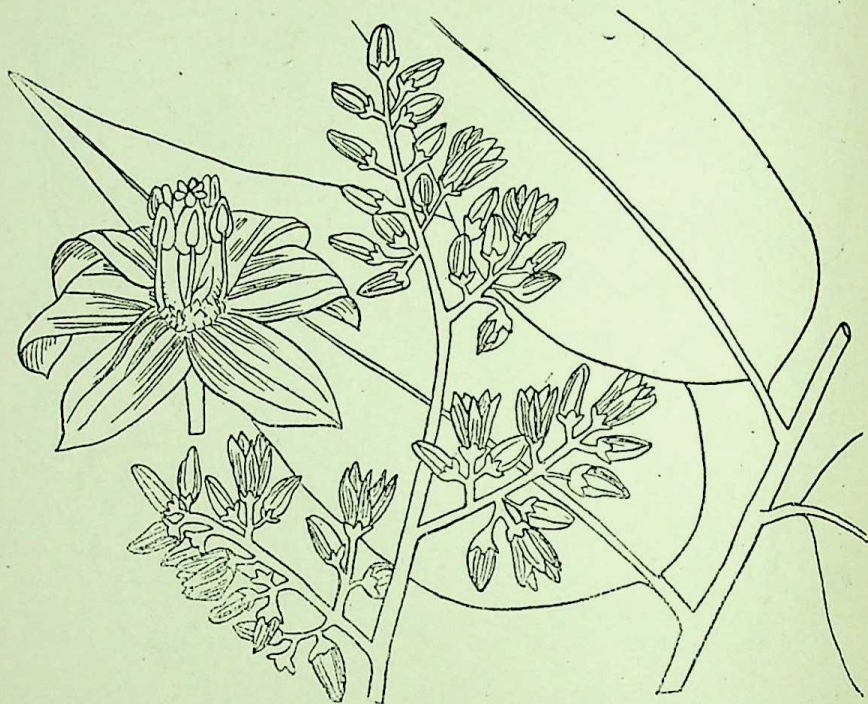
130. Celastrus paniculatus Willd. (মালকাঙনী)

127. Cedrela Toona Roxb. (তুন)
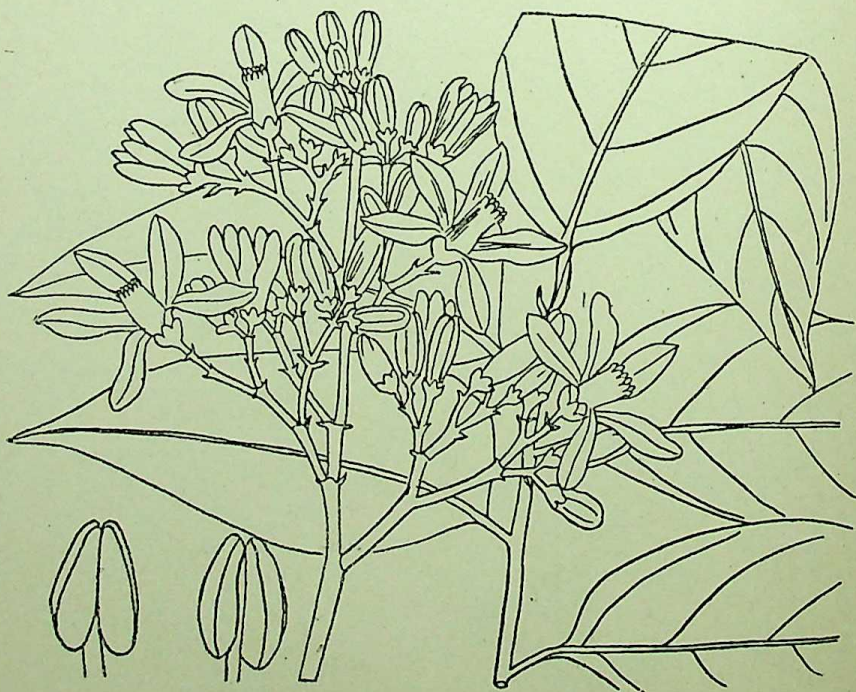
128. Chickrassia tabularis Juss. (চিক্রাশি)
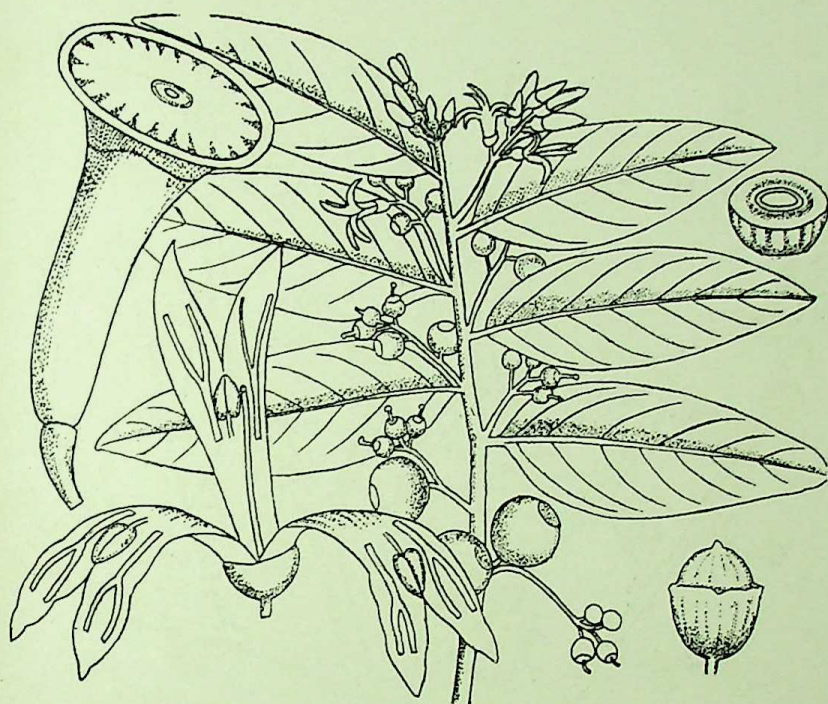
129. Olax scandens Roxb. (ককো আরু)

130. Celastrus paniculatus Willd. (মালকাঙনী)
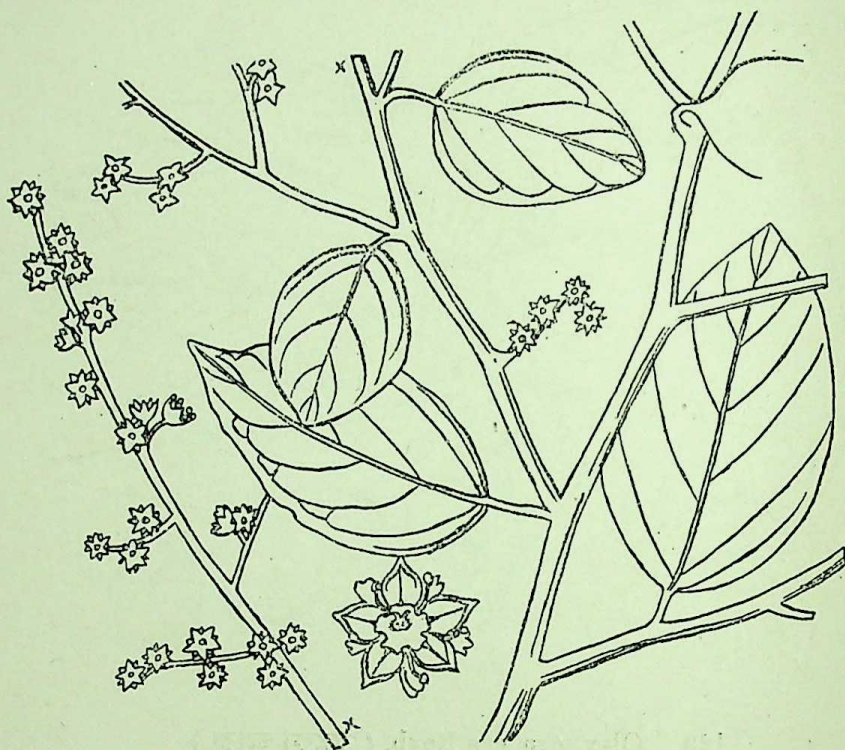
131. Ventilago maderaspatana Gaertn. (রক্তপীট)

132. Ventilago calyculata King. (রক্তপীট)
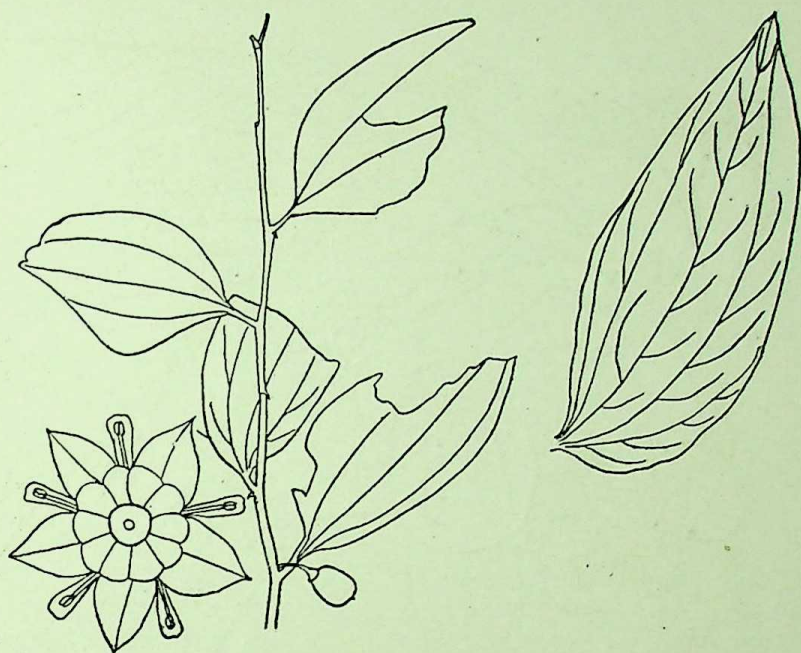
133. Zizyphus Oenoplia Mill. (সেয়াকুল)

134. Zizyphus Jujuba Lamk. (কুল)
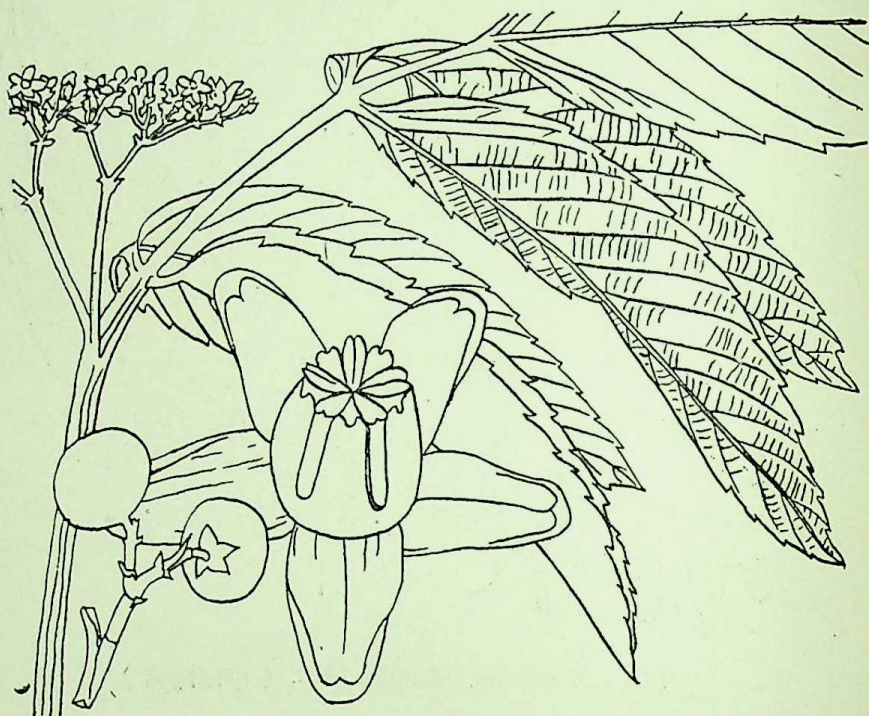
135. Leea crispa Willd. (বনচালিদা)
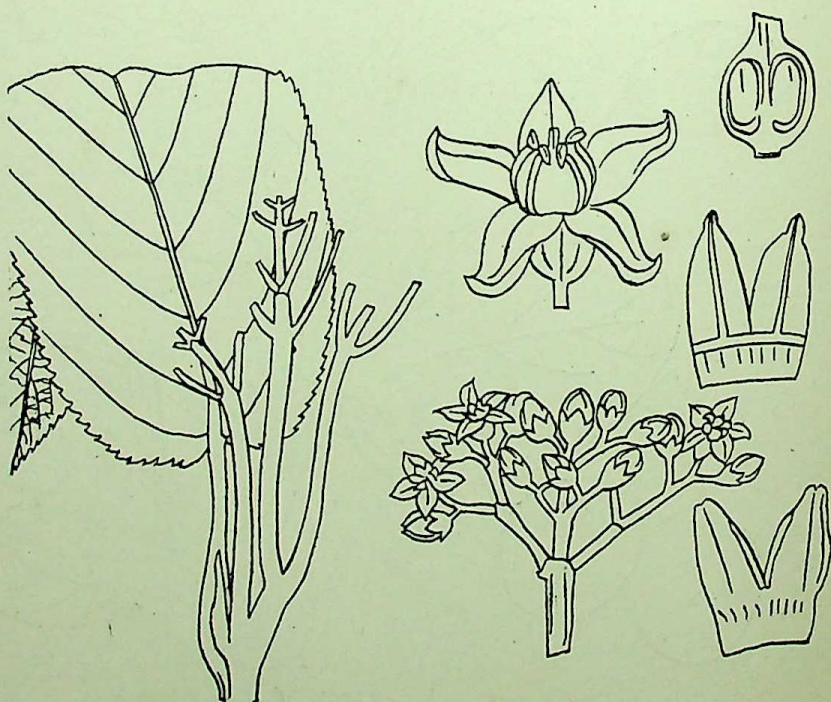
136. Leea macrophylla Roxb. (ঢোলসমুদ্র)
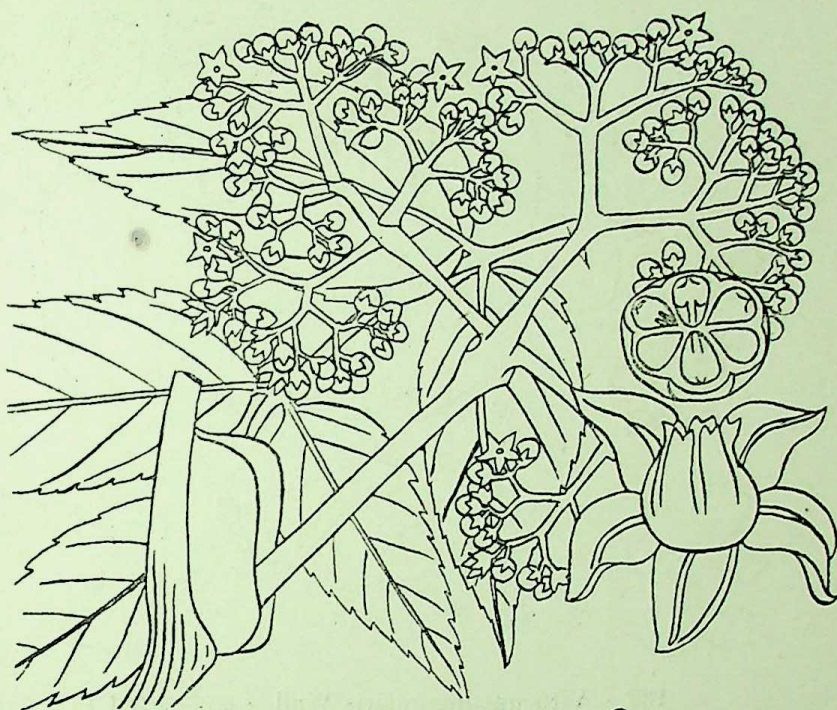
137. Leea sambucina Willd. (কুকুরজিহ্বা)
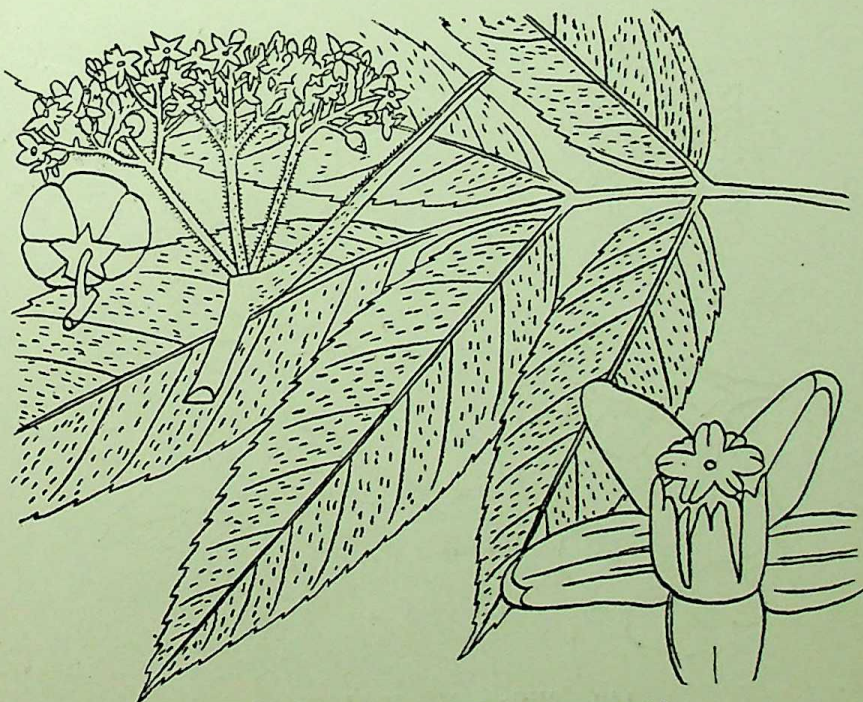
138. Leea æquata Wall. (কাকজঙ্ঘা)
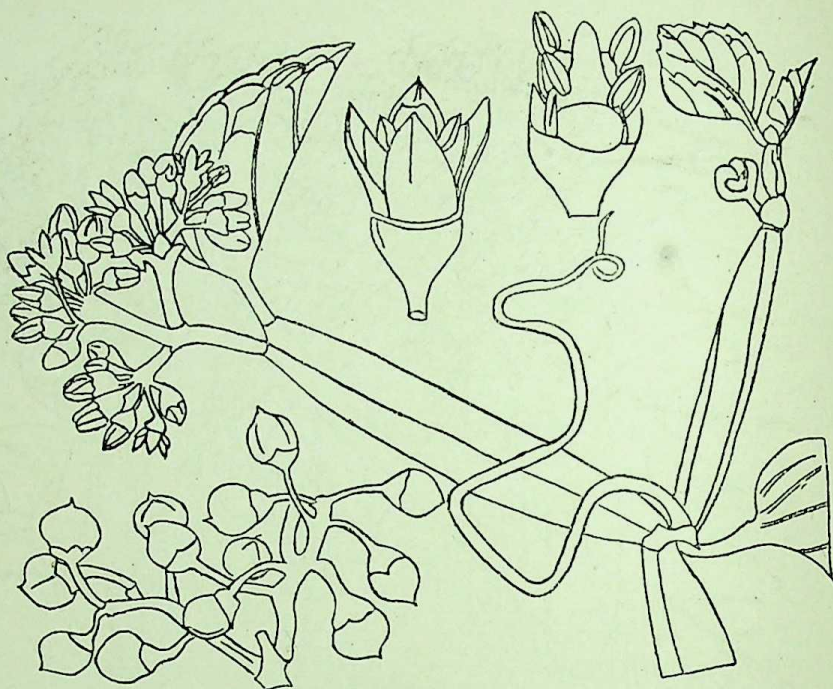
139. Vitis quadrangularis Wall. (হাড়জোড়া)

140. Vitis pedata Vahl. (গোয়ালে লতা)
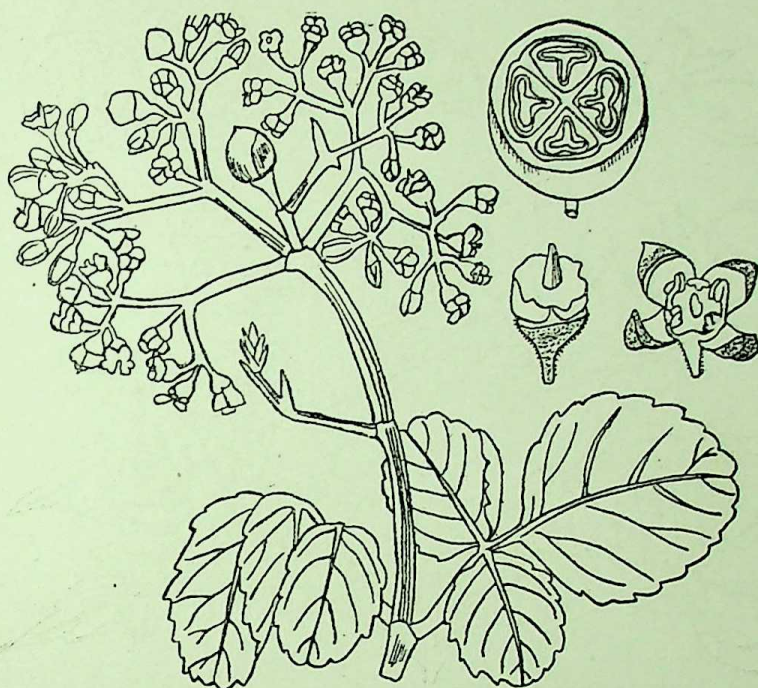
141. Vitis trifolia Linn. (আমললতা)

142. Vitis vinifera Linn. (আঙ্গুর)
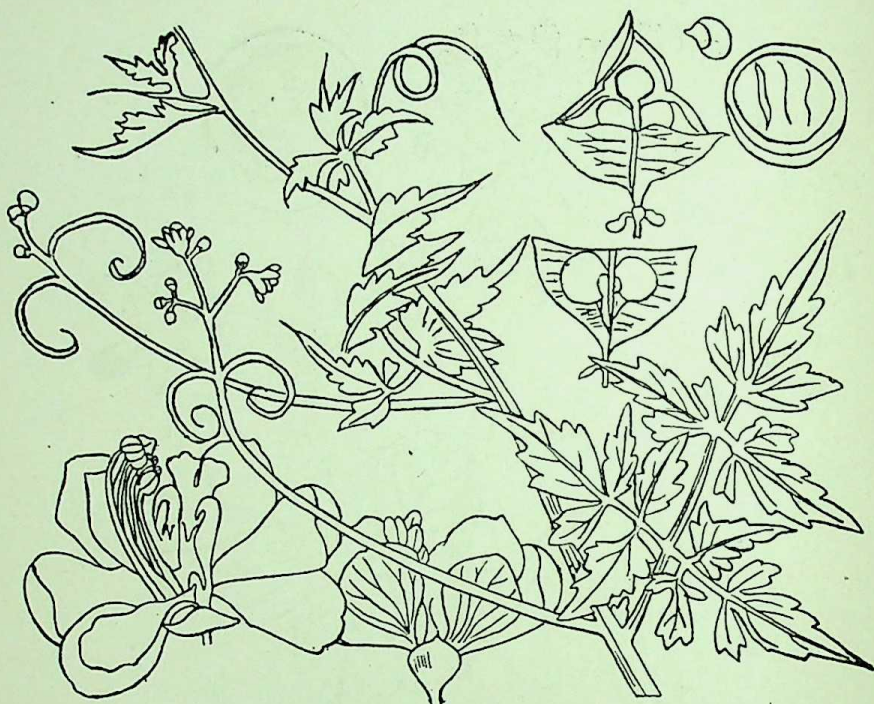
143. Cardiospermum Halicacabum Linn. (লয়াফটকী)
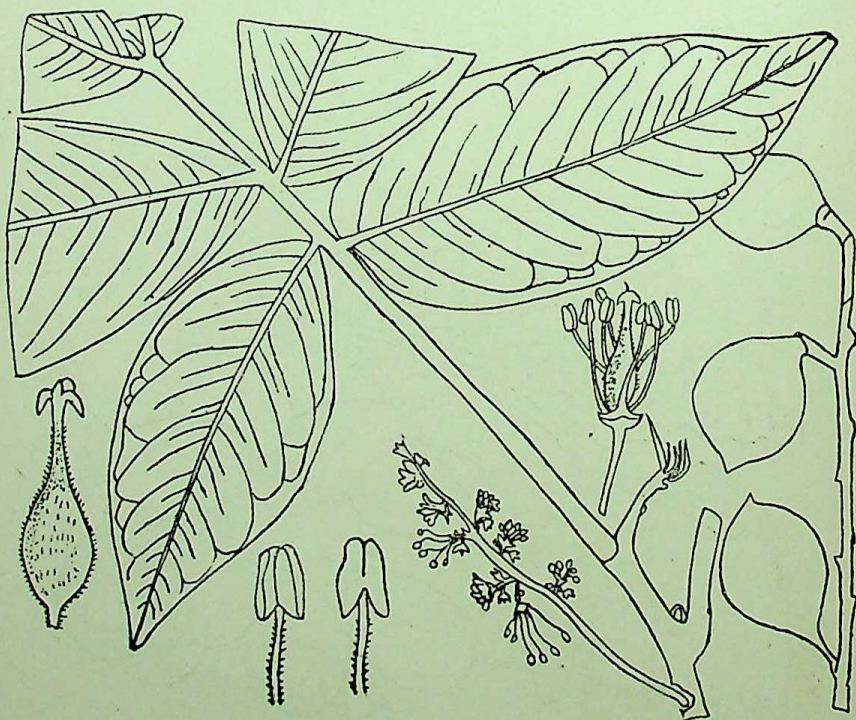
144. Schleichera trijuga Willd. (কুসুম)

145. Sapindus trifoliatus Linn. (বড়রিঠা)
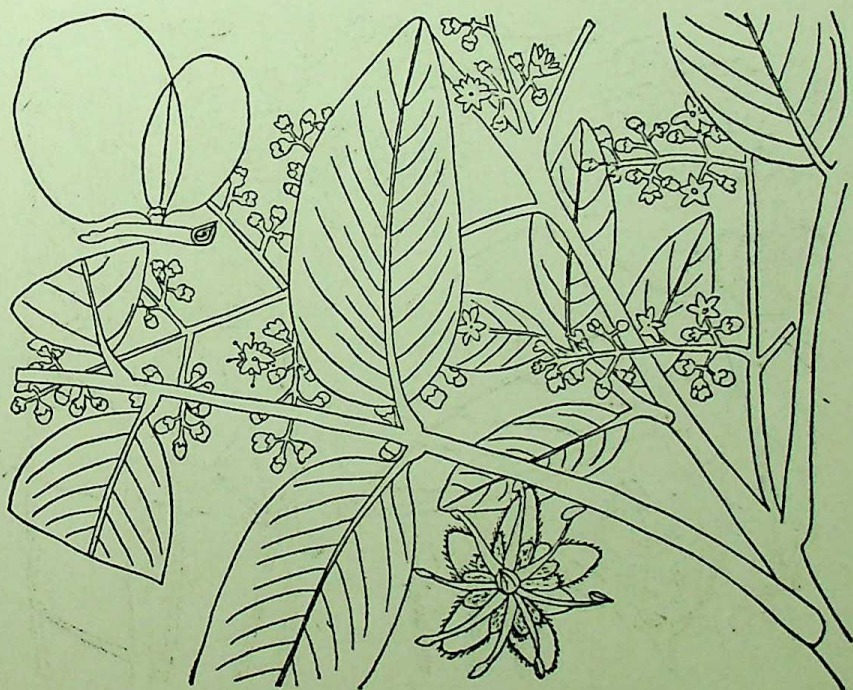
146. Sapindus Mukorossi Gaertn. (ছোটরিঠা)
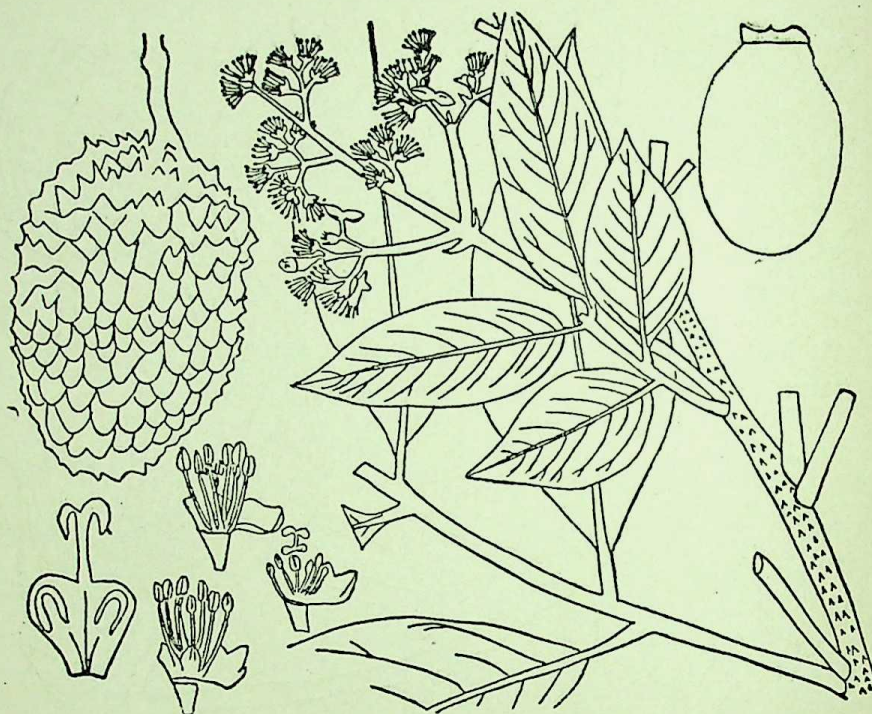
147. Nephelium Litchi Camb. (লিচু)
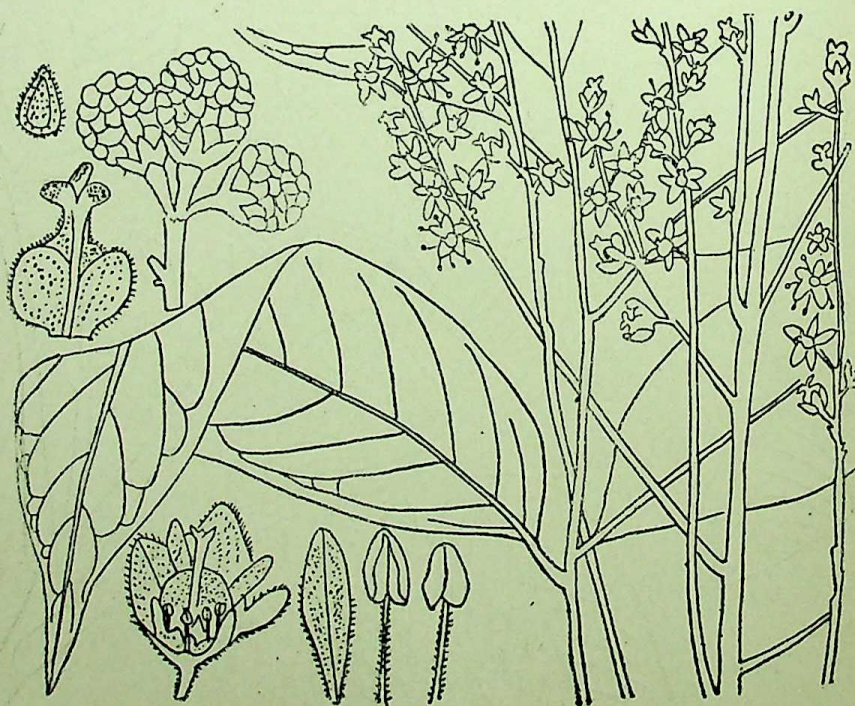
148. Nephelium Longana Camb. (আঁশফল)

149. Rhus succedanea Linn. (কাঁকড়াশৃঙ্গী)

150. Pistacia integerrima Stewart. (কাঁকড়াশৃঙ্গী)

151. Anacardium occidentale Linn. (হিজলী বাদাম)

152. Mangifera indica Linn. (আম)
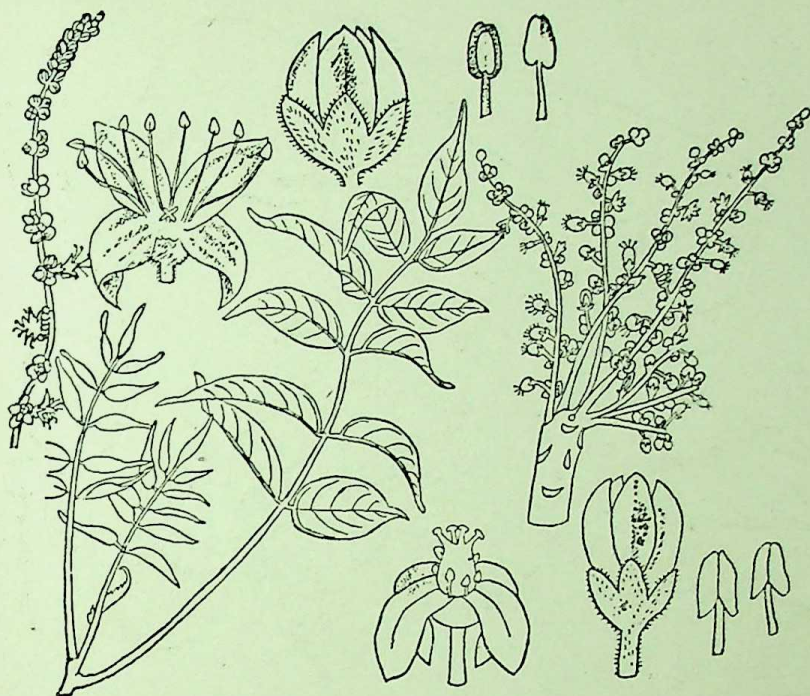
153. Odina Wodier Roxb. (জিওল)

154. Buchanania latifolia Roxb. (চিরঞ্জি)
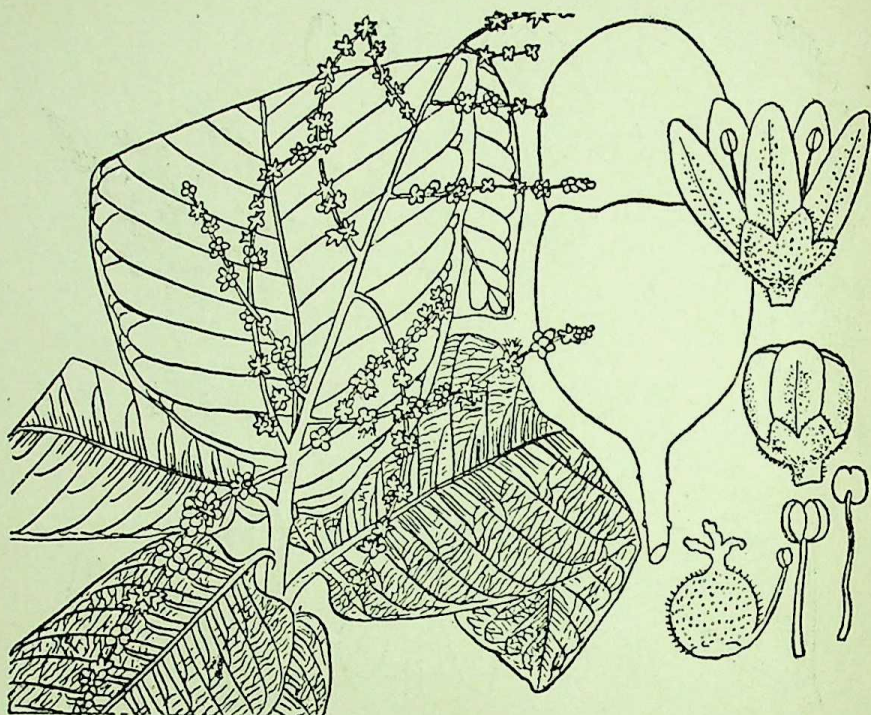
155. Semecarpus Anacardium Linn. f. (ভেলা)
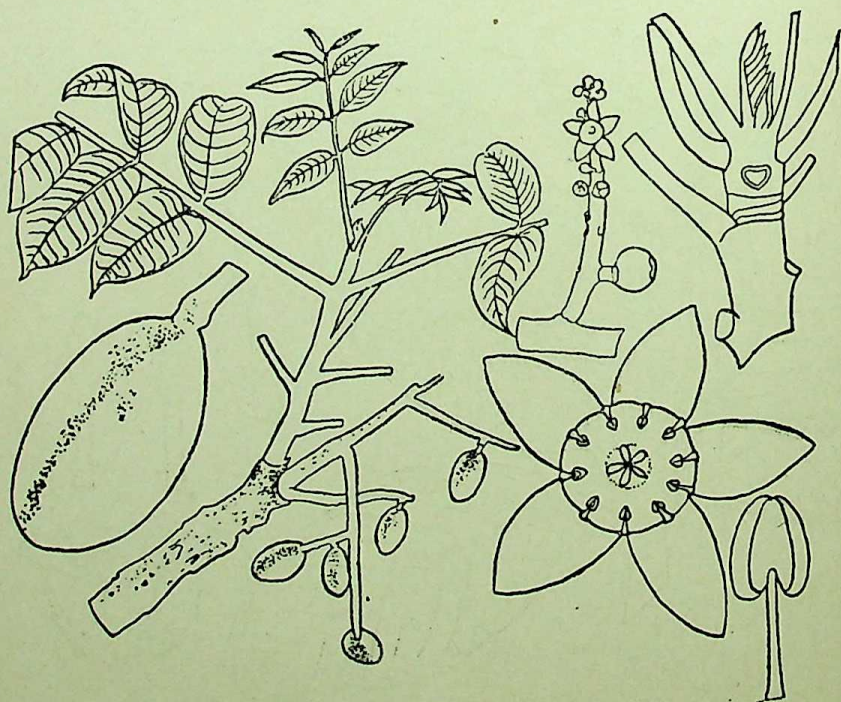
156. Spondias mangifera Willd. (আমড়া)
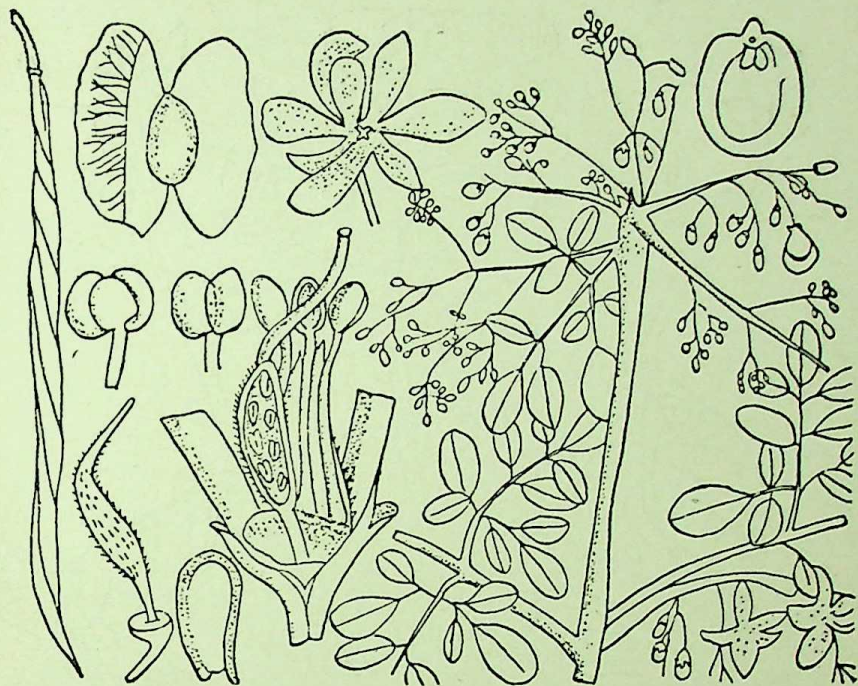
157. Moringa pterygosperma Gaertn. (সজিনা)

158. Crotalaria juncea Linn. (শণ)

159. Crotalaria verrucosa Linn. (বনশণ)
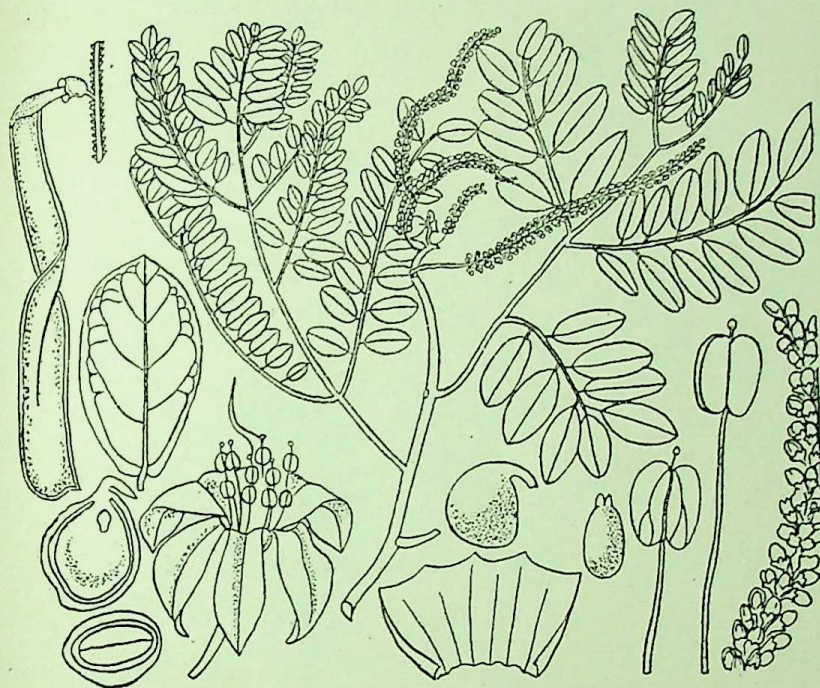
160. Abrus precatorius Linn. (কুঁচ)

161. Adenanthera pavonina Linn. (রঞ্জন)
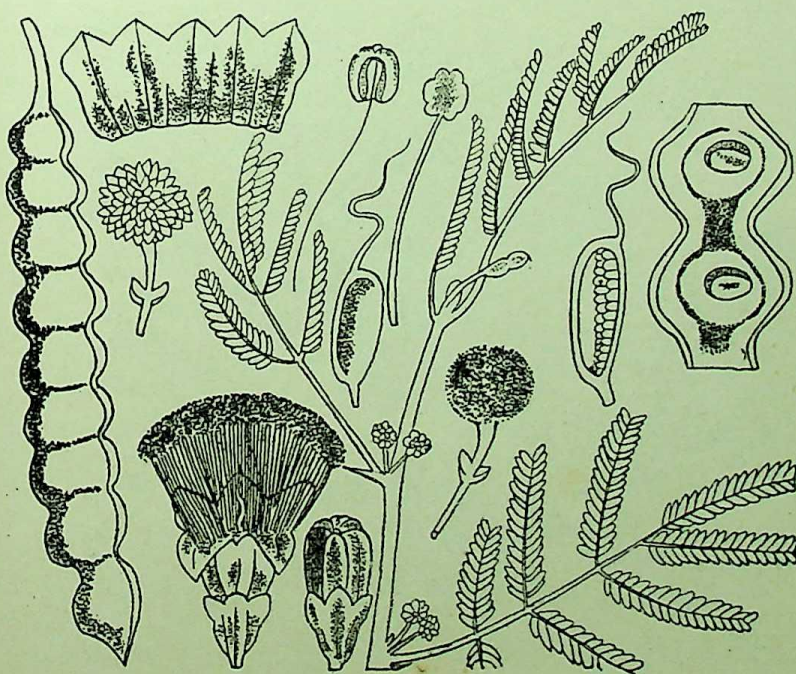
162. Acacia arabica Willd. (বাবলা)
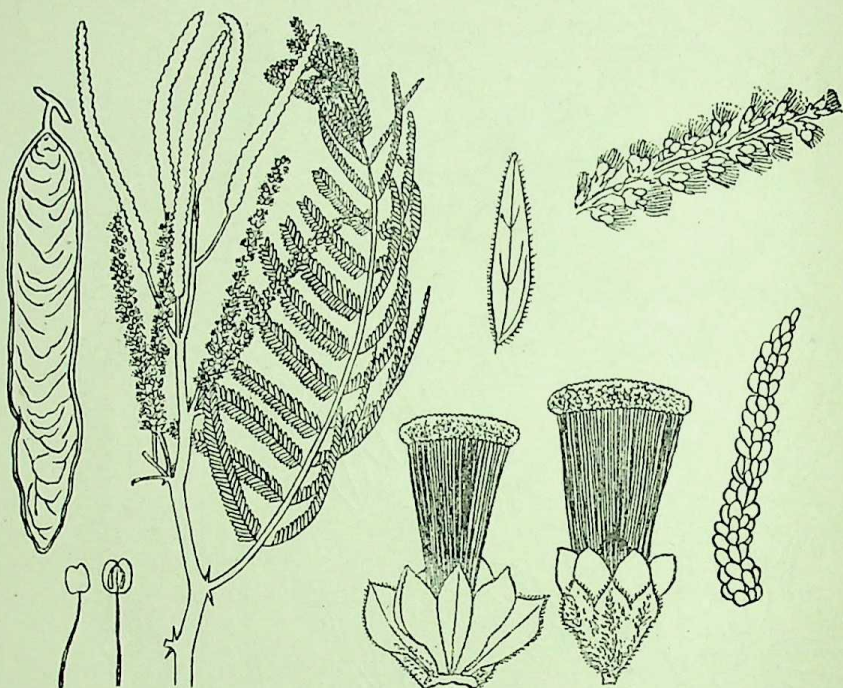
163. Acacia Catechu Willd. (খদির)

164. Acacia Farnesiana Willd. (গুয়েবাবলা)
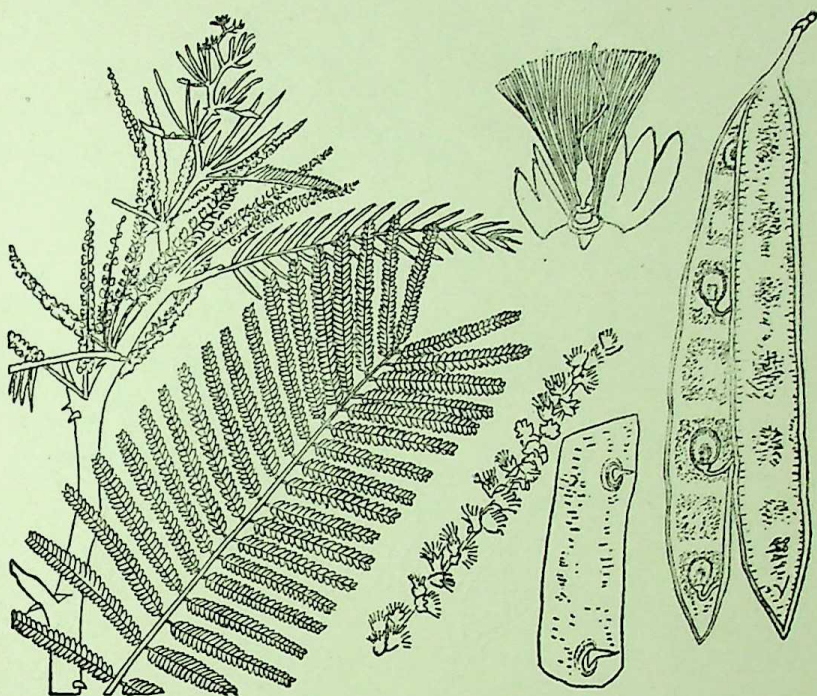
165. Acacia Suma Ham. (সমী, শাঁইকাঁটা)
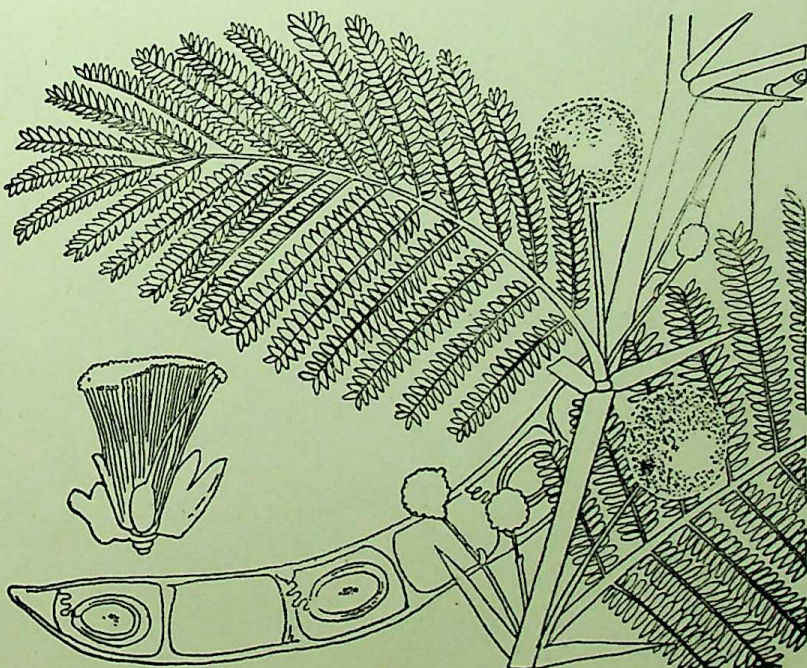
166. Acacia tomentosa Willd. (সালশাঁহ বাবলা)

167. Albizzia Lebbek Benth. (শিরীষ)
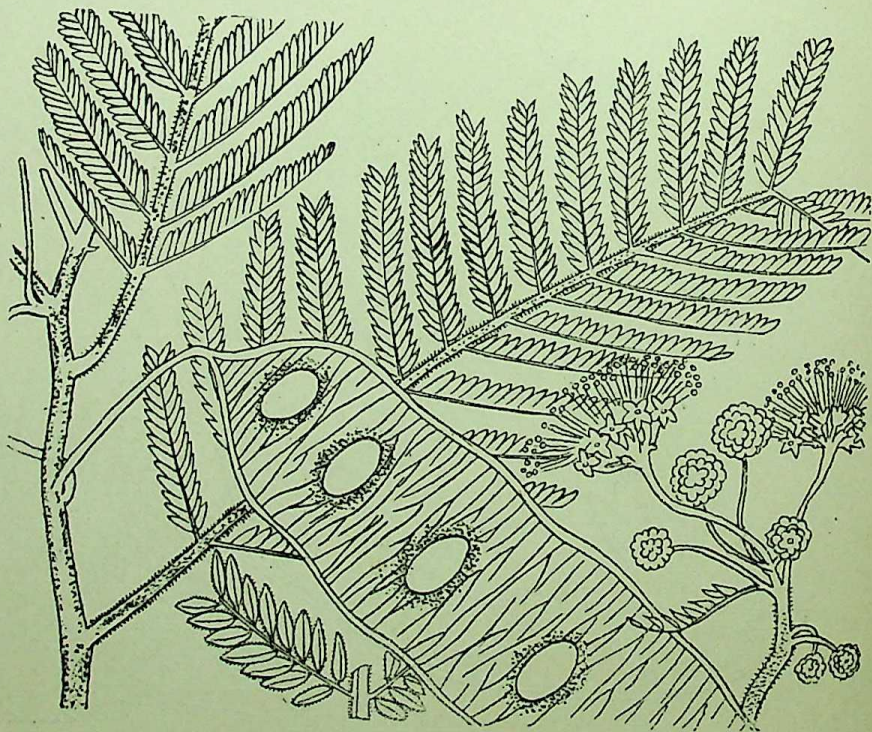
168. Albizzia amara Boiv (কৃষ্ণশিরীষ)

169. Alhagi maurorum Desv. (যবসা, দুরালভা)

170. Arachis hypogaea Linn. (চিনেবাদাম)
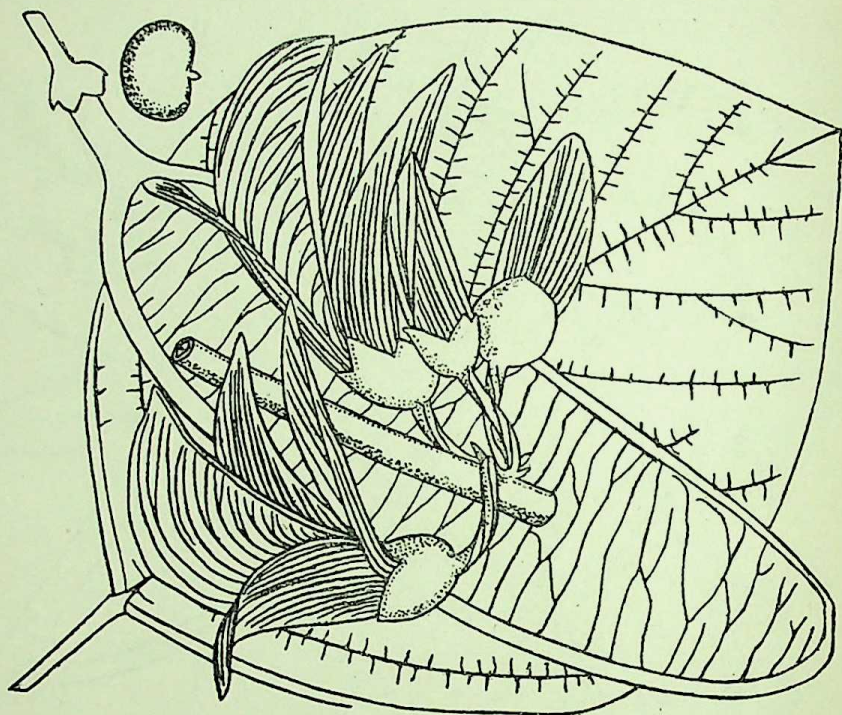
171. Butea frondosa Roxb. (পলাশ)
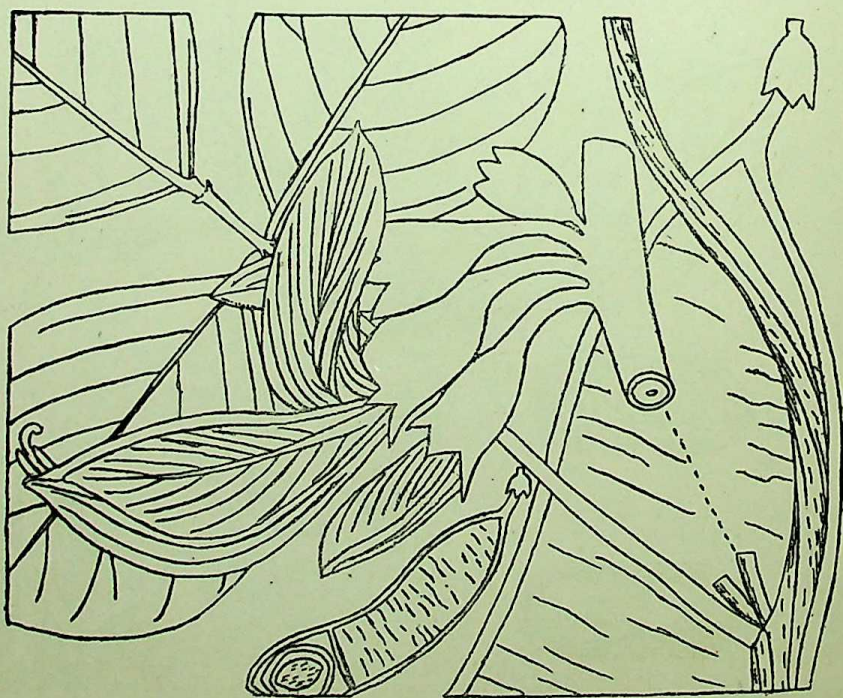
172. Butea superba Roxb. (লতাপলাশ)
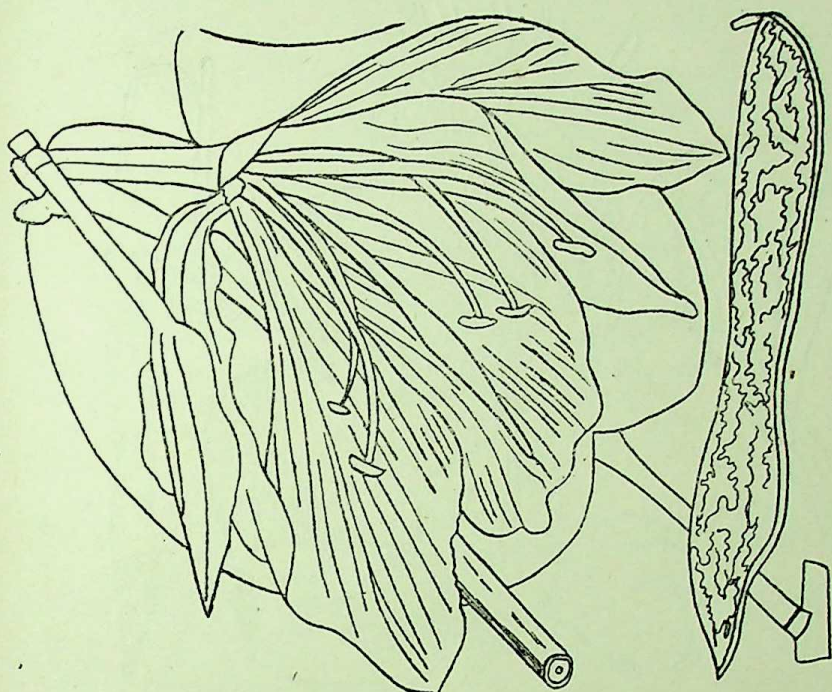
173. Bauhinia variegata Linn. (রক্তকাঞ্চন)
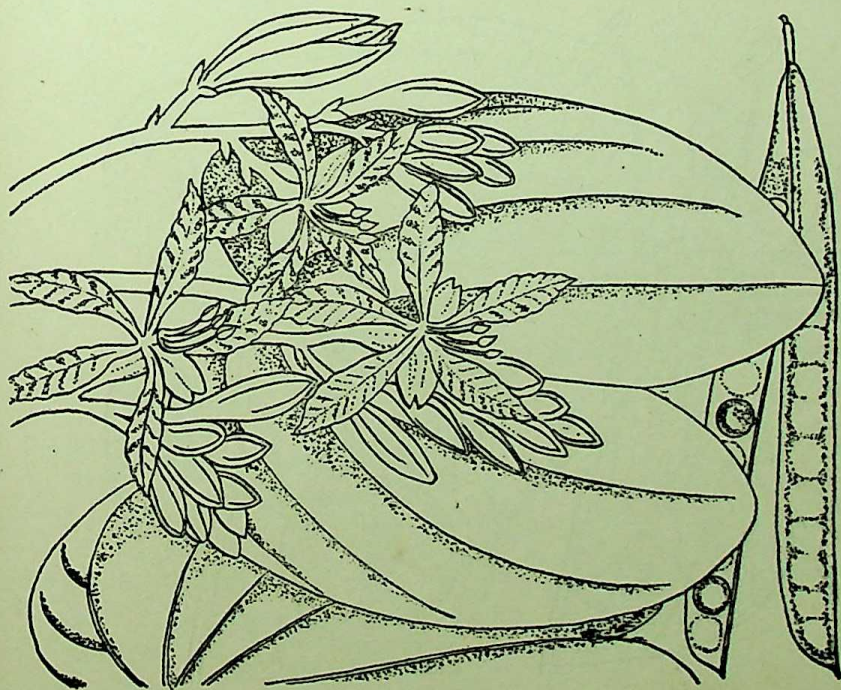
174. Bauhinia purpurea Linn. (দেবকাঞ্চন, রক্তকাঞ্চন)
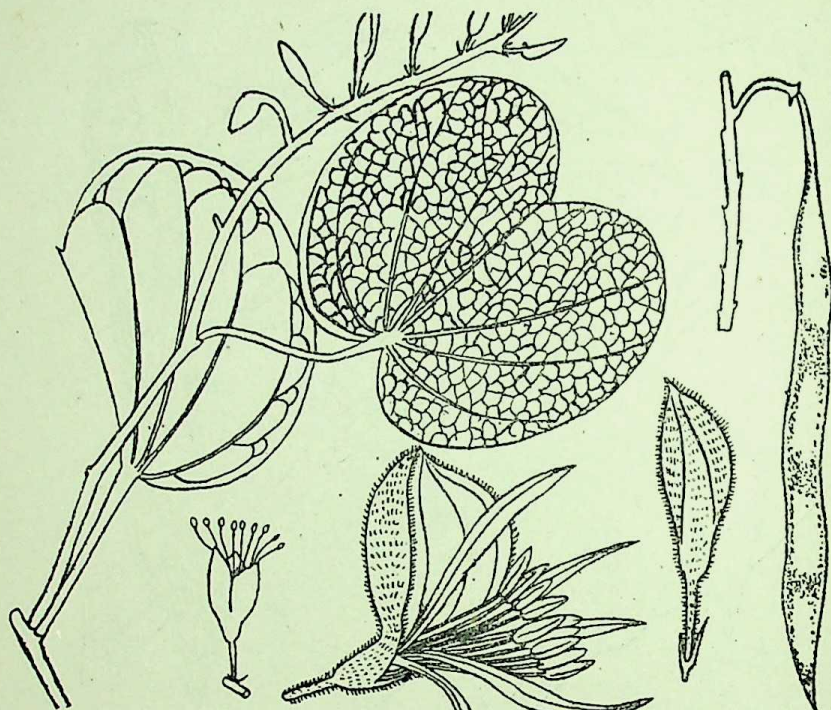
175. Bauhinia racemosa Lam. (শ্বেতকাঞ্চন)
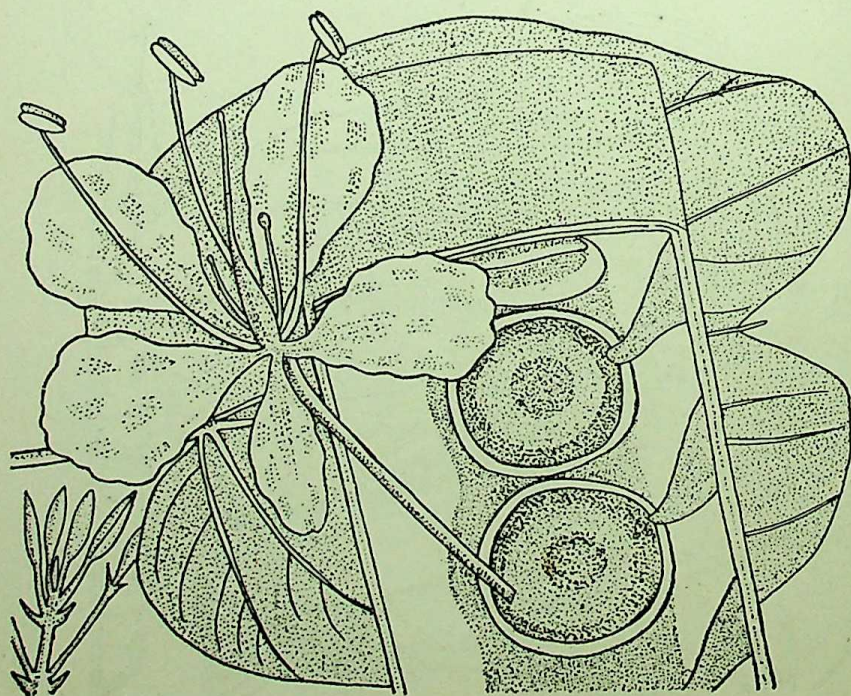
176. Bauhinia Vahlii W. & A. (চেহুর)

177. Bauhinia tomentosa Linn. (কাঞ্চনার)

178. Cajanus indicus Spreng. (অরহর)
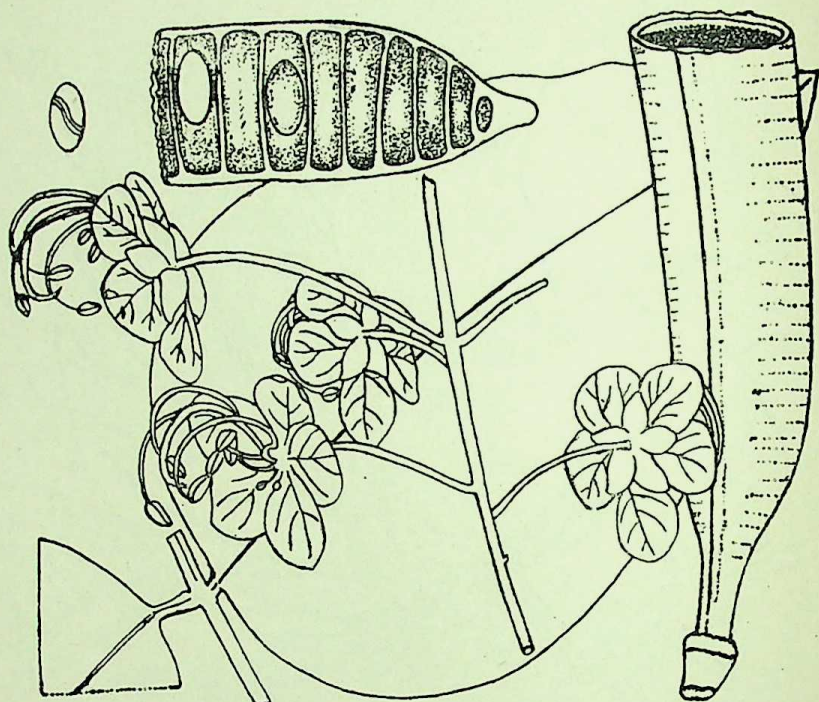
179. Cassia fistula Linn. (সোঁদাল)
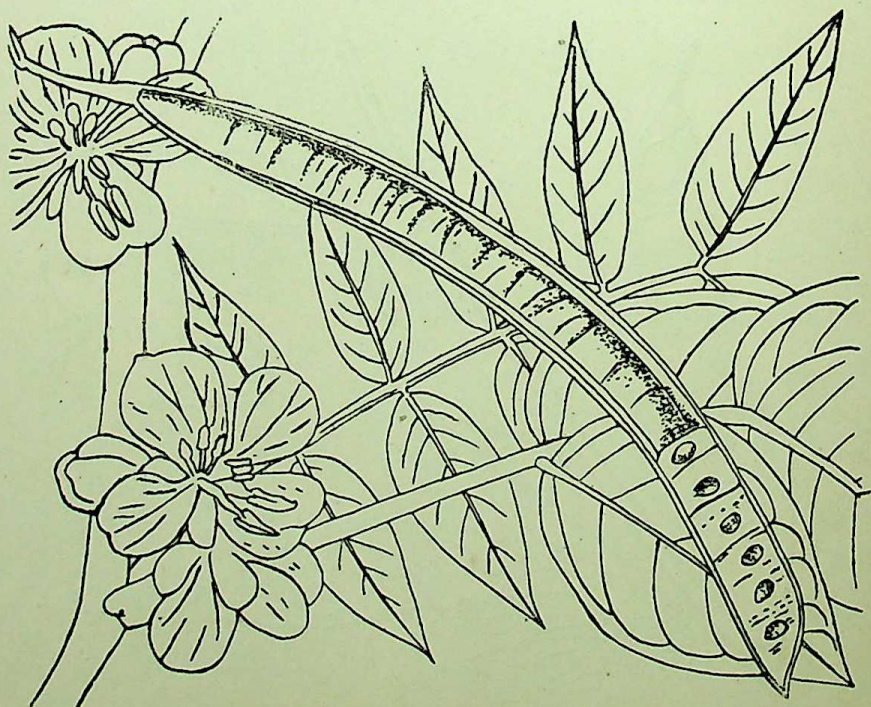
180. Cassia occidentalis Linn. (ছোট কালকেসেন্দা)

181. Cassia sophera Linn. (কাল-কেসেন্দা)
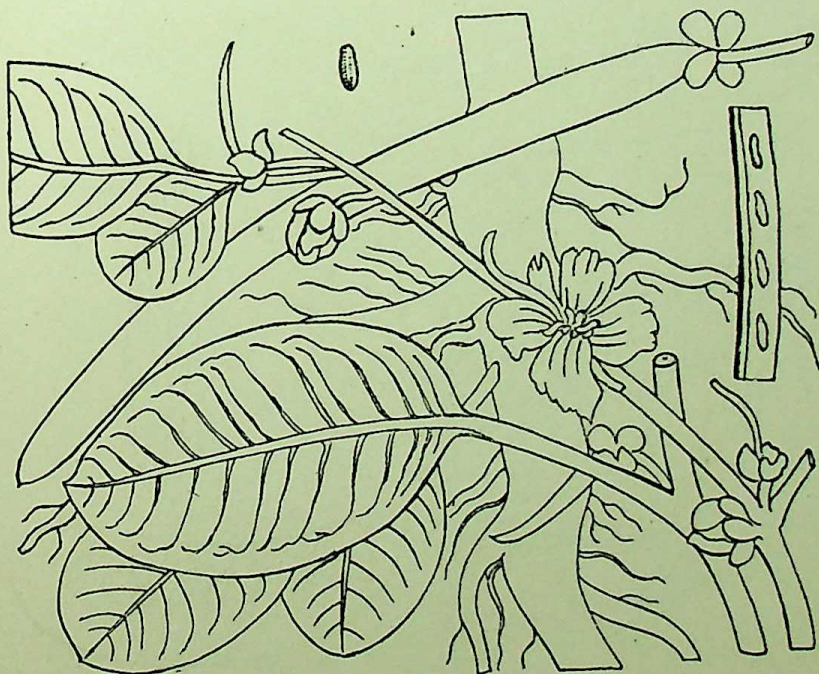
182. Cassia Tora Linn. (চাকুন্দে)

183. Cassia alata Linn. (দাদমর্দ্দন)
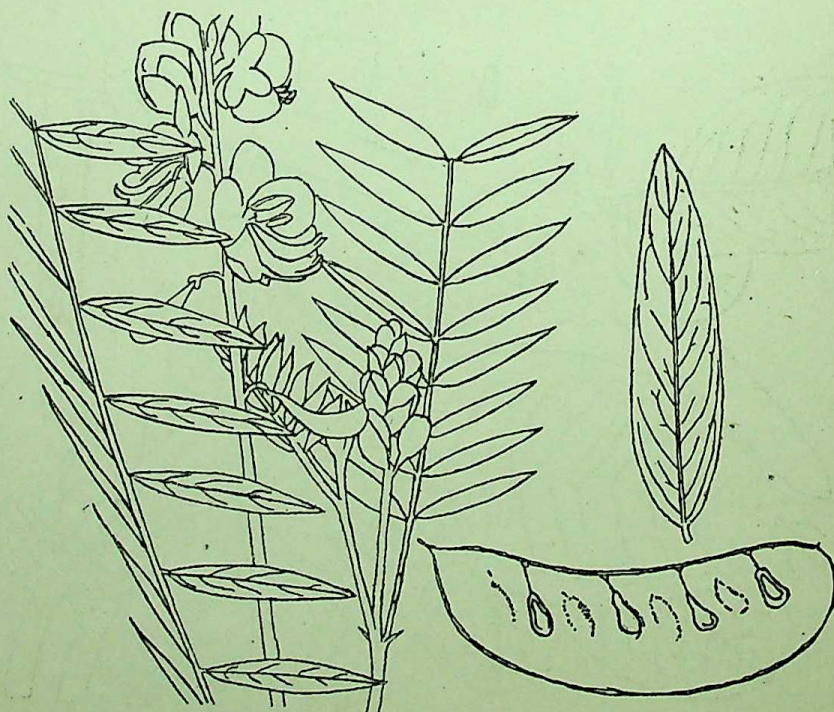
184. Cassia angustifolia Vahl. (সোনামুখী)
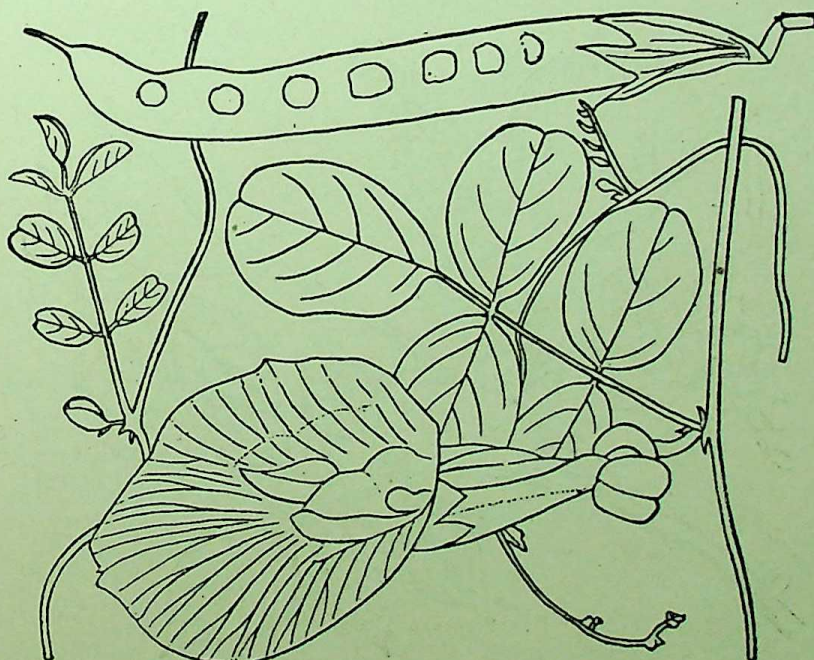
185. Cicer arietinum Linn. (ছোলা)

186. Clitoria ternatea Linn. (অপরাজিতা)

187. Dalbergia sissoo Roxb. (শিশু)

188. Derris uliginosa Benth. (পানলতা)
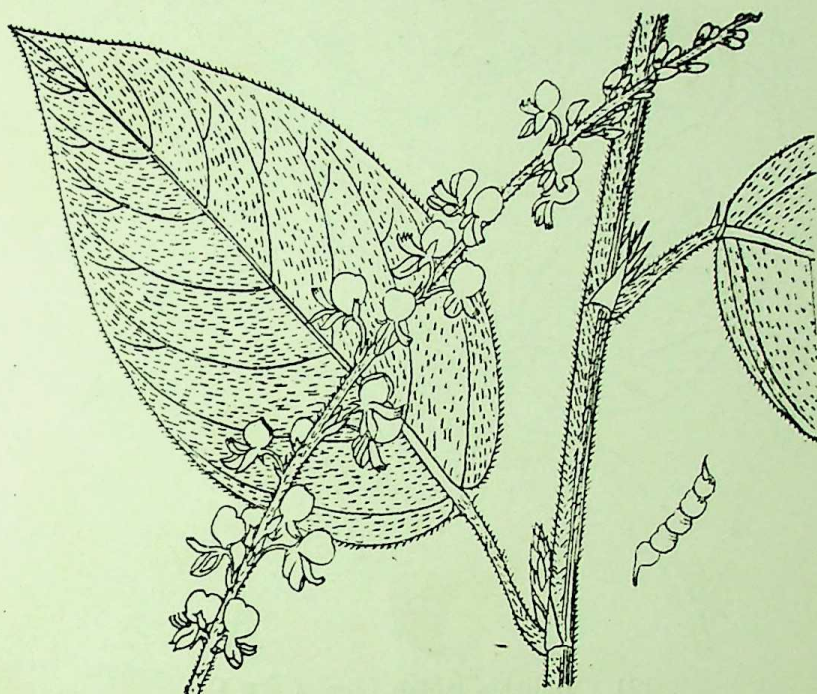
189. Desmodium gangeticum DC. (শালপাণি)

190. Dolichos biflorus Linn. (কুত্তিকলাই)
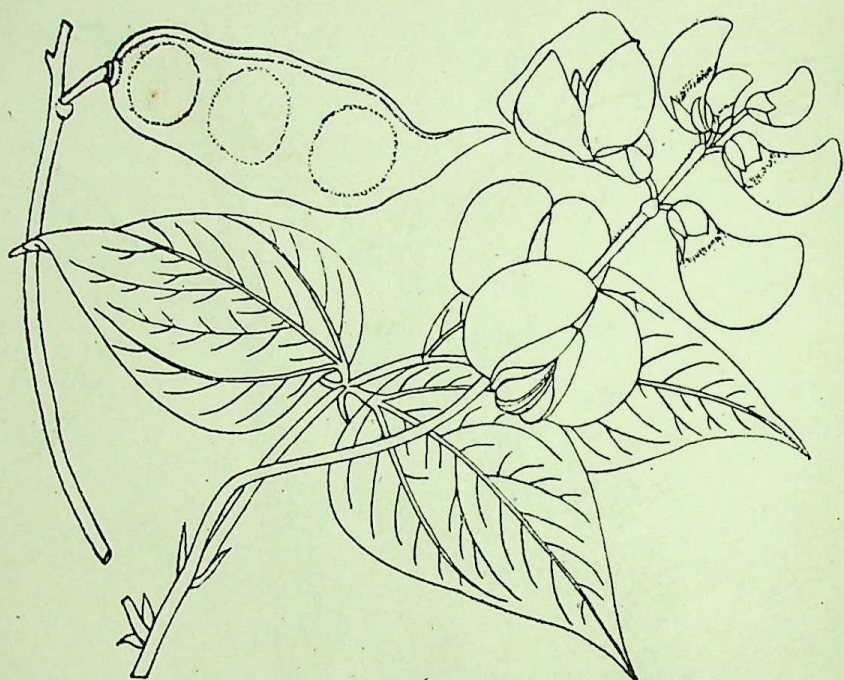
191. Dolichos lablab Linn. (শীম)
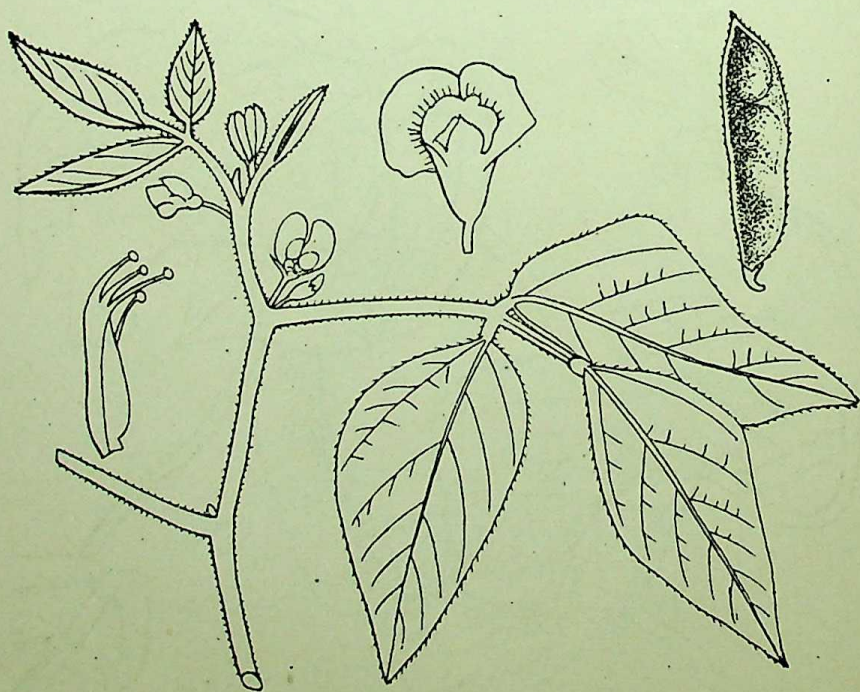
192. Glycine Soja Sieb. & Zucc. (গাড়ী-কলাই)

193. Entada scandens Benth. (গিলাগাছ)
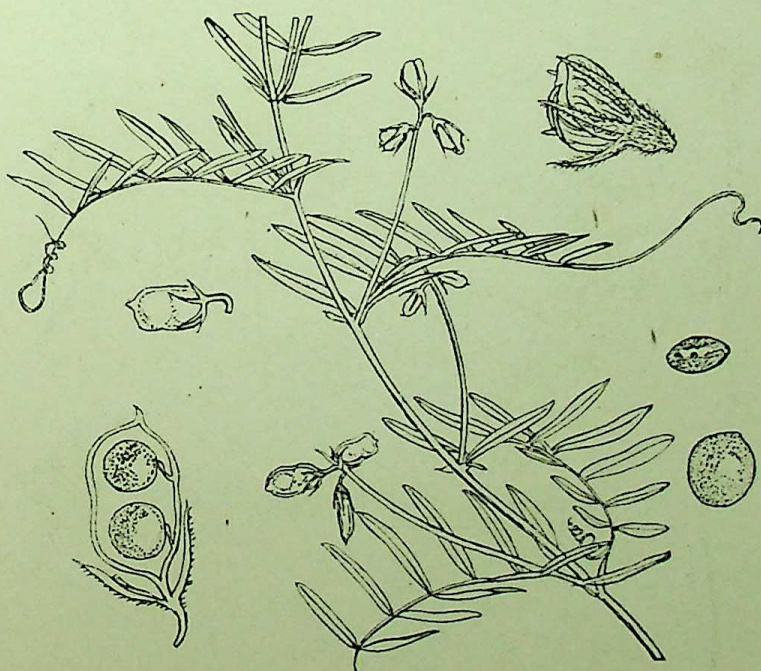
194. Lens esculenta Moench. (মসূরি)
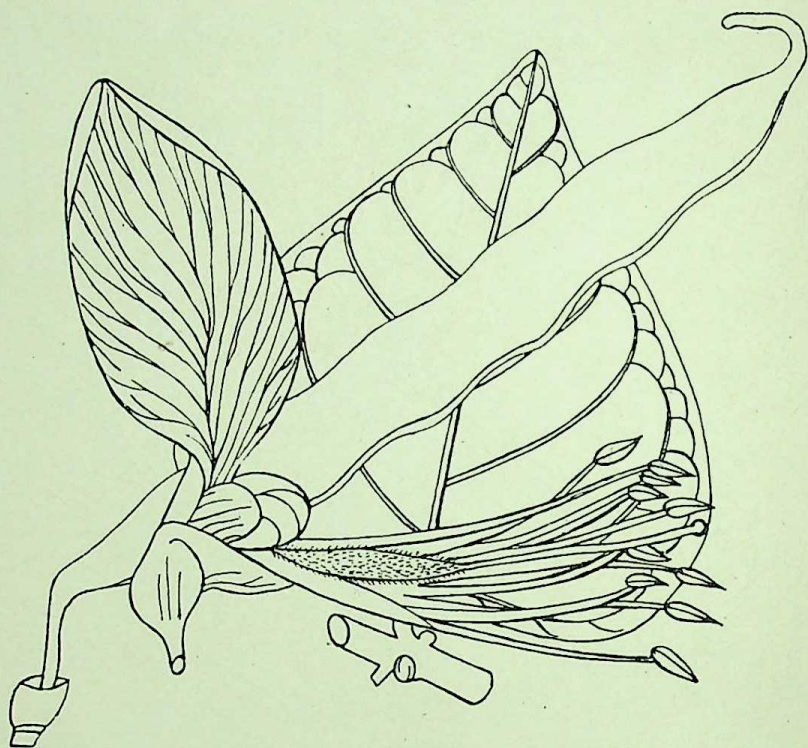
195. Erythrina indica Lam. (পালতেমাদার)
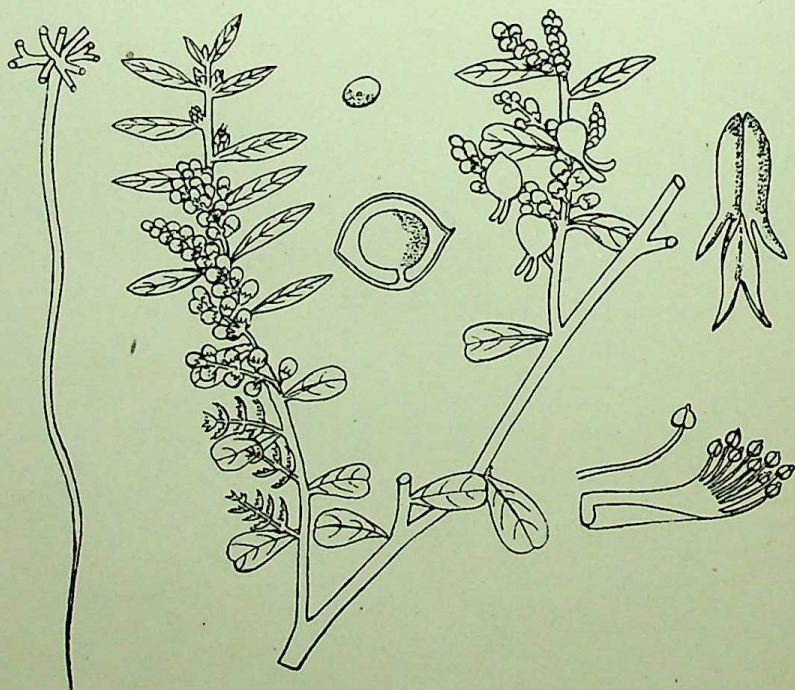
196. Indigofera linifolia Retz. (ভাঙ্গারা)

197. Indigofera tinctoria Linn. (নীল)

198. Lathyrus sativus Linn. (খেসারী)
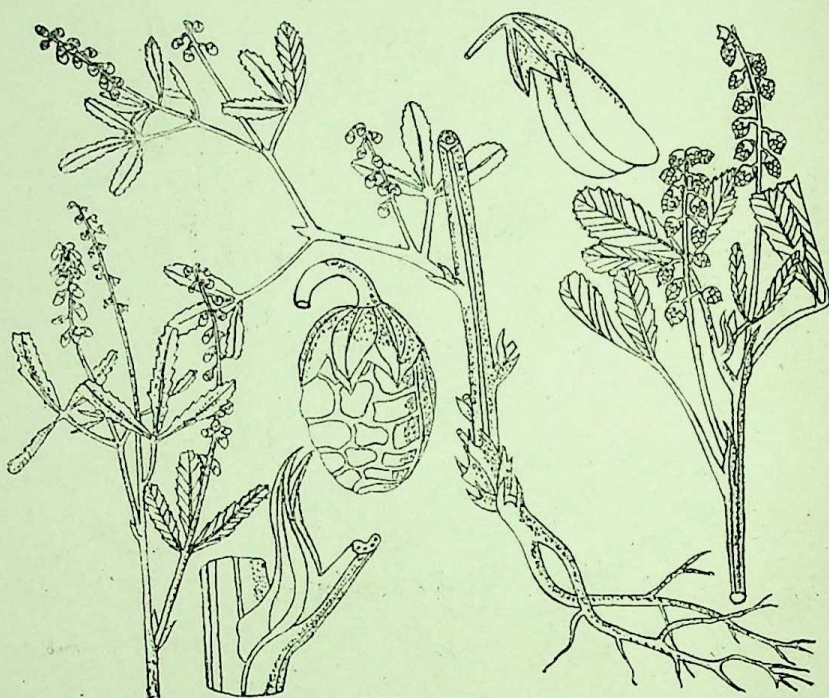
199. Melilotus indica Desf. (বনমেথি)

200. Ougeinia dalbergioides Benth. (তিনিস)
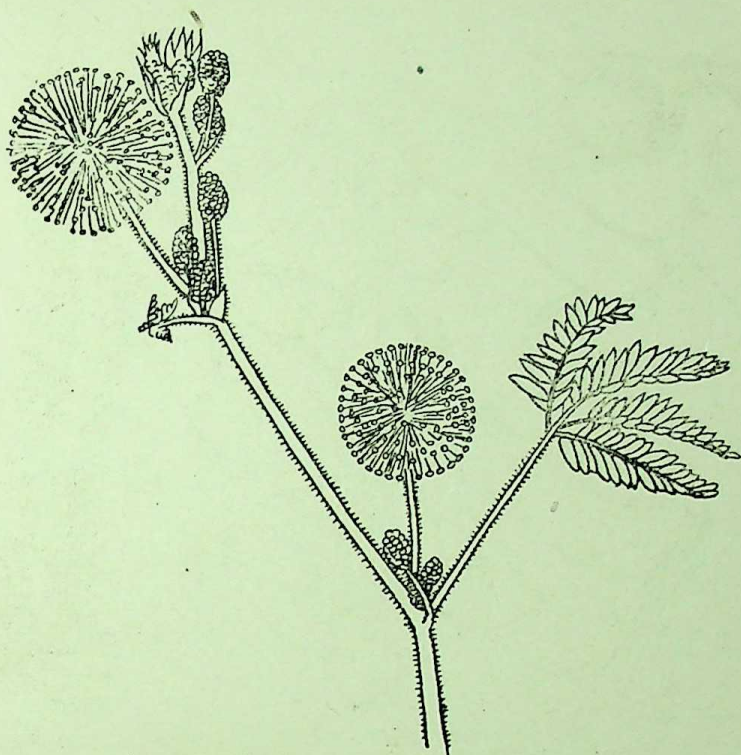
201. Mimosa pudica Linn. (লজ্জাবতী)

202. Mimosa rubicaulis Lam. (কুঁচিকাঁটা)
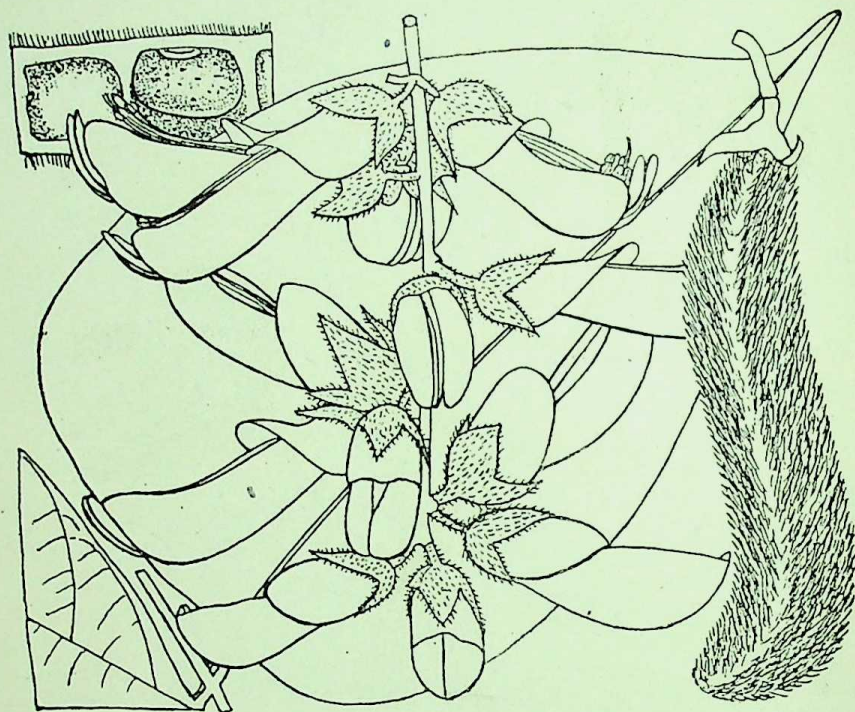
203. Mucuna pruriens Dc. (আলকুশী)
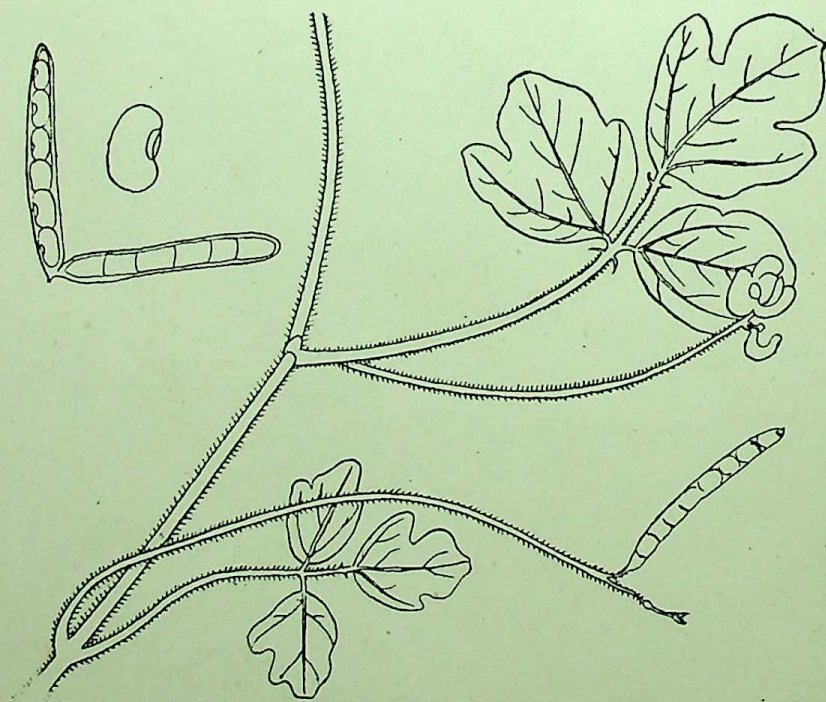
204. Phaseolus trilobus Ait. (মুগানী)
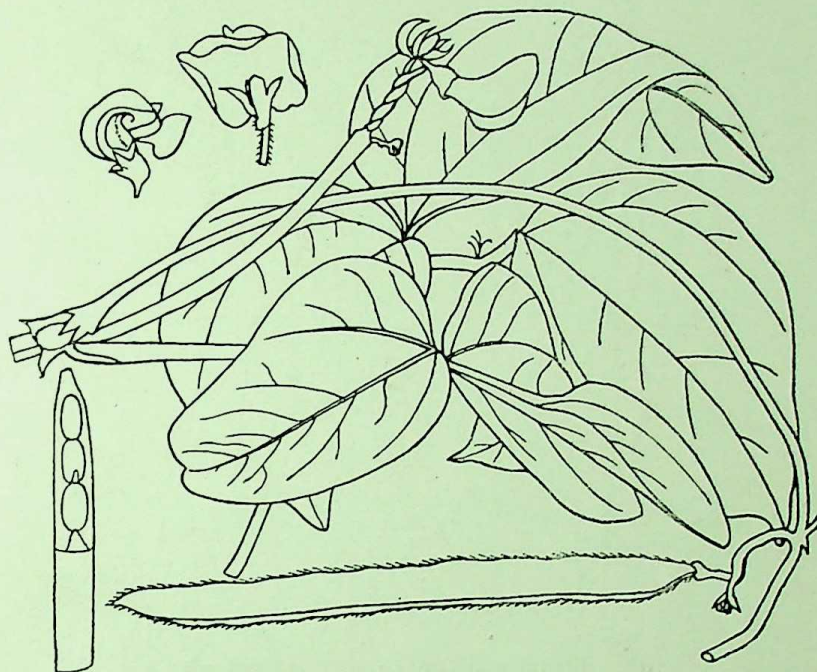
205. Phaseolus Mungo Linn. (মুগ)
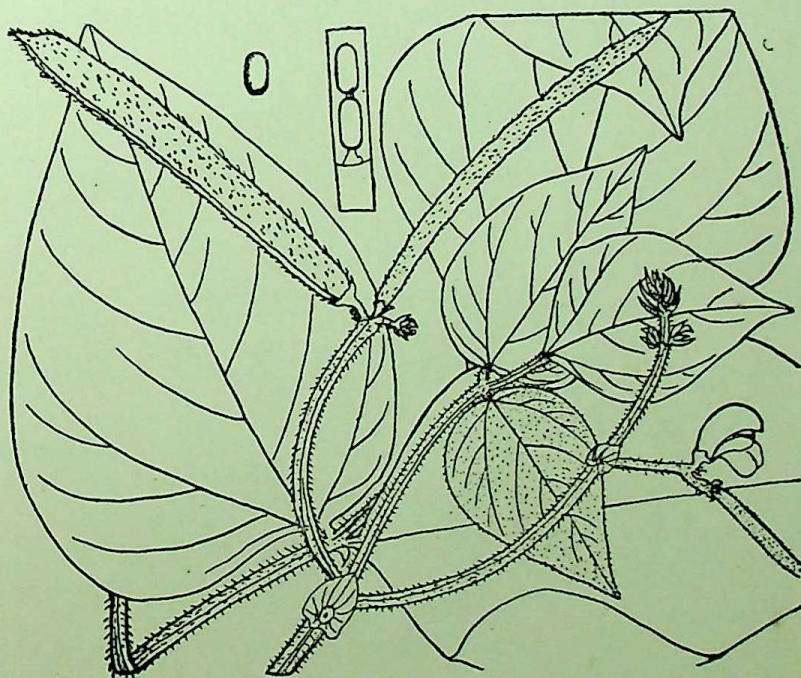
206. Phaseolus Mungo Linn. Var. *Roxburghii* (মাষকলাই)

207. Pisum sativum Linn. (কাবুলী মটর)

208. Pongamia glabra Vent. (ডহর করঞ্জা)
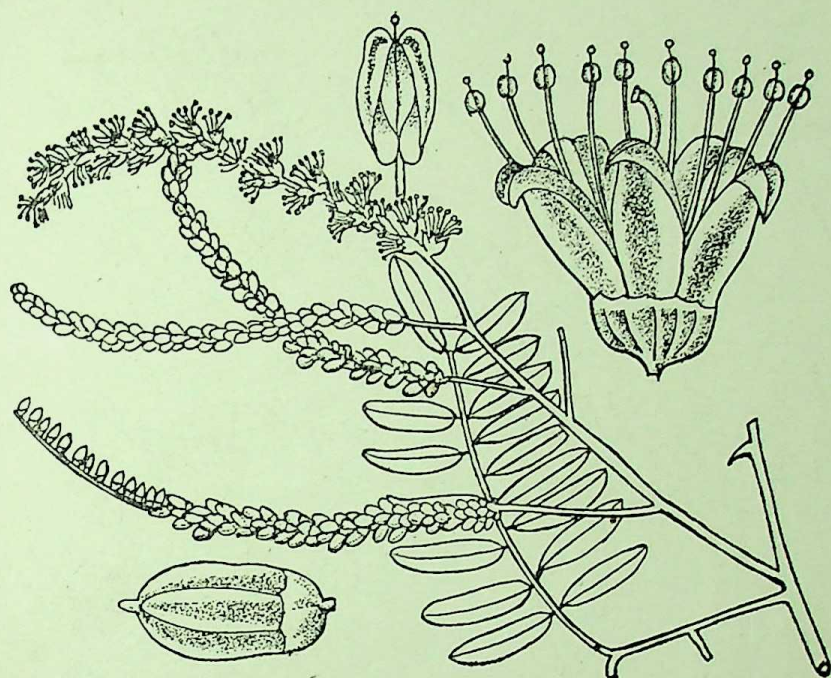
209. Prosopis specigera Linn. (শমী)

210. Psoralea corylifolia Linn. (হাকুচ)
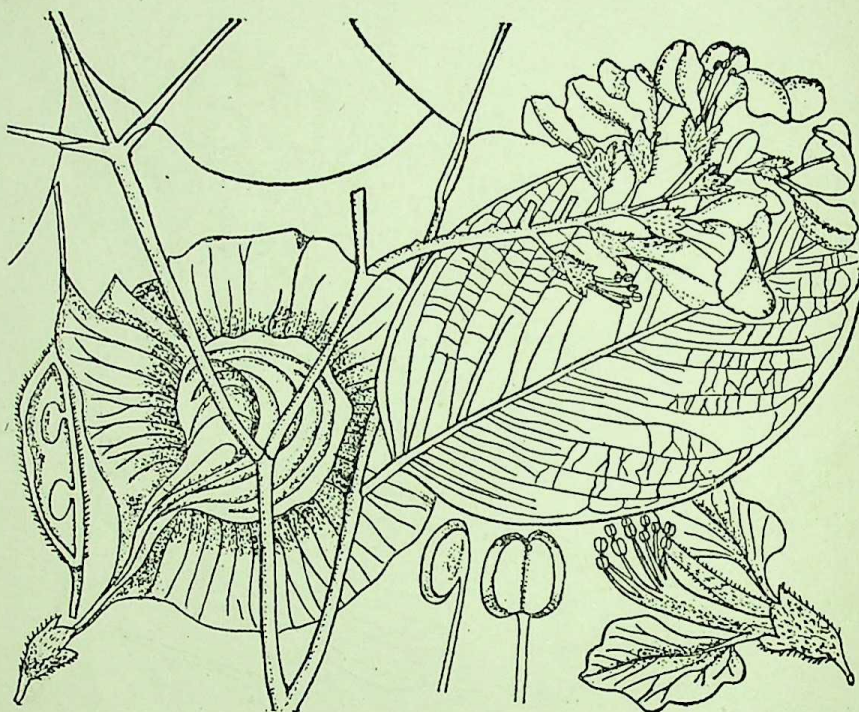
211. Pterocarpus santalinus Linn. (রক্তচন্দন)
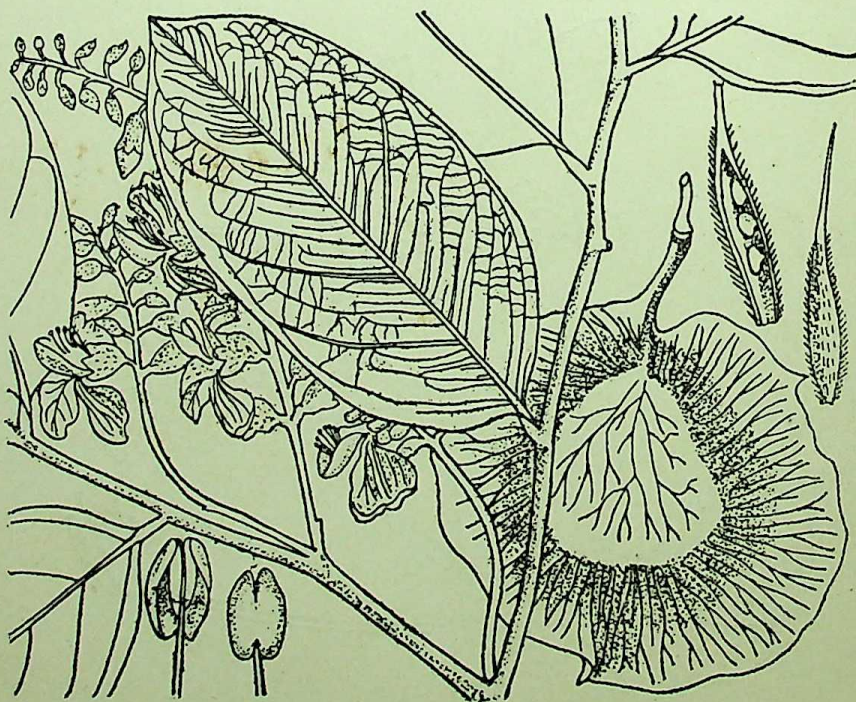
212. Pterocarpus marsupium Roxb. (পীতশাল)

213. Saraca indica Linn. (অশোক)

214. Sesbania ægyptiaca Pers. (জয়ন্তী)

215. Sesbania grandiflora Pers. (বক)

216. Tephrosia purpurea Pers. (বননীল)
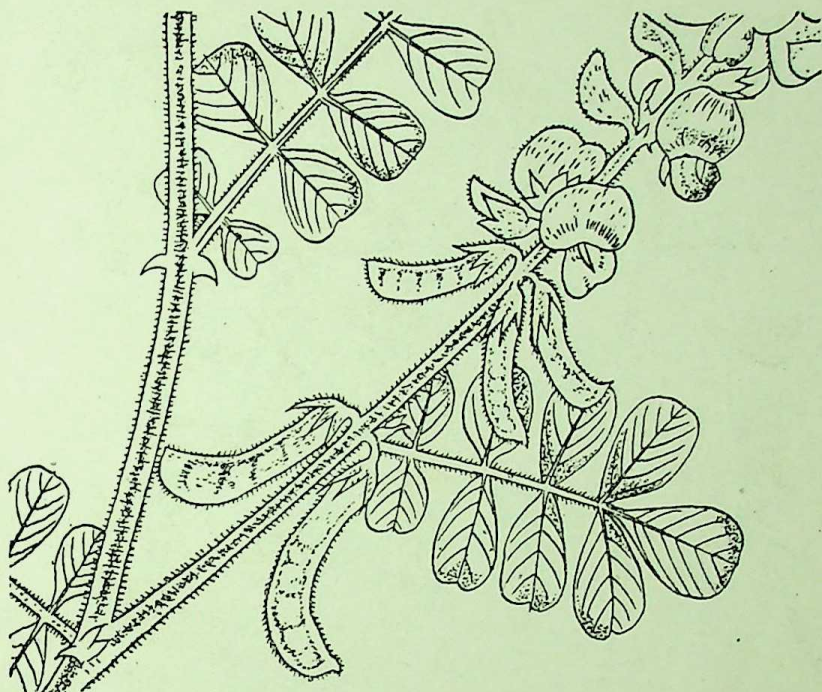
217. Tephrosia villosa Pers. (শ্বেত বননীল)
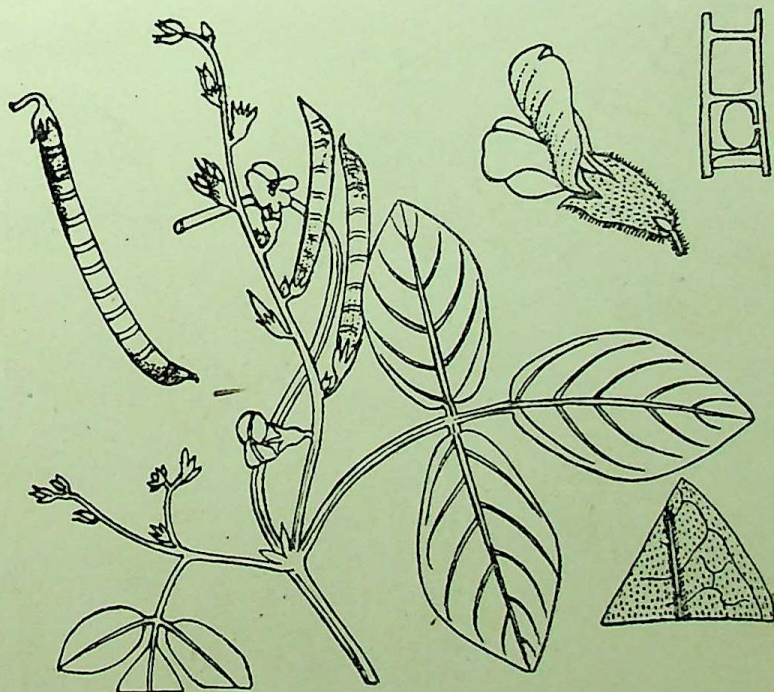
218. Teramnus labialis Spreng. (মাষানী)
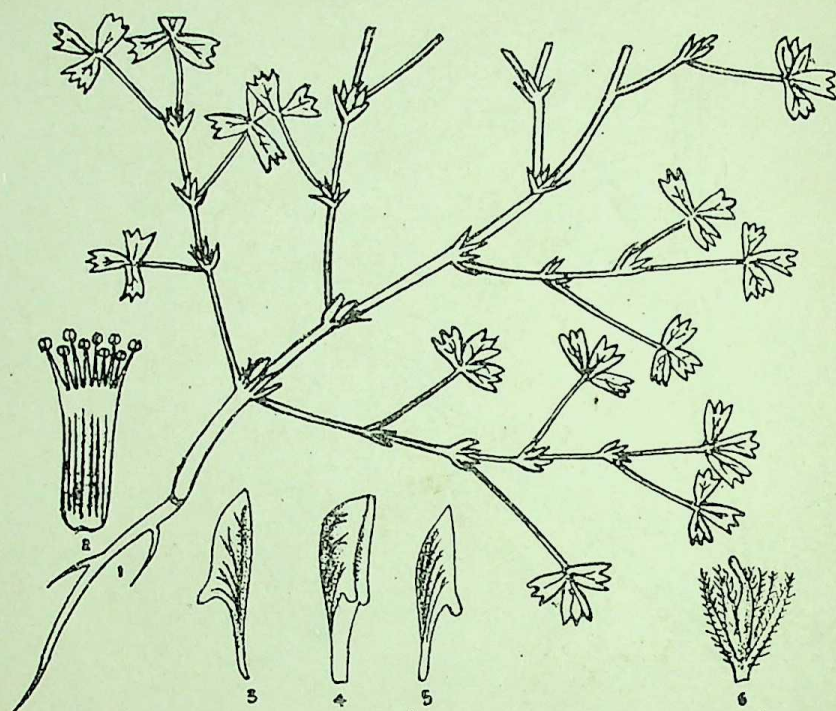
219. Trigonella fœnum-græcum Linn. (বড় মেথি)
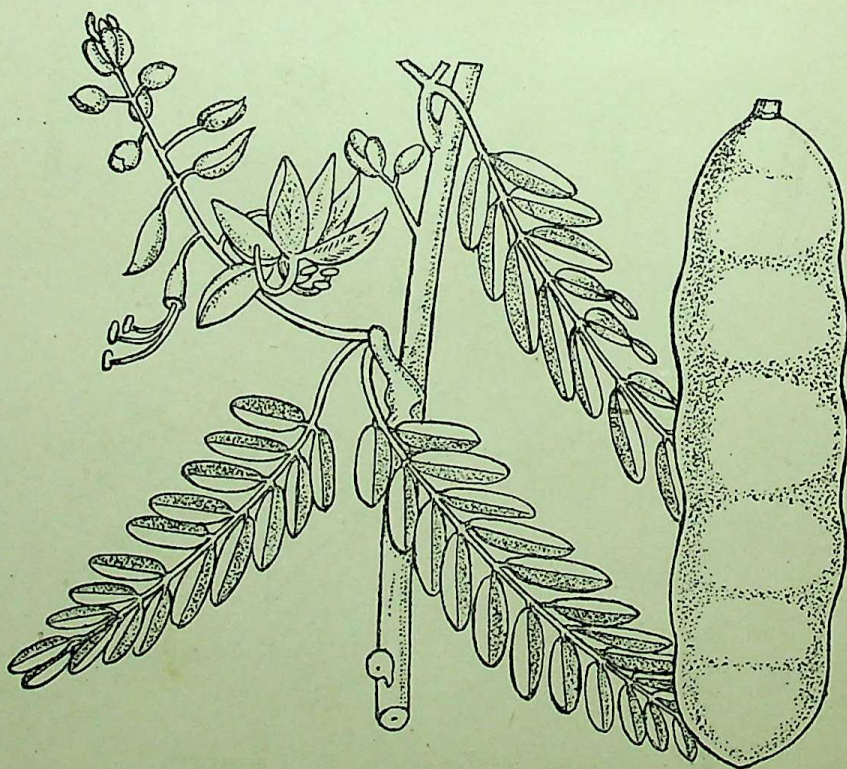
220. Tamarindus indicus Linn. (তেঁতুল)
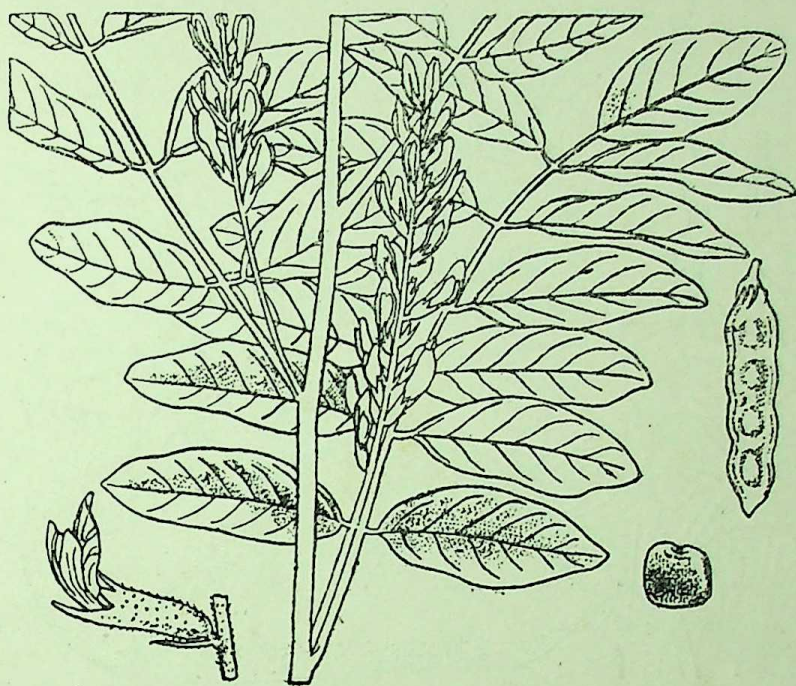
221. Glycyrrhiza glabra Linn. (যষ্টিমধু)

222. Caesalpinia Bonducella Fleming. (নাটা)
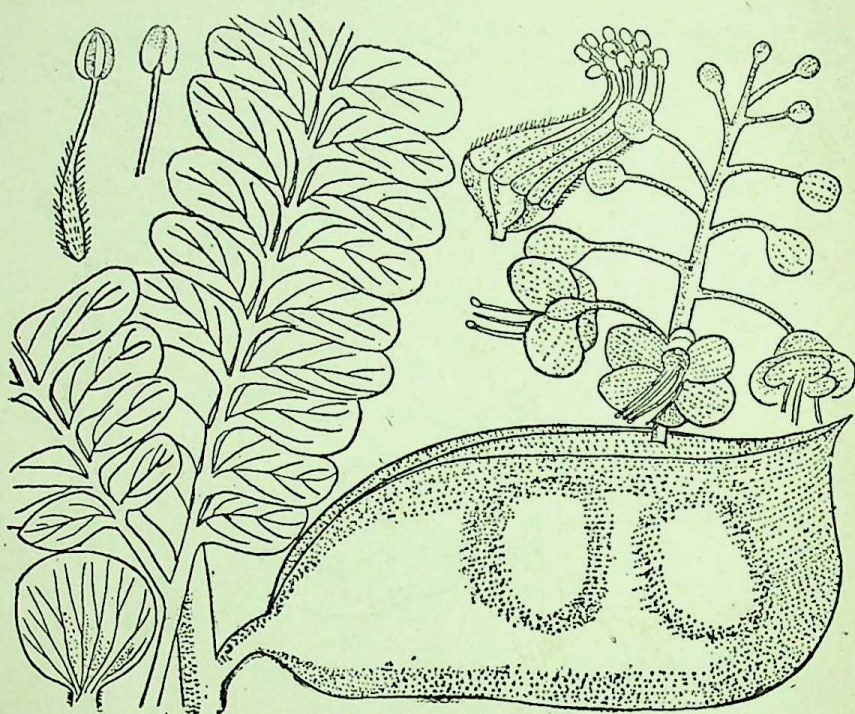
223. Caesalpinia sappan Linn. (বকম)
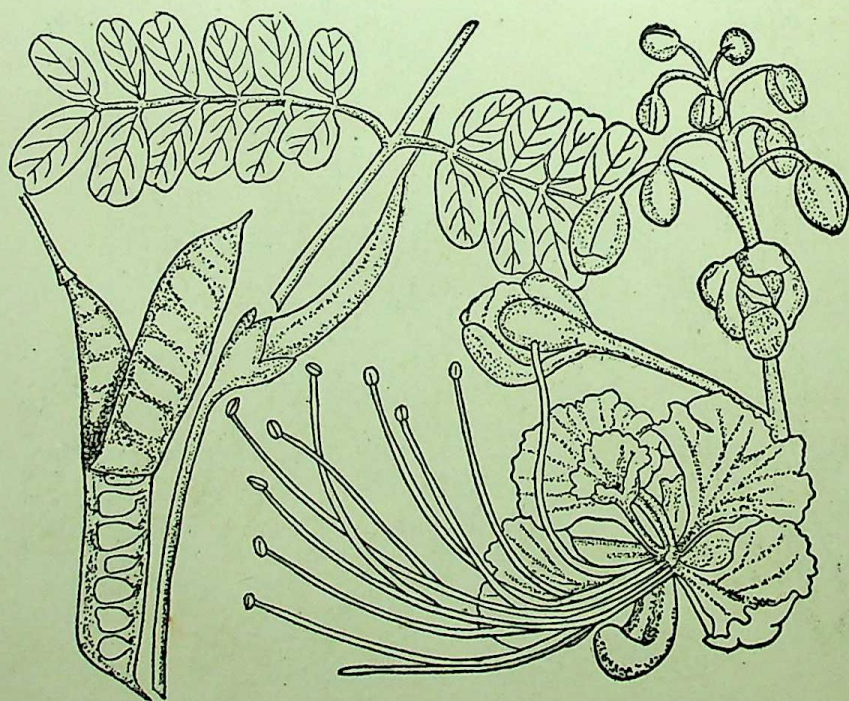
224. Caesalpinia pulcherrima Swartz. (কৃষ্ণচূড়া)
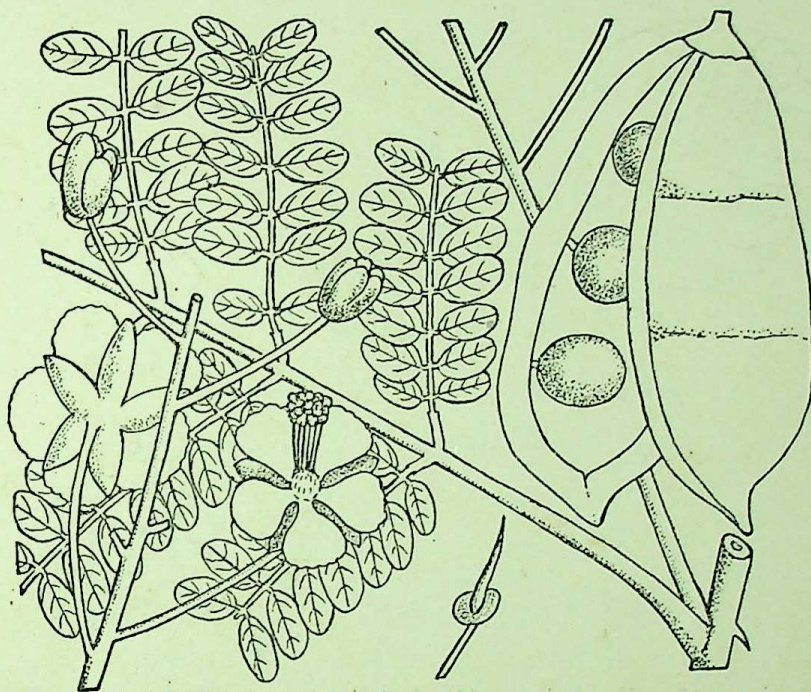
225. Caesalpinia digyna Rottl. (অমলকুঁচি৷)
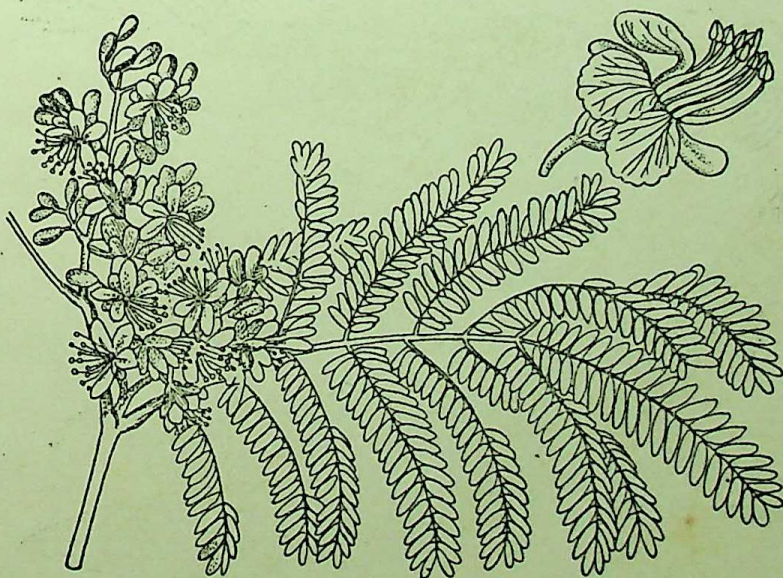
226. Caesalpinia coriaria Willd. (টৌরী)
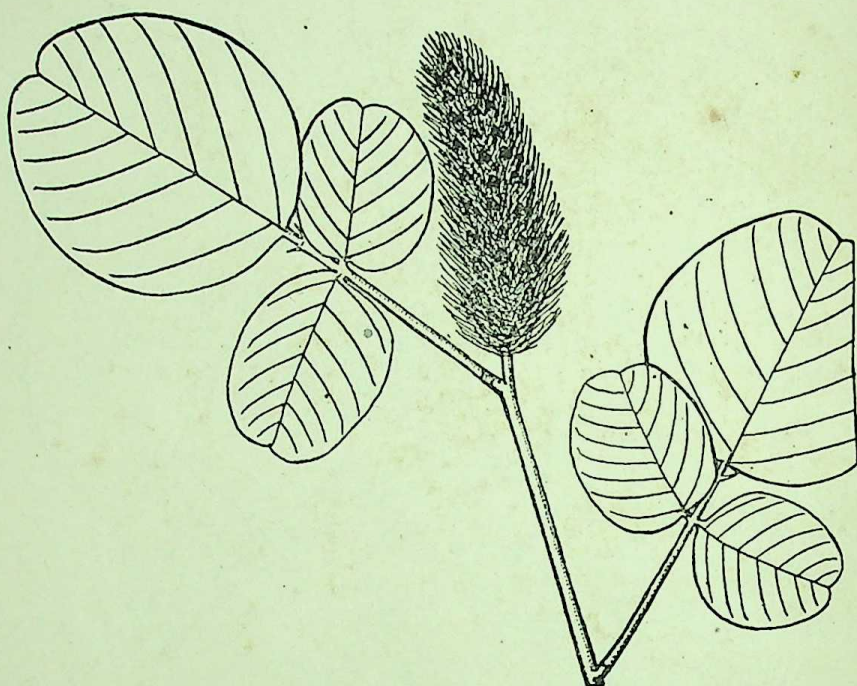
227. Uraria lagopoides DC. (গোরক্ষ চাকুলে)
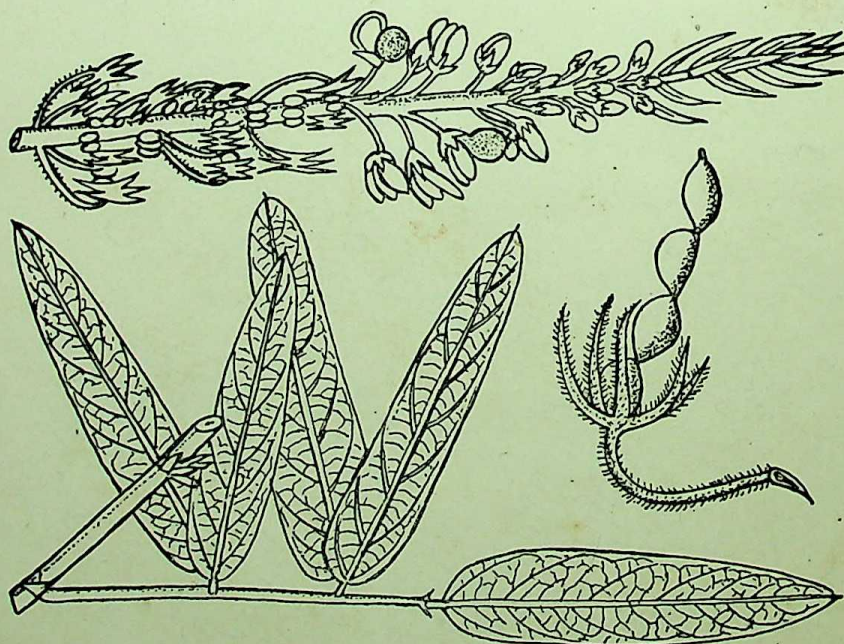
228. Uraria picta Desv. (শঙ্করজটা)
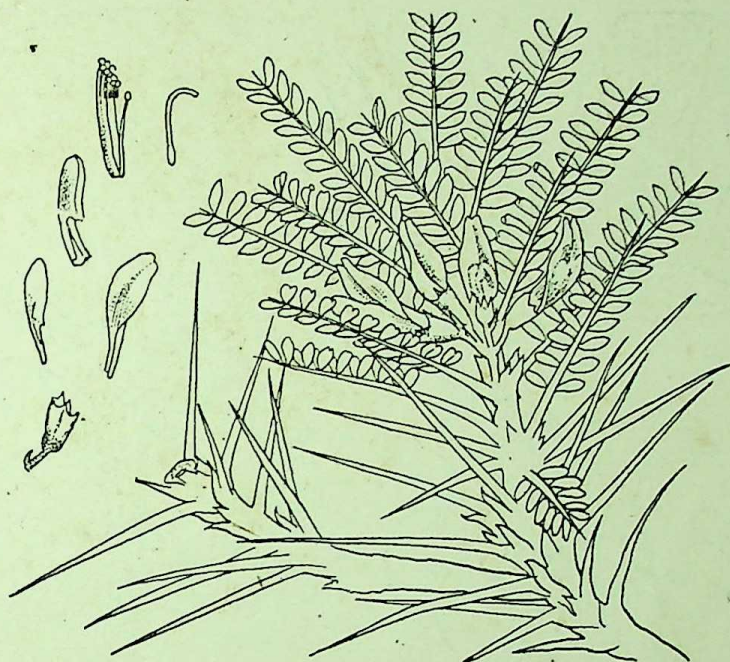
229. Astragalus gummifer Labill. (কটিলা)

230. Prunus communis Hud. (আলুবোখরা)
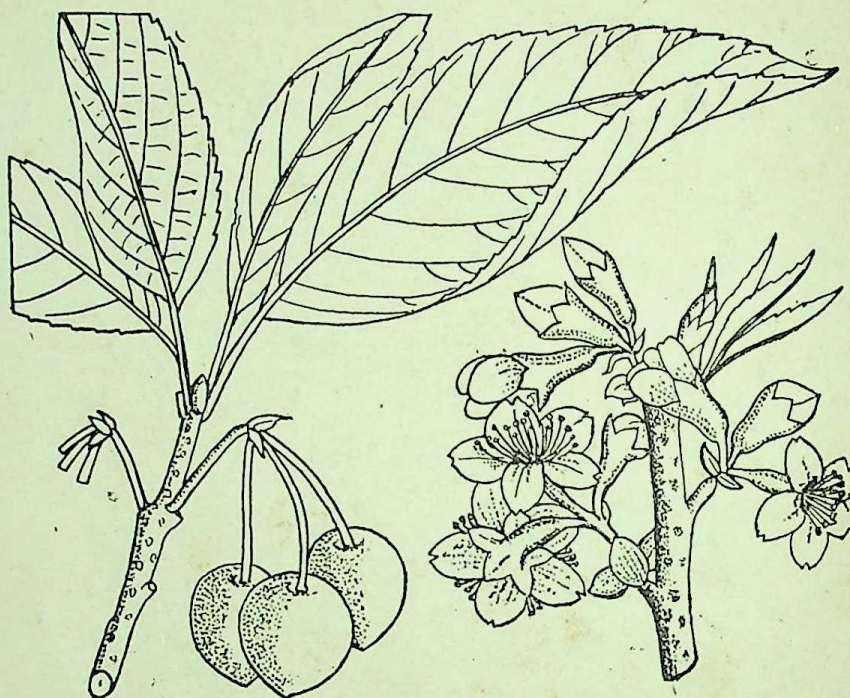
231. Prunus Puddum Roxb. (পদ্মক)
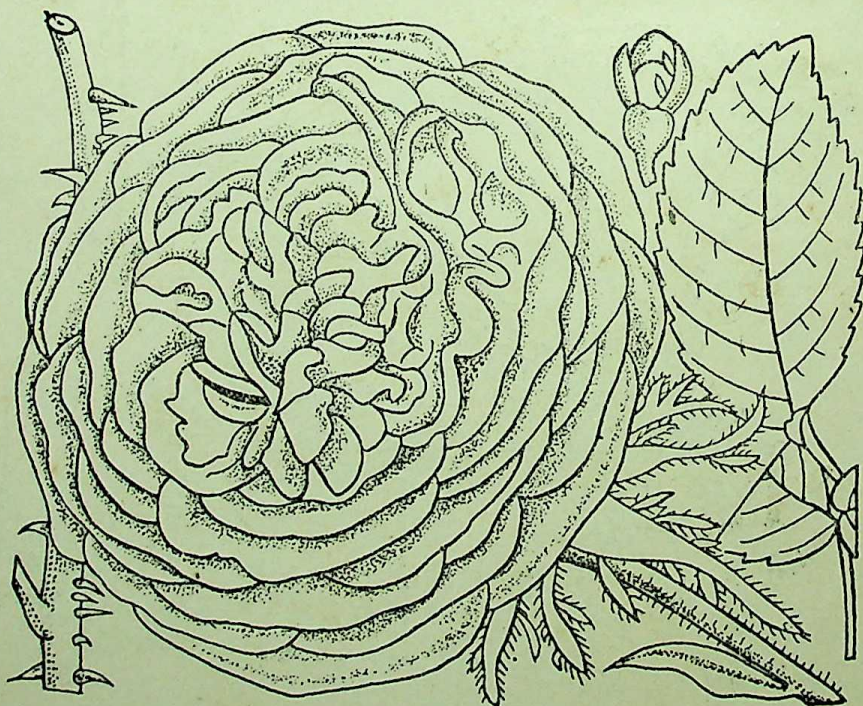
232. Rosa damascena Mill. (গোলাপ)

233. 'Cydonia vulgaris Pers. (বিহিদানা)

234. Bryophyllum calycinum Salisb. (পাথরকুঁচি)

235. Kalanchoe laciniata DC. (হিমসাগর)

236. Drosera Burmanni Vahl. (মুখজালি)